শ্রীশ্রীশ্যামলীলামৃত

শ্রীমদ্দাশগদাধরবংশ্য

মথুরানন্দানুগত—“দাশগোবিন্দ” দ্বারা

বিরচিত ও প্রচারিত।

প্রাপ্তিস্থান—

দাশগদাধর আশ্রম—“ব্রজর ভূপুর”

ভেদুয়াসোল পোঃ আঃ, জেলা—বাঁকুড়া।

আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষা-স্বরূপ

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাত্র।

প্রিণ্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রীসরস্বতী প্রেস

১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভুমিকা।

হে পাঠক ভাইগণ! শ্রীমন্মথুরানন্দ গোস্বামীর ইচ্ছা বা আদেশানুসারে তাঁহারই কৃপা-শিষ্য দাস গোবিন্দ দ্বারা শ্যামলীলা প্রচার হইল। শুদ্ধ-অশুদ্ধ, দোষ-গুণ, প্রমাণ অপ্রমাণ, সত্য-মিথ্যা সকলই প্রভুর ক্যাশবাক্সে। প্রয়োজনমত তিনিই তার তালা বন্ধ বা মুক্ত করিবেন।

আমি কোন সাধক বা শিক্ষিত নই। যে কিছু লিখিলাম, তাহারই আদেশে বা তাঁরই শক্তিতে। কোন বিষয়ে ত্রুটি থাকিলে মার্জ্জনা করিবেন।

যে কতিপয় মহান্ ব্যক্তি শ্যামলীলার রস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাতে যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ন্যাসী, বাউল, বৈষ্ণব, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থাবলম্বী, গৃহস্থ সকলেই ছিলেন ও নিরাপত্তাভাবে অমৃত-তুল্য স্বাদ গ্রহণ করিয়া শেষে ঐ "অমৃত" কথাটি বসাইয়া দিয়াছেন অর্থাৎ শ্যামলীলামৃত নাম দিয়াছেন।

১৩৩৪ সালের ৬ই কার্ত্তিক পানিহাটির বৈষ্ণব-প্রদর্শনীতে যে সকল মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার গোস্বামী ভাগবতরত্ন (শ্রীশ্রীরাঘব পণ্ডিতের বংশধর), শ্রীরামদাস বাবাজী (শ্রীধাম নবদ্বীপ), শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন বি, এ, (বীরভূম), প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী শাস্ত্রী তত্ত্বরত্ন, (খানাকুল), শ্রীভবতোষ মিত্র (বসু মিত্র কোং), রাজেন্দ্রনাথ রায় সত্যকিঙ্কর রায় বি, এ, শ্রীবৈদ্যনাথ দাস (মুনসেফ),

শ্রীসত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, শ্রীরাধাকৃষ্ণ বসু এম, এ, (লেট ডেপুটী ম্যাজিঃ), শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীহরিদাস নন্দী, শ্রীপুলিনচন্দ্র দে (গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর সহকারী সম্পাদক, কলিকাতা), শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ, বি, এল, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শিক্ষক, পানিহাটী), শ্রীকিশোরীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীবেণীমাধব চট্টোপাধ্যায়, শ্রীইন্দুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় (শিক্ষক, কোন্নগর), শ্রীশশিভূষণ বিশ্বাস (চেয়ারম্যান, পানিহাটি মিউনিঃ) পণ্ডিত শ্রীহরিদাস স্মৃতিতীর্থ, ডাক্তার শ্রীসরোজকুমার মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ, এম, এস, সি, বি, এল, শ্রীঅমূল্যধন সাহিত্যরত্ন প্রভৃতি থাকিয়া বিচার হইয়া গিয়াছে ও তাঁহারা সকলেই সায় দিয়াছেন। তবে অন্যান্য কোন কোন ভক্ত শ্রীল যদুনন্দন গোস্বামীর জীবনীর মধ্যে অষ্টকালীন মনন গোপন রাখিতে বলিয়াছেন। উহা যেন মজলিস করিয়া পাঠ না হয়। যিনি সাধক হইবেন, একাকী নির্জ্জনে বসিয়া রস আস্বাদন করিবেন। দাশগদাধর-বংশ্য প্রভুপাদগণের মধ্যে শ্রীব্রজমোহন গোস্বামী ভক্তিশাস্ত্রাচার্য্য, শ্রীকিঙ্করচন্দ্র গোস্বামী, (ব্রজরাজপুর), শ্রীহরিপদ গোস্বামী (গোঁসাই জনডা), শ্রীকৃষ্ণপদ গোস্বামী আই, টি, আফসার, (কলিকাতা), শ্রীবিনোদবিহারী গোস্বামী বি,এ বি, এল, (খাতড়া), শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী এফ,এ (খাতড়া),শ্রীযোগীন্দ্রনাথ গোস্বামী কাব্যতীর্থ, হেড পণ্ডিত, খাতড়া হাই স্কুল, শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মৃদঙ্গভূষণ, (গোলকপুর), শ্রীখেপাবিহারীলাল গোস্বামী ভক্তবর (গোলকপুর), শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী বিদ্যাবিনোদ (বৃন্দাবনপুর

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী (ছত্রনহিদ), শ্রীঅনিলকৃষ্ণ গোস্বামী বি, এস, সি, (বাঁকুড়া), শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, শ্রীমন্মথুরানন্দ গোস্বামী (নিত্যধাম গত) মাকড়কোন ভক্তিমঠ, শ্রীশরচ্চন্দ্র গোস্বামী (ওন্দা গ্রাম), শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী (থাল গ্রাম), শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামী (ভালুকা) শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, এল, এম, এস (গেড়িব বাজার), শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ শাস্ত্রী এম, এ, মদনমোহনজীর পুরাতন মন্দির, শ্রীকৃষ্ণানন্দ মহন্ত, চৌষট্টি মহন্তের সমাজবাড়ী, শ্রীচন্দ্রনাতুলসী ব্রজবাসী প্রভৃতি মহাত্মাগণের সাহায্যে শ্যামলীলামৃত প্রকাশ হইল।

মোটের উপর, সার্ব্বজনীন মনোনীত করিয়া এই গ্রন্থ প্রচার করিতে সাহস পাইয়াছি। আশা করি, ইহাতে আর কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিবেনা।

এক্ষণে ভক্ত-অলিদের কৃপায় নূতন কিছু সংগ্রহ করিতে পারিলে অর্থাৎ কোনওরূপ ভ্রম থাকিলে, তাহা সংশোধনের উপায় বলিয়া দিলে বিশেষ উপকৃত হইব এবং দ্বিতীয় সংস্করণে তাহা প্রচার করিবার চেষ্টা করিব। ইতি

দাশ গোবিন্দ

শ্রীম[illegible]ানন্দ গোস্বামী।

আদি খণ্ড

প্রণাম

শ্যামসুন্দরং প্রফুল্লবদনং নবজলধরবর্ণং ত্রিভঙ্গং শান্তমূর্ত্তিং ;
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং-
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা ॥
বন্দে শ্রীনন্দনন্দনং যদুকুলতিলকং গোকুলে গোপরক্ষণং ।

রসিক-শেখরং খগেন্দ্র-বাহনং পদ্মাসনং কদম্ববৃক্ষ-
হেলনং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং ।
দক্ষিণে ললিতা যস্য বামে রাধা জগৎপ্রসূং ।
পুরতঃ সখিভির্যস্য ত্বং নমামী রাসেশ্বরং ॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।
চক্ষুরোন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জয় জয় গুরুদেব বাণী কৃষ্ণসুত।
তোমার কৃপায় লিখি এ শ্যাম চরিত॥
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান শিশু অল্পমতি
তথাপি মূর্খের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দেখি ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
তব পাদপদ্ম দুটি ধরি শিরোপরে।
শ্যামলীলা কথাকহি আনন্দ অন্তরে।
ক্রমভঙ্গ দেখি যেন না ঘটে গোসাঞী।
তোমা বিনা এ মূঢ়ের আর কেহ নাই॥
শ্যামলীলা কহ প্রভু হৃদয়ে থাকিয়া।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে মিনতি করিয়া॥

আদি কথা

শুন শুন সর্ব্বজন হ'ঞা একমন।
রাধা-শ্যামের লীলা কিছু করিব বর্ণন ॥
সংক্ষেপে কহিব আমি না করি বিস্তার।
যাহা যাহা শ্যামচাঁদ করেছেন প্রচার ॥
অগ্রেতে কহিব কথা দাশ গদাধরের।
পরে পরে সব তত্ত্ব কহিব সবারে ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা শ্রীকৃষ্ণ মোহিনী।
দাস গদাধর রূপ ধরেন অপনি ॥
তাঁহার গুণের কথা কি কহিব আর।
গৌর সনে করিলেন প্রেম পরচার ॥
ভক্তিভবে যেই জন করে তাঁর নাম।
কৃষ্ণ সেবা পায় সে, পুরে মনস্কাম ॥
তার পূর্ব্ব কথা কিছু কহিব এখন।
একাগ্র চিত্তেতে সবে করুন শ্রবণ ॥
কান্যকুব্জ হ'তে পঞ্চ ব্রাহ্মণতনয়।
আদিশূর সভামধ্যে উপনীত হয় ॥
সেই পঞ্চজনের নাম কহি একে একে।
পরে পরে সব কথা শুনিবেন সবে ॥
ভট্ট নারায়ণ হবে শাণ্ডিল্য গোত্রজ।
বেদগর্ভ হবে সাবর্ণি গোত্রজ ॥

দক্ষমিশ্র ছিলেন কাশ্যপ গোত্রীয়।
শ্রীহর্ষ তেওয়ারী ভরদ্বাজ গোত্রীয়॥
ছান্দড় চৌবে ছিল বাৎস্য গোত্রের মধ্যেতে।
এই পঞ্চজনা রাঢে আসেন অগ্রেতে॥
তাহা হৈতে হ'ল এখন অনেক ব্রাহ্মণ।
রাঢ দেশে এসে সবে রাঢ়ী শ্রেণী হ'ন॥
ভট্ট নারায়ণের পুত্র বরাহ সুমতি।
বন্দ্যোঘাটি গ্রামে গিয়া করিলেন স্থিতি॥
বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধি হ'ল সেকারণে।
তারপুত্র সুবুদ্ধি হয় কহি সবাস্থানে॥
সুবুদ্ধির পুত্র বৈনতেয় মহাশয়।
তার পুত্র বিবুধেশ গুণের আলয়॥
বিবুধেশের পুত্র তথা গাউ নাম ধরে।
হাকুর তার পুত্রের নাম কহি সবাকারে॥
হাকুরের পুত্র হ'ন জিতাই মহাশয়।
জিতাইয়ের পুত্র হ'ন স্বামী সদাশয়॥
স্বামীর পুত্র বৈদ্যনাথ সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর।
তার পুত্র ঈশানচন্দ্র সুবোধ সুধীর॥
ঈশানের পুত্র তথা শ্রীধর নাম ধরে।
শ্রীধরের পুত্র আভো খ্যাতি চরাচরে॥
বন্দ্যোঘাটি ত্যজি তিনি উন্দুরা গ্রামেতে।
বসতি করেন গিয়া সংবশ সহিতে।
তার বীর্য্যজাত তিন পুত্র অনুপম।
সর্ব্ব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত কার্য্যে বিচক্ষণ॥

প্রথম জনার নাম পাশো বলে সবে।
দ্বিতীয় জনাকে ভাই সাবো বলে তাকে॥
বিষ্ণু নাম ধরে তার তৃতীয় কুমার।
রূপে যেন পূর্ণচন্দ্র গুণে গুণাকর॥
পাশোর দুই পুত্র হয় মধু আর ছবি।
ছবির পুত্র বাসুদেব সর্ব্বস্থানে জয়ী॥
বাসুদেবের পুত্র হয় গদাধর নাম।
তার পুত্র সুদর্শন গুণে অনুপম॥
সুদর্শনের পুত্র হয় মাধব মহাশয়।
আকাইহাটি গ্রামে গিয়া করেন আলয়॥
গোপাল আর গোপীনাথ মাধব-তনয়।
রূপে যেন রবি-শশী তুলনা না হয়॥
শিশুকালে দুই ভাই পিতৃহীন হয়।
মা'র সাথে যায় তারা মাতুল আলয়॥
মাতুলাশ্রয় হয় তাদের নবদ্বীপ ধামে।
রত্নরেখা মাতা তাদের সর্ব্বলোকে জানে॥
গ্রাম্য সম্পর্কে শচীমাতার মায়ের মাসী।
সুবল চক্রবর্ত্তীর স্ত্রীর নাম বসুমতী॥
তাঁহার সাধের মেয়ে রত্নরেখা দেবী।
পতীহীনা হ'য়ে থাকে নবদ্বীপে আসি॥
পুত্র দুটি থাকে সদা দিদিমার কাছে।
হরিনামে মত্ত তারা পুলকেতে নাচে॥
শ্রীচৈতন্যের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল যত জন।
উচ্চৈঃস্বরে করে হরি নাম সঙ্কীর্ত্তন॥

তার নামধ্বনি যার কর্ণে প্রবেশয়।
আবাল বৃদ্ধ-বনিতাদি সবে মত্ত হয় ॥
গোপাল গোপীনাথ কভু থাকিতে না পারে।
ভক্তগণ সঙ্গে নৃত্য করে প্রেমভবে ॥
এইরূপে আপ্যায়িত হৈল সবাসনে।
শোকদুঃখ ভুলে গেল হরিনামের গুণে ॥
কিছুদিন পরে যবে গৃহে ফিরে গেল।
শান্তি নাহি পায় মনে চিন্তা উপজিল ॥
আহার নিদ্রা দূরে গেল সদা শান্তভাব।
দুই গণ্ডে গড়াইয়া পড়ে জলধার ॥
গৌরাঙ্গের রূপ গুণ সদা চিন্তা করে।
দেখি মাতা রত্নরেখা ভাবিল অন্তরে ॥
পিতৃহীন বলে গোপাল সদাভাবে মনে।
হায় বিধি হেন দুঃখ সহিব কেমনে ॥
অল্প বয়সে পোড়া কপাল পুড়িল।
বলিতে বলিতে দুই নয়ন ঝড়িল ॥
এইরূপে গত যবে হৈল মাস আট।
শুভদিনে দোঁহাকার দিলা উপবীত ॥
গোপালের বয়স তখন মাত্র একাদশ।
ব্রহ্মচারীর বেশ পা'ঞা হইল উল্লাস ॥
হা—গৌরাঙ্গ বলে তখন ভাসি প্রেমনীরে।
পিতার ভবন ত্যজি গেলেন বাহিরে ॥

পুত্রশোকে রত্নরেখা বলে হায় বিধাতা ;
তোর সম নিঠুর কে আছে।
অল্পবয়সে মোরে, পতিহারা কৈলে ওরে ;
জর্জ্জরিত হৈনু সেই শোকে ॥
গোপালকে দেখিয়া যদি, ভুলে ছিনু ওরে বিধি ;
তাও তোর সহিলনা প্রাণে।
কেড়ে নিলি অসময়ে, এই দুঃখীনিরে পেয়ে ;
শূন্যঘরে রহিব কেমনে।
গোপাল মোর এক আঁখি, গোপীনাথে অন্ধ দেখি,
আজ তার একটি হ'ল কাণা।
তাই সদা ধারা বয়, কেমনে সহিব হায়,
এ হেন কঠোর যাতনা॥
আমাকেও লয়ে চল, ছার প্রাণে কিবা ফল,
এই বলে হইল মুর্চ্ছিত।
তাহে প্রাণবায়ু তার, হইল খাচান্তর ;
নয়-শ দশ সনের চৈত্র॥

সংসার ত্যজিয়া গোপাল বাহির হইয়া।
হা' গৌরাঙ্গ বলে সদা কাঁদে ফুকারিয়া॥
ক্ষুধাতৃষ্ণা দূরে গেল সদা আঁখি ঝরে।
মান অভিমান কিছু নাহিক অন্তরে॥
নিঃসঙ্গ হইয়া সদা করেন ভ্রমণ।
হাঁটিতে না পারে বেশী চলেনি চরণ॥

আর্য্যদহ গ্রামে উপনীত হৈল।
পাণিহাটি গ্রামে গৌরের আগমন শুনিল ॥
আপনি মূর্চ্ছিত হৈঞা পড়েন ধরায়।
শ্বাস প্রশ্বাস শূন্য হৈল যেন মৃতপ্রায় ॥
ক্ষণ পরে যবে পুনঃ চেতন পাইল।
দ্রুতগতি দুই চারি পদ চলে গেল ॥
আবার মূর্চ্ছিত হৈয়া পড়েন ভূতলে।
একটি সরোবর হৈল চক্ষুর জলে ॥
এখন যমুনা কুণ্ড বলে সবে কয়।
আর্য্যদহে সুরধুনি তটে বিরাজয় ॥
কি জানি প্রভুর লীলা বুঝে কোনজন।
গোপাল পড়িয়া আছে হৈঞা অচেতন ॥
হেনকালে নিত্যানন্দ গেলেন সেখানে।
চুপে চুপে বৈসে তার মস্তক সন্নিধানে ॥
ধীরে ধীরে কৈল কিহে কাঁদিতেছ কেন।
শুনিয়া গোপালের হইল চেতন ॥
'দিদি' 'দিদি' বলে তার গলাতে ধরিল।
দুইগণ্ডে রক্তাশ্রু ঝরিতে লাগিল ॥
নিত্যানন্দ বলে তুমি পাগল না'কি।
গলাতে ধরিলে কেন হইয়াছে কি?
আধরয়ে 'বৃন্দাবন' বলিয়া গোপাল।
মূর্চ্ছিত হইয়া পুনঃ পড়িল ভূতল ॥
নিত্যানন্দের পদ্মহস্ত বুলাইলে অঙ্গে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি গোপাল ফুকারিয়া কান্দে ॥

নিত্যানন্দ বলে তব পরিচয় দাও।
মিছামিছি কেন এত কাঁদিয়া বেড়াও ॥
কার শিষ্য কোন মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছ।
শুনিয়া গোপাল পুনঃ হইল মূর্চ্ছিত ॥
কিছুক্ষণ পরে আবার চেতন পাইলে।
গৌরাঙ্গের শিষ্য বলি পড়িল ভূতলে ॥
আশ্বাসিয়া নিত্যানন্দ টানি লৈল কোলে।
ভাসিয়া গেলেন প্রভু নয়নের জলে ॥
তাহে এক সরোবর হইল তথায়।
নিতাই সরোবর বলে সর্ব্বলোকে কয় ॥
সেই প্রেমদান লীলাক্ষেত্র আর্য্যদহে।
কীর্ত্তিত হইয়া সুরধুনি তটে আছে ॥
অন্তর্য্যামী নিত্যানন্দ বুঝিয়া অন্তরে।
গোপালকে লইয়া গেলেন সঙ্গে করে ॥
পানিহাটি গ্রামে গৌর বটবৃক্ষ মূলে।
ভক্তগণ সঙ্গে রঙ্গে হরি হরি বলে ॥
দেখিয়া গোপাল তথা মূর্চ্ছিত হইল।
মহাপ্রভুরগণ তখন তাহারে বেড়িল ॥
কেহ চোখে মুখে করয়ে সিঞ্চন।
কেহ করে পাখা লয়ে করয়ে ব্যজন ॥
এইরূপে ক্ষণপরে চেতন পাইলে।
ধীরে ধীরে শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দে বলে ॥
চিনি চিনি করি এবে না পারি চিনিতে।
দেখা কোথা পাইলে এর এল কোথা হতে ॥

নিত্যানন্দ বলে আর কি কব তোমায়।
নিজের লোক তবু পুনঃ সুধাও আমায়॥
জিজ্ঞাসা করিয়া ওকে দেখনা একবার।
শুনিয়া গোপালের গণ্ডে বহে ধার॥
অভিমানে সর্ব্ব অঙ্গ হইল বিবশ।
বাক্ বন্ধ হৈল, রুদ্ধ নিঃশ্বাস প্রশ্বাস॥
ব্রজলীলা মনে তার হইল হঠাৎ।
গৌউরের দিকে তাই করিল পশ্চাৎ॥
তাহা দেখি মহাপ্রভু মূচ্ছিত হইল।
রাধা রাধা বলে তখন কাঁদিয়া উঠিল॥
তখন ঝরিল তার দুইটি নয়ন।
স্বেদ, কম্প, পুলকাশ্রু হয় ঘনে ঘন॥
কিছুক্ষণ পরে যবে সুস্থির হইল।
মাধব পণ্ডিত গিয়া গোপালে পুছিল॥
কি-হে কে তুমি দাও পরিচয়।
কোন মন্ত্র দীক্ষা তব গুরু কেবা হয়॥
গোপাল কহিল তখন ভাসি নেত্রজলে।
গৌর বিনা বল আর কে আছে জগতে॥
গৌর-মন্ত্রে গৌর-কাছে দীক্ষা লইয়াছি।
গৌর মোর উপাসনা গৌর মোর গতি॥
গৌর মোর হৃদের ধন গৌর মোর প্রাণ।
গৌর মোর সর্ব্বস্ব গৌর মোর ধন॥
গৌর পরম বন্ধু গৌর মোর স্বামী।
বলিতে বলিতে দুই চক্ষে বহে পাণি॥

সকলি জানেন প্রভু গোরা নটরায়।
তবুও জীবের লাগি জিজ্ঞাসা করয় ॥
মোর শিষ্য তুমি বল হইলে কেমনে।
দীক্ষামন্ত্র আমি নাহি দেই কোনজনে ॥
আচ্ছা বলদেখি নাম সাধন কেমন।

শুনিয়া গোপালের ঝরে দু-নয়ন ॥
"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।

অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"
শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে হবে মানস যাহার।
পরম যতনে সে লভিবে অধিকার ॥
তৃণাধিক হীন দীন অকিঞ্চন ছার।
আপনে মানিবে সদা ছাড়ি অহঙ্কার ॥
বৃক্ষ সম ক্ষমা গুণে করিবে সাধন।
প্রতিহিংসা ত্যজি অন্যে করিবে পালন ॥
আপনার জন্য আনে উদ্বেগ না দিবে।
পর উপকারে নিজ সুখ ভুলে যাবে ॥
সর্ব্বগুণে গুণবান যদি কেহ হয়।
প্রতিষ্ঠা ছাড়িয়া হবে অমানি হৃদয় ॥
কৃষ্ণ অধিষ্ঠান সর্ব্ব জীবেতে জানিবে।
সাদরে সর্ব্বদা তাদের সম্মান করিবে ॥
দৈন্য, দয়া, অন্যে মান, প্রতিষ্ঠা বর্জ্জন।
চারিগুণে গুণী হৈঞা করিবে কীর্ত্তন ॥

শুনিয়া গৌরাঙ্গ কহে হাসিতে হাসিতে।
সাধকের কামনা কি বল দেখি এবে ॥
গোপাল কহিল তখন জুড়ি দুই কর।
বক্ষ বেয়ে পড়ে দুই নয়নের জল ॥

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ! কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥"

তব পাদপদ্মে প্রভু এই নিবেদন।
নাহি চাহি দেহসুখ বিদ্যা ধন জন ॥
স্বর্গ কিম্বা মোক্ষ আদি কিছু নাহি মাগি।
প্রার্থনা না করি কোন বিভূতির লাগি ॥
নিজকর্ম্ম দোষ গুণে যে যে জন্ম পাই।
জন্মে জন্মে যেন প্রভুর নাম গুণ গাই ॥
এইমাত্র আশা মম তোমার চরণে।
অহৈতুকী ভক্তি হৃদে জাগে অনুক্ষণে ॥
বিষয়ে প্রীতি ছিল পূর্ব্বে আমার।
সেই মত প্রীতি হউক চরণে তোমার ॥
সমভাব থাকে যেন সম্পদে বিপদে।
নামের প্রভাব বৃদ্ধি দিনে দিনে হবে ॥
পশুপক্ষী হয়ে যদি থাকি কোনখানে।
ভক্তি থাকে যেন প্রভু ও দুটি চরণে ॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ তারে কহেন তখন।
সাধকের স্বরূপ কি তাহা তুমি জান ॥

"অয়ি নন্দতনুজ! কিঙ্করং পতিতাং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজস্থিতধূলিসদৃশং বিচিন্তয় ॥"

অনাদি কর্ম্মফলে পড়ি ভবার্ণবে।
দিবানিশি জ্বলে হিয়া বিষয় হলাহলে ॥
তরিবার উপায় কিছু পাইনি দেখিতে।
সর্ব্বদা চঞ্চল মন সুখ নাই চিতে ॥
আশাপাশে অবিরত ক্লেশ দেয় কত।
প্রবৃত্তি উর্ম্মির তাহে খেলে শত শত ॥
কাম, ক্রোধ, লোভ আদি আসি বাটপাড়ে।
জ্ঞান, কর্ম্ম, ঠগ দুই প্রতারয় মোরে ॥
অবশেষে কি হইবে ভাবিয়া না পাই।
পদধূলি দিয়ে প্রভু রাখ নিজ ঠাঁই ॥
আমি নিত্যদাস তাহা ভুলিনু মায়ায়।
কৃপা করি টানি লহ ঐ রাঙ্গা পায় ॥
শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর জিজ্ঞাসেন পুনঃ।
চরম সাধন কি তাহা তুমি জান ॥

"চেতোদর্পণ-মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণং বিদ্যা-বধূ-জীবনং।
আনন্দাম্বুধি-বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম-স্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনম্ ॥"

হে পীতবরণ কলি পাবন গোউর।
শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তনে সতত বিভোর ॥

এ চিত্তদর্পণ হরি করয়ে মার্জ্জন।
চিত্তবিহারী জয় নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
হেলা-ভব-দাবাগ্নি করয়ে নির্ব্বাপণ।
ক্লেশ-নিবৃত্তি জয় নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
শ্রেয়-কুমুদ-বিধু-জোৎস্না প্রকাশ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন জয় ভক্তি বিলাস॥
বিশুদ্ধ বিদ্যাবধু জীবন স্বরূপ।
নাম সঙ্কীর্ত্তন জয় সিদ্ধ স্বরূপ॥
আনন্দ পয়োনিধি করয়ে বর্দ্ধন।
পাবন মূর্ত্তি জয় নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
পদে পদে পীযূষের স্বাদ প্রদান করে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন জয় প্রেম সঞ্চারে॥
শুনিয়া শ্রীশচীসুত প্রেমেতে বিভোর।
বরষার ধারা যেন গণ্ডে বহে লোর॥
বলেন সুলভ কেন নাম সাধনেতে।
শুনিয়া গোপাল মৃদু স্বরে কহিতেছে॥

"নাম্নামকারী বহুধা নিজ সর্ব্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশি তব কৃপা ভগবন্! মমাপি
দুর্দ্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥"

শ্রীনাম চিন্তামণি তোমার সমান।
বিশ্বে বিলাইলে প্রভু করুণা নিদান॥

সকল শকতি দেয় নামেতে তোমার।
গ্রহণে রাখিলে না কালের বিচার॥
হায় হায় ভাগ্য মোর মন্দ অতিশয়।
নাহি জনমিল তাই অনুরাগ তায়॥
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল ছল।
ক্ষণপরে পড়ে দুই চারি ফোটা জল॥
তখন গৌরাঙ্গ পুনঃ জিজ্ঞাসেন তারে।
সিদ্ধির অন্তর্লক্ষণ বলিবে আমারে॥
গোপাল কহিল তখন অতি নম্রস্বরে।
বক্ষস্থল ভেসে যায় নয়নের নীরে॥

"যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং।
শূন্যায়িতং জগৎসর্ব্বং গোবিন্দবিরহেন মে॥"

গাইতে গাইতে নাম আনন্দ বাড়িবে।
কৃষ্ণ নিত্যদাস তখন হৃদয়ে স্ফুরিবে॥
তখন জানিবে মায়া পাশ এড়াইতে।
গোবিন্দবিরহে দুঃখ পাই নানামতে॥
আর এ সংসার মোর ভাল নাহি লাগে।
যাহা যাই চিন্তা কেবল শ্রীকৃষ্ণ হেরিতে॥
নিমেষ হইবে যেন শত যুগ সম।
গোবিন্দ বিরহ সৈতে হইবে অক্ষম॥
তখন বলেন গৌর বল দেখি এবে।
সিদ্ধির বাহ্যলক্ষণ কেমনে জানিবে॥

গোপাল কহেন তবে দুই কর পুটি।
প্রেমেতে বিভোর তার ঝরে আঁখি দুটি ॥

"নয়নংগলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি ॥"

হে প্রভু অপরাধ কারণে আমার।
সুধামাখা নামে নাহি হইল বিকার।
হতাশ হইয়া প্রভু করি তব নাম।
বড় দুঃখে আছি এবে কৃপা কর শ্যাম।
হে দীন দয়াময় করুণা নিদান।
ভাব-বিন্দু দিয়া এবে রাখ এ পরাণ।
কবে প্রভু তব নাম উচ্চারণে মোর।
নয়নে বহিবে সদা দর দর লোর ॥
পুলকে ভরিবে কবে শরীর আমার।
স্বেদ কম্প, স্তম্ভ অশ্রু হবে বার বার ॥
বিবর্ণ শরীরে কবে হইব অজ্ঞান।
নাম নামাশ্রয়ে কবে ধরিব পরাণ ॥
হায় হায় হেন দিন হবে কি আমার।
আমা হেন হীন দীন কেবা আছে আর ॥
সিদ্ধির কিরূপ নিষ্ঠা সুধান তাহারে।
শুনিয়া গোপাল কহে মৃদু মৃদু স্বরে ॥

"আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু,
মামদর্শনান্মর্মাহতাং করোতু বা।

যথাতথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ ॥"

জগতের বন্ধু সেই করি মোরে সাথ।
যথাতথা রাখু সে মোর প্রাণনাথ ॥
দর্শন আনন্দদানে সুখ দিবে প্রাণে।
কবে বা প্রণয় মোর হবে তার সনে ॥
যাহে তাঁর সুখ হয় সেই সুখ মম।
নিজ সুখ দুঃখে মোর হবে সদা সম ॥
অষ্টসখী সুবেষ্টিত বৃন্দাবন কাননে।
তা সবার সঙ্গে কবে যাইব সেখানে ॥
কৃষ্ণের সে পদ দুটি রাখিব হৃদয়ে।
এই বলে মূর্চ্ছা হৈঞা পড়িল ভূতলে ॥
তখন বলেন গৌর বাগগুরু বটে।
প্রেম সেবা বটে সেই চন্দ্রকান্তি ব্রজে
এই বলে মূর্চ্ছা হৈঞা পড়িল ধরায়।
বাক্‌রুদ্ধ হৈল শ্বাস প্রশ্বাস না বয় ॥
ভক্তগণ ধেয়ে গিয়ে মুখে জল দেয়।
কেহ করে পাখা লয়ে বাতাস করয় ॥
কিছুক্ষণ পরে যবে হইল চেতন।
মৃদু স্বরে নিত্যানন্দ কহেন বচন ॥
তুমি দাদা কৃপা এরে করিছ নিশ্চয়।
নতুবা এসব তত্ত্ব জানিল কোথায় ॥

আজ হ'তে তব সঙ্গে রব নিরন্তর।
দাস গদাধর নাম দিলাম ইহার॥
দাস গদাধরের মনে হইল তখন।
পরকীয়া ভাব ব্রজের এমনি রকম॥
সেই ভাব বুঝি প্রভু দেখালেন এথায়।
অনঙ্গ মঞ্জরী সনে দিলেন আমায়॥
তাঁর সনে থাকি সদা হেরিব গৌউর।
দাস গোবিন্দে কৃপা কবে হইবে প্রভুর॥

দাস গদাধরের কথা

ভক্তগণ সঙ্গে নিমাই ভারত ভ্রমিয়া।
নীলাচলে উপনীত হইলেন গিয়া॥
কিছুদিন পরে প্রভু কহে নিত্যানন্দে।
গৌড়দেশে যাও তব পারিষদ সঙ্গে॥
বিবাহ করিয়া সংসার করগে পত্তন।
নতুবা সংসারধর্ম রবেনা কখন॥
সকলে সন্ন্যাসী হ'লে চলিবে কেমনে।
সংসারে থাকিয়া ভজ শ্রীরাধারমণে॥
তোমা অনুরূপ দেখি মর্ত্ত জীবগণ।
সেইমত করিবেক সাধন ভজন॥
সর্ব্বধর্ম্ম হ'তে শ্রেষ্ঠ সংসার ধরম।
সেই ধর্ম্ম তুমি ওহে দেখাও এখন॥

শুনি নিত্যানন্দ আর দাস গদাধর।
রামদাস আদি করি পারিষদ তাঁর ॥
গৌড় দেশে চলিলেন প্রেম বিলাইতে।
আর্য্যদহে উপনীত হইলেন ক্রমে।
তথায় বসতি কৈলেন দাস গদাধর।
সজোরে কাজির মুখে বলাইল নাম ॥
খড়দহে বাস কৈলেন নিত্যানন্দ রায়।
বসু জাহ্নবার সনে হৈল পরিণয় ॥
গদাধরের মন নয় বিবাহ করিতে।
কিন্তু ভগবদ লীলা কে পারে বুঝিতে
ধ্যানেতে আছেন গোসাঞি সুরধুনীকূলে।
মায়াদেবী গিয়া মালা পরাইল গলে ॥
অতএব ধ্যানভঙ্গ হইল তাঁহার।
সম্মুখে দেখেন কন্যা রহে যুড়ি কর ॥
মরি মরি রূপের তাঁর তুলনা নাই।
দেখে মনে হয় যেন সে ব্রজের রাই ॥
পশ্চাদ্দিকে পিতা তাঁর আছে দাঁড়াইয়া।
দেখি দাস গদাধর কহে আশ্বাসিয়া ॥
চিনিতে না পারি তোমরা দাও পরিচয়।
কেন বা এমালা মোর পরালে গলায়।
সভয়ে ব্রাহ্মণ তখন কহিলেন তায়।
বহুদুঃখ পাইনু প্রভু এই কন্যাদায় ॥
নানাস্থানে ভ্রমিলাম পাত্রের কারণ।
সেইসব পাত্র কন্যার লাগিল না মনে ॥

নিশাযোগে স্বপ্নদেখে আইনু হেথায়।
তাই কন্যা মালাদান কৈল আপনায়॥
অপরাধ না ধরিয়া করুণ গ্রহণ।
বলিতে বলিতে ঝরে দুইটী নয়ন॥
ক্ষণপরে মূর্চ্ছা ভূতলে পড়িল।
তাহে প্রাণবায়ু তার বাহির হইল॥
দেখি দাস গদাধর আশ্চর্য্য মানিল।
জিজ্ঞাসা করিয়া কন্যার পরিচয় নিল॥
তাহাতে জানিলা তার যত সমাচার।
কাটোয়া গ্রামেতে কন্যার পিতার আগার॥
তাহার পিতার নাম বিশ্বম্ভর চট্টো।
লালন পালন করিতে পাইলেন কষ্ট॥
সাতদিনে সূতিকাগারে মাতৃহীন হয়।
সেই সে কারণে পিতা এতদুঃখ পায়॥
ষোড়শ বরষ এখন বয়স হয়েছে।
দেখি দাস গদাধর চিন্তা করিতেছে॥
মনে মনে নানামতে বিচার করিল।
তারপর কন্যা সহ গমন করিল॥
সাতদিন তার সঙ্গে করিলে বাস।
নীলাচল হইতে তখন আইল শ্রীনিবাস॥
শুনি দাস গদাধরের ঝরিল নয়ন।
মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় পড়িল তখন॥
ক্ষণপরে যত্নে পুনঃ চেতন পাইল।
হা গৌরাঙ্গ বলে তথা কাঁদিতে লাগিল॥

পাঁচমাস পরে কার্ত্তিক শুক্লাষ্টমী দিনে।
সূক্ষ্ম গোপীদেহে প্রভু গেলা বৃন্দাবনে॥
মায়াদেবীর গর্ভে এক সন্তান জন্মিল।
বাণীকৃষ্ণ বলে দেবী তার নাম থুইল॥
দিনেদিনে বাড়ে পুত্র যেন চন্দ্রকলা।
তাহা দেখি মায়াদেবী নাচিতে লাগিলা॥
ষোড়শ বরষ যবে বয়স তার হৈল।
সরলা বালার সঙ্গে বিবাহ দিল॥
তারপর সংসারের ভার দিয়া তায়।
সুরধুনী-গর্ভে দেবী প্রবেশ করয়॥
দাস গোবিন্দ বলে তাই কাঁদিতে কাদিতে।
কতদিনে দেখা পুনঃ দিবে গো অ মাকে॥

বাণী কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা

মাতৃ-পিতৃহীন বাণী কৃষ্ণ মহাশয়।
সরলাব সনে সুখে আর্য্যদহে রয়॥
সাধনায় সিদ্ধ আর জিতেন্দ্রিয় হইল।
গোস্বামী বলিয়া তাই সকলে মানিল॥
পাণ্ডিত্যের পরিচয় কিছু নাহি দেন।
সাধারণ ভাবে দিন করেন যাপন॥
প্রতিষ্ঠা তাঁহার কাছে পাইলনা স্থান।
গোপালের সেবা কাজে সদা তার মন॥

গুরু দয়াল গুরু দয়াল নিতাই অদ্বৈত।
গৌরগোপাল গৌরগোপাল শ্রীরাধেগোবিন্দ॥
এই নাম এই জপ এই তন্ত্র এই মন্ত্র।
সিদ্ধ হইলেন তিনি জপে এই মন্ত্র॥
তাঁর দুইপুত্র অতি সুবোধ সুধীর।
তাঁহাদের নাম শুনে চিত্ত হবে স্থির॥
সেই সব কথা কিছু কহিব এখন।
শুনিলে জীবের হবে বন্ধন মোচন॥
ঠাকুরানন্দ নাম হয় প্রথম জনার।
দ্বিতীয় মথুরানন্দ জীবের আকর॥
তার বাল্যের কথা কিছু করিব বর্ণন।
একাগ্র চিত্তেতে সবে করুণ শ্রবণ॥
চতুর্থ বরষ তাঁর বয়স যখন।
তখনকার কথা শুনে শুদ্ধ মন॥
সতত গম্ভীরভাবে থাকিত বসিয়া।
কি যেন ভাবিত সদা উদাসীন হৈয়া॥
অধিক কথাতে তাঁর ছিলনা প্রয়াস।
গীতবাদ্য শ্রবণেতে করিত না আশ॥
কারো সনে মিশে কভু খেলা না করিত।
গোলমাল মোটে তার ভাল না লাগিত।
সতত থাকিত বসে একাকী ঘরেতে।
ডাকিয়া হাঁকিয়া কভু হইত খাওয়াতে॥
তাহা দেখি পিতা তার ভাবে মনে মনে।
এমন করিয়া ছেলে রহে কি কারণে॥

হৃষ্টপুষ্ট দেখি কিছু অসুখগুত নয় ।
তবে কেন অলস হয়ে বসিয়া রহয় ॥
এর প্রতিকার আমি করিব কেমনে ।
গুঢ তত্ত্বকথা কিছু নাহি আসে জ্ঞানে ॥
অমাবস্যায় জন্ম হইল আষাঢ মাসেতে ।
চোর কিম্বা দুষ্ট ছেলে হইবে নিশ্চিতে ॥
কিন্তু দেখে মনে হয় হইবে সন্ন্যাসী ।
নতুবা থাকিবে কেন হইয়া উল্লাসী ॥
যে হয় সে হবে তখন পরে দেখা যাবে ।
ভাগ্যে যাহা আছে তাহা খণ্ডন না হবে ॥
এক কথা তিনি তখন ভাবি মনে মন ।
পাঠশালে পাঠালেন বিদ্যার কারণ ॥
তথায় যাইয়া বালক লাগিলা কাঁদিতে ।
"ক" অক্ষর দেখি তথা পড়িল ভূমিতে ॥
ভূমিতে পড়িয়া তার চক্ষে বহে ধারা ।
কাঁদিতে কাঁদিতে যেন হইল দিশেহারা ॥
তাহা দেখি লোক সব হইল আচম্বিত ।
বলে এ বালক হবে কোন দেবদূত ॥
নতুবা এমন মোরা কভু দেখি নাই ।
"ক" অক্ষর দেখি কাঁদে কভু শুনি নাই ॥
লেখাপড়া বালকের হইলনা আর ।
কেহ বলে দেখ এর হয়েছে বিকার ॥
অষ্টম বরষ যবে বয়স হইল ।
নানাস্থানে পূজাপাঠ করিতে লাগিল ॥

মাটির ঠাকুর করে কিম্বা পূজয় পাথরে।
কভু রাধাকৃষ্ণ কভু শিবপূজা করে॥
কভু কালী কভু দুর্গা কভু কাত্যায়ণী।
শালগ্রাম দামোদর কভু নারায়ণী॥
তুলসী ফুলেতে তাদের পূজার বিধান।
খাদ্যদ্রব্য আগে তার ঠাকুরে যোগান॥
অনিবেদিত দ্রব্য কভু গহণ না করে।
আপন মনেতে সদা পূজাপাজা করে॥
অষ্টম বরষ যবে বয়স হইল।
সাধু বৈষ্ণব দেখি তাদের সঙ্গেতে থাকিল॥
লেখাপড়া নাহি হল সাধুসঙ্গে বসে।
তাঁহাদের সেবা কাজে সতত উল্লাসে॥
ব্রাহ্মণ দেখিয়া অতি সমাদর করে।
ফটফরমাস খাটে তাদের আনন্দঅন্তরে॥
পান যদি চান কেহ তাহা দেন আনি।
তামাক চাহিলে নিজে সেজে দেন আনি॥
খাদ্যদ্রব্য যদি কেহ মাগে তার কাছে।
যথায় পাইবে আনি খাওয়াবে তাহাকে॥
এইরূপ কিছুকাল হইল অতীত।
নবম বরষ আসি হৈল উপনীত॥
উপনয়ন হয় তখন ভাই দু জনার।
তের বৎসর বয়ঃক্রম প্রথম জনার॥
"ভবতি ভিক্ষাং দেহি মাতঃ" বলিল যখন।
তখন মথুরানন্দ মহানন্দ হন

মাতার কাছে ভিক্ষা লয়ে মাগে পিতার কাছে ।
তাহার পরেতে চায় স্বজনের কাছে ॥
একে একে ভিক্ষা সব কৈল সমাপন ।
ঊর্দ্ধবাহু করি বালক নাচেন তখন ॥
তাতে দেখি লোক সব রহিল চাহিয়া ।
সদানন্দ গেল তার গৃহ তেয়াগিয়া ॥
তাহা দেখি গ্রামবাসী ফিরাইতে যায় ।
বালক কাহারও পানে ফিরিয়া না চায় ॥
"হরি হরি" বলি চলে আপন মনেতে ।
তাহা দেখি পিতা তার লাগিল নাচিতে ।
বলে কত ভাগ্যফলে হেন পুত্র পাই ।
ইহা হ'তে ভবে আর কিছু সুখ নাই ॥
যে বংশে জন্মে ভাই বৈষ্ণব সুজন ।
সপ্তকুল মুক্ত সবার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
বিধাতা তোমার কাছে এই ভিক্ষা চাই ।
অবোধ কুমারে রক্ষা করিহ সদাই ॥
যোগভ্রষ্ট যেন বাছার কভু নাহি হয় ।
এই অনুরোধ তোমায় করি দয়াময় ।
মাতা তার কাঁদে দেন প্রবোধ তাহারে ।
ইহা হতে সুখ আর কি আছে সংসারে ॥
এইরূপ ব'লে গোসাঞি সকলে বুঝায় ।
শ্রীদাস গোবিন্দ রহে ধরি তাঁর পায় ॥

বৃন্দাবন খণ্ড

শ্যামসুন্দরং প্রফুল্লবদনং নবজলধরবরণং ত্রিভঙ্গং শান্তমূর্ত্তিং।
পীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং
রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা॥
বন্দে শ্রীনন্দনন্দনং যদুকুলতিলকং গোকুলে গোপরক্ষণং।
রসিককান্তিশেখরং খগেন্দ্রবাহনং পদ্মাসনং কদম্ববৃক্ষহেলনং
স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
দক্ষিণে ললিতা যস্য বামে রাধা জগৎপ্রসূং।
পুরতঃ সখীভির্যস্য তং নমামি পদ্মলোচনম্॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

জয় জয় গুরুদেব বাণীকৃষ্ণ সুত।
তোমার কৃপায় লিখি এ শ্যাম চরিত॥
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান শিশু অল্পমতি॥
তথাপি মূর্খের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥

তব পাদপদ্ম দুটি ধরি শিরোপরে ।
শ্যামলীলা কথা কহি আনন্দ অন্তরে ॥
ক্রমভঙ্গ দোষ যেন না ঘটে গোসাঞি ।
তোমা বিনা এ মূঢ়ের আর কেহ নাই ॥
শ্যামলীলা কহ প্রভু হৃদয়ে থাকিয়া ।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে মিনতি করিয়া ॥

মথুরানন্দের দীক্ষা গ্রহণ

মথুরানন্দ গেল যদি গৃহ তেয়াগিয়া ।
সাধুসঙ্গে বাস করে পুলকে মাতিয়া ॥
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান নাহি অভিমান ।
মান অভিমান তাঁর সকলি সমান ॥
কিন্তু সাধন তত্ত্ব কিছু পারে না বুঝিতে ।
নানা মুনির নানা মত পারে না ধরিতে ॥
এইরূপে কিছুকাল হইল অতীত ।
তখন তাহার মনে হইল উপনীত ॥
গোস্বামী সন্তান মুই কৃষ্ণ উপাসক ।
অন্য কোন সাধনেতে নাহি আবশ্যক ॥
স্বধর্মে থাকিয়া ভজি লক্ষ্মী নারায়ণে ।
উপযুক্ত গুরু আমি পাব বৃন্দাবনে ॥
তথায় আছেন যত বৈষ্ণবগণ ।
তা সবার কাছে গিয়া লইব শরণ ॥

অবশ্য করিবে কৃপা পতিত দেখিয়া।
পতিত পাবন তাঁরা করিবেন দয়া॥
এইরূপ স্থির করি চলে বৃন্দাবনে।
পদব্রজে যায় সদা আনন্দিত মনে॥
কিছুদিন পরে যবে উপনীত হইল।
পঞ্চদশ বৎসর তখন বয়স হইল॥
নানাস্থানে খুঁজে বেড়ান গিয়া বৃন্দাবনে।
মনোমত গুরু নাহি পান কোনখানে॥
তখন আকুল হইয়া কান্দিতে লাগিল।
সাতদিন অনাহার অনিদ্রায় গেল।
জীর্ণশীর্ণ কলেবর হয়েছে তাহার।
কেবল কাঁদয়ে আর চক্ষে বহে ধার।
হেনকালে গদাধর দরশন দিল।
মধুর বচনে তারে কহিতে লাগিল॥
আমি তব পিতামহ দাস গদাধর।
তোমারে দেখিয়া হল প্রফুল্ল অন্তর॥
উজ্জ্বল করেছ বংশ সন্ন্যাস করিয়া।
ধন্য হইলাম আজ তোমারে হেরিয়া॥
মাঘি পূর্ণিমা আজ শুভদিন বটে।
আশ্রয় গ্রহণ কর শ্রীগুরুর পদে॥
ভগবৎ জ্ঞানে তাঁর পূজাদি করিবে।
সাধু ব্যবহারে সদা স্বচ্ছন্দে রহিবে॥
তত্ত্ব বস্তু আপনার করিবে সংগ্রহ।
তবে ত সাধন পথে বাড়িবে আগ্রহ॥

নিজ সুখ বিলাস ত্যাগ করিবে নিশ্চয়।
তীর্থস্থানে বাস করা উপযুক্ত হয় ॥
সংকল্প করিয়া করো আপনার কর্ম্ম।
একাদশী করো যাহা বৈষ্ণবের ধর্ম্ম ॥
বৈষ্ণব সেবা করা চাই শ্রদ্ধা সহকারে।
নতুবা সে কৃষ্ণ সেবা কে দিবে তোমারে ॥
ভগবদ্বিমুখ জনার সঙ্গ না করিবে।
অনধিকারীকে কভু দীক্ষা নাহি দিবে ॥
আড়ম্বর পূর্ণ কর্ম্ম না করিহ ভ্রমে।
আপন প্রশংসা কভু শুনিবে না কানে ॥
ভগবদ্বহির্মুখ গ্রন্থ আছে যাহা।
ভ্রমে কভু পাঠ তুমি করিও না তাহা ॥
বৃথা তর্ক কারো সনে করা ভাল নয়।
আপন মননে যেন লোভ নাহি হয় ॥
লোভ মোহ ক্রোধাদির বাধ্য নাহি হবে।
রিপুগণে আগে তুমি আয়ত্তে আনিবে ॥
অন্য দেবদেবীর নিন্দা শুনিবে না কানে।
অবজ্ঞা করিলে নাহি পাবে রাধাশ্যামে ॥
প্রাণিগণ মাঝে কভু উদ্বেগ না দিবে।
সেবাপরাধ নামাপরাধ সদা তেয়াগিবে ॥
কৃষ্ণ কিম্বা কৃষ্ণভক্তের নিন্দা না করিবে।
বৈষ্ণব চিহ্ন মালাতিলক ধারণ করিবে ॥
সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম করিবে লিখন।
সযতনে করিবে হে নির্ম্মাল্য ধারণ ॥

ভাগবতের অগ্রে কভু নৃত্য না করিবে।
দণ্ডবৎ হইয়া তাঁরে প্রণাম করিবে ॥
শ্রীমূর্ত্তি দর্শন হ'লে করো গাত্রোত্থান।
বিগ্রহের অগ্রে গমন নাহি ত বিধান ॥
বিগ্রহ থাকেন যথা করিহ গমন।
ত্রিসন্ধ্যা তুলসীদেবীর করো পরিক্রম ॥
হরির অর্চ্চনা করো ভক্তি সহকারে।
সেবা তাঁরে করিবে হে আনন্দ অন্তরে ॥
ভাগবতের লীলা গীত করিহ শ্রবণ।
তাঁর নাম গুণ লয়ে করো সঙ্কীর্ত্তন !
শ্রীভগবন্মন্ত্র জপ করিবে গোপনে।
আত্ম নিবেদন তুমি করো তাঁর স্থানে ॥
ভগবানের স্তব পাঠ ত্রিসন্ধ্যা করিবে।
ভক্তিভরে প্রসাদ তাঁর ভোজন করিবে ॥
বিষ্ণুর চরণামৃত করিবে হে পান।
ধূপ মাল্যাদির সৌরভ করিবে গ্রহণ ॥
শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে তাহা দর্শন করিবে।
স্থিরচিত্ত হইয়া তাঁরে স্পর্শন করিবে॥
আরতি উৎসব তাঁর করিবে দর্শন।
শ্রীভগবন্নামগুণ করিবে কীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণের কৃপার প্রতি করি নিরীক্ষণ।
দাস্যভাবে তুমি তাঁরে লহহে শরণ ॥
স্মরণ করিবে কৃষ্ণের লীলা অষ্টকাল।
নতুবা শেষেতে তব ঘটিবে জঞ্জাল ॥

ধ্যান সদা করা চাহি শ্রীরাধারমণে।
কর্ম্মার্পণ কর তুমি তাহার চরণে॥
বিশ্বাস রাখিয়া কর মিত্রতা স্থাপন।
আত্ম সমর্পণ তুমি করহ এখন॥
নিজ প্রিয় দ্রব্য যাহা পাইবে হে তুমি।
দিবে রাধাকৃষ্ণে তাহা আনিয়া তখনি॥
কর্ম যাহা করিবে সব কৃষ্ণের নিমিত্ত।
দাস্য ভাবাশ্রয়ে মন করিবে সংযত॥
তুলসী সেবন নিত্য করিবে নিশ্চয়।
তাঁর কৃপা ছাড়া কভু কৃষ্ণ প্রাপ্তি নয়॥
শ্রীমদ্ভাগবতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থ যাহা।
নিত্য একমনে তুমি দেখিবে হে তাহা॥
বৈষ্ণবদের সমাদর করিবে নিশ্চয়।
ব্রাহ্মণের হতাদর উপযুক্ত নয়॥
কার্ত্তিক মাসের সমাদর বিশেষ করিবে।
বৈষ্ণবের পর্ব্বদিনে আনন্দ পাইবে॥
শ্রদ্ধা সহকারে করো শ্রীমূর্ত্তি সেবন।
রসিক ভক্ত কাছে শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদন॥
অর্থ তার বুঝিবে হে বিশেষ করিয়া।
সাধুসঙ্গ করিবে সেই জ্ঞানের লাগিয়া
উচ্চৈঃস্বরে কবিবে হে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
তীর্থস্থানে ভ্রমি কর রস আস্বাদন॥
যানে আরোহণ তুমি ভ্রমে না করিবে।
পাদুকা সহিত দেবাগারে নাহি যাবে॥

জন্মাষ্টমী দোলযাত্রা উৎসব যে হয়।
অনুষ্ঠান করা তার উচিত যে হয়॥
ভগবত্তাগ্রে প্রণাম করো না কখন।
অশৌচ থাকিতে নহে ভগবদ্দর্শন।
এক হস্ত দ্বারা যেন প্রণাম না করিবে।
সম্মুখেতে প্রদক্ষিণ কভু না করিবে॥
সম্মুখে না করো কভু পাদ প্রসারণ।
শয়ন ভোজন তথা নহেত বিধান॥
উচ্চৈঃস্বরে কথা তথা কবে না কখন।
পরস্পরে না করিহ কথোপকথন॥
কলহ না করো তথা করো না রোদন।
প্রাণীগণ মাত্রে কভু দিওনা যাতন॥
মিথ্যাকথা পরনিন্দা অশ্লীল বচন।
কম্বলদ্বারা করিও না গাত্র আচ্ছাদন॥
যথাশক্তি দ্রব্য দিয়া করিবে পূজন।
অনিবেদিত দ্রব্য করো না ভোজন।
যেকালে যে ফল হয় ভগবানে দিবে।
তাঁহার প্রসাদ ভিন্ন কভু না খাইবে॥
উপবেশন করিও না পিছে রাখি তাঁরে।
করযোড়ে স্তবস্তুতি করিবে কাতরে॥
সম্মুখে রাখিয়া প্রণাম নহে ত বিধান।
তাঁহার সাক্ষাতে অন্যে করো না প্রণাম॥
কারো প্রতি নিষ্ঠুরতা কভু না করিবে।
আত্মশ্লাঘা কারো কাছে ভ্রমে না করিবে॥

যে স্থানে শুনিবে দেব দেবীর নিন্দন।
সে স্থান ত্যেয়াগ তুমি করিবে তখন ॥
হরিহরে ভিন্ন জ্ঞান করো না কখন।
গুরু আজ্ঞা মাত্র তাহা করিবে পালন ॥
হরিনামে অর্থবাদ করা ভাল নয়।
যার যেই ভাব তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥
যজ্ঞদান ব্রত আদি শুভ কর্ম্ম যাহা।
নামের সমান কভু না ভাবিহ তাহা ॥
কলিযুগে নাম শ্রেষ্ঠ সর্ব্বধর্ম্ম সার।
নাম বিনা কলিযুগে নাহি পারাপার ॥
সত্যযুগে ধ্যানযোগে পেয়েছিল হরি।
ত্রেতাযুগে পেয়েছিল যাগযজ্ঞ করি।
দ্বাপরেতে পেয়েছিল পরিচর্য্যা করি ;
কলিযুগে নাম বিনা না পাবে শ্রীহরি ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
নাম বিনা কলিকালে গতি নাহি আর ॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥
এই নাম লহ তুমি খাটি করি মন।
ইহা হতে পাবে রাধা গোবিন্দ চরণ ॥
এই নাম নিজে রাধা করেছে প্রচার।
সর্ব্ব মন্ত্র হ'তে শ্রেষ্ঠ এই নাম সার ॥
মথুরানন্দ বলে তখন চাহি মুখপানে।
রাধা এই নাম প্রচার করিলা কেমনে ॥

এই নামের অর্থ কিবা কহ বিবরিয়া।
করযোড়ে কহি প্রভু মিনতি করিয়া॥
তখন দাস গদাধর কহেন তাঁহায়।
নামের অর্থ শুন তবে কহিহে তোমায়॥
গোবিন্দ মোহিনী রাধা ভানুর নন্দিনী।
গোবিন্দ বিরহে অতি হ'এগা উন্মাদিনী॥
কামনা কুঞ্জেতে বসি একমন করি।
গোবিন্দ লাগিয়া সদা বলে হরি হরি॥
মুখে হরি হৃদে হরি নিকুঞ্জেতে হরি।
সর্ব্বস্থান হরিময় দেখেন সুন্দরী॥
হে সখে গোবিন্দ কোথা করিলে গমন।
তোমার বিরহে আর রহে না জীবন॥
কি দোষ পাইয়া কৃষ্ণ অধীনা রাধায়।
এ বিপিনে পরিহরি গেলে শ্যামরায়॥
হা নাথ হা নাথ হরি এস দয়া করি।
নতুবা এখনি মরে তব সহচরী॥
এই মত খেদ করি রাধিকা সুন্দরী।
গোবিন্দ লাভের তরে মহা চিন্তা করি॥
অবশেষে শ্রীরাধিকা করেন নিশ্চয়।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি উপায় হরিনাম জপ হয়॥
অতএব দৃঢ়রূপে শ্রীরাস রঙ্গিনী।
তথা হরিনাম জপেন হ'এগা উন্মাদিনী॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

তার অর্থ কহি তবে শুন এক মন।
শুনিলে মনের ভ্রম হইবে মোচন॥
(হরে) হে হরে হে হরে কৃষ্ণ শ্রীনন্দ-নন্দন।
স্বমাধুর্য্যে গুণে মন করেছ হরণ॥
পাইয়া রাধার প্রতি কর এ আচার।
সে কারণে হইল হরিনাম সার॥
হৃদয় হরিতে তুমি পটু বিলক্ষণ।
এজন্য তোমারে হরি বলে সর্ব্বজন॥
যেইজন একবার হরি নাম করে।
তখন মাধুর্য্যে তার মন প্রাণ হরে॥
গৃহ কর্ম্ম ধর্ম্ম সব করয়ে হরণ।
এইত হে হরে তব নামের ধরম॥
(কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ রাম যশোদা নন্দন।
নিত্য পরানন্দ আর স্বরূপ মদন॥
সেই পরানন্দে আর স্বরূপের রূপে।
ডুবায়ে রেখেছে যথা প্রেম রস কূপে॥
বিশেষ রূপেতে মোর স্পৃহা বৃদ্ধি করি।
নিকুঞ্জে করিলে ক্রীড়া নিকুঞ্জ বিহারী॥
অখণ্ড আনন্দ দাতা তুমি মাত্র জানি।
এ জন্য শ্রীকৃষ্ণ নাম তোমার বাখানি॥
বারেক যে জন কৃষ্ণ করে তব নাম।
তখনি অন্তরে তার বৃদ্ধি হয় কাম॥
সেই কাম তব প্রতি হ'এগা বলবান।
দর্শন স্পৃহায় সদা করয়ে অজ্ঞান॥

অজ্ঞান হইয়া তখন অত্যদ্ভুত মনে।
তোমারে সুখদ ভাবে করে আলিঙ্গনে॥
তাহাতে তোমার কৃষ্ণ যেই সুখ হয়।
মোর সাধ্য নাহি তাহা দিতে পরিচয়॥
পরম সুখ পায় তখন সবই তুচ্ছ হয়।
সে কারণে সবে তোমায় শ্রীকৃষ্ণ যে কয়॥
(হরে) হে হরে হে হরে হরে গোপীকা রঞ্জন।
তোমার বিরহে হৈল অস্থির জীবন॥
ধৈর্য্য লজ্জা গুরু ভয় নারীর ধরম।
অবহেলে সে সকল করেছ হরণ॥
এ হেতু গোবিন্দ তোমার দিলাম হরে নাম।
সত্য কিনা কহ আসি গোপীকার প্রাণ॥
যেই জনা দৃঢ়রূপে করে হরে নাম।
সেই জনার ধৈর্য্য লজ্জা হর তুমি রাম॥
আপন ভজনে সদা কর অনুরাগী।
সত্য কিনা কহ দেখি কহিলা অভাগী॥
এইত হইল হরে নামের যে গুণ।
এবে দেখি মম ভাগ্যে হ'যেছে বিগুণ॥
(কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ হরে মানস রঞ্জন।
তব অদর্শনে আমি কাঁদি অনুক্ষণ।
গৃহ হ'তে তুমি মোরে করি অদর্শন।
বৃন্দাবন কুঞ্জ মাঝে কৈলে আনয়ন॥
এবে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া আমায়।
কোথা রহি বিলসিছ ওহে শ্যামরায়॥

আকর্ষণ মহামন্ত্রে গৃহ ছাড়া কর।
এ কারণে নাথ তুমি কৃষ্ণ নাম ধর ॥
যেইজন কৃষ্ণনাম বলয়ে বদনে।
সেই জন গৃহবাস দেয় বিসর্জ্জনে ॥
এ কারণে কৃষ্ণ নাম হইল তোমার।
আকর্ষণে তোমা সম পটু নাহি আর ॥
(কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ নাথ মদনমোহন।
বৃন্দাবন লতাকুঞ্জে কৈলে আনয়ন ॥
এবে কোন স্থানে থাকি করিছ বিরাজ।
বাস কেন করে।ছলে ওহে রসরাজ ॥
তব নামে প্রাণ আদি সব আকর্ষয়।
সে কারণে কৃষ্ণ নাম হইল নিশ্চয় ॥
একি হে ধরম কৃষ্ণ একি হে করম।
অবলা হরণ করা নহে ত ধরম ॥
তোমার বিরহে মোর গেল হে জীবন।
কৃপা করি এ দাসীকে দাও দরশন।
বংশীনাদে এ দাসীরে কবল করিয়া।
কি সুখ হইল তব নিকুঞ্জে আনিয়া ॥
যে তোমার নাম করে করি বড় আশ।
তারে বনচারী কর ছাড়ে সে আবাস ॥
আপনা হইতে তার পাইনু প্রমাণ।
যাহা হউক বেশীক্ষণ রবে না পরাণ ॥
(কৃষ্ণ) হে কৃষ্ণ হে কৃষ্ণ কৃষ্ণ আভীর জীবন।
মম চক্র বাকদ্বয় করি আকর্ষণ ॥

মত্ত ভাবে বার বার করি সম্বোধন।
দশনখ চন্দ্র অঙ্ক করিলে স্থাপন॥
সেই সুখ অঙ্ক এবে করি দরশন।
মন প্রাণ হইতেছে বড় উচাটন॥
তাহাতে বিরহ অগ্নি হ'ঞা তীব্রতর।
দগ্ধ করিতেছে কৃষ্ণ এই কলেবর॥
অসহ্য যন্ত্রণা আর সহ্য নাহি হয়।
কি করি উপায় নাথ কি করি উপায়॥
যেই জন কৃষ্ণ নাম সতত করয়।
সে জন বিরহ ব্যথা কেমনে সহয়॥
তোমার বিরহ যার হইবে উদয়।
আসন্ন সময় তার জানিবে নিশ্চয়॥
(হরে) হে হরে হে হরে পরাণ রঞ্জন।
পঞ্চ পুষ্প শরে মোরে করিছে বিন্ধন॥
শরে বেধা মৃগী করি অরণ্যে ফেলায়ে।
কৃষ্ণ ব্যাধ কোথা তুমি আছ লুকাইয়ে॥
ব্যাধ ও হরিণী বিধি সঙ্গে লয়ে যায়।
তব নিষাদের কেন বিপরীত তায়॥
এথায় মরিলে দেহ শৃগালে খাইবে।
তখন আসিয়া ব্যাধ কি আর হইবে॥
আমি প্রাণে মরি তাহে কিছু দুঃখ নাই।
উত্তম হরণ কিন্তু দেখালে কানাই॥
যেই জন তব নাম করে অনুক্ষণ।
সে কেমনে রহে শরে হইয়া বিন্ধন॥

ধন্য ধন্য সেই জন যে তোমার নাম।
মম দশাপন্ন হয়ে করে অবিরাম ॥
(হরে) হে হরে হে হরে হরে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
মম উত্তরীয় বস্ত্র করেছ হরণ ॥
চক্রবাক্ আচ্ছাদিত কঞ্চুলিকা যেহ।
সিংহসম বল ধরি হরিয়াছ সেহ ॥
বক্ষদেশ আবরিতে কিছু নাহি আর।
এবে কর দিয়া বক্ষে বাঁধি বারেবার ॥
হে হরে এমন হরে বল কোন জন।
তথাপি প্রসন্ন নহ নিদয় মন ॥
এমন হরণ তুমি শিখিলে কোথায়।
বারেক আসিয়া কৃষ্ণ বলত আমায় ॥
এ হেন নামের গুণ নাহি দেখি আর।
বিশেষ রাধায় আজ কৈলে ছারখার ॥
(হরে) হে হরে হে হরে কৃষ্ণ যশোদা কুমার।
দর্পে অন্তরীয় বস্ত্র হরেছ আমার ॥
অন্তরীয় বস্ত্র হরি বিবিধ প্রকারে।
বিলাস করিয়া সুখী করেছ আমারে ॥
তাহাতে সকল ব্যাধি দূরে গিয়েছিল।
পুনর্ব্বার কেন নাথ এমন ঘটিল ॥
এই হেতু হরে নাম নিশ্চয় তোমার।
সত্য সত্য এই বাক্য জেনো রাধিকার ॥
(রাম) হে রাম হে রাম কৃষ্ণ গোবিন্দ সুন্দর।
স্বচ্ছন্দে বিলাস মোরে করিলে নাগর ॥

বৃন্দাবন কুঞ্জমাঝে লইয়া আমায়।
বহুবিধ ক্রীড়া করিয়াছ শ্যামরায়॥
রাসভঙ্গ কালে মম বাড়াইতে মান।
সভা মধ্যে মোরে লইয়া হইলে অন্তর্ধান॥
ওহে প্রিয় সেই কালে পুষ্প বন মাঝ।
অদ্ভুত রমিলে মোরে ওহে রসরাজ॥
কিন্তু তার পরে পুনঃ দিলে সেই দুঃখ।
অদ্যাপি মনেতে হইলে ফেটে যায় বুক॥
তোমার ধৃষ্টতা কৃষ্ণ বহুবার জানি।
তথাপি মাধুর্য্য গুণে কিছুই না মানি॥
যাহা হউক যথা ভাল আশ্রয়ই কানন।
তব নাম জপ রাধা করিবে রোদন॥
হে নাথ রমহ তুমি অচিরাতে আসি।
পূর্ব্ব মত কথা কহ মৃদু মৃদু হাসি॥
বিধি মত কৃষ্ণ তুমি ধ্বংস কাম।
এ কারণে বলি নাথ তব রাম রাম॥
(হরে) হে হরে হে হরে জীবন বন্ধন।
ভুজযুগ দ্বারা মোরে করি আলিঙ্গন॥
মুহুর্মুহু ভাল গণ্ড করিয়া চুম্বন।
এককালে হরিয়াছ মানস রতন॥
বংশীভুক্ত অবশেষে শ্রীঅধরামৃত।
তাও দানে করিয়াছ মোরে আপ্যায়িত॥
কামেতে হরিলে তুমি মানস রাধার।
অতএব জানি হরে নামের প্রচার॥

যেই জন ভক্তিভরে করে তব নাম।
অত্যদ্ভুতামৃত সে সদা করে পান॥
আর তার মন প্রাণ সকলি যে হরে।
এ কারণে তব নাম হইল হে হরে॥
(রাম) হে রাম হে রাম কৃষ্ণ শ্রীমধুসূদন।
পুরুষোত্তম হও তুমি পুরুষ ভূষণ॥
নিরন্তর মম চিত্তে করিছ রমণ।
তবে নাথ কেন নাহি পাই দরশন॥
ফলযুক্ত বেণু নাদ প্রবেশি শ্রবণে।
কুহরে করিছে ক্রীড়া আনন্দিত মনে॥
ওহে শ্রেষ্ঠ নানা মতে রমিলে আমায়।
তে কারণে রাম নাম হইল দয়াময়॥
এবে নিরদয় হইয়া রয়েছ কোথায়।
ঝটিতে আসিয়া দেখা দাও হে আমায়॥
কিবা পুরুষ কিবা নারী যে তোমারে ভজে।
সবাই পাইয়া সুখ তব প্রেমে মজে॥
এমন মজানে আর দুটি হেরি নাই।
সত্য কিনা কহ আসি প্রাণের কানাই॥
(রাম) হে রাম হে রাম হরে পরাণ পুতলি।
দেখে শুনে মনে হয় একেবারে ভুলি॥
কিন্তু রমণীয় চূড়ামণি তব রূপ॥
ডুবায়ে রেখেছ যথা প্রেমরস কূপ।
দেহীর দেহেতে ওহে দুই মন রয়।
স্ব, কু বলে দু'য়ের অবিধান হয়॥

"কু"চেষ্টা করয়ে বঁধু ভুলাতে তোমায়
"সু"সজ্জোর কবি বড় নিবারয়ে তায় ॥
তব রমণীয় গুণে রাজার নন্দিনী।
কুঞ্জে বসি কাঁদিতেছে হয়ে কাঙ্গালিনী ॥
নয়নের অভিরাম তুমি হে কানাই।
তোমা বিনা রাধিকার আর গতি নাই ॥
হে দেব হে দয়িত হে ভুবনের বন্ধু।
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণার সিন্ধু ॥
হে পালক হে রমণ হে নয়নাভিরাম ॥
কি দোষ রাধার প্রতি হইলে হে বাম্ ॥
হায় হায় কোন্ কালে চরণ তোমার।
এই অভাগীর হবে নয়ন গোচর ॥
(রাম) হে রাম হে রাম কৃষ্ণ গোপিকা বল্লভ।
তুমি হইয়াছ নাথ জগত দুর্লভ ॥
কেবল রমণ রূপ তুমি নাথ হও।
রমণের কর্ত্তা শুদ্ধ তাহাও ত নও।
রমণের প্রয়োজন কর্ত্তা মাত্র জানি।
ভাব বর্ণ স্বর মূর্ত্তে হয়েছে পরাণি।
পাইলে তোমার ভাবে হইনু ভাবিণী।
দ্বিতীয় হেরিয়ে বর্ণ হইনু উন্মাদিনী ॥
তৃতীয় মূর্ত্তিতে বঁধু বরণ করিলাম।
চতুর্থে তোমার করে প্রাণ সপিলাম॥
পঞ্চমেতে একেবারে হইনু অচেতন।
তাহাতেই এই মম হয় বিড়ম্বন ॥

মাধবী মল্লিকা আর অশোক বকুল।
আম্রের মুকুল সহ লয়ে পঞ্চফুল॥
তাহাদের আকর্ষণ গুণ অনুসারে।
বিলাস করিলে কৃষ্ণ তুমি যে আমারে॥
মদনাদি হয় আর যাহার কারণ।
তাহাতেও দেখায়েছ বৃন্দাবন ধন॥
এ হেতু হইল রাম্ নামের প্রচার।
সত্য কিনা কহ হরি আসিয়া এবার।
যেই জন প্রেমভাবে তোমারে ভজয়।
মম সম পঞ্চাবস্থা তাহার ঘটয়॥
(হরে) হে হরে হে হরে রাম রাখালের রাজ।
মোরে হরি আনিয়াছ বৃন্দাবন মাঝ॥
অমূলে চেতনা মুগি করিয়া হরণ।
এত কি আনন্দ হইল নয়ন রঞ্জন॥
প্রথমে আনন্দ যত কৈলে মোরে দান।
স্বাধীন ভর্ত্তিকা ভাবে বাড়াইলে মান॥
জ্ঞানাদি হরণে আনন্দাতিশয়।
এ কারণে হরে তব অবিধা নিশ্চয়॥
যেইজন ভব মাঝে হরে নাম করে।
তাহার যে জ্ঞানগম্য নাম বলে হরে॥
এ হেন নামগুণ নাহি হেরি আর।
বিশেষ বাধায় আর কৈলে ছারখার॥
(হরে) হে হরে হে হরে কৃষ্ণ শ্রীরাসবিহারী।
শ্রীগোবিন্দ গোপীনাথ নারি মনোহারী॥

সিংহসম বলে মোরে হরিয়া আনিয়া।
মহা প্রাবল্যেতে ক্রীড়া প্রকট করিয়া॥
শেষে লতাকুঞ্জ মাঝে করিয়া বর্জ্জন।
অবহেলে বহির্নেত্রে হইয়া গোপন॥
ইহাতে জানিতে তুহা হরে নাম পায়।
ওহে কৃষ্ণ প্রাণে মোর সহে নাক আর॥
তোমার বিরহ ক্ষণে কল্পকোটি হয়।
অন্তর বিরহ রাই সহিতে না রয়॥
প্রেমের বিচ্ছেদ হেতু সেই ব্যাধি হয়।
অরসিক শঠ কৃষ্ণ তাহা না জানয়॥
কৃষ্ণের বিরহে রাধা এইরূপে কাঁদে।
তার কিছু ক্ষণ পরে দেখে কালাচাঁদে॥
সেই দিন হতে কৃষ্ণ কৈল সভা স্থানে।
এই নাম যে জন করিবে যতনে॥
নিশ্চয় সে অচিরাতে পাইবে আমায়।
সত্য সত্য সত্য ইহা মিথ্যা কভু নয়॥
অতএব এই নাম মহা মন্ত্র হয়।
জপ সদা কর কৃষ্ণে পাইবে নিশ্চয়॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম হরে হরে॥
তিনবার এই মন্ত্র করি উচ্চারণ।
দাস গদাধর প্রভু হইল অন্তর্ধান॥
দেখিয়া মথুরানন্দ হইল আচম্বিত।
ফুকারিয়া কাঁদে ধরায় হইয়া লুণ্ঠিত॥

বলে হায় কি হইল পরম অভাগী।
কি ফল হইল আমার গৃহ তেয়াগী॥
সাধন ভজন কিছু হইবে না আর।
পণ্ডশ্রম হইল মাত্র তেজিয়া সংসার।
যত আশা করি আমি আইনু এথায়।
সে সব না হইল বিধি বাদ সাধে তায়
এই বলে কাঁদে তথা ফুকারী ফুকারী।
দুই চক্ষে বহে যেন যমুনা লহরী॥
হেনকালে দুইজন বৈষ্ণব আইল।
তার কথা শুনে অতি আশ্চর্য্য মানিল।
বলে হায় মিছামিছি কাঁদিতেছ কেন।
তোমা হেন ভাগ্যবান আছে কয়জন।
শ্রীরাধার পূর্ণশক্তি দাস গদাধরে।
সেই শক্তি সঞ্চার আজ করিল তোমারে॥
তে কারণে কাঁদা তোমার নহেত বিধান।
ভাগ্য তব ভাল বলে ঘটেছে এমন॥
এই বলে অন্তর্ধান হইল দোহায়।
শোকেতে মথুরানন্দ কাণেতে গোঁয়ায়॥
বলে হায় দুর্লভ ধন পেয়ে হারালাম।
অপবিত্র দেহে মোর কিবা আছে কাম॥
বিসর্জন দিব এই রাধা কুণ্ড নীরে।
বলিতে বলিতে তার আঁখি দুটি ঝরে॥
দাস গোবিন্দ বলে দাও দরশন।
বঞ্চিত করোনা পদে লয়েছি শরণ॥

মথুরানন্দের সাধন

মথুরানন্দ বলে আর কোথাও না যাব।
রাধাকুণ্ড তীরে প্রভুর নামটি সাধিব ॥
দেখি কতদিনে দয়া হয় এ অধমে।
গুরু উপদেশ আমি পালিব যতনে ॥
এইরূপে অনুরাগে আঁখি দুটি ঝরে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি সদা ফুকারিয়া কাঁদে ॥
গুরুপূজা করে তথা আর করে নাম।
শাস্ত্রাদি দেখিয়া করে রস আস্বাদন ॥
বহু সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গেতে ফিরয়।
বৃন্দাবন তীর্থমাঝে সতত ভ্রময় ॥
নির্ম্মাল্য তুলসী মালা করয়ে ধারণ।
তিলক ধারণ করে করিয়া যতন ॥
মাধুকরি করি জীবন করয়ে যাপন।
একাদশ্যাদি ব্রত করে হইয়া শুদ্ধমন ॥
বিগ্রহ দর্শন করে ভ্রমি নানাস্থানে।
অর্চ্চন বন্দন করে মধুর বচনে ॥
বেশী কথাবার্ত্তা কারো সঙ্গে না করয়।
তত্ত্বজ্ঞান লাভ তরে সতত ফিরয় ॥
তুলসী বৈষ্ণব সেবা করেন যতনে।
অষ্টকাল সেবা তথা করে সযতনে ॥
আর আর যত আছে বৈষ্ণবের ক্রিয়া।
সকলি করেন অনুরাগেতে মাতিয়া ॥

এইরূপে কিছুকাল হইল যাপন।
দরশন নাহি দিল শ্রীরাধা রমণ॥
অতএব চিন্তা তার হইল অন্তরে।
রাধাশ্যাম লাভ আমি করিব কি করে॥
সেইমতে গুরু মোরে কহিল বিধান।
সকলি ত করি আমি নহে অন্যমন॥
তবে রাধাশ্যাম কেন দেখা নাহি দিল।
কেমনে পাইব তাঁরে উৎকণ্ঠা বাড়িল॥
মম ভাগ্যদোষে গুরু হইল অদর্শন।
কি কবি উপায় আমি কি করি এখন॥
এইরূপে নানা চিন্তা অন্তরে স্ফুরয়।
কিছুক্ষণ পবে মনে হইল উদয়॥
গুরুদেব বলেছেন নাম সর্ব্বসার।
তবে এত ঘুরা ফেরা করি কেন আর॥
বহু স্থানে ভ্রমি বলে নাম নাহি হয়।
সে কারণে বুঝি কৃষ্ণ হল না সদয়॥
একমাত্র নাম করি শুদ্ধ করি মন।
অবশ্য পাইব রাধা গোবিন্দ চরণ॥
কিন্তু সব কর্ম্ম মোরে দিয়াছে গোসাঞী।
কেমনে ত্যাগ করি ভাবিয়া না পাই॥
এইরূপে কিছুক্ষণ ভাবিতে ভাবিতে।
তত্ত্বজ্ঞান লাভ তাঁর হইল চিত্তেতে॥
গুরুপদে আশ্রয় নিতে বলেছে গোসাঞী।
তাহাতে লয়েছি দীক্ষা তাহারই ঠাঁই॥

পূজা আদি করি তার ভগবত জ্ঞানে।
সদাচারে থাকি সদা বিহিত বিধানে॥
বিলাস ত্যাগ করিয়াছি উপনয়ন দিনে।
তীর্থস্থানে বাস আমি করি এই স্থানে॥
যে স্থলেতে নাম হয় সেই তীর্থ স্থান।
অতএব তীর্থ মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ স্থান॥
বৈষ্ণব সেবা করা চাই বলেছেন গোসাঁঞী।
মালা বৈষ্ণবের সঙ্গ দিয়াছেন তাই
তার সঙ্গ করে আমি নাম সেবা করি।
আড়ম্বরে অন্য সঙ্গ করে কেন মরি॥
গ্রন্থপাঠ করিতে গোসাঁঞী বলেছেন মোরে।
মালারূপ গ্রন্থপাঠ করি নাম করে॥
বিগ্রহ দর্শন মোরে বলেন করিতে।
মালা বিগ্রহ দর্শন করি ভাল মতে॥
বলেন করিতে বিগ্রহ স্পর্শন।
মালা বিগ্রহ স্পর্শ করি অনুক্ষণ॥
অর্চ্চন বন্দন তার বলেন করিতে।
নামরূপে অর্চ্চন বন্দন করিব মালাতে॥
ত্রিসন্ধ্যা তুলসী সেবা বলিল করিতে।
দিবারাত্র তারসেবা করি যে মালাতে।
ভগবানের লীলা গীত বলিল করিতে।
দিবারাত্র তার নাম করি যে মালাতে॥
বলিল করিতে গোসাঞী স্তবপাঠ মোরে।
নামরূপ স্তব আমি করি মালা ধরে॥

সাধুসঙ্গ করিতে তিনি বলেন আমায়।
সাধুগণ মধ্যে শ্রেষ্ঠ মালা সুনিশ্চয়॥
ধ্যান সদা করা চাই বলেছে গোসাঞী।
নামে এক লক্ষ্য স্থল হইবেক ভাই॥
এইরূপে নিষ্ঠা তার হইল মনেতে।
মালা লয়ে নাম তখন লাগিল জপিতে॥
কিছুদিন সেইরূপ হইল যাপন।
রাধা-শ্যামে তারে নাহি দিল দরশন॥
তখন তাহার মনে চিন্তা অতিশয়।
মম ভাগ্যদোষে শ্যাম হয়েছে নিদয়।
দেখা নাহি দিবে সে এই অভাগারে।
আমা হেন নরাধম নাহিক সংসারে॥
হায় হায় গুরুবাক্য হইল খণ্ডন।
নামেতে না পাই কেন গোবিন্দ চরণ।
না, না, গুরুবাক্য মিথ্যা হবে না।
বুঝি মোর ঠিকমত নাম হয় না॥
তিন লক্ষ করে নাম সঙ্কল্প করিয়া।
হরিদাস জপেছিল মালাতে ধরিয়া॥
অতএব তিনলক্ষ নাম করা চাই।
নইলে পাইব কেন রাধিকা কানাই॥
এইরূপ স্থির করি আপন মনেতে।
তিন লক্ষ নাম জপ করেন মালাতে॥
এইরূপে কিছুদিন হইল যাপন।
তবু রাধা-শ্যাম নাহি দিল দরশন॥

তখন তাহার মনে নাহি পায় সুখ।
বলে গুরু কেন মোরে হইল বিরূপ॥
তব বাক্য মিথ্যা প্রভু হইল এখন।
নাম জপ ক'রে শ্যামে পাবনা কখন॥
হায় হায় হেন দুঃখ সহিব কেমনে।
এইরূপ বলে আর খেদ উঠে মনে॥
কিছুক্ষণ পরে মনে হইল উদয়।
গুরুবাক্য সত্য ইহা মিথ্যা কভু নয়॥
তিন লক্ষ নাম মোর হবে না করিতে।
তিনে লক্ষ করি নাম হইবে জপিতে॥
মন, প্রাণ, বিন্দু এই তিনে এক করি।
নাম যদি করি তবে পাইব শ্রীহরি॥
নতুবা এক নামে যাব কোটি পাপ ক্ষয়।
তিন লক্ষ নাম ফল রাখিব কোথায়॥
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, ওহে সনাতন।
জীবে দয়া বৈষ্ণব সেবা নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
এইত সহজ উপায় কৃষ্ণ পাইবার।
ইহা বিনা কলির জীব হবে ছারখার॥
কিন্তু হায় হায় মোর নাহিক উপায়।
সন্ন্যাসী হইয়া দয়া করিব কাহায়॥
পথের ভিখারী যার নাহি কোন ধন।
বৈষ্ণবে খাওয়াতে সে পারেনা কখন॥
জীব শব্দে শুক্র হয় মোর মনে লয়।
তারে দয়া করি যেন পাত নাহি হয়॥

বৈষ্ণব বলিতে এক শ্রীমতী রাধিকে।
কৃষ্ণ নাম সুধা দিয়ে সেবিব তাঁহাকে॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি মালা যন্ত্র লইয়া।
অবশ্য পাইব শ্যামে করিবেন দয়া॥
কিন্তু এই তিনে লক্ষ্য না হ'লে কখন।
মোর ভাগ্যে রাধা-শ্যাম হবেনা দর্শন॥
অতএব মন প্রাণ বিন্দু এক করি।
নাম জপ করি যদি পাইব শ্রীহরি॥
তিনে লক্ষ্য হ'লে মালায় এক লক্ষ্য হবে।
একে লক্ষ্য ক'রি নাম জপি তবে এবে॥
সঙ্কল্প করিয়া নাম কিবা প্রয়োজন।
জীবন সঙ্কল্প আমি করেছি যখন॥
খাইতে শুইতে নাম চলিতে বসিতে।
মালা ল'য়ে জপি সদা বিশুদ্ধ মনেতে॥
এইরূপে মনে মনে করিয়া বিচার।
মালা করে লয়ে নাম জপেন তখন॥
এইরূপে কিছু দিন হইলে যাপন।
তবু না পাইল রাধা গোবিন্দ চরণ॥
তখন তাহার প্রাণে হইল যাতনা।
কিরূপে পাইব শ্যামে সতত ভাবনা॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল উদয়।
এখনও নামেতে এক লক্ষ্য না হয়॥
বাহ্য প্রস্রাব যাই যখন নাম ভঙ্গ হয়।
তখন মোর হাতে মালা কেমনেতে রয়॥

স্নান যখন করি মালা নাহি থাকে হাতে।
রন্ধন ভোজন কালে থাকে কোনমতে ॥
অতএব ব্যভিচারী হইয়াছি আমি।
কেমনে পাইব কৃষ্ণের চরণ দু'খানি ॥
পরদিন হ'তে তার করিল বিধান।
এক হাতে মালা জপে অন্য হাতে কাম ॥
বাহ্যে যদি যায় মালা জপে এক হাতে।
প্রস্রাব যাইলে মালা থাকে অন্য হাতে ॥
এক হাতে দাঁত মাজে অন্য হাতে মালা।
স্নানকালে এইরূপ হাতে থাকে মালা ॥
রন্ধন করে এক হাতে অন্য হাতে নাম।
ভোজন সময়ে মালা জপে অবিরাম ॥
এইরূপে নিষ্ঠা করি নাম সদা করে।
তবু রাধা কৃষ্ণ দেখা নাহি দিল তারে ॥
তখন তাহার মনে চিন্তা অতিশয়।
কেঁদে কেঁদে বলে গুরু রয়েছ কোথায় ॥
সকল সময়ে মালা থাকে মোর হাতে।
তবু কি হে এক লক্ষ্য হলনা তাহাতে ॥
হায় হায় মনে হ'ল বুঝিনু নিশ্চয়।
এখনও নামেতে এক লক্ষ্য নাহি হয় ॥
তিলক যখন করি মালা নাহি থাকে হাতে
অতএব ব্যভিচারী, পাব না তাঁহাকে ॥
কিন্তু সেই তিলক ত্যাগ কেমনে করিব।
গুরু উপদেশ তাহা যতনে পালিব ॥

মম ভাগ্যে শ্যাম আর হ'লনা দর্শন।
এইরূপে খেদ করি করেন ক্রন্দন॥
কিছুক্ষণ পরে বলে হইলে চেতন।
তিলক ধারণ করি কিসের কারণ॥
হরি মন্দির নির্ম্মান হয় তিলক ধারণে।
দ্বাদশাঙ্গে তিলক তাই করে সর্ব্বজনে॥
কিন্তু সেই মন্দিরেতে কিবা প্রয়োজন।
হৃদয়-মন্দিরে তারে করিব ধারণ॥
তার কাছে এ মন্দির শোভা নাহি পায়।
আজ স্না করি কল্য তাহা নাহি রয়॥
তবে বৃথা সময় নষ্ট করিব হে কেনে।
দেখা পাব যবে তারে রাখিব গোপনে॥
গোপনের ধন সে বাহিরের নয়।
বাহির মন্দিরে রাখা উপযুক্ত নয়॥
হৃদয় মন্দিরে তারে করিব ধারণ।
জ্ঞান-কাঠি দিয়ে তিলক করিনু নির্ম্মাণ॥
অপবিত্র হইবে না এ দেহ আমার।
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ বলি বারবার॥
এইরূপ স্থির করি নাম সদা করে।
তিলকের তরে মালা ত্যাগ নাহি করে॥
কিন্তু রাধা-শ্যাম নাহি দিল দরশন।
অতএব সেই দুঃখে ঝরে দু'নয়ন॥
বলে হায়, কেন মোর হেন দশা হৈল।
কই রাধা-শ্যাম-চাঁদ কোথায় রহিল॥

দিবারাত্র নাম করি মালা লক্ষ্য করে।
তবু কৃষ্ণ কেন নাহি দেখা দিল মোরে॥
গুরুবাক্য মিথ্যা হ'ল নামে নাহি শ্যাম।
বলিতে বলিতে ঝরে দুইটী নয়ন॥
কিছুক্ষণ পরে মনে হইল উদয়।
এখনও যে নামে মোর নিষ্ঠা নাহি হয়॥
গুরুপূজা করি তাহে এক লক্ষ্য থাকে।
অন্য লক্ষ্য নাম আনি করি এ মালাতে॥
দুই লক্ষ্য হ'ল তাহে ব্যভিচারী আমি।
তাই কৃষ্ণ নাহি দিল চরণ দু'খানি॥
ফুল যখন তুলি মোর তাহে যায় মন।
তুলসী চয়ন-কালে হয় অন্য মন॥
অতএব পূজা আমি আর না করিব।
কিন্তু গুরুবাক্য তাহা কেমনে লঙ্ঘিব॥
পড়িনু বিপাকে হায় শ্যামে নাহি পাব।
আত্মঘাতী হয়ে এবে পরাণ ত্যজিব॥
এইরূপে কাঁদে আর ভাবে মনে মনে।
গোবিন্দ চরণ আমি পাইব কেমনে॥
কিছুক্ষণ পরে মনে হইল উদয়।
যেরূপেতে পূজা করি ঠিক নাহি হয়॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ কভু নাহি হয়।
তাই গুরু অদর্শন হয়েছেন নিশ্চয়॥
নিজে প্রভু কৃষ্ণরূপ ধরিবে এবার।
তবে এখন পূজা আমি করিব কাহার॥

দেখা নাহি পাই তাঁর কি কাজ পূজাতে।
মালা হইতে পূজা মোর হইবে নিশ্চিতে॥
মালা পরমগুরু মোর ইষ্টদেব হয়।
তার পূজা কৈলে ফল ফলিবে নিশ্চয়॥
মন-তুলসী দিয়া আমি করিব পূজন।
তাহাতে মিশ্রিত অনুরাগের চন্দন॥
প্রেম-জলে করিব তাঁর পাদ প্রক্ষালন।
ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব এখন॥
নামরূপ মহামন্ত্র করি উচ্চারণ।
আনন্দে পূজিব গুরু গোবিন্দ চরণ॥
এইরূপ নিজমনে করিয়া বিধান।
মালা করে লয়ে নাম জপেন তখন॥
তিলেকের তরে নাম ত্যাগ নাহি করে।
সতত জপেন নাম আনন্দ অন্তরে॥
এইরূপে কিছুকাল হইল যাপন।
তবু রাধা শ্যাম নাহি দিল দরশন॥
তখন তাঁহার মনে হইল ভাবনা।
আর না সহিতে পারি এতেক যাতনা॥
মম ভাগ্যে শ্যাম আর লাভ নাহি হবে
তাঁহার বিরহে জীবন ত্যজিব হে এবে॥
এইরূপ খেদ করি করেন ক্রন্দন।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে বুঝিনু এখন॥
রন্ধন অশন কালে অন্য মন হয়।
অতএব নামে নিষ্ঠা নয় সুনিশ্চয়॥

জীবন-সঙ্কল্প আমি করেছি যখন।
কিবা প্রয়োজন তবে করিয়া অশন॥
দেখা যবে পাব তারে করি নিবেদন।
আনন্দেতে সেই প্রসাদ করিব ভক্ষণ॥
অতএব সেইরূপ যুক্ত করি মনে।
নাম জপ করে তথা বসি একাসনে॥
এক দিবা এক রাত্রি হইল যাপন।
তবু রাধা-শ্যাম নাহি দিল দরশন॥
তখন তাহার মনে চিন্তা অতিশয়।
বলে ভাগ্যদোষে শ্যাম হয়েছে নিদয়॥
দেখা নাহি দিবে সে এই অভাগারে।
যমুনা সলিলে জীবন ত্যজিব এবারে॥
এইরূপে কাঁদে আর চক্ষে বহে ধারা।
ধূলায় লুণ্ঠিত দেহ হৈল দিশেহারা॥
কিছুক্ষণ পরে বলে হায় হায় হায়।
এখনও নামেতে এক লক্ষ্য নাহি হয়॥
বাহ্য প্রস্রাব যাই আর স্নান করি জলে।
তখন সেই দিকে মোর মন যায় চলে॥
কৌপীন বহির্ব্বাস আদি রৌদ্রেতে শুকাই।
তে কারণে বুঝি তোমায় পাইনি কানাই॥
বহু লক্ষ্য আছে মোর বুঝিনু এখন।
সে সকল তবে এবে করিব বর্জ্জন॥
নয়ন-ধারায় আজ করিব হে স্নান।
প্রেম-ডোর কটিতটে করিব বন্ধন॥

পুলক কৌপীন আমি করি পরিধান।
অশ্রু বহির্ব্বাস দিব তাহে আবরণ॥
তবে যাহা টুকু মোর আছে পরিধানে।
তাহে ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাহি আসে জ্ঞানে॥
তাহা পালটিতে আর সময়ও যে নাই।
নাম জপ করি যদি পাব সে কানাই।
এইরূপে সেই দিন হইল যাপন।
তবু রাধা-শ্যাম নাহি দিল দরশন।
তখন মূর্চ্ছিত গোসাঞী হয় ঘন ঘন।
বক্ষ বেয়ে ঝরে তার দুইটী নয়ন।
বলে হায় পণ্ডশ্রম হইল হে শ্যাম।
যমুনা সলিলে গিয়ে ত্যজিব পরাণ॥
এই অপবিত্র দেহে হ'লনা সাধন।
সাধিব পরেতে দশা পালটী এখন॥
এইরূপে কাঁদে আর ঘন বহে শ্বাস।
কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে হইয়া উদাস॥
ভাবিতে ভাবিতে মনে হইল উদয়।
মম কর্ম্মদোষে শ্যাম হয়েছে নিদয়॥
নাম করি আমি এই মালা লক্ষ্য করে।
তে কারণে বুঝি কৃপা নাহি করে মোরে॥
তাঁরে লক্ষ্য করে নাম করিতাম যদি।
অবশ্য করিত কৃপা সেই রাধাপতি॥
এক লক্ষ্য হয় মোর এই মালাটিতে।
আর এক লক্ষ্য হয় সে নাম জপিতে॥

অতএব তুই লক্ষ্য আছয়ে এখন।
তাই বুঝি কৃষ্ণ নাহি দিল দরশন॥
অতএব মালা ত্যাগ করিব নিশ্চয়।
কিন্তু গুরু বাক্য তাহে খণ্ডন যে হয়॥
কিছুক্ষণ মনে মনে করিয়া চিন্তন।
বলে এই মালা গলে করিব ধারণ॥
পঞ্জরে পঞ্জরে মন তুলসীরে দিয়া।
নাম জপ করি মালা তাহাতে গাথিয়া॥
তবু যদি কৃষ্ণ নাহি দেন দরশন।
তাহলে নিশ্চয় আমি ত্যজিব জীবন॥
এইরূপ স্থির করি বসি একাসনে।
শুদ্ধচিত্ত হয়ে নাম জপেন সেখানে॥
এক দিবা এক রাত্রি হইল যাপন।
তবু বাধা কৃষ্ণ নাহি দিল দরশন॥
তখন তার মনে আর ধৈর্য্য নাহি ধরে।
ধূলায় লুণ্ঠিত দেহ কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥
বাকরুদ্ধ হইয়া ধরায় পড়িল তখন।
তখন ঝরিল তাঁর দুইটী নয়ন॥
কিছুক্ষণ পরে যবে চেতন হইল।
কাঁদিতে কাঁদিতে বলে হইয়া আকুল॥
বহুদূরে আছে শ্যাম শুনিতে না পায়।
গোপনেতে নাম করা উপযুক্ত নয়॥
উচ্চৈঃস্বরে নাম আমি করিব এখন।
অবশ্য পাইব বাধা গোবিন্দ চরণ॥

এইরূপ মনে মনে করিয়া নিশ্চয়।
আর্ত্তনাদ করি তথা সেই নাম গায়॥
কণ্ঠ হ'তে নাম তখন নাহি ছাড়ে আর।
বাহ্যজ্ঞান শূন্য সব হইল তাহার॥
ক্ষণে পড়ে ক্ষণে উঠে ক্ষণেতে ক্রন্দন।
ক্ষণে জ্ঞান শান্ত হয় ক্ষণে অচেতন॥
এইরূপে সন্ধ্যা প্রায় আগত হইল।
হেনকালে নিদ্রে এক স্বপন দেখিল॥
কে যেন বলিল তার কাছে দাঁড়াইয়া।
আর না কাঁদিহ তুমি যাও হে দেখিয়া॥
গঙ্গাধর চৌরের ঘরে আছি হে এথায়।
প্রত্যূষে আসিয়া তুমি দেখিবে আমায়॥
এই কথা যবে তার কর্ণে প্রবেশিল।
হরিষ বিষাদে মন ভরিয়া উঠিল॥
স্থির হয়ে তথা আর থাকিতে না পারে।
পাঁচ বৎসরের ক্ষেদ মনে মনে স্ফুরে॥
বহু ক্লেশে রাত্রিটুকু হইল যাপন।
দাস গোবিন্দ বলে কোথা দাও দরশন॥

মথুরানন্দের রাধা-শ্যাম বিগ্রহ দর্শন

প্রভাতে উঠিয়া, চলিল ধাইয়া,
যথা শ্যাম চৌর ঘরে।
ফিরিয়া না চায়, দ্রুতবেগে যায়,
অঙ্গ কাঁপে থর থরে॥

পথ নাহি পায়, বিপথেতে যায়,
যেন জ্ঞান শূন্য তার।
যাইয়া সেখানে, দেখিল নয়নে,
খোলা নাহি হয় দ্বার॥
তাহা দেখি মন, হইল উচাটন,
পড়িল মূর্চ্ছিত হইয়া।
কথা নাহি স্বরে, বক্ষ ভাসে নীরে,
মৃত্তিকা গেল ভিজিয়া॥
ক্ষণ পরে উঠি, দুই কর পুটি,
দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ি কয়।
মো বড় অভাগী, কাঁদি নিরবধি,
তবু না হইলে সদয়।
আর কেন শ্যাম, এ পাপ পরাণ।
রেখে বল কিবা কাজ।
দিলে না দর্শন, বিরহের প্রাণ,
বিসর্জ্জন দিব আজ॥
এই মত করি, ফুকারি ফুকারি,
কাঁদিতে গোঁসাঞী তথা।
আসি হেনকালে, চৌবে তারে বলে,
কে তুমি কাঁদিছ এথা॥
সেই কথা শুনে, দুইটি চরণে,
ধরিয়া বেষ্টন করি।
কহে মৃদুস্বরে, তুমি হে আমারে,
দেখাও কিশোর কিশোরী॥

নতুবা এখন, ত্যজিব জীবন,
ধৈরজ ধরিতে নারি।
কোথা কাল শশী, নিকুঞ্জ বিলাসী,
দেখা দাও বংশীধারী ॥
এই কথা বলে, পড়িয়া ভূতলে,
জ্ঞানশূন্য হল তার।
তাহা দেখি চৌবে, কহে কি হইবে,
করিব কি প্রতিকার ॥
বহু লোক আসি, দেখিয়া সন্ন্যাসী,
হইল অতি বিস্ময়।
ঘিরি চারিধারে, পাখা লয়ে করে,
বাতাস করায় তায় ॥
ক্ষণ পরে জ্ঞান, ফিরিল যখন,
চৌবে কয় আশ্বাসিয়া।
হের হে নয়নে, শ্রীরাধা রমণে,
দিলাম কপাট খুলিয়া ॥
তা' দেখি সন্ন্যাসী, হইয়া উল্লাসী,
করযোড়ে স্তব করে।
দু' নয়নে তার, বহে প্রেমধার,
বক্ষস্থল ভাসে নীরে ॥

মথুরানন্দের স্বরচিত স্তব

জয় রাধে কৃষ্ণ রাধে কৃষ্ণ রাধে গোবিন্দ।
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন।
জয় রূপসনাতন মেরা প্রাণ সনাতন॥
হায়রে কৃপা করে রূপ সনাতন।
দয়া করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
জয় শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত গোসাই।
এমন দয়াল প্রভু, এমন দয়াল প্রভু আব পাইতে নাই॥
এমন আব পাইতে নাই।
(আহা) হে শ্যাম এমন দয়াল আব হতে নাই॥
জয় শ্রীবৃন্দাবন শ্রীযমুনা শ্রীকুঞ্জ বিহারী—
লাল—যুগল কিশোর কিশোরী গৌরী।
জয় যুগল কিশোর কিশোরী গৌরী॥
গোবিন্দ গোপাল জয় গোবিন্দ গোপাল।
জয় রাধা মোহন গিবিবরধাবী লাল॥
গোপীজন-বল্লভ গোপীজন-বল্লভ কুঞ্জবিহারী।
হে জয় কুঞ্জবিহারী, জয় জয় জয়লাল বিহারী॥
শ্রীরাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী।
প্রাণপতি রাধিকা, প্রাণপতি রাধিকা, জয় মোহন বংশীধারী॥
জয় মোহনবংশী ধারী জয় বংশী ধারী।
জয় জয় জয় শিখিপুচ্ছ ধারী॥

জয় জয় যমুনা জয় কুঞ্জ ভূষণ।
জয় জয় জয় শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র জয় ॥
জয় জয় বৃষভানু সুতা ললিতা বৃষ।
জয় বৃষভানু সুতা ললিতা বৃষ।
জয় রস আনন্দ চন্দ্র, জয় রস আনন্দ চন্দ্র।
জয় জয় রাধিকা বল্লভাঙ্গ মাধবাঙ্গ ॥
হবে রাধিকা বল্লভাঙ্গ মাধবাঙ্গ।
হ'বে জয় মাধবাঙ্গ মাধবাঙ্গ মাধবাঙ্গ হবে ।।
গোপীকা নায়িকা' গোপীকা নায়িকা' বোল হরি।

ভগবৎ জ্ঞানে মথুরানন্দের বিগ্রহ পূজা ও সাক্ষাৎ দর্শন

বিগ্রহ দর্শন হবে বিহ্বল মথুর।
আঁখি নিবাহিত নাবে চক্ষে বহে নীর ॥
ক্ষণে মূর্চ্ছা যায় আর ক্ষণে জ্ঞান হয়।
ক্ষণে স্তব স্তুতি করে ক্ষণেতে কাঁদয়।
আগে আর দেখেছিল হবে এ বিগ্রহ।
তখন তার মনে এত ছিল না আগ্রহ ॥
কিন্তু আজ বিদ্যুতের জ্যোতি সম হেরে।
তাহে তার মন প্রাণ নিল চুরি ক'রে ॥
শ্যামের রূপের ছটা বর্ণন না যায়।
শরতের মেঘ জিনি অঙ্গ শোভা পায় ॥

কোটি চন্দ্র জিনি প্রভুর বদন কমল।
অলকা কপাল ঘেরি করেছে উজ্জ্বল॥
তাহা যেন জিনিয়াছে নৈঋত মণ্ডল।
কস্তুরি তিলক তাহে করে ঝলমল॥
ফণি মণি জিনিয়াছে শিখিপুচ্ছ শিরে।
নবীন নীরদ যেন তড়িত উজ্জ্বরে॥
রাই চপলা আসি তাহে যবে যোগ দিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া গোঁসাঞী ভূতলে পড়িল॥
নুপুর ভ্রমর যবে করিল গুঞ্জন।
মথুরানন্দের পুনঃ হইল চেতন॥
বলে হায় কত মধু চরণ কমলে।
বলিতে বলিতে পুনঃ পড়িল ভূতলে॥
এইরূপে দিবা প্রায় হৈলে অবসান।
শ্রীমন্দিরে প্রবেশিতে করেন গমন॥
তাড়াইয়া দিল চোবে কটু বাণী বলে।
শুনিয়া মথুরানন্দ ভাসে চক্ষু জলে॥
বলে হায় হায় শ্যাম মম ভাগ্য দোষ।
অধিকার নাই বুঝি ওপদ পরশে॥
অতি দীনহীন আমি অধম চণ্ডাল।
দরশন দিয়া কেন ঘটালে জঞ্জাল॥
বরং ছিলাম ভাল না পেয়ে দর্শন।
হায় হায় আশা মোর না হল পূরণ॥
যদি বা পাইব হরি চরণ তোমার।
কিবা প্রয়োজন তবে দেহেতে আমার।

জলে ঝাঁপ দিয়া আজ ত্যজিব জীবন।
এইরূপে কাঁদে আর ঝরে দু-নয়ন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে গেল কুঞ্জে আপনার।
তথা গিয়া বলে শ্যাম কি কহিব আর॥
প্রতারণা কৈলে বুঝি পতিত দেখিয়া।
এ লাজ পরাণ ত্যজি জলে ঝাঁপ দিয়া॥
যে দেহেতে তব সেবা হইল না শ্যাম।
সে দেহ ধারণে বল কিবা আছে কাম॥
এইরূপ বলে আর কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
প্রভাত আসিয়া ক্রমে দেখা দিল তারে॥
পুষ্পান্বেষণ করি আনি কানন মাঝারে।
মথুরানন্দ গেল শ্যামের পূজা করিবারে॥
মনোমত করি মালা করিয়া গ্রন্থন।
শ্যাম-গলে পরাইতে গেলেন যখন॥
তবে চৌবে তারে নাহি দিল প্রবেশিতে।
পরাইয়া দিই ব'লে মালা নিল হাতে।
হা শ্যাম বলিয়া মথুর হইলা মূর্চ্ছিত।
কথা নাহি সরে শ্বাস প্রশ্বাস রহিত॥
তাহা দেখি চৌবে কয় বিরক্তির স্বরে।
ভণ্ডামি করগে তুমি কানন মাঝারে॥
এথা না চলিবে ছল চাতুরী তোমার।
তোমার সেবা করিতে সময় নাই হে আমার॥
ভোগ রাধার হ'লনা আজ তোমা হইতে।
এখান থেকে সরে যাও কহি ভালমতে॥

শুনিয়া মথুরানন্দ হইল দুঃখিত।
বলে হায় আমা সম কে আছে পতিত ॥
এত কাঁদিলাম তবু হইল না দয়া।
দিলে না হে শ্যাম তব চরণের ছায়া ॥
বলিতে বলিতে ত্যাগ করিল সে স্থান।
হাটিতে না পারে মূর্চ্ছা হয় ঘন ঘন ॥
পথে যত লোক যায় করয়ে বাতাস।
ক্ষণে জ্ঞান বহে ক্ষণে না বহে নিশ্বাস ॥
এইরূপ পথমাঝে সেদিন কাটিল।
দেখি গঙ্গাধর চৌবে যুকতি করিল ॥
পূজা করে হতভাগা সুখ যদি পায়।
তবে কেন মিছামিছি কাঁদিয়া বেড়ায় ॥
পূজুক সে আর আমি বাধা নাহি দিব।
বাধা মিছে কেন দিয়ে ব্রাহ্মণে বধিব ॥
এই বলি কহে তখন ডাকিয়া মথুরে।
এসো এসো পূজো এসে শ্রীরাধা শ্যামেরে ॥
আমি দাঁড়াইয়া থাকি তোমার কাছেতে।
তাড়াতাড়ি পূজা কিন্তু হইবে করিতে ॥
শুনিয়া মথুরানন্দ হইল আনন্দিত।
পূজা করিবারে তথা গেল সে ত্বরিত ॥
মন্দিরে প্রবেশ করি কহেন শ্যামেরে।
কি মন্ত্র বলিয়া পূজা করিব তোমারে ॥
মন্ত্র তন্ত্র সাধনাদি কিছু নাহি জানি।
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে পানি ॥

তাহা দেখি চৌবে তখন বলে ক্রোধভরে।
কতক্ষণ যাবে তোমার পূজা করিবারে ॥
উঠে এস এবে ওহে সময় নাই আর।
ভোগ নিবেদন আমি করিব এবার ॥
এই বলি অন্ন-ব্যঞ্জন আনিল সেখানে।
দেখিয়া মথুরানন্দ চাহে মুখ পানে ॥
হস্তস্থিত থালে দেখে অন্ন চোঁয়া ছুটি।
ব্যঞ্জন কিছু আছে তার নাহি পরিপাটি ॥
তা' দেখি মথুরানন্দ হইল অজ্ঞান।
বলে এই দ্রব্য মোর প্রভু নাহি খান ॥
চোঁয়াপড়া এক মুঠা অন্ন দিল থালে।
হেন দ্রব্য শ্যাম নাহি খান কোন কালে ॥
এইরূপ বলে আর চক্ষে বহে ধারা।
কাঁদিতে কাঁদিতে যেন হৈল দিশেহারা ॥
কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইল যখন।
আপন কুঞ্জেতে তাঁর করিল গমন ॥
তথা নাহি সুখ পায় কাঁদে অবিরাম।
বলে হায় বড় শেল বাজিল হে শ্যাম ॥
ব্রহ্মাণ্ডের রাজা তুমি জগতের পতি।
তবে কেন হেরিনু আজ এমন দুর্গতি ॥
চোঁয়াপড়া অন্ন তোমায় নিবেদন করে।
তাহাও ত দিলনাহে শ্রদ্ধা সহকারে ॥
না পাই পূজিতে তোমায় না পাই খাওয়াতে।
এত দুঃখ আমি আর নারিনু সহিতে ॥

জলে গিয়ে ঝাঁপ দিব কহিনু তোমাকে।
আশা পূর্ণ হোক তব পারিনে সহিতে॥
দিবানিশি কাঁদি তবু হইলনা দয়া।
তবু না পাইনু শ্যাম তব পদছায়া॥
চরণে তুলসী দিতে নাহি পাইলাম।
অপবিত্র হস্তে তবে কিবা আছে কাম॥
স্বহস্তে তিলক নাহি পাইনু পরাতে।
তবে বল কিবা কাম এরূপ হাতেতে॥
নিজ হাতে মালা গলে পরাতে না পাই।
সাজাতে না পাইলাম তোমারে কানাই॥
তবে এই জীবনেতে কিবা হল কাজ।
নিশ্চয় পরাণ আমি ত্যজিব হে আজ॥
কথা নাহি কও কেন বল এথা আসি।
চোঁয়া অন্ন কেমনেতে খেলে কালশশী॥
সে প্রসাদ তুমি কই দিলে হে আমারে।
ক্ষুধায় পরাণ মোর যাইবে এবারে॥
আশ্রয় লইনু মহালক্ষ্মীর চরণে।
তবে খাদ্যাভাবে প্রাণ কাঁপিতেছে কেনে॥
না না প্রভু নিজে খেতে না পাইল।
এই কথা উচ্চারিয়া মূর্চ্ছিত হইল॥
ক্ষণপরে যবে পুনঃ হইল চেতন।
ফুকারিয়া কাঁদে আর ঝরে দুনয়ন॥
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে গেল সদা আঁখি ঝরে।
কৈ রাধা কোথা শ্যাম বলে বারে বারে॥

এইরূপে আট মাস হইল অতীত।
দোল পূর্ণিমার দিন হইল উপনীত॥
শ্রীমণ্ডপে লয়ে যায় শ্রীরাধাশ্যামেরে।
সঙ্কীর্ত্তন করে সবে আনন্দ অন্তরে॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ করে গান।
তা' দেখি মথুরানন্দ হইল অজ্ঞান॥
বলে শ্যাম হাসিতেছে ইহাদের সনে।
তাই সবে হাসে তারা আনন্দিত মনে॥
বংশীধ্বনি বুঝি ঐ হইল শ্যামের।
তাই তালে তালে নাচে দেখি ইহাদের॥
গান করে সবে সেই শুনে বংশীধ্বনি।
ঐ শ্যাম নাচে শুনায় নূপুরের ধ্বনি॥
খোল করতাল তাই বাজে তালে তালে।
মম ভাগ্যে তাহা নাহি পাব কোন কালে॥
কেমন সুন্দর মালা দুলিছে গলেতে।
আমি নিজ হাতে নাহি পাইনু পরাতে॥
অলকা ঘেরিয়া আছে শ্যামের কপাল।
তাহা দেখি মোর মনে নাহি লাগে ভাল॥
বৃথা জন্ম গোঁয়াইনু আসিয়া সংসারে।
সেবিতে না পাইলাম শ্রীরাধাশ্যামেরে॥
আমা হেন নরাধম আর কেহ নাই।
তাই নাহি কৃপা মোরে করিলে কানাই॥
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে ধারা।
ক্ষণে মূর্চ্ছা হ'য়ে পড়ে ক্ষণে জ্ঞান-হারা॥

কিছুক্ষণ এইরূপে করিয়া ক্রন্দন।
বলে এথা নাহি রব মুই অভাজন॥
যমুনার জলে গিয়ে ফেলি চক্ষুবারি।
দ্বিগুন বেগেতে সেহ ছুটাতে লহরী॥
সে তরঙ্গে প্রবেশিয়া এ ছার জীবন।
বিসর্জ্জন দিব আর নাহি সহে প্রাণ॥
এই বলি উপনীত হইল তথা গিয়া।
যমুনাতে বলে তাই কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
দ্বিগুন করহ দেবি! কহিগো তোমারে।
মম চক্ষু-বারি ঢালি তব স্রোত-নীরে॥
কোথায় ফেলিব তার স্থান নাহি পাই।
সেই সে কারণে ওগো আইনু তব ঠাঁই॥
যে দশা তোমার আজ সে দশা আমার।
উভয়ের ঢেউয়ে বন্যা ছুটুক অপার॥
সে তরঙ্গ মাঝে আমি করিয়া প্রবেশ।
এ ছার জীবন আজ করিব নিঃশেষ॥
সেবা নাহি পাইলাম শ্রীরাধাশ্যামের।
অপবিত্র দেহে কাজ হ'লনা তাঁদের॥
পালটিয়া দশা পুনঃ করিব সাধন।
এই বলি তীরে বসি করিছে ক্রন্দন॥
দুই চক্ষে বহে যেন যমুনার ধারা।
ক্ষণে মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে ক্ষণে জ্ঞান-হারা॥
দয়াময় নাম প্রভু করেছে ধারণ।
সহিতে না পারে কভু ভক্তের রোদন॥

সম্মুখে আসিয়া শ্যাম দিলা দরশন।
দেখিয়া মথুরানন্দ হইল অচেতন॥
জীর্ণ শীর্ণ কলেবর হয়েছে তাহার।
কথা নাহি সরে মুখে চোখে বহে ধার॥
আট মাস আছে তথা পাগলের প্রায়।
কভু অনাহারে থাকে কভু খেতে পায়॥
শরীর দুর্ব্বল তাই হয়েছে তাহার।
কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছা হয় বারবার॥
রাই-কানু যবে দিল দরশন তারে।
সৌদামিনী-সম মথুর হেরিল তাঁহারে॥
সে জ্যোতি চক্ষেতে তার ভেদিল যখন।
ধরাতলে পড়িল সে হৈঞা অচেতন॥
কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান হইল তাহার।
রাধাশ্যামে হেরি মূর্চ্ছা হইল আবার॥
কিছুক্ষণ পরে শ্যাম শক্তি সঞ্চারিল।
তবে চক্ষু মেলি গোসাই দেখিতে পাইল॥
বক্ষ বেয়ে পড়ে দুই নয়নের ধারা।
কথা নাহি সরে মুখে যেন দিশে-হারা॥
মুখপানে চাহে আর করয়ে ক্রন্দন।
দেখিয়া শ্রীমতী তারে বলেন তখন॥
দিবানিশি কেন ওহে কাঁদিতেছ বল।
বজ্রসম বাজে বুকে তব চক্ষু-জল॥
ভকতের দুঃখ মোর প্রাণে নাহি সয়।
তব চক্ষুবারি যেন বজ্রসম হয়॥

একথা মথুরানন্দ শুনিল যখন।
ধরায় পড়িল মূর্চ্ছা হইয়া তখন॥
হাত ধরি রাধারাণী উঠাইল তারে।
ভকতের দুঃখে নিজে ভাসে চক্ষু-নীরে॥
শ্যাম বলে কেন এত করিছ ক্রন্দন।
কেন এত ঘন ঘন হও অচেতন॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তখন বলিল মথুর।
তোমা হেন বল আর কে আছে চতুর॥
যেই জন তব পদে করয়ে আশ্রয়।
কাঁদিতে কাঁদিতে তার জীবনান্ত হয়॥
কি আর চাহিব শ্যাম তোমার কাছেতে।
প্রাণটুকু হরে নাও না পারি সহিতে॥
এ ছার জীবনে প্রভু কিবা প্রয়োজন।
তোমার চরণে ইহা কইনু সমর্পন॥
সেবা-পূজা নাহি দিলে করিতে আমায়।
রহিল এ আশা মনে কাহ দয়াময়॥
এই বলে বাক্‌রোধ হইল তাহার।
দুই গণ্ড গড়াইয়া বহে শতধার॥
দেখিয়া কিশোরী তাবে কহেন আশ্বাসে।
কিবা চাও তুমি ওহে বল মোর পাশে॥
যা' চাবে তা' দিব আর কোরোনা রোদন।
কিবা তুমি চাও তাহা বলনা এখন॥
মথুরানন্দ বলিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে।
কিবা চাই তুমি তাহা জানহ নিশ্চিতে।

তবে কেন এত ছল কর বারে বারে।
সেবা অধিকার দাও এই অভাগারে ॥
সেবা বিনা আমি আর অন্য নাহি চাই।
তোমা বিনা এ অধমের আর কেহ নাই ॥
কিবা সেবা চাহ শ্যাম বলেন তখন।
শুনিয়া মথুরানন্দ করেন ক্রন্দন।
বলে যাহা চাই তাহা জাননা কি শ্যাম।
পড়িয়া জঙ্গল মাঝে কাঁদি অবিরাম ॥
তবু দয়া হইল না মো বড় অভাগী।
জলে ঝাঁপ দিয়ে এবে জীবন তেয়াগী ॥
সহিতে না পারি আর এ ক্ষুদ্র পরাণে।
কিবা প্রয়োজন বল এ পাপ জীবনে ॥
নাহি পাইলাম মালা স্বহস্তে পড়াতে।
মন মত করে নাহি পেলাম সাজাতে ॥
খাওয়াতে না পারিলাম স্বহস্তে তোমায়।
সে কারণে দুঃখ মনে হয় দয়াময় ॥
সাধন ভজন মোর হইল অকারণ।
সেবিতে না পাইলাম যুগল চরণ ॥
চামরে বাতাস নাহি পেলাম করিতে।
তাম্বুল না পাইলাম দিতে হাতে হাতে ॥
নির্জ্জনে বসিয়া তিলক দিলেনা করাতে।
এই বলে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ধরাতে ॥
হাত ধরি উঠাইল শ্রীরাস-বঙ্গিনী।
দেখিয়া ভক্তের দুঃখ চক্ষে বহে পানি ॥

মৃদুভাসে সম্ভাষিয়া কহেন তাহারে।
সেবা অধিকার আজ দিলাম তোমারে॥
যে ভাবে সেবা কইলে হইব হে প্রীত।
সেইমতে সেবা করে হও প্রফুল্লিত॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মথুর কহিল তাহারে।
অন্যের বাড়ীতে সেবা করিব কি করে॥
মন্দির প্রবেশে মোর নাহি অধিকার।
সেখানে কেমনে সেবা করিব তোমার॥
পতিত দেখিয়া কেন কর উপহাস।
মম দুঃখ দেখে বুঝি পাইলে উল্লাস॥
কিছু নাহি চাহি আর কাছেতে তোমার।
আত্মঘাতী হব এবে করিয়াছি সার॥
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে পানি।
তা'দেখি কহেন তারে শ্রীবাস-রঙ্গিনী॥
উপহাস করি নাই আমি হে তোমায়।
মিছে কেন দোষ তুমি দিতেছ আমায়॥
তব দুঃখ মোর হৃদে নাহি সহা যায়।
নিশ্চয় কহিনু সেবা দিলাম তোমায়॥
যেখানে থাকিলে সুখ হইবে তোমায়।
সেইখানে থাকি সেবা করিবে দোঁহার॥
শুনিয়া মথুরানন্দ ভাসে চক্ষুনীরে।
তখন কহেন অতি মৃদু মৃদু স্বরে॥
কৃপা করি যদি তুমি যাহ মোর দেশে।
তা'হলে পাইব সুখ কহি তব পাশে॥

এখানে থাকিয়া মোর নাহি হবে সুখ।
কৃপা করি চল তথা দিওনাক দুঃখ ॥
শুনিয়া রাধিকা তারে কহেন তখন।
যাব তথা তুমি আর করো না রোদন ॥
কল্য প্রাতে গিয়া বলিয়া চৌবেরে।
বিগ্রহ লইয়া যাবে তারে তুষ্ট করে ॥
এই বলে অন্তর্ধান হইল যখন।
হরিষ বিষাদে গোঁসাই রহে কতক্ষণ ॥
তারপর কুঞ্জে তাঁর করিল গমন।
সুখে দুঃখে রাত্রিটুকু করিল যাপন ॥
দশশত তিন সালে দোল পূর্ণিমাতে।
যেরূপ হইল তাহা কহিনু ছন্দেতে ॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ ॥

মথুরানন্দের বিগ্রহ লাভ

প্রভাত হইল যবে গোঁসাঞী তখন।
গঙ্গাধর চৌবের গৃহে করিল গমন ॥
সূর্য্যোদয় হয় নাই তেমন সময়।
শ্রীশ্যাম-মন্দির চৌবে মার্জ্জনা করয় ॥
দেখিয়া মথুরানন্দে কহে উচ্চ ভাষে।
প্রত্যুষে আইলে কেন আমার আবাসে ॥
কথা নাহি কও কেন জিজ্ঞাসি তোমারে।
প্রকৃত উত্তর তুমি দাও না আমারে ॥

কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ বল ত্বরা করি।
চুরি করে নেবে বুঝি সম্পত্তি আমারি॥
নিশা অবসানে আমি দেখেছি স্বপন।
তুমি দস্যু বট তাহা শ্যাম মোরে কন॥
সর্ব্বস্ব হরণ মোর করিবার আশে।
অলখিতে আসিয়াছ আমার আবাসে॥
ঘুচাইব সাধুপনা দিব কারাগারে।
দেখিব তোমারে রক্ষা কোনজন করে॥
এই বলে দন্তে দন্তে করিয়া ঘর্ষণ।
সজোরে দু'হাত তার করিল ধারণ॥
টানিয়া বাহির করি রাস্তার মাঝেতে।
চোর ঢুকিয়াছে বলি লাগিল হাঁকিতে॥
তার সেই ডাক শুনি পল্লিবাসী সব।
চোর ধর ধর বলি করে উচ্চরব॥
আরক্ত নয়নে সবে বলে তথা আসি।
চুরি করিয়াছে বুঝি যুবক সন্ন্যাসী॥
বৃন্দাবন মাঝে চোর হেরিনি কখন।
কোথা হতে এল এই দুষ্ট অভাজন॥
নিশ্চয় পাঠাব আজ এরে কারাগারে।
সাধু নামে কলঙ্ক কে পারে সহিবারে॥
ধরিয়া সাধুর বেশ করিছে ডাকাতি।
বৃন্দাবনে কোন জনা দিল এরে স্থিতি॥
বল বল কোন দ্রব্য করিয়াছে চুরি।
সে সব রাখিল কোথা কহ ত্বরা করি॥

শুনিয়া তাদেব বাণী চৌবে কয় বোষে।
কাল দোল গেছে আজ এসেছে প্রত্যুষে॥
বহু অলঙ্কার ছিল গাত্রেতে শ্যামের।
সেই সব অলঙ্কার নিত হে তাঁদেব॥
সে কাবণে অলখিতে এসেছে আবাসে।
নারিল ঢুকিতে আমি জেগেছি প্রত্যুষে॥
এই কথা যবে লোক মাঝেতে কহিল।
প্রহার করিব বলে সকলে রুষিল॥
কেহ বলে ল'য়ে চল ধবে কাবাগারে।
কেহ বলে সাজা এথা দাও হে প্রহারে॥
এই বলে কবে সবে দন্ত কড়মরি।
তা'দেখি মথুরানন্দ কহে কর যুড়ি॥
তব আশা বুঝি শ্যাম পূর্ণ এতদিনে।
কারাগারে যাই আমি তব নামগুণে॥
বাল্যাবধি কবিয়াছি কৃষ্ণ নাম সার।
তাই বুঝি আজ তার কবিলে বিধান॥
তুমি নিজে চোর শ্যাম জানে সর্ব্বজনে।
তাই আমি চোব হইনু তব নাম-গুণে॥
জনম লইলে তুমি যাহাব উদরে।
তার বুকে শিলা দিলে জানে চরাচরে॥
কারাগাব মাঝে তুমি পিতারে রাখিলে।
নন্দ যশোদায় চিরকাল কাঁদাইলে॥
সজোড়ে হবিয়া তুমি কাঁদালে রাধায়।
তোমারে ভজিয়া বল কেবা সুখ পায়॥

কোথায় জগতবাসী দেখুক নয়নে।
কৃষ্ণনাম করে আমি পড়েছি বন্ধনে॥
আর যেন ভ্রমে কেহ কৃষ্ণে না ভজয়।
যেই কৃষ্ণ ভজে তার সর্ব্বনাশ হয়॥
লম্পটের সঙ্গে থাকি শ্রীরাস-রঙ্গিণী।
তুমিও কি সেইমত হলে সুরধনি॥
এই দেহ সপিয়াছি তোমার চবণে।
তবে হেন দশা মোর ঘটাইলে কেনে॥
এ দেহ আমার নয় হয়েছে তোমাব।
তবে বল দেখি কষ্ট হতেছে কাহার॥
যদি তব দেহ ইহা কেননা রক্ষিবে।
এ দেহে যাতনা দেখে কার দুঃখ হবে॥
প্রতারণা কৈলে বুঝি পতিত দেখিয়া।
কোথা চলে গেলে ওগো দাসেরে ফেলিয়া॥
হেন চতুরালী তুমি শিখিলে কোথায়।
আশ্বাসিয়া চোরে আজ ফেলিলে আমায়॥
এমন করিয়া বল কিবা পেলে সুখ।
তব নাম করে কেন পাই এত দুখ॥
সঙ্কটনাশিনী নাম কে দিল তোমার।
সঙ্কটিনী বলে তোমায় ডাকিব এবার॥
ত্রিতাপনাশিনী আর কহিব না ভ্রমে।
ত্রিতাপদায়িনী তুমি জানিনু এখনে॥
আহ্লাদিনী কোন জন বলে গো তোমায়।
আহ্লাদ হরিয়া দুঃখ দিতেছ আমায়॥

আমি কষ্ট পাই বাধে তাহে দোষ নাই।
কিন্তু তব নাম কেহ করিবে না রাই॥
ধন্য ধন্য তোমাদের নামের ধরম।
যেই জন করে তার নিশ্চয় মরণ॥
এইরূপ বলে যত খেদ উঠে মনে।
বক্ষ ভেসে যায় জল পড়িয়া নয়নে॥
চোরে সহচর সব বলে রোষ করি।
ভণ্ডামী ছাড়হ তুমি ছাড়হ চাতুরী।
কাঁদিলে এখন আর নাহি পরিত্রাণ।
কর্ম্মানুসারে তোমার করিব বিধান॥
কেহ চড় তুলে রোষে কেহ তুলে বাড়ি।
কেহ বা ক্রোধেতে দন্ত করে কড়মড়ি।
কাঁদিতে কাঁদিতে গোঁসাঞী ভূতলে পড়িল
তার সেই মূর্ত্তি তখন চৌদিকে বেড়িল॥
যেদিকে নেহারে যেন সেদিকে গোঁসাঞী॥
তা' দেখি চোরের গণ নাহি পায় ঠাঁই॥
মথুরানন্দের বেশ করিয়া ধারণ।
শত জনা চারিধারে করিল বেষ্টন॥
দেখিয়া চোরের গণ আশ্চর্য্য মানিল।
কোন জনা চোর তাহা চিনিতে নারিল॥
যেদিকে ফিরায় আঁখি দেখিবারে পায়।
তাই ভয় পেয়ে তারা পলাইয়া যায়॥
গোঁসাঞী পড়িয়া ভূমে লাগিল কাঁদিতে।
বলে আমি অপরাধ করেছি রাধিকে॥

অপলাপ বলিয়াছি অজ্ঞান হইয়া।
চেতন পাইনু এবে তোমারে দেখিয়া॥
মায়ারূপ ধরি আজ আমারে রক্ষিলে।
নিজ শক্তি দেখাইয়া প্রাণ বাঁচাইলে॥
যদি না হইতে তুমি হেন দয়াবতী।
অধম জনার তবে কি হইত গতি॥
কেহ না লইত আর রাধা-শ্যাম নাম।
পাপে পরিপূর্ণ তবে হ'ত ধরাধাম॥
দাঁড়াও দাঁড়াও রাই যেওনা গো চলে।
দেখিতে দেখিতে কেন অদর্শন হ'লে॥
মম ভাগ্য বুঝি আর পাব না তোমায়।
সেবা অধিকার নাহি দিলে অভাগায়॥
মিছে বৃন্দাবনে এসে করিলাম বাস।
সাধন ভজন মোর সব হ'ল নাশ॥
কাল তুমি বলেছিলে যাবে বঙ্গভূমে।
তবে আজ অদর্শন হইলে গো কেনে॥
কি দোষ পাইয়া তুমি এই অভাগায়।
ফেলিয়া গো রাধে সুধাই তোমায়॥
এস এস দেখা দাও গেল গো পরাণী।
তোমা বিনা আমি আর অন্যে নাহি জানি॥
অবশ হইনু আর কথা নাহি সরে।
অন্তিম সময় বুঝি হইল এবারে॥
এ সময়ে দেখা দাও রহিলে কোথায়।
সফল হইব রাধে হেরিয়া তোমায়॥

বড আশা ছিল মনে হল না পূরণ।
ইচ্ছা নাই হয় তবু মরিতে এখন॥
কখন যাইবে বঙ্গে কহ গো আসিয়া।
কেমন করিয়া আমি যাইব লইয়া॥
সত্য যাবে কিনা তথা কহ সবদনী।
তোমার বিরহে আর রহে না পরাণী॥
কই কোথা আছ ওগো উত্তর না পাই।
এখন বুঝিনু তুমি নাহি যাবে বাই॥
পতিত দেখিয়া মোরে কৈলে প্রতারণা।
হায় হায় কত আব সহিব যাতনা॥
এই বলে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ধরায়।
জ্ঞানশূন্য হইল শ্বাস প্রশ্বাস না বয়॥
ক্ষণে যবে জ্ঞান হয় করয়ে রোদন।
কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ হয় অচেতন॥
এইরূপে দিবা তথা হইল অবসান।
নিশীথ সময়ে এক দেখিল স্বপন॥
কে যেন কহিল তার সে কর্ণ কুহরে।
মিছে কেন তুমি ওহে কাঁদ বারে বারে॥
না পারি সহিতে আমি আব এত দুঃখ।
তব চক্ষুজলে মোর ফেটে গেল বুক॥
বিনয় বচনে কহি কেঁদনা হে আব।
নিশ্চয় করিব আমি এর প্রতিকার॥
হতাশ না হযে পুনঃ আসিবে প্রভাতে।
সফল হইবে তুমি পাইবে আমাকে॥

কিছুদেরী করে কাজে আসিও এথায় ।
আশাপূর্ণ হবে ওহে কহিনু তোমায় ॥
এই দৈববাণী যবে শুনিল মথুর ।
হর্ষিব বিষাদে মন হইল অধীর ॥
বহু ক্লেশে রাত্রিটুকু করিয়া যাপন ।
প্রভাতে চৌবের গৃহে করিল গমন ॥
সেখানে দেখিল গিয়া চৌবে মহাশয় ।
পুষ্পান্বেষনে এক সাজি হাতে লয় ॥
তাহার সম্মুখে মথুর দাঁড়াইল যবে ।
কাঁপিল চৌবের যেন সর্ব্বদেহ ক্ষোভে ॥
আরক্ত নয়নে তারে বলিল তখন ।
আজ পুনঃ তুমি এথা আইলে কি কারণ ॥
মথুরানন্দ কহিলেন বিনয় বচনে ।
এক পরামর্শ আছে কহিব গোপনে ॥
শুনি চৌবে মহাশয় কহিল তাহারে ।
কার সনে পরামর্শ চাহ করিবারে ॥
কাণ্ডজ্ঞান নাই বুঝি হয়েছ পাগল ।
সময়াসময় বোধ নাহি কালাকাল ॥
আমার সাক্ষাতে কেন আছ দাঁড়াইয়া ।
পরামর্শ কর তুমি বাহিরে যাইয়া ॥
পুষ্প-চয়নে আমি যাই হে এখন ।
তাহে তুমি কর কেন শত্রুতা সাধন ॥
যোড়করে কহি তুমি হও হে বিদায় ।
আর এত জ্বালাতন করোনা আমায় ॥

শুনিয়া মথুরানন্দ কহে মৃদুস্বরে।
বিরক্ত না হবে ভাই আমার উপরে॥
এসগে ফিরিয়া তুমি নিজ কর্ম্ম সেরে।
বক্তব্য প্রকাশ করিব তার পরে॥
পরামর্শ আছে মোর সঙ্গেতে তোমার।
সময় হইলে তাহা করিব প্রচার॥
হাস্য স্বরে চোরে তারে বলিল তখন।
তব চতুরালী আমি বুঝিনু এখন॥
ডাকাতের শিরোমণি ভণ্ড দুরাচার।
যাতায়াত কর তাই এত বারে বার॥
কাল এসেছিলে তায় সুযোগ না পেলে।
আজ কিছু নেবে বুঝি আমি চলে গেলে
ভালমতে সাজা কাল দিতাম তোমায়।
পিতৃশূন্য ফলে তুমি এড়াইলে তায়॥
পিশাচ সাধন করে শিখেছ ভৌতিক।
তাই বুঝি কাল নানা দেখালে কৌতুক॥
দেখিব ভৌতিক আজ কেমন তোমার।
উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে তাহার॥
এইরূপে বলাবলি হইল যখন।
শুনি পল্লিবাসী সব আইল তখন॥
কেহ বলে চোর বেটা এসেছে আবার।
কেহ বলে ভালমতে কর প্রতিকার॥
কেহ বলে বিবাদেতে কিবা প্রয়োজন।
জিজ্ঞাসা কর না এথা আসে কি কারণ॥

শুনিয়া মথুরানন্দ কহেন তখন।
তোমা সবা কাছে ভাই করি নিবেদন॥
মৃদুস্বরে কহি কেহ করিওনা রোষ।
মো বড অভাগী ভাই লইবে না দোষ॥
ষষ্ঠ বরষ আজ আছি বৃন্দাবনে।
সাধন করিনু বার বছর গোপনে॥
কিন্তু তাহে আশা মোর হলনা পূরণ।
বিগ্রহ পূজিব বলে করি অন্বেষণ॥
তোমরা হে ব্রজবাসী জানহ সন্ধান।
যাতায়ত করি তাই করহ বিধান॥
শুনি উপহাস করি চৌবে তারে কয়।
একটি বিগ্রহ তুমি লাওনা এথায়॥
শুনিয়া গোঁসাঞী বলে বাঁচাইলে প্রাণ।
অজ্ঞান হইয়া ভূমে পড়িল তখন॥
দেখিয়া তাহার ভাব চৌবে মহাশয়।
হাসিতে হাসিতে সেই লোক মাঝে কয়॥
পাগল হয়েছে এর নাহি কোন জ্ঞান।
ঔষধ আনিয়া কেহ করহ বিধান॥
গায়ে খড়ি উডে অই তেলের অভাবে।
মাথায় হয়েছে জটা দেখ চেয়ে সবে॥
জুটেনা কাপড তাই পরেছে কৌপীন।
খেতে নাহি পায় তবু হতেছে সৌখীন॥
নিজের কিনায় নাই ঠাকুরে কি খাবে।
কোথায় রাখিবে তারে বল কিসে শোবে॥

কৌপীন আনগে চাহি আপনার তরে।
হাসি এই কথা চোবে কহিল তাহারে॥
এই কথা যবে তার কর্ণে প্রবেশিল।
হা শ্যাম বলিয়া পুনঃ কাঁদিতে লাগিল॥
বলে হায় কত ছল জান দয়াময়।
এত কাঁদাইলে তবু আশা না মিটয়॥
হেন অপরাধ কিবা করেছি চরণে।
এত কষ্ট সহি তাই এ পাপ পরাণে॥
নিশ্চয় বুঝিনু আমি আপনার মনে।
সেবা অধিকার নাহি দিবে অভাজনে॥
কিন্তু তব বাক্য প্রভু মিথ্যা হল আজ।
তাই এত দুঃখ মোর হল রসরাজ॥
লালসা বাড়ালে তুমি দিয়া দরশন।
এবে কেন হইতেছ এত অঘটন॥
দেখা দেও এসে শ্যাম হও হে সদয়।
থেকোনা লুকায়ে প্রভু হইয়া নিদয়॥
কথা না কহিতে পারি হৈনু বলহীন।
অনাহারে দেহ মোর হইয়াছে ক্ষীণ॥
কোথা মহালক্ষ্মী ওগো বৃন্দাবনেশ্বরী।
অন্ন এক মুঠা দাও নতুবা যে মরি॥
অবশ হইলে দেহ না পারি হাটিতে।
কথা নাহি সরে মুখে না পাই দেখিতে॥
তোমার বিরহে আর রহে না পরাণ।
এই বলে কাঁদে আর ঝরে দু'নয়ন॥

কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষণে অচেতন হয়।
ধূলায় লুণ্ঠিত দেহ অবসন্ন হয় ॥
ভকত বৎসল শ্যাম নারিল থাকিতে।
সম্মুখে আসিয়া প্রভু লাগিল কহিতে ॥
কেন তুমি এত কাঁদ বলনা আমায়।
তব চক্ষু-জলে মোর বুক ফেটে যায় ॥
কৃপা যবে করিয়াছি আমি হে তোমারে।
তবে কেন মিছে এত কাঁদ বারে বারে ॥
স্থির হয়ে থাক গিয়ে না করিহ খেদ।
আবার আসিয়া কাল করিবে হে ভেদ ॥
বিধান করিব আমি কহিনু নিশ্চয়।
নাহি কোন ভয় তব হয়েছি সদয় ॥
এ কথা মথুরানন্দ পাইল শুনিতে।
অলখিতে শ্যাম আধ পাইল দেখিতে ॥
করযোড়ে করে যেন নানা স্তব স্তুতি।
বলে কোথা যুগলরূপে দাঁড়াও শ্রীপতি ॥
কৃপাকরি যদি হরি দিলে দরশন।
তবে কেন আছ প্রভু আধ অদর্শন ॥
ছায়া হেন তোমা দোহার পাইনু দর্শন।
কোথায় থাকিলে কৈলে কথোপকথন ॥
আর না দেখিতে পাই গেলে কিহে চলে।
বিদ্যুত হইয়া কেন মেঘে লুকাইলে ॥
দাঁড়াও দাঁড়াও রাই সঙ্গে আমি যাব।
এই বলে দাঁড়াইয়া করে উচ্চ রব ॥

ক্ষণবেগে চলে যায় তুই চাবি পদ।
ক্ষণে ভূমে পড়ি করযোড়ে করে স্তব ॥
হায় হায় শ্যাম মোরে করিলে না দয়া।
দিলেনা দিলেনা প্রভু শিরে পদছায়া ॥
ধৈরয ধরিতে নারি হয়েছি পাগল।
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে জল ॥
এইরূপ পথ মাঝে কাটিল সে রাত।
দেখিতে পাইল তবে হয়েছে প্রভাত ॥
সূর্য্যের কিরণে চারি দিক আলো করে।
তেমন সময়ে উঠি গেল চোরে ঘরে ॥
উপনীত হইল যবে তাহার ভবনে।
তখন শ্রীগঙ্গাধর বাহিরায় স্থানে ॥
সম্মুখে মথুরানন্দে দেখিয়া তখন।
মূর্ত্তিমান অগ্নিপ্রায় রহে কতক্ষণ ॥
আরক্ত নয়নে পরে বলিল তাহারে।
এথায় আইলে আজ বল কি প্রকারে।
বিন্দুমাত্র লজ্জা চিতে নাই কি তোমার।
অপমান করি তবু আস বারবার ॥
কাণ্ডজ্ঞান একেবারে হয়েছে রহিত।
পাগল হয়েছ বোধ নাহি হিতাহিত ॥
মথুরানন্দ কহিলেন কেন কর রোষ।
মনে ভেবে দেখ মোর নাহি কোন দোষ ॥
বলেছিলে তাই আমি এসেছি এথায়।
তবে ভাই দোষ কেন দিতেছ আমায় ॥

বলেছিলে দিবে এক বিগ্রহ আমারে।
তাই আসিয়াছি আমি তোমারি আগারে।
রাধা-শ্যাম বিগ্রহ যে আছে তব ঘরে।
তাহা তুমি কৃপা করি দিবে হে আমারে॥
শুনিয়া তাহার বাণী চৌবে মহাশয়।
ঘৃতাহুতি অগ্নিসম রেগে তারে কয়॥
তোমা হেন বোকা আর কয়জনা আছে।
তোমারে ঠাকুর দিব কেহে বলিয়াছে॥
খাইতে জুটেনা আর বিগ্রহ পূজিবে।
হেন যুক্তি বল তোমায় কোন জন দিবে॥
কাছ হ'তে সরে যাও কহি ভালমতে।
বেলা হ'য়ে গেল আমি যাইব স্নানেতে॥
তখন মথুরানন্দ কহে মৃদুভাষে।
বিগ্রহের কথা কাল বলেছ প্রত্যুষে॥
তবে ভাই দোষ কেন দিতেছ আমায়।
বিগ্রহটি দাও মোরে ধরি তব পায়॥
শুনিয়া তাহার বাণী চৌবে কয় ক্ষোভে।
তোমারে ঠাকুর দিব বলিয়াছি কবে॥
বলি নাই তবু মিছে কহ বারবার।
কত ভক্তি আছে তাই দেখিব এবার॥
ওজন করিব আমি শ্রীরাধা-শ্যামেরে।
টাকা দিয়ে লয়ে যাও তুমি তাহাদেরে॥
একধারে রাধা-শ্যাম টাকা অন্যধারে।
সমান ওজনে লয়ে যাও দোঁহাকারে॥

এক তিল কম হলে পাইবে না তায়।
ইচ্ছা যদি হয় টাকা আনহ ত্বরায় ॥
শুনিয়া মথুরানন্দ করয়ে ক্রন্দন।
টাকা কোথা পাব বলি হইল অচেতন ॥
হায় শ্যাম প্রতারণা করিলে আমায়।
পতিত দেখিয়া স্থান নাহি দিলে পায় ॥
ভিক্ষান্নে জীবন আমি করি হে ধারণ।
শুধু ছিন্ন কাঁথা এক গাত্রে আভরণ ॥
হের কটিতটে এই পড়েছি কৌপীন।
টাকা কোথা পাব প্রভু আমি অতি হীন।
উপহাস কেন মোরে কর রসবাজ।
সভার মাঝেতে কেন মোরে দাও লাজ ॥
মম ভাগ্যদোষে প্রভু পাবনা তোমায়।
সেবা অধিকার নাহি দিবে অভাগায় ॥
এ দেশ ছাড়িয়া নাহি যাবে বঙ্গভূমে।
এই বলে কাঁদে তথা লুটাইয়ে ভূমে ॥
নিশ্বাস প্রশ্বাস তার হইল রহিত।
বাক্‌শূন্য হয়ে চক্ষু ঝরে অবিরত ॥
তাহার অবস্থা দেখি যত লোকজন।
চোখে মুখে জল দেয় করিয়া যতন ॥
ঘণ্টা দেড় পরে জ্ঞান ফিরিল যখন।
কাঁদিতে কাঁদিতে কুঞ্জে করিল গমন ॥
আবেশে চলিছে পথ নাহি পড়ে মনে।
কিছু দূর গিয়া টলে পড়ে ঘনে ঘনে ॥

এইরূপে বেলা প্রায় হল দ্বিপ্রহর।
হেনকালে আসি দেখা দিল নটবর ॥
শ্রীমতী বলেন তার সম্মুখে থাকিয়া।
বল তুমি কেন এত কাঁদ বিনাইয়া ॥
সহিতে না পারি আর ফেটে গেল বুক।
দেখিয়া তোমার দশা হইতেছে দুখ ॥
বন্যের সমান যেন তব চক্ষু বারি।
ভকতের দুঃখ কভু সহিতে না পারি ॥
শুনিয়া তাহার বাণী কহেন গোঁসাঞী।
তোমার চরণে আমি লইয়াছি ঠাঁই ॥
তবে এত তাপ কেন দিতেছ আমায়।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া হইলাম মৃতপ্রায় ॥
তবু দয়া না হইল মম ভাগ্যদোষে।
সেবা অধিকার নাহি দিলে এই দাসে ॥
বড় আশা করেছিলাম যাব বঙ্গদেশে।
অর্থের অভাব তাহা পুরাইব কিসে ॥
টাকা না হইলে বুঝি পাব না তোমায়।
টাকা কোথা পাব রাধে বলগো আমায় ॥
তুমি মহালক্ষ্মী বট ধনের ভাণ্ডারী।
অর্থের অভাব মোর পুরাহ কিশোরী ॥
এই বলে কেঁদে কেঁদে ধরিল পায়েতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া তখন পড়িল ধরাতে ॥
হাত ধরি উঠাইল শ্রীরাস-বিহারিনী।
মধুর বচনে তারে তুষিল আপনি ॥

শ্রীমতী বলেন তুমি ক'রো না রোদন।
তোমার অভাব আমি করিব পূরণ॥
একবার যাহ তুমি যমুনা পুলিনে।
অর্থ কিছু পাবে তথা কহিনু গোপনে॥
তব পিতৃ-শিষ্য দুই এসেছে তথায়।
সাক্ষাৎ করিবে বলে খুঁজিছে তোমায়॥
ব্রাহ্মণ সন্তান তারা উৎকল শ্রেণী।
গয়ার নিকট বাড়ী সন্ধানেতে জানি॥
ব্যবসা করিতে তারা এসেছে এদেশ।
শ্রদ্ধাবান বটে আর ধন আছে বেশ॥
সেখানে যাইলে তুমি অর্থ কিছু পাবে।
ত্বরায় আনিয়া তাহা ওজন করাবে॥
ওজন সময়ে হাল্‌কা হইব আমরা।
সমান হইব অর্থের যা দিবে তাহারা॥
এই বলি অন্তর্ধান হইল দোঁহায়।
তথায় মথুরানন্দ ক্ষণেক গোঁয়ায়॥
হরিষ বিষাদে মন ভরিল তখন।
যমুনা পুলিনে ধীরে করিল গমন॥
শূন্যপ্রাণে তথা গিয়া হৈল উপনীত।
শিষ্যগণ সঙ্গে তথা হইল সাক্ষাত॥
গুরুপুত্র সনে শিষ্য কৈল পরিচয়।
আপন বক্তব্য গুরু তাহাদেরে কয়॥
বিপদে পড়েছি বাপু অবসর নাই।
সংক্ষেপে কহিব কথা তোমাদের ঠাঁই॥

দুইটি বিগ্রহ আমি পেয়েছি এথায়।
অর্থের অভাবে তাহা লাভ নাহি হয়॥
অর্থ যদি দাও কিছু তোমরা আমায়।
তা'হলে বিগ্রহ ল'য়ে যাব বাঙ্গলায়॥
বলিতে বলিতে আঁখি করে ছল ছল।
চক্ষু দিয়ে পড়ে দুই চারিফোঁটা জল॥
অবস্থা দেখিয়া তার শিষ্য দোঁহে কয়।
যত টাকা লাগে প্রভু দিব নাহি ভয়॥
পঁচিশ করিয়া দোঁহে দিয়ে পঞ্চাশৎ।
পদযুগ ধরি তারে করে দণ্ডবৎ॥
দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ এক করিল গোঁসাঞী।
শিষ্য দোঁহে করযোড়ে কহে তাঁর ঠাঁই॥
ভয় না করিহ প্রভু অর্থেরি কারণে।
যত অর্থ লাগে মোরা দিব দুইজনে॥
অগ্রসর হও তুমি এই টাকা ল'য়ে।
কিছুক্ষণ পড়ে মোরা মিলিব হে গিয়ে॥
শুনিয়া মথুরানন্দ চলিলেন দ্রুত।
চৌবের ভবনে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিকাল হয়েছে বেলা বাজিয়াছে তিন।
তখনও শ্যামের ভোগ হয়নি সেদিন॥
সেই সে কারণে চৌবে ব্যস্ত অতি ছিল।
তেমন সময়ে গিয়া মথুর কহিল।
টাকা আনিয়াছি তব কথা অনুসারে।
বিগ্রহ ওজন তুমি করহ এবারে॥

একে সে মনসা দেবী তাহে ধূপ দিল।
ফণা বিস্তারিয়া যেন গর্জ্জিতে লাগিল॥
কোথাকার উল্লু বেটা আসি বৃন্দাবনে।
জ্বালাতন কৈল যত দেশবাসী গণে॥
দুরান্ত পাগল একেবারে জ্ঞানশূন্য।
মানুষের মধ্যে কভু নাহি হয় গণ্য॥
ঠাকুর কিনিবে সমান টাকার ওজনে।
তবে কেন গায়ে খড়ি উড়ে তেল বিনে।
কলাই ভাঙ্গিছে যেন দন্তের ঘর্ষণে।
গর্জ্জন করিছে তারে আরক্ত নয়নে॥
চোখ বুঝি নাহি তোর গেছে অন্ধ হয়ে।
তাই হেন কথা তুই বলিলি না চেয়ে।
দেখিতে পেলিনা বুঝি ভোগ হয় নাই।
তবে কোনগুণে বল ভুলাবি কানাই॥
খেলাব জিনিষ বুঝি খেলাবি লইয়া।
দেখি দেখি টাকাগুলি দেখিছে গণিয়া॥
কম যদি হয় তবে কাটিব তোমায়।
এই বলে রেগে রাধা-শ্যামকে উঠায়॥
ভোগ নাহি দিল সব থাকিল পড়িয়া।
ওজন করিতে শ্যাম গেল সে ধাইয়া॥
ক্রোধে সর্ব্বদেহ হইয়াছে অগ্নিময়।
কাটা পাল্লা লয়ে শ্যামে ওজন করয়॥
রাধা-শ্যামে চাপাইয়া দিয়া একধারে।
টাকা আন আন বলি উচ্চরব করে॥

হস্তস্থিত টাকা যবে দিল তার করে।
মূর্ত্তিমান অগ্নিপ্রায় হল ক্রোধ ভরে॥
বলে এক ঠাকুর একা উঠাইতে নারি।
পঞ্চাশ টাকায় দু'বিগ্রহ ওজন করিবি॥
শুনিয়া যত লোক সব হাসিয়া উঠিল।
তেমন সময় সেই শিষ্যেরা কহিল॥
ওজন করহ যদি না হয় সমান।
তবে আরও টাকা দিব না ভাবিহ আন॥
শুনি রোষভরে চৌবে করিল ওজন।
বাইশটি টাকায় হইল ওজন পূরণ॥
দেখিয়া শ্রীগদাধর ক্রোধে উঠে জ্বলে।
মূর্ত্তিমান অগ্নিপ্রায় সন্ন্যাসীবে বলে॥
ভৌতিক শিখেছে এটা ভণ্ড বেশধারী।
তে কারণে অল্প টাকা হল এত ভারি॥
অন্য দ্রব্য হবে ইহা টাকা কভু নয়।
আনিয়া ভৌতিক মুদ্রা ওজন করয়॥
সে চালাকি রাখ গিয়ে আপনাব পাশে।
তোমাকে ঠাকুর দিবে হেন কে বেহুসে॥
তুমি কি ভেবেছ মনে পাইবে ঠাকুর।
তোমা হ'তে বহুলোক আছে হে চতুর॥
বাইশ টাকাব ওজন জানে সকলে।
তবে কি করিবে বল তব ইন্দ্রজালে॥
ইন্দ্রজাল ফাঁদে না পড়িবে শ্যামপাখী।
নির্জ্জনে সাধন কর মুদি দুই আঁখি॥

জটা ধরে কপ্‌নী পরে সাধু নাহি হয়।
টাটক দেখালে কেবা সাধু তারে কয়॥
তব বিষ্ণুশক্তি মোরা চাই না দেখিতে।
টাকা নিয়ে চলে যাও কহি ভালমতে॥
এই সব কটুবাণী শুনিয়া মথুর।
ধুলায় পড়িয়া কাঁদে হইয়া আতুর॥
বলে হায় শ্যামচাঁদ মো বড় অভাগী।
সহিতে না পারি এবে জীবন তেয়াগী॥
দোষ নাহি দিব আর আমি হে তোমায়।
পূর্ব্ব-জন্ম কৃত ফল ভুঞ্জিনু এথায়॥
এ পাপ জীবনে আর নাহি প্রয়োজন।
যমুনা সলিলে ইহা করি বিসর্জ্জন॥
পালটিতে দশা পুনঃ করিব সাধন।
এ পাপ দেহেতে সেবা পাব না কখন॥
হায় হায় বৃথা জন্ম গেল হে আমার।
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে ধার॥
কর্কশ বচনে চৌবে বলেন তখন।
আপন কুঞ্জেতে গিয়া করগে রোদন॥
এথা মোরা দাঁড়াইয়া থাকিতে না পারি।
টাকা উঠাইয়া তুমি লহ ত্বরা করি॥
তোমা হ'তে শ্যাম মোর উপবাসী আজ।
তবু কি তোমার মনে হইল না লাজ॥
বেলা প্রায় অবসান হৈল দেখ চা'এগা।
কে তব চাকর তাই রবে দাঁড়াইয়া॥

এক হাতে টাকা রেখে কাঁদ হে বসিয়া।
রাধা-শ্যামে লয়ে আমি যাইব চলিয়া॥
শুনিয়া এতেক বাণী কহিল সন্ন্যাসী।
ও ছার অর্থেতে আমি নহি হে প্রত্যাশী
অনর্থ ঘটিল পাপ অর্থ মুদ্রা হতে।
প্রয়োজন নাই মোর কভু হে তাহাতে॥
দাঁড়াইয়া আছে অই শিষ্য দুইজন।
উঁহাদের অর্থ ইহা করিবে গ্রহণ॥
এ বলে তাদের প্রতি দৃষ্টি কৈল যবে।
অন্তর্ধান হইল তারা দেখে চেয়ে সবে॥
আশ্চর্য্য মানিয়া তবে যত লোকজন।
হৈ চৈ পড়িয়া গেল সে সভায় তখন॥
কেহ বলে দেখ দেখ যাবে কোন খাবে।
লুকায়ে থাকিবে এই সভার মাঝারে॥
কেহ বলে অন্তর্ধান হয়েছে নিশ্চয়।
সামান্য মানুষ ওরা কখন না হয়॥
কানাই বলাই হবে ভাই দুইজন।
ছদ্মবেশ ধরে এথা কৈল আগমন॥
সেই সে কারণে তারা হইল অন্তর্হিত।
চিনিতে না পারিলাম আমরা পতিত॥
যুবক সন্ন্যাসী কভু নহে সাবধান।
কৃপা করিয়াছে শ্যাম জানিনু এখন॥
শিষ্যরূপ ধরি প্রভু টাকা দিলা তায়।
শুনিয়া মথুরানন্দ পড়িল ধরায়॥

বলে হায় কত লীলা জান শ্যামরায়।
চর্ম্ম-চক্ষে চিনিতে না পারিনু তোমায়॥
আমা হেন নরাধম কে আছে এ ভবে।
চিনিতে নারিনু তোমায় সাধনে কি হবে॥
সাধন ভজন সব গেল অকারণে।
পরাণ ত্যজিব এবে তোমার চরণে॥
আর না রাখিব আমি এ পাপ জীবন।
তুমি শিশু হয়ে মোরে করিলে পীড়ন॥
ভক্তের কারণে প্রভু হও বহুরূপ।
চিনিতে নারিনু তাই মনে পাই দুঃখ॥
এখন লুকালে কোথা দেখা দাও মোরে।
নতুবা পরাণ মোর যাইবে এবারে॥
অই অই শুনা যায় নূপুরের ধ্বনি।
এই ব'লি দ্রুতগতি ধাইল অমনি॥
যাইয়া কতকদূর পড়িল ভূতলে।
ক্রন্দন করয়ে তথা পদ নাহি চলে॥
মৃত্তিকা ভিজিয়া গেল নয়নের জলে।
হায় শ্যাম কি করিলে কেঁদে কেঁদে বলে॥
এতেক প্রকারে প্রভু সাধিনু তোমায়।
তবু না হইল কৃপা এই অভাগায়॥
সেবা অধিকার মোরে নাহি দিলে শ্যাম।
এ ছার জীবনে তবে কিবা আছে কাম॥
বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নাই এ দেহ রাখিতে।
ধৈরয ধরিতে নারি নারি হে সহিতে॥

কথা নাহি সরে মুখে হাটিতে না পারে।
অবসন্ন হইল যত ইন্দ্রিয় আমার॥
হায় হায় বৃথা জন্ম গেল হে আমার।
সেবা অধিকার প্রভু দিলে না তোমার॥
এত বলে মুর্চ্ছা হঞা পড়ল ভূতলে।
থাকিতে নারিল শ্যাম আইল সেকালে॥
শূন্যমার্গে থাকি তারে বলেন তখন।
করোনা রোদন তুমি উঠহে এখন।
ভকত বৎসল নাম হে আমার।
তবে মিছে কেন এত কাঁদ বারে বার॥
তব দশা দেখে মোর ফেটে গেল বুক।
সহিতে না পারি আমি ভকতের দুখ॥
যাইবে প্রভাতে কল্য চোরের আবাসে।
নিশ্চয় পাইবে মোরে কাহ তব পাশে॥
মিথ্যা না ভাবিহ মনে এই কথা সার।
কাল হতে পাবে তুমি সেবা অধিকার॥
আপনার দেশে লয়ে যাইবে আমারে।
প্রভাতে উঠিয়া যেও চোরের আগারে॥
এই বলে অন্তর্ধান হইল শ্যাম রায়।
তখন মথুরানন্দ চৌদিকে তাকায়॥
বলে মৃদুস্বরে কেবা কহিলে বচন।
কেবা মোর শুষ্কপ্রাণে দিল হে সেচন॥
এই বলে কিছুক্ষণ নীরবে রহিল।
হরিষ বিষাদে মন ভরিয়া উঠিল॥

নিশ্চয় এই কথা শ্যাম কহিল আমারে।
অতএব আশা মোর পূর্ণাবে এবারে ॥
এইরূপে তোলপাড় হয় মনে মনে।
নিদ্রা না হইল তথা রহে জাগরণে ॥
প্রভাত আসিয়া ক্রমে দিল দরশন।
চৌবের আগারে তবে করিলা গমন ॥
যাইতে যাইতে পথে ভাবে মনে মনে।
দেরী করে যাব আজ চৌবের ভবনে ॥
জ্বালাতন করি তারে প্রত্যহ প্রত্যুষে।
স্নানান্তে যাইব আজ থাকিবে সন্তোষে ॥
চিত্ত স্থির হবে তার পূজার সময়।
তখন কহিব তারে করিয়া বিনয় ॥
পতিত দেখিয়া মোরে করিবেন দয়া।
এই বলি ধীরে ধীরে চলিল হাটিয়া ॥
উপনীত হইল যবে চৌবের ভবনে।
চন্দন ঘসিয়া চৌবে পুষ্প-সাজি টানে ॥
এমন সময়ে তারে সম্মুখে দেখিয়া।
ক্রোধেতে চৌবের দেহ উঠিল কাঁপিয়া ॥
আরক্ত নয়নে তারে বলে রোষভরে।
প্রত্যহ আইস কেন আমার আগারে ॥
দন্তে দন্তে ঘর্ষণ সে করিয়া তখন।
পুষ্পসাজি হাতে লঞা কহিছে বচন ॥
যত পুষ্প আছে সাজির মধ্যেতে।
মোহর করিয়া দেহ বৈষ্ণব শক্তিতে ॥

তবে ত জানিব তব বৈষ্ণবের শক্তি।
পাইবে শ্রীরাধা-শ্যাম করিলাম উক্তি॥
নতুবা সরিয়া যাও সম্মুখ হইতে।
বিরক্ত না কর মোরে কহি ভালমতে॥
শুনিয়া তাহার বাণী সন্ন্যাসী তখন।
হায় শ্যাম ব'লে পড়ি হইল অচেতন॥
শ্বাস প্রশ্বাস শূন্য সব হইল তাহার।
কথা নাহি সরে মুখে বহে চক্ষে ধার॥
কাছে দাঁড়াইয়া ছিল যত লোকজন।
বাতাস করয়ে আসি তাহারে তখন॥
কেহ চোখে মুখে জল করয়ে সিঞ্চন।
কেহ কর্ণমূলে ডাকি করায় চেতন॥
তিন ঘণ্টা পরে জ্ঞান ফিরিল যখন।
দেখিতে পাইল সেই সভা বিদ্যমান॥
সাজি ভরা পুষ্প সব মোহর হয়েছে।
যেখানের দ্রব্য তাহা নামান রয়েছে॥
আশ্চর্য্য মানিল তবে যত লোকজন।
কাতর হইয়া চৌবে পড়িল তখন॥
পায়ে ধরি সন্ন্যাসীরে বলে মৃদুস্বরে।
অপরাধ করিয়াছি ক্ষমহ আমারে॥
তুমি প্রভু নিজে শ্যাম ছদ্মবেশধারী।
চিনিতে না পারিলাম দুর্ভাগ্য আমারি॥
অজ্ঞান হইয়া বলিয়াছি কটুবাণী।
সেই অপরাধ প্রভু ক্ষমহ আপনি॥

কেমনে চিনিব গোসাঞী আমি হে তোমায়।
চর্ম্মচক্ষে দেখিতে কে পেয়েছে কোথায়॥
রাখিতে নারিনু আর শ্রীরাধাশ্যামেরে।
লইয়া যাইবে প্রভু তুমি তাহাদেরে॥
কেন থাকিবেন তিনি অভাগার ঘরে।
পূজা সেবা করি নাই কভু শ্রদ্ধাভরে॥
হায় হায় বড় খেদ উঠে দয়াময়।
এতকাল হ'তে আছ আমার আলয়॥
আজ চলে যা'বে হরি আমারে ত্যজিয়া।
কেমনে থাকিব প্রভু তোমারে ছাড়িয়া॥
এই বলে উচ্চৈঃস্বরে করয়ে ক্রন্দন।
কভু গড়াগড়ি যায় ভূমেতে তখন॥
বক্ষস্থল ভাসি যায় তার চক্ষু জলে।
কাঁদিতে কাঁদিতে তখন সন্ন্যাসীরে বলে॥
এক নিবেদন প্রভু শুনুন আমার
লইয়া যাবেন রাধা-শ্যামে আপনার॥
রাখিতে না চাহি আর আপনার ধনে।
কিন্তু এক ভিক্ষা প্রভু মাগি তব স্থানে॥
চিরদিন চোঁয়া অন্ন দিয়াছি তাঁহায়।
সেই সে কারণে হল নিদয় আমায়।
চোঁয়া পড়া অন্ন আমি দিয়াছি তাঁহারে।
তাইত ত্যজিল শ্যাম এই অভাগারে॥
শ্রদ্ধাভরে পূজা সেবা করি নাই কভু।
সেই সব মনে আজ হইতেছে প্রভু॥

একদিন রাখ শ্যামে আমার আগারে।
আশা মিটাইয়া আমি পূজিব তাঁহারে॥
বিকালে আসিয়া কাল যাবেন লইয়া।
এই কথা বলে চৌবে উঠিল কাঁদিয়া॥
গোসাঞী কহেন তারে প্রবোধ বচনে।
শ্যাম আজ থাকিলেন তোমার ভবনে॥
আশা মিটাইয়া তাঁর পূজা কর তুমি।
বিকালে আসিয়া কাল লইয়া যাব আমি॥
এত বলি তথা হতে গেলেন কুঞ্জেতে।
ধূলায় পড়িয়া চৌবে লাগিলা কাঁদিতে॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

গঙ্গাধর চৌবে ও তৎ পত্নীর প্রতি ব্রহ্মশাপ

প্রভাতে উঠিয়া চৌবে, শ্যামের সেবার লেগে,
ভ্রমে সেই রাধারমণ পুরে।
যাইয়া সবার দ্বারে, কহে কাঁদ কাঁদ স্বরে,
শ্যাম আজ ত্যজিল আমারে॥
নাহি রবে বৃন্দাবনে, যাবে এবে অন্যস্থানে,
ভোজন সারিয়া অপরাহ্নে।
যদি কারো সাধ থাকে, এইবেলা পূজ তাঁকে,
তাই আমি কহি সবাস্থানে॥

শুনিয়া তাহার বাণী, চৈতন্য শূন্য উন্মাদিনী,
কহে যত নাগর নাগরী।
শ্যাম চলে যাবে কেন, কি দোষ করেছে হেন,
শুনি মোরা কহ ধরা কায়।
আমরা ছাড়িয়া শ্যামে, না রব ব্রজধামে,
সঙ্গে সঙ্গে যাইব সবাই।
তাঁরে ল'য়ে যাবে কেবা, কে তার করিবে সেবা,
বল কোথা রয়েছে কানাই॥
শুনি তাহাদের বাণী, চৌবে কহে যুড়ি পাণি,
মম ভাগ্য হয়েছে বিগুণ।
তাই আর নাহি রহে, কেমনে রাখিব তারে,
আমি যে হে হয়েছি নির্গুণ॥
নাহি আছে বিদ্যাবুদ্ধি, নাহি মোর চিত্তশুদ্ধি,
রাখিতে না পারিলাম তায়
আসি এক সাধু ঘরে, বাঁধিয়াছে প্রেম ডোরে,
তার সঙ্গে যাবে শ্যাম রায়॥
তাহার ভক্তির জোরে, বশ করিয়াছে মোরে,
তাই আমি বলিয়াছি তায়
মধ্যাহ্নের পরে আসি ল'য়ে যাবে কালশশী,
ভোগ দিয়া করিব বিদায়॥
এই বেলা প্রাণভরে, পূজি গিয়ে নটবরে,
সবে মিলে করাব ভোজন।
চল পুরবাসিগণ, দেখিবে সে শ্যামধন,
এই বলে করয়ে রোদন॥

তাহা দেখি আর সবে, ক্রন্দন করয়ে ভবে,
হায় হায় শ্যামচাঁদ বলে।
ধারা বহে দু'নয়নে, প্রবোধ নাহিক মানে,
বক্ষস্থল ভাসে সেই জলে॥
তার কিছুক্ষণ পরে, গেল সবে চোরে-ঘরে,
রাধা-শ্যামে পূজিবার তরে।
কেহ সাজ বেশ করে, কেহ গিয়া রান্না করে,
কেহ তথা কাঁদে শোক-ভরে॥
যুকতি করিল সবে, রাধা-শ্যাম হেথা রবে,
কভু নাহি দিব ইহাদেরে।
অপর বিগহ লয়ে, সাজ বেশ করাইয়ে,
রাখ এই সদর দুয়ারে॥
সন্ন্যাসী আসিবে যবে, তাহারে লইয়া যাবে,
নাহি দিব শ্রীরাধা-শ্যামেরে।
এই বলে সবে মিলি, লইয়া কক্ষেতে তুলি,
লুকাইয়া রাখিল তাঁহারে॥
তার কিছুক্ষণ পরে, ভোগ নিবেদন করে,
সাজাইয়া নানা উপচারে।
হেন কালে একজন, অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ
উপনীত হইল সেই দ্বারে॥
ব্যাকুলিত হইয়া কয়, শুন চোরে মহাশয়,
চার দিন আছি অনাহারে।
হইয়াছি মরমর, দাও এক মুঠা অন্ন,
নতুবা প্রাণ যাইবে এবারে॥

চৌবের ঘরণী কয় ভোগ নিবেদন হয়,
সরে যাও এখান হইতে।
শুনি তার রূঢ় কথা, ব্রাহ্মণ পাইল ব্যথা,
কহে মাগো না পারি চলিতে॥
ক্ষুধায় জীবন যায়, ধরি ওগো তব পায়,
এক মুঠা অন্ন দাও মোরে।
শুনি অতি রোষভরে, চৌবে-পত্নী কহে তারে,
অগ্রভাগ কে দিবে হে তোরে॥
অত বড় বুড়ো মিন্সে, তবু তোর নাহি দিশে,
ধৈরয না ধরিছে পরাণে।
বলিলে না শুন কেন, মিছে বকে মর হেন,
অন্ন নাহি পাইবে এখানে॥
ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ তবে. কহে অতি উচ্চ রবে,
মত্ত হইয়াছ অহঙ্কারে।
দানহীনে দয়া নাই, নাহি দিলে মোরে ঠাঁই,
অভিশাপ করিনু তোমারে॥
শূদ্র-কুলে জন্ম হবে, অন্ন কেহ নাহি চাবে,
এই বার লইলে জনম।
সতত জ্বলিবে তুমি, যেমন জ্বলিনু আমি,
এক মুঠা অন্নের কারণে॥
এই সব কথা যবে, শুনিতে পাইল চৌবে,
ধাইয়া আইল সেই দ্বারে।
কহিল ব্রাহ্মণে রোষে বল তুমি কোন দোষে
অভিশাপ করিলে ইহারে॥

বিন্দুমাত্র জ্ঞান নাই, অভিশাপ দিলে তাই,
বল তাহে কি আর হইবে।
সরে যাও এথা হতে' কহিলাম ভালমতে,
নইলে সাজা তুমিও পাইবে ॥
শুনিয়া ব্রাহ্মণ তারে কহিলেন রোষভরে,
পাষাণের সম দেহ তোর।
সেই সে কারণে ওরে, কহিতেছি শোকভরে,
পাষাণ হয়ে রবে দেহ তোর।
ইহা মিথ্যা নাহি হবে, ব্রাহ্মণ কহিল যবে,
এই বলে হল অন্তর্ধান।
শ্রীদাস গোবিন্দ কয়, দেখে শুনে লাগে ভয়,
চৌবে এর কবহ বিধান ॥

ব্রহ্মশাপে চৌবে ও তৎ পত্নীর খেদ

ব্রহ্মশাপে চৌবে আর তাহার ঘরণী।
কাতর হইয়া কাঁদে চক্ষে বহে পানি ॥
মুখে বলে হায় হায় কি কর্ম্ম করিনু।
অন্ধক হইয়া মোরা চিনিতে নারিনু ॥
ভিক্ষুকের বেশ ধরি কোন জনা আসি।
পরীক্ষা করিলা মোরে কহ কালশশী ॥
নিজে কিবে কৈলে প্রভু তুমি হেন কাজ।
বুঝিতে না পারি কিছু বহ রসরাজ ॥

কোন দোষে দোষী মোরা বল দয়াময়।
কিসে শাপ মুক্ত হব কহ শ্যাম রায়॥
হায় হায় এতকাল থাকিয়া এথায়।
ফেলিয়া অগাধ নীরে চলিলে কোথায়॥
পতিত দেখিয়া বুঝি ত্যজিলে আমারে।
শেল দিয়ে গেলে এই হৃদয় মাঝারে॥
এ ক্ষুদ্র পরাণে আর সহিতে না পারি।
ব্রাহ্মণের শাপে দেহ কাঁপিছে আমারি॥
হায় হায় কি করিব যাইব কোথায়।
কোথা গেলে শান্তি পাব কহ শ্যাম রায়॥
সেবা অপরাধ বলে গেলাম খাওয়াতে।
হেন অঘটন কেন ঘটালে তাহাতে॥
জাননা কি তুমি শ্যাম আসিবে পাষণ্ড।
তাই ব'লে ছলে আজ দিলে এত দণ্ড॥
জ্ঞান তুমি দাও নাই আমি কি করিব।
অজ্ঞান হইয়া বল কেমনে চিনিব॥
জ্ঞানদাতা কর্ম্মদাতা ভক্তিদাতা তুমি।
সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা লোকমুখে শুনি॥
তবে হেন কর্ম্ম কেন করাও আমায়।
দোষী কেবা হবে তাই শুধাই তোমায়॥
ভালমন্দ দোষগুণ পাপ-পূণ্য আর।
বিচার করিতে প্রভু কি সাধ্য আমার॥
যেই যাহা করে তাহা তোমার ইচ্ছায়।
তবে হেন কর্ম্ম কেন করালে আমায়॥

এইরূপে কাঁদে অতি ব্যাকুল হইয়া।
দাস গোবিন্দ বলে কৃপা কর কানাইয়া॥

বিগ্রহ সহ মথুরানন্দের প্রত্যাগমন

মধ্যাহ্নের পর আসি, উপনীত হইল ন্যাসী,
যথা চৌবে করয়ে ক্রন্দন।
কৈলে তারে মৃদুস্বরে, দাও মোরে নটবরে,
লয়ে আমি যাইব এখন॥
শুনি যত পুরবাসী, কৈল তার পাশে আসি,
শ্যাম ঐ সদর দুয়ারে।
ল'য়ে তুমি যাও এবে, বিদায় দিলাম সবে,
রাখিতে আর না চাই তাঁহারে॥
শুনিয়া তাদের বাণী, হইয়া অতি উন্মাদিনী,
শ্যামের দিকে চাহেন গোঁসাঞী।
হেরিয়া নয়নে তাঁরে, কহিলেন মৃদুস্বরে,
এ বিগ্রহ আমি নাহি চাই॥
দাও সেই শ্যামধনে, লুকায়ে রেখেছ কেনে,
প্রতারণা করোনা গো আর।
কৃপা যদি কৈলে তবে, মিছে কেন দুঃখ দেবে,
প্রণমি চরণে সবাকার॥
পুরবাসিগণ সবে, কহিল বিরক্তভাবে,
লুকায়ে রাখিব কেন তায়।

যদি এত বল ধর, খুঁজিয়া বাহির কর,
কোথা তব আছে শ্যাম রায় ॥
শুনিয়া তাদের কথা, সন্ন্যাসী পাইল ব্যথা,
ধ্যান-মগ্ন হইল সে কারণে।
তখন জানিল তাহে, শ্যাম আছে সেই গেহে,
লুকায়ে রেখেছে বায়ুকোণে ॥
অমনি প্রবেশ করি, আপন নয়নে হেরি,
কৈল অতি বিনয় বচনে।
এই মোর শ্যাম রায়, বামে রাধা দেখা যায়,
তোমরা গো রেখেছ গোপনে ॥
ল'য়ে যাব ইঁহাদেরে, কহি তোমা সবাকারে,
দাও ওগো বিদায় এবারে।
এই বলে দুই কাঁধে, জয় শ্যাম বলি মুখে,
তুলে নেয় শ্রীরাধা শ্যামেরে ॥
বাম কক্ষে রাধারাণী, শোভে যেন সৌদামিনী,
ডান কক্ষে শ্যাম জলধর।
সন্ন্যাসীর কলেবর, হইল যেন গিরিধর,
রক্তাশ্রু ঝরে নিরন্তর ॥
প্রলয় ঝটিক বেয়ে, চলিয়া গেলেন ধেয়ে,
কোনদিক্ নাহি চাহে আর।
যত পুরবাসী সব, করি অতি আর্ত্তরব,
পিছে পিছে চলিল তাহার ॥
কেহ বা ভূমির পরে, লুটা'য়ে ক্রন্দন করে,
বলে হায় কি করিলে শ্যাম।

চোখে চোখে-পক্ষী আর, যত তার পরিবার,
ক্রন্দন করয়ে অবিরাম।
বক্ষ ভেসে যায় জলে, দেহ লুটে ধরাতলে,
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহি বয়।
শ্রীগোবিন্দ দাস, মাগি সেবা অভিলাষ,
পড়ে তথা গোঁসাইর পায় ॥

যমুনা পার হইয়া মথুরানন্দের কাটোয়ায় গমন

যমুনা পুলিনে সাধু উপনীত হৈঞা।
পশ্চাৎ দিকেতে তার দেখেন চাহিয়া ॥
দু'হাজার লোক আসে পিছে পিছে।
তাই সে মথুরানন্দ তরাসে কাঁপিছে ॥
বলে বুঝি ছিনাইয়া লইবে শ্যামেরে।
জীবন যাইবে এই যমুনার তীরে ॥
এ বিগ্রহদ্বয় আমি রক্ষিব কেমনে।
সম্মুখে যমুনা নদী বহিছে তুফানে ॥
কেমনে হইব পার নাহি হেরি তরী।
এ ঘোর বিপদে প্রাণ কিসে রক্ষা করি ॥
প্রাণ মোর যাক্ তাহে কিছু ক্ষতি নাই।
কিন্তু পাছে হ'রে নেয় প্রাণের কানাই ॥
হায় হায় আজ বড় পড়িনু বিপাকে।
রাখিতে নারিনু শ্যাম আমি হে তোমাকে ॥

সাধনা ভজন সব গেল অকারণে।
বাস করিলাম বৃথা এই বৃন্দাবনে ॥
মিছে কাঁদাইনু আমি চৌবে মহাশয়ে।
আমারে একক পেয়ে লইবে ছিনায়ে ॥
হায় হায় শ্যাম তব নামের ধরম।
স্মরণ হইলে তার নিশ্চয় মরণ ॥
এত কাঁদাইলে তবু আশা না মিটিল।
এই কথা বলে তথা কাঁদিতে লাগিল ॥
ক্রমে সেই লোক সব আইল নিকটে।
দেখিয়া মথুরানন্দ পড়িল সঙ্কটে ॥
বলে হায় কি করিব এমন সময়।
শ্যাম কেন মোর প্রতি হইলে নিদয় ॥
কথা নাহি কও কেন ওহে দয়াময়।
কেমনে করিব আমি রক্ষণ তোমায় ॥
সর্ব্ব আশা চূর্ণ বুঝি করিলে হে আজ।
এ ঘোর বিপদে কি করি বসরাজ ॥
ত্বরায় উত্তর দাও কৃপা করি মোরে।
নতুবা নামিনু এই যমুনার নীরে ॥
তোমা দোঁহা সহ এবে প্রবেশ করিব।
ধৈরয ধরিতে নারি পরাণ ত্যজিব ॥
এই বলি নামিলেন যমুনা সলিলে।
হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইলেন সে কালে ॥
উর্দ্ধবাণী হইল এক তেমন সময়।
নামহ যমুনা জলে নাহি কোন ভয় ॥

এক হাঁটু জল হবে তার বেশী নয়।
শুনিয়া মথুরানন্দ আনন্দাতিশয়॥
কহে বুঝি শ্যাম মোর বলেছে এ কথা।
সার বাক্য ইহা কভু হবেনা অন্যথা॥
অতএব জয় শ্যাম বলিয়া বদনে।
শ্যাম সহ চলিলেন আনন্দিত মনে॥
এক হাঁটুর বেশী জল কোনখানে নাই।
অম্লান বদনে পার হইল গোঁসাঞী॥
নামিল পশ্চাদগামী তাহারে দেখিয়া।
সাতার হইল তাদের মরিল ডুবিয়া।
দুইশত লোক প্রায় প্রাণ হারাইল।
দেখিয়া অপর লোক আর না নামিল॥
ফিরে গেল তারা সব আপন ভবনে।
গোঁসাঞী হইল পার আনন্দিত মনে॥
এক বট-বৃক্ষ-মূল নয়নে হেরিয়া।
ক্ষণেক বিশ্রাম কৈলেন তথায় বসিয়া॥
রাধা-শ্যামে বসাইল কাঁথার আসনে।
আরতি উৎসব আদি করেন সেখানে॥
কিছুক্ষণ পরে হেরে পাল্কী কাঁধে করি।
ব্রহ্মচারী চারিজন আসে ত্বরা করি॥
ধ্যানেতে জানিল তবে গোঁসাঞী তখন।
ইহাতে চড়িয়া শ্যাম করিবে গমন॥
অত এব তদুপরি শ্রীরাধা-শ্যামে।
চড়াইয়া দিলেন গোঁসাঞী অতি যতনে॥

দূতগণ স্কন্ধে করি তাহা লয়ে যায়।
পশ্চাতে পশ্চাতে গোসাঞী গমন করয়॥
অতি দ্রুত গতি সকলেই যায়।
প্রভাতের পূর্ব্বে গিয়ে পৌঁছে কাটোয়ায়॥
গঙ্গার তীরেতে দুটী বকুল তলাতে।
বসিলেন রাধা-শ্যাম নামি পাল্কী হ'তে॥
দূতগণ ফিরি গেল আপনার স্থানে।
দাস গোবিন্দের আশা সেই যুগল চরণে॥

চোরে ও চোরে-পত্নীর শাপ মোচন

রাধা-শ্যাম লয়ে যদি গেলেন সন্ন্যাসী।
বিমর্ষ হইল যত বৃন্দাবনবাসী॥
ভূমেতে পড়িয়া চোরে করয়ে ক্রন্দন।
শোকে দুঃখে মন তার হৈল উচাটন॥
কাতর হইয়া কাঁদে তাহার ঘরণী।
প্রবোধ নাহিক মানে চক্ষে বহে পানি॥
জ্ঞানশূন্য হৈল তাদের শ্বাস নাহি বয়।
রাত্রি হয়ে গেল তবু জানিতে নারয়॥
স্বপন দেখিল এক চোরের গৃহিণী।
কে যেন বলিল তারে হয়ে সম্মুখিনী॥
মিছে কেন কাঁদ ওগো আমার লাগিয়া।
পদসেবা পাবে দোঁহে বঙ্গেতে আসিয়া॥

বহুকাল তব গৃহে ছিনু উপবাসী।
তাই ত লভিল এই যুবক সন্ন্যাসী ॥
অনাচার কৈলে বহু তোমরা সকলে।
সেই সে কারণে মোরা আসিলাম চলে ॥
ক্রমেতে আসিবে ঐ বৃন্দাবন সহ।
তোমরা আসিতে পাবে খেদ না করিহ ॥
বহুকাল ছিনু মোরা তোমার গৃহেতে।
সে কারণে পদসেবা পাইবে করিতে ॥
শ্রদ্ধাতে করহ কিম্বা অশ্রদ্ধা করিয়া।
তোলপাড় করেছিলে দোঁহাতে মিলিয়া ॥
তুলসী চন্দন দিয়ে দিলে পাদদেশে।
সেই সে কারণে পদসেবা শেষে ॥
কিন্তু ব্রহ্ম-বাক্য কভু হবেনা খণ্ডন
শূদ্রকুলে এবে তব হইবে জনম ॥
সেই পাপ ক্ষয় হবে গঙ্গার পরশে।
স্রোতস্বতী হয়ে তখন রবে পাদদেশে ॥
কিন্তু বারমাস জল রবেনা তাহাতে।
উত্তপ্ত রহিবে সদা ব্রহ্মশাপ মতে ॥
চোরেরে বলেছে সেই ঠাকুর ব্রাহ্মণ।
জন্মান্তরে পাষাণদেহ রহিবে নিশ্চয় ॥
তবে তার সূক্ষ্মদেহ গঙ্গার পরশে।
নদীরূপে প্রবাহিত হইবেক শেষে ॥
তাহার উপর স্রোত সতত বহিবে।
সত্য সত্য সত্য ইহা মিথ্যা নাহি হবে ॥

এই কথা যবে তার কর্ণে প্রবেশিল।
আঁখি ফিরাইয়া চৌদিকেতে চাহিল॥
দেখিতে না পেয়ে কিছু ভাবে মনে মন।
কে হেন মধুর স্বরে কহিল বচন॥
পতিত দেখিয়া কিগো শ্রীরাস-রঙ্গিনী।
অলখিতে মোরে হেন কহিল কাহিনী॥
হায় হায় পদসেবা দিবে কৃপাগুণে।
এই বলে অশ্রু তার ঝরে দু'নয়নে॥
কিছুক্ষণ পরে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
ধুলায় পড়িয়া তথা হইল অচেতন॥
এই সব শ্যাম-লীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

—

কাটোয়া খণ্ড

শ্যামসুন্দরং প্রফুল্লবদনং নব-জলধর-বরণং ত্রিভঙ্গং শান্তমূর্ত্তিং
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা ॥
বন্দে শ্রীনন্দ-নন্দনং যদুকুল-তিলকং গোকুলং গোপবক্ষণং ।
রসিক-কান্তি-শেখরং খগেন্দ্রবাহনং পদ্মাসনং
কদম্ববৃক্ষ হেলনং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং ॥
দক্ষিণে ললিতা যস্য বামে রাধা জগৎপ্রসূঃ ।
পুরতো সখীভির্যস্য তং নমামি পদ্মলোচনং

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ

জয় জয় গুরুদেব রাধাকৃষ্ণ-সুত ।
তোমার কৃপায় লিখি এ শ্যাম-চরিত ॥
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি ।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান শিশু অল্পমতি ॥

তথাপি মূর্খের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
তব পাদপদ্ম দুটি ধরি শিরোপরে।
শ্যাম-লীলা কথা কহি আনন্দ অন্তরে॥
ক্রমভঙ্গ দোষ যেন না ঘটে গোঁসাঞী।
তোমা বিনা এ মূঢ়ের আর কেহ নাই॥
শ্যামলীলা কহ প্রভো হৃদয়ে থাকিয়া।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে মিনতি করিয়া॥

রাধাগোবিন্দের সেবাইতের দীক্ষা গ্রহণ

কাটোয়াতে গঙ্গাতটে শ্রীশ্যাম সহিতে।
বসিয়া আছেন ন্যাসী প্রফুল্লিত চিতে॥
মরি মরি হরি বামে শ্রীমতী রাধিকে।
নবীন নীরদে যেন তড়িত শোভিতে॥
শ্রীপতির মুখ হেরি শ্রীমতী হাসিছে।
তাহে যেন কত সুধা ঝড়িয়া পড়িছে॥
সেই সুধা পিয়ে ন্যাসী আনন্দে মাতিয়া।
হেরিয়া মধুপ-দল আইল ধাইয়া॥
কাটোয়ানিবাসী যত নাগর নাগরী।
তাহার চৌদিকে সবে দাঁড়াইল ঘেরি॥
হেরিয়া নব নাগরী কিশোর কিশোরী।
নাচিয়া উঠিল যেন রাধিকা পিয়ারী॥

সে নৃত্য দর্শনে সবে প্রেমের পুলকে।
আত্মহারা হয়ে যেন লাগিল নাচিতে ॥
হেনকালে সূত্রধারী বালক একজন।
দাঁড়াল সম্মুখে আসি ঝড়ে দু'নয়ন ॥
সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসে তারে মুখপানে চা'এগ।
কেবা বাছা হও তুমি কও বিবরিয়া ॥
কোথায় বসতি তব কিবা নাম ধর।
কি কারণে আইলে এথা কহ হে সত্বর ॥
বলিতে না চাহে বালক উঠিল কাঁদিয়া।
সন্ন্যাসী কহেন তারে পুনঃ আশ্বাসিয়া ॥
ভয় কিছু নাহি তব কহ হে আমারে।
কি কারণে আইলে হেথা জিজ্ঞাসি তোমারে।
যাহা চাবে তাহা আমি দিব অচিরাতে।
শোক না করিহ কিছু কহি ভাল মতে ॥
ক্রন্দন সম্বর তুমি করো না রোদন।
জিজ্ঞাসা যা করি তাহা বলহ এখন ॥
কেঁদে কেঁদে বলে ছেলে আঁখি কচালিয়া।
মো বড় অভাগী প্রভু কহে নিবেদিয়া ॥
খেজুয়া বাকুলসা গ্রামে জন্মস্থান হয়।
তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মম তাত হয় ॥
দিগম্বর বলে মোরে ডাকে সর্ব্বজনা।
তথায় বিমাতা মোরে নাহি দিল খানা ॥
সেই মনদুঃখে কাল মৃত্যুর কারণে।
গলে দড়ি দিতে গিয়েছিলেম কাননে ॥

হেনকালে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তথায়।
যাইয়া মধুর স্বরে কহিল আমায়॥
সুবোধ বালক তুমি শুন মোর বাণী।
আত্মহত্যা মহাপাপ সর্ব্বশাস্ত্রে শুনি॥
হেন অপরাধ ওহে করোনা কখন।
সাধুর আশ্রয় তুমি করহ গ্রহণ॥
কাটোয়াতে যাও তুমি গঙ্গার কিনারে।
যুবক সন্ন্যাসী এক তথায় বিহরে॥
তাঁহার কাছেতে গিয়া লইবে আশ্রয়।
এই কথা বলে যেন অন্তর্ধান হয়॥
দেখিতে না পেয়ে তাঁরে আইনু এথায়।
সাবশেষ কথা তাই শুধাই তোমায়॥
কোথায় যাইব কিবা করিব এখন।
তুমি প্রভু কৃপা করি করহ বিধান॥
শুনিয়া তাহার বাণী সন্ন্যাসী সুজন।
বুঝিয়া লইল তাই হরষিত মন॥
মৃদুস্বরে কৈল তার মুখপানে চাঞা।
দুঃখ না করিহ তুমি বৈঠহ আসিয়া॥
শ্যামদাস হয়ে থাক আমার কাছেতে।
যাইতে হবে না তোমায় ফিরিয়া গৃহেতে॥
কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি দেও মোর পাশে।
যাইতে পারেনা কভু পিতার আবাসে॥
পিতা তব এসে যদি লয়ে যেতে চায়।
যাইতে পারেনা তথা কহিলাম হায়॥

শুনিয়া এতেক বাণী বালক বলিল।
আপনার কথা শুনি আনন্দ বাড়িল॥
ছাড়িয়া যাব না কভু করিলাম পণ।
কৃপা করি দেহ অই যুগল চরণ॥
এক নিবেদন প্রভু করি আপনাকে।
সতত মাৰ্জনা যেন করিবে দাসেকে॥
শত অপরাধ যদি করি ও চরণে।
নিজ কৃপা গুণে ক্ষমা করিহ সন্তানে॥
বঞ্চিত না হই যেন ওপদ-কমলে।
আশ্রয় লইনু আজ ওচরণ-তলে॥
করযোড় করি তায় এই কথা বলে।
ছল ছল করে আঁখি নয়নের জলে॥
শুনিয়া তাহার বাণী কহিল গোঁসাঞী।
চিন্তা না করিহ কিছু দিনু পদে ঠাঁই॥
আপন সন্তান ভাবে রাখিব তোমায়।
পদসেবা দিবে রাধাশ্যাম রসময়॥
আজ হ'তে রাধাগোবিন্দ সেবাইত নাম।
দিলাম তোমারে ওহে সর্ব্বলোক স্থান॥
শ্রদ্ধা সহকারে পূজ যুগল চরণে।
শোক দুঃখ ভুলে যাবে তাঁর কৃপাগুণে॥
অতঃপর ভেক দিয়া মন্ত্র দিল তারে।
আনন্দে পড়িল হাট কাটোয়া নগরে॥
চৌদিকে বেড়িল তারা নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
খোল করতাল ল'য়ে নাচিল মগনে॥

প্রণাম করিল যবে শ্রীগুরুর পায়।
দুই এক পয়সা করি কেহ কেহ দেয়॥
সাড়ে শত রৌপ্য মুদ্রা হইল তায়।
সে অর্থের প্রতি গোসাঞী দৃষ্টি না করয়॥
সবার কাছেতে তিনি কহেন বচন।
কামিনী কাঞ্চনে মোর নাহি প্রয়োজন॥
এই দুই স্পর্শনেতে ইচ্ছা নাহি হয়।
অর্থেতে অনর্থ ঘটে জানিহ নিশ্চয়॥
অতএব কহি আমি তোমা সবাকারে।
এই টাকা লয়ে যাও তোমাদের ঘরে॥
খরচ করিয়া দিবে কোন সৎকাজে।
সন্ন্যাসীর কাছে অর্থ কভু নাহি সাজে॥
শুনিয়া তাঁহার বাণী কৈল যতজন।
সতের মধ্যেতে হেরি শ্যামপ্রাণধন॥
মন্দির করিব তাঁর এই টাকা লঞা।
অনুমতি দেহ প্রভু আনন্দিত হঞা॥
সকলে মিলিয়া মোরা একাজ করিব।
যদি আর লাগে কিছু সংগ্রহ করিব॥
অতএব সেই কাজ করিবারে যায়।
পুলকে মাতিয়া সবে সে কর্ম্ম করয়॥
এই সব শ্যাম লীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

সরলা দেবী ও বাণীকৃষ্ণের দেহত্যাগ

—(*)—

সেবা'ত বালক সহ শ্রীমথুরানন্দ।
বিগ্রহের সেবা করে হঞা মহানন্দ॥
তিন মাস তথা প্রায় হইল যাপন।
সকলে জানিল তাঁর পূর্ব্ব বিবরণ॥
অতএব গুপ্তভাবে পিতাকে তাঁহার।
জানাইল ক্রমে ক্রমে সব সমাচার॥
তাহা শুনি বাণীকৃষ্ণ আনন্দিত হইল।
সরলা দেবীর প্রাণ নাচিতে লাগিল॥
বলেন সবার কাছে হরিষ অন্তরে।
আমার হারান ধন আসিয়াছে ফিরে॥
নয়ন সফল করি গোপনে হেরিয়া।
দ্বাদশ বরষ গেছে কাঁদিয়া কাঁদিয়া॥
যদি কারো সাধ থাকে চল মোর সনে।
আমার মথুর আছে কাটোয়া ভবনে॥
লইয়া আসিব চল সকলে মিলিয়া।
এই বলে আনন্দে চলিল ধাইয়া॥
তনয় ঠাকুরানন্দ চলিল সঙ্গেতে।
বাণীকৃষ্ণ মহাশয় চলে আনন্দেতে॥
গ্রামবাসী যতজন সঙ্গেতে চলিল।
আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি কেহ না রহিল॥

নৌকায় চড়িয়া সবে গমন করিল।
কিছুক্ষণ পরে তথা উপনীত হইল॥
দেখিতে পাইল সবে সন্ন্যাসী পুত্রেরে।
আনন্দ হইয়া মাতা কহিল তাঁহারে॥
আয় বাপ গোপালরে করি কোলে তোরে।
এতদিন ছিলি কোথা ছাড়িয়া আমারে॥
এ দরিদ্র বেশে বাপ ছিলিরে কেমনে।
কৌপীন এটেছ বাপ কাপড় বিহীনে॥
তৈলাভাবে শিরে অই জটা ধরে গেছে।
ধূলায় লুটিয়া অঙ্গ ধূসর হয়েছে॥
বৃক্ষের মূলেতে বাপ ছিলিরে কেমনে।
তনু ক্ষীণ হয়ে গেছে আহার বিহীনে॥
আয় বাপ খেতে দেব এনেছি সামগ্রী।
কাপড় এনেছি তব পর এসে শীঘ্রী॥
হায় হায় কত কষ্ট গিয়াছে বাছার।
তাই প্রাণ কেঁদে কেঁদে উঠিত আমার॥
প্রাণের মথুর মোর প্রাণ কেড়ে লৈয়া।
কোথায় ছিলিরে বাপ আমারে ফেলিয়া॥
অন্ধকার হয়ে আছে আর্য্যদহ ভূমি।
চল বাপ তথা গিয়ে দেখিবে হে তুমি॥
শুনিয়া তোমার নাম এসেছে সবাই।
চিনিতে নারিলে বুঝি মনে পড়ে নাই॥
শুনিয়া এতেক বাণী শ্রীমথুরানন্দ।
দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে তথা হইয়া নিরানন্দ॥

ভাবিয়া বলেন.হায় কি আছে কপালে।
আবার ফেলিবে এরা পুনঃ মায়াজালে॥
দেখো শ্যাম রক্ষা তুমি করহ দাসেরে।
হৃদয় কাঁপিছে মোর দেখি ইহাদেরে॥
কলঙ্ক না রটে যেন তোমার নামেতে।
এই বলে চক্ষু তার ভরিল জলেতে॥
প্রণাম করিল গিয়া মাতার চরণে।
স্নেহ জানাইল মাতা সে মুখ চুম্বনে॥
চিরজীবী হও বলে আশীষ করিল।
শুনিয়া মথুরানন্দ প্রফুল্ল হইল॥
বলিল মাতার কাছে অতি নম্রস্বরে।
সত্য কি অমর বর দিলেগো আমারে॥
তবে আর ভয় আমি কভু না করিব।
অমর হইয়া রাধাশ্যামেরে ভজিব॥
অতঃপর প্রণমিল পিতার চরণে।
স্নেহ জানাইল পিতা মধুর বচনে॥
আনন্দে থাকহ বলি আশীষ করিল।
শুনিয়া মথুরানন্দ নাচিয়া উঠিল॥
বলে মিথ্যা নাহি হবে পিতার বচন।
তবে আর মায়াজালে কে করে বন্ধন॥
রাধাশ্যামে লঞা আমি আনন্দ করিব।
দাস হয়ে সদা তার চরণ সেবিব॥
এই বলে মহানন্দে নাচিতে লাগিল।
মুখে হরি হরি বলে উন্মত্ত হইল॥

কিছুক্ষণ পরে গিয়া অগ্রজে ভেটিল।
দোঁহে দুহু মুখ হেরি আনন্দ পাইল॥
গ্রামবাসী যত জন এসেছিল তথা।
সবার চরণে গিয়া নোয়াইল মাথা॥
কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল সবাকারে।
তোমরা সকলে দয়া করগো আমারে॥
শ্যাম যেন মোর্ প্রতি সুপ্রসন্ন হন।
আনন্দে সেবিব অই যুগল চরণ॥
শুনিয়া তাহার বাণী আশ্বাসে সবাই।
কহিল তোমারে কৃপা করেছে কানাই॥
শোক দুঃখ তাপ আদি কিছু না রহিবে।
রাধার কৃপায় সব দূরে পালাইবে॥
এখন চলহ তুমি আমাদের সঙ্গে।
শ্যাম সহ আর্য্যদহে ভুঞ্জিবে হে রঙ্গে॥
জন্মভূমি হয় যাহা স্বর্গের সমান।
তথায় এখন তুমি করহ পয়ান॥
বসতি করিবে গিয়া পিতার ভবনে।
লইয়া যাইব তাই এসেছি সঘনে॥
শুনিয়া মথুরানন্দ কহিল বচন।
আর না বলিহ মোবে এ হেন বচন॥
সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম যাহা করিব পালন।
নিজ গৃহে বাস করা নহে ত ধরম॥
ব'লোনা সেখানে আর যাইতে আমায়।
যোগভ্রষ্ট হবে মোর যাইলে তথায়॥

মুখপানে চা'ঞা তখন বলিল জননী।
কোথেকে বল বাপ দেখিলে ধরণী ॥
হেন জ্ঞান লাভ তুমি করিলে কোথায়।
এই রাধা-শ্যাম বল কে দিল তোমায় ॥
এত বড হৈলে তুমি বল কার বলে।
কাঁহা হতে সাধনাদি কৈলে কুতূহলে ॥
শুনিয়া মথুরানন্দ কহে যোড় করে।
অতি নম্র হৈঞা তথা মৃদুমৃদু স্বরে ॥
ও সব ধারণা মাগো ভ্রান্ত অতিশয়।
জীবের সাধ্যেতে কোনো কার্য্য নাহি হয় ॥
যে-ই যাহা করে তাহা ঈশ্বর ইচ্ছায়।
নানা কর্ম্ম দিয়া তিনি ফিরান সবায় ॥
তোমার উদরে জন্ম হয়েছে আমার।
তুমি দেখাইলে মোরে এ ভব সংসার ॥
লালন পালন তুমি করেছ আমায়।
যত বল সত্য সব মিথ্যা কিছু নয় ॥
কিন্তু যদি ভেবে দেখ আপনার মনে।
অই সব কর্ম্ম তুমি করিয়াছ কেনে ॥
অবশ্য ঈশ্বর তোমায় দিয়াছেন ভার।
সে কারণে এত কর্ম্ম করিয়াছ তাঁর ॥
এই দেখ বার বর্ষ ছিলাম প্রবাসে।
কৈ কোনদিন গিয়েছিলে সেই দেশে ॥
কিন্তু আজ আসিয়াছ দৌড়িয়া এথায়।
অবশ্য এসব কর্ম্ম করান তোমায় ॥

সেই মত যাহা সব করাবে আমায়।
সে সব করিয়া আমি তুষিব তাহায়॥
আর্য্যদেহ যেতে মোর মন নাহি চায়।
অবশ্য জানিনু শ্যামের ইচ্ছা নাহি তায়॥
অতএব তথা আমি যাবনা কখন।
ফিরিয়া যাহ গো মাতা আপন ভবন॥
শুনিয়া সরলা দেবী কহিল তাহাকে।
তব ভক্তি শ্রদ্ধা আমি পারিনু বুঝিতে॥
বল কোন শাস্ত্রে আছে এমন লিখন।
মাতৃ পিতৃ বাক্য পুত্র করে না পালন॥
পিতৃ সত্য পালনেতে রাম গেল বনে।
সেই পিতৃ মাতৃ বাক্য শুনিলে না কানে॥
আমাদের গৃহে যেতে কৈলে আজি ভয়।
কিন্তু শেষে গৃহবাসী হইবে নিশ্চয়॥
দারা সুত পুত্রবধূ কন্যা আদি লঞে।
অশান্তি ভুঞ্জিবে কত বেড়াবে কাঁদিয়া॥
এই বলি চলিলেন গঙ্গার কিনারে।
অবগাহন করিলেন সেই স্রোতনীরে॥
কারে কোন কথা নাহি বলিয়া সেখানে।
ফিরিয়া আইল শ্যাম রয়েছে যেখানে॥
আর্দ্র বস্ত্র পালটিয়া আপনি তখন।
পরিধান করিলেন শুষ্কবস্ত্র আনি॥
তারপর আনি এক কম্বল আসন।
শ্যামের দক্ষিণ ভাগে পাতিল তখন॥

গঙ্গামাটি দিয়া তিলক করিয়া ধারণ।
নামাবলি দিল সর্ব্বগাত্রে আভরণ॥
তৎপর নামের ঝোলা করি তার হাতে,
শুদ্ধচিত্ত করি নাম লাগিল জপিতে॥
সূর্য্যদেব অস্তমিত হইল যখন।
তখন সরলা দেবী মুদিল নয়ন॥
দেখিয়া সকল লোক আইল ধাইয়া।
কেহ বা দেখিয়া তারে উঠিল কাঁদিয়া॥
বাণীকৃষ্ণ মহাশয় কহেন তখন।
মিছে কেন তোমরা গো করিছ রোদন॥
সমাধি হয়েছে এর করহ বিধান।
খোল করতাল লয়ে কর সঙ্কীর্ত্তন॥
শুনিয়া মথুরানন্দ স্বভক্ত সহিতে।
হরিনাম বলে তথা লাগিলা নাচিতে॥
সমাজ করিল মায়ের হইয়া উল্লাস।
যথা গৌরাঙ্গ করেছিলেন সন্ন্যাস॥
বৈষ্ণবের বিধিমতে অন্তঃক্রিয়া কৈল।
বেদ অধ্যয়ন আর গীতাপাঠ কৈল॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন কেহ কৈল উচ্চৈঃস্বরে।
বৈষ্ণব ভোজন করাইলেন সাদরে॥
অন্ধ খঞ্জ দীন হীনে করিলেন দান।
এইরূপে অন্তঃক্রিয়া হৈল সমাধান॥
তারপর দিনে বাণীকৃষ্ণ মহাশয়।
গঙ্গাস্নান করি আসি পুত্রদ্বয়ে কয়॥

সমাধিব কাল মোর হয়েছে এখন।
বৈষ্ণব ডাকিয়া কর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
তিন দিন পরে আমি দেহ পালটিব।
আজ হতে এইস্থানে সমাধি করিব॥
তোমবা দুই পুত্র ছিলে এবে তিন হেরি।
পুত্রবধূ আছে মোর রাধিকা সুন্দরী॥
সবার কাছেতে আমি করি উত্থাপন।
যাহা বলে যাই তাহা করিহ পালন॥
আশীর্ব্বাদ করি বাপ ঠাকুরানন্দেরে।
সুখে কাল কাট গিয়ে থাক নিজ পুরে॥
আনন্দে মথুরানন্দ সতত থাকিবে।
রাধাশ্যাম ছাড়া তুমি কখন না হবে॥
পুরুষানুক্রমে তব রাধাশ্যামে ল'এঞা।
আনন্দ করিবে সদা সখ্যভাব হ'এঞা॥
মধুরভাবে ভজ তুমি শ্রীরাধারমণে।
তাই পুত্র জ্ঞানে আমি কহি তব স্থানে॥
আশীর্ব্বাদ করি শ্যাম আমি হে তোমায়।
চিরদিন যেন তব সুখে দিন যায়॥
আজ যাহা বলি তাহা ক'রিও পালন।
তিন দিন কর এথা নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
তিন দিন পরে আমি সূর্য্যোদয় কালে।
সুখ-শান্তিময় ধামে যাইব হে চলে॥
সে দিন আমার দেহ পোড়াবে আগুনে।
নাম সঙ্কীর্ত্তন তথা করিবে সঘনে॥

নয় দিবা নয় রাত্রি করিবে যাপন।
দশম দিবসে ক্ষৌর করি সমাপন॥
শব স্থানের অঙ্গারাদি গঙ্গার সলিলে।
ধৌত করি দিবা সবে হরি হরি বলে॥
তারপর হেথা পুনঃ ফিরিয়া আসিয়া।
রাত্রিটুকু কাটাইবে কীর্ত্তন করিয়া॥
পরদিন যথাসাধ্য শ্রাদ্ধাদি করিবে।
সে কাজে ঠাকুরানন্দ ব্রতী হইবে॥
মহাপ্রভুর ভোগ মথুরানন্দ দিবে।
অধ্যক্ষ হইয়া শ্যাম সমাধা করিবে॥
মহালক্ষ্মী মা আমার ভাণ্ডারে থাকিবে।
ব্রাহ্মণে বৈষ্ণবগণে ভোজন করাবে॥
এই বলে নিরুত্তর হইয়া তখন।
দ্বাদশাঙ্গে গোপীচন্দন করিল লেপন॥
সর্ব্বাঙ্গে হরির নাম করিয়া লিখন।
নামাবলি সর্ব্বগায়ে দিল আবরণ॥
তারপর ঝোলা লইয়া দক্ষিণ করেতে।
কুশাসনে বসি নাম লাগিল জপিতে॥
মথুরানন্দ আরম্ভিল নাম সংকীর্ত্তন।
তিন দিবা রাত্রি সবে করিল যাপন॥
চতুর্থ দিবসে অরুণ উদয় সময়।
নয়ন মুদিল বাণীকৃষ্ণ মহাশয়॥
হরিধ্বনি দিয়া উঠে যত ভক্তগণ।
আনন্দে মাতিয়া সবে করয়ে নর্ত্তন॥

ধরিয়া কৈশোর বেশ শ্যাম নট রায়।
হরি হরি বলে তথা নর্ত্তন করয়॥
কিছুক্ষণ পরে নিজ কাঁধ পাতি দিয়া।
শয্যাপরে বাণীকৃষ্ণে লইল তুলিয়া॥
মথুরানন্দ ধরিলেন তার এক কোণে।
সেবা'ত বালক গিয়া ধরিল যতনে॥
এক কোণে ধরিলেন শ্রীঠাকুরানন্দ।
হরি বলে চলে সবে হ'এগ মহানন্দ॥
চন্দনের ছড়া দেন বৃন্দাবনেশ্বরী।
দে'খিয়া সকল লোক চাহিলেন ফিরি॥
তখন হইল সবে অতি চমৎকার।
দেখিয়া শুনিয়া সুখ ভুঞ্জিল অপার।
গঙ্গার কিনারে গিয়া চিতা সাজাইয়া।
মুখাগ্নি করিয়া সবে উঠিল নাচিয়া॥
প্রজ্বলিত হইল যবে অগ্নি সে চিতায়।
তবে সে কীর্ত্তনদলে নাচে শ্যাম রায়।
নয় দিবা নয় রাত্রি করিয়া যাপন।
শ্যামচাঁদ করিলেন মস্তক মুণ্ডন॥
আর দুই পুত্র তার মুণ্ডন করিল।
চিতা ধৌত করি তবে ফিরিয়া আসিল॥
রাত্রিটুকু কাটাইল নাম সঙ্কীর্ত্তনে।
শ্যাম সহ মহানন্দ করিল শয়নে॥
প্রভাত হইলে তাঁর আদেশানুসারে।
শ্রাদ্ধ আদি ক্রিয়া কৈল বিধি অনুসারে॥

মহাপ্রভুর ভোগ দেন শ্রীমথুরানন্দ।
পিণ্ডদান করেন তবে শ্রীঠাকুরানন্দ॥
থালা ধরি শ্রীরাধিকা হরিষ অন্তরে।
ভোজন করান যার পেটে যত ধরে॥
তারপর শ্যাম সহ বসি এক মুখে।
ভোজন করিল ভাই দুইজন সুখে॥
তাদের সঙ্গেতে সেই সেবাইত সুত।
ভোজন করেন তথা হ'এা আহ্লাদিত॥
দীন হীন যতজন সেখানে আইল।
উদর পূরণ করি খাইতে পাইল॥
ভাঁড়ারের দ্রব্য তবু কম নাহি হয়।
যত দেয় তত বাড়ে রাধার কৃপায়॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

শ্যাম সহ মথুরানন্দের বোলায় গমন

এই সব শ্যাম লীলা, যার কর্ণে প্রবেশিলা,
সেইজন আইল ধাইয়া।
অতি দূরবর্ত্তী যেহ, থাকিতে না পারে সেহ,
কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া॥

হেরি কিশোরী কিশোরে, কৈল সবে যোড়করে,
প্রণমি গোস্বামীর পায় ॥
দীন জনে কৃপা করি, দাও পদ শিরোপরি,
ঠেলনা'হে আশ্রিত জনায় ॥
তোমা সহ রাধা শ্যামে, লয়ে যাব হয় মনে,
চল প্রভু আমার ভবনে ॥
মন্দির নির্ম্মাণ করি, সেবা তার লব পুরী,
এই বলে ধরে সে চরণে ॥
রাজা মহারাজা আদি, এত কথা কইল যদি,
তবে যত লোক কাটোয়ার।
কহে অতি রোষভরে, আমাদের নটবরে,
ল'য়ে যাবে হেন সাধ্য কার ॥
যেতে নাহি দিব তাঁরে, রাখিব কাটোয়া-পুরে,
সেবা তার চালাব আমরা ॥
শুনি তোমাদের কথা, মনে হইতেছে ব্যথা,
শোকে দুঃখে হইতেছি সারা ॥
এইরূপ দ্বন্দ্ব ঘটে, গোসাঞী গঙ্গার তটে,
বসিয়া ভাবেন মনে মনে।
মাত্র একটি বিগ্রহ, এত লোকের আগ্রহ,
প্রতিকার করিব কেমনে ॥
বল শ্যাম কোথা যাবে, কে তোমারে লয়ে যাবে,
আমিও যাইব সেইখানে।
মিছে কেন দ্বন্দ্ব ঘটে, বসিয়া হৃদয় পটে,
বলে দাও গোপনে গোপনে ॥

এই কথা যবে কৈল, শ্যাম অন্তর্ধান হইল,
বৃষভানু সুতার সহিতে।
আর না দেখিতে পায়, এদিক ওদিক চায়
কেহ কিছু না পারে বুঝিতে॥
তখন গোসাঞী ক'ন, কোথা মোর প্রাণধন,
শ্রীব্রজ-দুলাল শ্যাম রায়।
লইয়াছে কোন জন, দাও এনে এইক্ষণ,
নতুবা যে মোর প্রাণ যায়॥
ধৈরয নাহিক ধরে, দাও মোর নটবরে,
এই বলে করয়ে ক্রন্দন।
ভূমেতে লুটা'য়ে শির, দু'নয়নে বহে নীর,
ক্ষণে ক্ষণে হয় অচেতন॥
হেন কালে স্বপ্ন দেখে, কে যেন বলিল তাঁকে,
আছি আমি গঙ্গার সলিলে।
যাও দিল্লীশ্বর কাছে, তথা এক শিলা আছে,
বহু কাজ হবে তাহা পেলে॥
একথা শুনিল যবে, ধ্যানস্থ হইয়া তবে,
তাহাতে জানিয়া সমাচার।
আবেগে চলিল তথা, শিলা রহিয়াছে যথা,
পৌঁছিল সে রাজ-দরবারে॥
এথা যত লোক ছিল, সকলে দেখিতে গেল,
কাটোয়াতে আছেন গোসাঞী।
ওদিকে দিল্লীতে গিয়া রাজদ্বারে প্রবেশিয়া,
কৈল রাজা আকবর ঠাঁই॥

তব এই পুর মাঝে, উত্তম প্রস্তর আছে ;
হের ঐ স্তম্ভের উপরে।
তাহা মোরে দাও তুমি, লইয়া যাইব আমি,
নতুবা যে পড়িয়াছি ফেরে ॥
মহারাজা আকবর, বসি সিংহাসন-পর,
দেখি ঐ সন্ন্যাসী দুজনে।
কহিলেন মৃদুস্বরে, বল হে কেমন করে,
প্রবেশিয়া আইলে এখানে ॥
দ্বারবান আছে দ্বারে, নানা অস্ত্র ধরি করে,
কেহ এথা আসিতে না পারে।
তবে তুমি কোন পথে, আইলে আমার কাছে,
ছেড়ে কেবা দিল হে তোমারে ॥
এই বলে সন্ন্যাসীরে, আপন সঙ্কেতে করে,
লইয়া গেলেন সেই দ্বারে।
তথা দ্বারবান গণে, কহিলেন সেই ক্ষণে,
দ্বার ছেড়ে কে দিলে ইহারে ॥
শুনিয়া তাহার বাণী কহে সবে যুড়ি পাণি,
কৈ রাজা বল কার কথা।
এ দ্বারে প্রবেশ করে, কেবা হেন বল ধরে,
তখনি যাইবে তার মাথা ॥
কোথায় সেজন আছে, আনান মোদের কাছে,
দেখি তারে বিশেষ করিয়া।
শুনি রাজা মৃদুস্বরে, কহিলেন তাঁহাদেরে,
এই যে মোর কাছে দাঁড়াইয়া ॥

কৈল দ্বারবান গণ, কে হেন কোন জন,
এই স্থানে আছে দাঁড়াইয়া।
দেখিতে না পাই কিছু. আপনার আগু পিছু,
চৌদিকেতে দেখিনু চাহিয়া॥
শুনি তাহাদের কথা, আপন মনেতে তথা,
ভাবিয়া বলেন নৃপবর।
এ সন্ন্যাসী সুজন, নহে কভু সাধারণ,
অতএব কহে যুড়ি কর॥
বল প্রভু কৃপা করি, কেবা হেন ছল করি,
আইলে এ অধম তারিতে।
আমি অতি মূঢ়মতি, চণ্ডাল যবন জাতি।
চর্ম্মচক্ষে না পারি চিনিতে॥
যে শিলা চাহিলে তুমি, তাহা দিতে পারি আমি,
কিন্তু অতি বৃহৎ যে হয়।
আছে বহু উচ্চস্থানে, পাড়িবেক কোন জনে,
তাই মোর হইতেছে ভয়॥
এ কথা বলিয়া মুখে, প্রণাম করিয়া তাঁকে,
বলে প্রভো উপায় কি হবে।
হেন কালে সেই শিলা, আপনি পড়িয়া গেলা,
দেখিতে পাইল তাহা সবে॥
গোসাঞী কহিল তবে, কেবা ইহা লয়ে যাবে,
দাও ফেলে যমুনার জলে।
যাইবেক ভেসে ভেসে, আমাদের ব্রজদেশে,
আমি তথা যাইব হে চলে॥

মুখে এই কথা বলি, গেলেন কোথায় চলি,
দেখিতে না পায় কেহ আর।
তাহা দেখি আকবর, পড়িল ভূমির পর,
নয়নে বরষে জলধার॥
কাতর হইয়া কয়, হায় প্রভু দয়াময়,
কৃপা নাহি করিলে অধমে।
নরক মাঝেতে ফেলি, কোথায় গেলে হে চলি,
হেন দুঃখ সহিব কেমনে॥
এই কথা বলে আর, মূর্চ্ছা হয় বার বার,
হৈল শ্বাস প্রশ্বাস রহিত।
ক্ষণে পুনঃ জ্ঞান হয়, তখন সবারে কয়,
এ জীবন রাখা অনুচিত॥
প্রবেশি যমুনাজলে, পরাণ ত্যজিব বলে,
দ্রুতবেগে যায় হে ধাইয়া।
কিন্তু পদ নাহি সরে, কিছু দূর গেলে পরে,
পুনরায় যায় সে পড়িয়া॥
এইরূপে তিন দিন, কেঁদে হৈল তনু ক্ষীণ,
তারপর বৈষ্ণব ডাকিয়া।
সন্ন্যাসীর কথামত, হইয়া বিষাদ চিত,
শিলাখানি দিল ভাসাইয়া॥
তার সেই মহিমায়, শিলা জলে ভেসে যায়,
পৌঁছে বঙ্গে তিন দিন পরে।
তাহা দেখি সবে কয়, হেন কোন দ্রব্য হয়,
যায় তাই ধরিবার তরে।

কেহ না ধরিতে পারে, ভেসে যায় ধীরে ধীরে,
ক্রমে গিয়া আর্য্যদহ ঘাটে।
লেগে এক বৃক্ষমূলে, তাহা জানি সেই স্থলে,
বহুলোক আইলেন ছুটে॥
হেনকালে সেইখানে, ল'য়ে যত ভক্তগণে,
উপনীত হইল গোসাঞী।
তখন সেই শিলাখানি, চার খণ্ড হৈল জানি
কহিলেন সকলের ঠাঁই॥
এক খণ্ড বীর চন্দ্র, ল'য়ে যাবেন খড়দহ,
অন্য খণ্ড শ্রীঅচ্যুতানন্দ।
ল'য়ে গিয়ে শান্তিপুরে, বিগ্রহ নির্ম্মাণ করে,
পূজিলেন হ'এ, মহানন্দ॥
এক খণ্ড উড়িষ্যায়, লইয়া যাইবে রায়,
শ্রীমুকুন্দ দেব যার নাম।
নিজে এক খণ্ড লৈয়া, সেবা'ত বালকে দিয়া,
কহিলেন চল নিজস্থান।
এতেক বলিয়া মুখে, শিলাখানি ল'য়ে হাতে,
চলে যান গঙ্গা পার হৈয়া।
যাইতে যাইতে পথে, শিলাখানি হতে হতে,
গেল সেই সলিলে পড়িয়া॥
তাহাতে গঙ্গার জল, হৈল যেন সুশীতল,
শুদ্ধ তার হৈল কলেবর।
হেরে তার মাঝখানে, নিত্যানন্দ সন্নিধানে,
শোভিতেছে গৌরাঙ্গ সুন্দর॥

তথা রাধাশ্যাম রায়, সুখে যেন নিদ্রা যায়,
চারিখানি বিষ্ণুশিলা সহ।
হেরে সেই মূর্ত্তিখানি, মনে মনে অনুমানি,
কৈল ইহা আমার বিগ্রহ॥
রেখেছেন এই স্থানে, তাহা জানিয়াছি ধ্যানে,
শিলাতে হইল গৌরচন্দ্র।
অতএব তাহাদ্বয়ে, কাটোয়াতে গেল লয়ে,
মিলি তার যত ভক্তবৃন্দ॥
নিজে রাধা শ্যাম লয়ে, চলিয়া গেলেন ধেয়ে,
সেখা'ত বালক সঙ্গে চলে।
সেই বিষ্ণু শিলা লয়ে, ক্রমে গঙ্গাপার হয়ে,
যায় দোঁহে অতি কুতূহলে॥
বৃদ্ধ শ্রীবীর ভদ্র, ফিরে গিয়ে খড়দহ,
পাইলেন শ্রীশ্যাম সুন্দর।
প্রভু শ্রীঅচ্যুতানন্দ, হইলেন মহানন্দ,
পাইলেন মদন গোপাল॥
শ্রীক্ষেত্র দেশে গোবিন্দ, পাইল বাজা মুকুন্দ,
অতএব হৈল মহানন্দ।
ওদিকে ওন্দার কাছে, বৌলাড়ার জঙ্গলেতে,
পৌঁছিলেন শ্রীমথুরানন্দ॥
সেই সে সমস্ত বন, হৈল যেন বৃন্দাবন,
দেখে কয় শ্রীগোবিন্দ দাস।
দাও প্রভু কৃপা করি, ঐ পদ শিরোপরি,
মনে সদা এই অভিলাষ॥

"উক্ত শিলাখণ্ড ও খড়দ'র শ্যাম সুন্দর জিউর বিষয় আর আর কোন কোনও মহাত্মা অন্যান্য রূপ বলিয়া থাকেন, তাহাতে পাঠকগণের সন্দেহেরই কারণ! দাস গোবিন্দের বিনীত নিবেদন হে নিত্যানন্দ বংশীয় ও অদ্বৈত বংশীয় ভাইগণ। আমরা সকলে মিলিয়া সেই বিশ্বজাগরুক শক্তির অনুশরণ পূর্ব্বক যথার্থ সত্যের পরিচয় দিবার জন্য সত্যের সত্য সেই রাধাকান্তের নিকটই সত্য কথা জ্ঞাপন করি!"

বৌলাড়া খণ্ড

শ্যামসুন্দরং প্রফুল্লবদনং নবজলধরবরণং ত্রিভঙ্গং শান্তমূর্ত্তিং ।
মহাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং কঞ্জাক্ষং
কম্বুকণ্ঠং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা ॥
বন্দে শ্রীনন্দ-নন্দনং যদুকুলতিলকং গোকুল গোপরক্ষণং ।
রসিক-কান্তি-শেখরং খগেন্দ্রবাহনং পদ্মাসনং কদম্ববৃক্ষহেলনং
স্বাধরে ন্যস্তবেণুং ॥
দক্ষিণে ললিতা যস্য বামে রাধা জগৎপ্রসূং ।
পুরতঃ সখীভির্যস্য তং নমামি পদ্মলোচনম্ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জয় জয় গুরুদেব বাণীকৃষ্ণ-সুত ।
তোমার কৃপায় লিখি এ শ্যাম-চরিত ॥
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি ।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান শিশু অল্পমতি ॥
তথাপি মূর্খের ভাগ্য মনের উল্লাস ।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস ॥

তব পাদপদ্ম দুটি ধরি শিরোপরে।
শ্যামলীলা কথা কহি আনন্দ অন্তরে॥
ক্রমভঙ্গ দোষ যেন না ঘটে গোসাঞী।
তোমা বিনা এ মূঢ়ের আর কেহ নাই॥
শ্যাম-লীলা কহ প্রভু হৃদয়ে থাকিয়া।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে মিনতি করিয়া॥

রাজপুত্র গোপাল সিংহের কথা।

রঘুনাথ সিং বিষ্ণুপুর অধিপতি।
তার পুত্র গোপাল সিং অতি শুদ্ধ মতি॥
মনের আনন্দে তিনি যান মৃগয়াতে।
ক্রমে উপনীত হন সেই জঙ্গলেতে॥
তথায় যাইয়া তিনি দেখিলেন যেন।
অতি সুশোভিত সব বন উপবন॥
ফল ফুলে পরিপূর্ণ হইয়াছে সব।
তার ডালে বসি পাখী করে নানা রব॥
তাহা শ্রবণেতে হয় আনন্দ অপার।
তাই তার দুই গণ্ডে বহে প্রেমধার॥
যে দিকে ফিরায় আঁখি সে দিকেতে হেরে।
সমস্ত কাননময় অতি শোভা করে॥
চৌদিকেতে দেখে যেন আলোকের আভা।
কোটি সূর্য্য উদয়েতে করিয়াছে শোভা॥

কিন্তু সে সূর্য্যের তাপ নাহি লাগে গায়।
সর্ব্বদেহ সুশীতল হইতেছে তায়॥
আর কত স্থানে স্থানে জল জমিয়াছে।
কত হংস হংসী তাহে খেলা করিতেছে॥
প্রচণ্ড রৌদ্রের তাপ সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে।
সুশীতল করিতেছে মলয় বাতাসে॥
এই সব হেরি যেন হইল অজ্ঞান।
তখন তাহার সঙ্গিগণেরে শুধান॥
এ কোন নূতন স্থানে আইনু আমরা।
হেন অলৌকিক কভু হেরি নাই মোরা॥
হইবে বৈকুণ্ঠ কিম্বা গোলক নিশ্চয়।
নতুবা হে এই স্থান ধ্রুবলোক হয়॥
অথবা হইবে ইহা কৈলাস নিশ্চয়।
কিম্বা নব স্বর্গ বলে মোর মনে লয়॥
সত্য না দেখিনু আমি অলিক স্বপন।
বুঝিতে না পারি কিছু উচাটন মন॥
দেখ দেখ সব লোকে খুঁজে নানা স্থানে।
অবশ্য দ্রষ্টব্য কিছু থাকিবে এখানে॥
এই বলে নানা স্থানে খুঁজিতে লাগিল।
কিছুক্ষণ পরে নিজে দেখিতে পাইল॥
এক বটবৃক্ষ মূলে রাধা শ্যাম-রায়।
বসিয়া আছেন তাহে কত শোভা পায়॥
নব গোরচনা দ্যুতি শ্রীঅঙ্গ শোভয়।
তাহে নীলপট্ট সাড়ী কত শোভা পায়॥

ভুজঙ্গিনী যিনি বেণী আহা কি শোভয় ।
ফণী মণি বিবাজিত রত্নগুচ্ছ তায় ॥
জিনি উপমার গণ শ্রীমুখ মণ্ডল ।
নিন্দিয়া নবীন চাঁদ চৌরস কপাল ॥
কস্তুরী তিলক গণ ঝলমল করে ।
কন্দর্প কোদণ্ড জিনি ভুরুযুগ হেরে ॥
তাহার উপরে শোভে অলকা ললিত ।
জিনি চকোবিণী নেত্রযুগ সুশোভিত ॥
নাসা তিল ফুল আভা শত গজমুক্তা ।
বেসোর সহিত হয় অতি সুশোভিতা ॥
জিনিয়া কাঁচুলি ফুল অধরেব কুল ।
তাহা হেরে যেন শ্যাম হতেছে আকুল ॥
পীতরত্ন হেটবাটা জিনি জানুদ্বয় ।
শরতের পদ্ম যেন পদ দুটি হয় ॥ .
তাহে নূপুরের ধ্বনি করে যেন গান ।
তাহা শুনে আকর্ষণ করে মন প্রাণ ॥
পূর্ণিমার চাঁদ জিনি নগর সকল ।
তাহার কিরণে আহা করে ঝলমল ॥
দর্শন মাত্রেতে হয় আগ্রহ বর্দ্ধন ।
সাত্ত্বিকাদি ভাবগণে করে উচাটন ॥
জ্যোতিঃপুঞ্জ এক যুবা পদ্মাসন করি ।
ধ্যানমগ্ন হয়ে হেরে সেরূপ মাধুরী ॥
তাঁহার মস্তকে যেন উদিত তপন ।
তাই আলোকিত করিয়াছে সে কানন ॥

দেখিল এ সবারে সেই সুবরায়।
মূর্চ্ছিত হইয়া তবে পড়িল ধরায়॥
রহিত হইল শ্বাস কথা নাহি সরে।
দুই গণ্ড ভাসি তার প্রেম অশ্রু ঝরে॥
গোসাঞী করিল দয়া তাহারে দেখিয়া।
তাহে জ্ঞান চক্ষু পাঞা দেখিল চাহিয়া॥
করপুটে স্তুতি করে ধরিয়া চরণে।
জয় জয় ধ্বনি তথা করিল গগনে॥
বলে ওহে জ্ঞানময় জ্ঞানের আধার।
তুমি অনাথের নাথ করুণা অপার॥
পতিত পাবন প্রভো অধম তারণ।
জগৎ পালক তুমি দুঃখ নিবারণ॥
তুমি হে মঙ্গলময় মঙ্গল নিদান।
সর্ব্বশক্তিশালী তুমি তাপ নিবারণ॥
অগতির তুমি গতি জগতের পতি।
ভকত বৎসল তুমি প্রতিমা আকৃতি॥
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রভো তুমি জ্যোতির্ম্ময়।
তুমি তেজঃপুঞ্জ প্রভো ওহে দয়াময়॥
ভক্তির আধার তুমি ভকত জীবন।
জগতের নাথ তুমি ভক্ত প্রাণধন॥
কৃপা করি যদি প্রভো দিলে দরশন।
তবে দয়া করি চল দাসের ভবন॥
শোভা নাহি পায় কভু এ ঘোর জঙ্গলে।
বিগ্রহ স্থাপন আমি করিব মহলে॥

কৃপা করি লয়ে চল শ্রীরাধা-শ্যামেরে।
বলিতে বলিতে তার আঁখি দুটি ঝরে॥
দেখিয়া মথুরানন্দ বলেন তখন।
মিছে কেন বল তুমি করিছ ক্রন্দন॥
অট্টালিকা এর কাছে কি করিতে পারে।
তুমি ফিরে যাহ বাছা আপনার পুরে॥
কোথাও না যাবে শ্যাম রহিবে এথায়।
অভাব না হবে কিছু কহিনু তোমায়॥
হের এই কাননেতে ফুল ফলে ভরা।
ইচ্ছাপূর্ণ করি সবে খাও হে তোমরা॥
অভাব না আছে কিছু রাধার কৃপায়।
অতএব এই স্থান অতি সুখময়॥
শুনিয়া তাহার বাণী কইল যুবরাজ।
তবে ছার রাজ্যে মোর আছে কিবা কাজ॥
আমিও থাকিব এথা চরণে পড়িয়া।
ধন মান কুল শীল দিলাম সঁপিয়া॥
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে নীর।
কাঁদিতে কাঁদিতে অতি হইল অধীর॥
অবস্থা দেখিয়া গোঁসাঞী কহিল তাহারে।
তুমি ফিরে যাহ বাপু আপন আগারে॥
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম হয় প্রজার রক্ষণ।
সেই ধর্ম্ম তুমি ওহে করগে পালন॥
পুত্রজ্ঞানে প্রজাগণে পালিবে সতত।
ধর্ম্মপথে মতি যেন থাকে অবিরত॥

সন্ন্যাস করিলে রাজা রাজ্য নষ্ট হবে।
তাহে তব প্রজাগণ বহু দুঃখ পাবে॥
রাজার প্রথম পুত্র তুমি যুবরাজ।
ভবিষ্যতে তোমা হতে হবে বহু কাজ॥
তাই বলি ফিরে যাও আপন ভবনে।
শ্যামের কৃপায় সেথা রবে শুদ্ধ মনে॥
তাহা শুনি রাজপুত্র কহিল তখন।
অসার রাজ্যেতে মোর নাহি প্রয়োজন॥
জগতের হরি তুমি দেবের ঈশ্বর।
তাহে রহিয়াছ এ জঙ্গল ভিতর॥
আমি নরাধম রব রাজ সিংহাসনে।
বিচারিয়া বল তাহা শোভিবে কেমনে॥
পদ্মফুল ফোটে যদি গোবর ডোবায়।
বল দেখি তাহা শোভা পেয়েছে কোথায়॥
আমি যদি বসি প্রভু রাজ সিংহাসনে।
শোভা না পাইবে কভু শ্রীশ্যাম বিহনে॥
যাঁর রাজ্য তাঁরে দিয়ে হব সবে দাস।
এ দাসের মনে প্রভু এই অভিলাষ॥
শুনিয়া এতেক বাণী গোঁসাঞী কহিল।
সামান্য বয়সে হেন জ্ঞান কিসে হল॥
দশের অধিক কভু বয়স না হবে।
কিন্তু হেন মিষ্টভাষে সবারে ভুলাবে॥
আশীর্ব্বাদ করি যেন থাকে এই মতি।
অবশ্য তোমারে কৃপা করিবে শ্রীপতি॥

দুঃখ না করিহ কিছু ফিরে যাও ঘরে।
রাধা-শ্যাম নাহি যাবে তব অন্তঃপুরে॥
যদি ইচ্ছা থাকে এথা ঘর করি দেহ।
হেন স্থান ছেড়ে নাহি যাবে তব গেহ॥
শ্রদ্ধা যদি থাকে সেবা চালাবে এথায়।
এই বাক্য সার বাক্য কহিনু তোমায়॥
শুনিয়া এতেক বাণী ছল ছল চোখে।
দীর্ঘ দণ্ড হইয়া প্রণাম করিল তাঁহাকে॥
আর যত সঙ্গিগণে কহেন তখন।
পিতার নিকটে সবে করহ গমন॥
প্রণাম জানাবে গিয়া তাঁহার চরণে।
রাধা-শ্যামের কথা তাঁরে কহিবে গোপনে॥
ত্বরা করি লোক যেন পাঠান এখানে।
সচেষ্ট হইবে সবে মন্দির নির্ম্মাণে॥
মন্দির না হ'লে আমি ফিরি নাহি যাব।
সিংহাসনোপরি রাধা-শ্যামেরে বসাব॥
শুনিয়া তাহার বাণী কর্ম্মচারিগণ।
ত্বরায় সকলে তথা করিল গমন॥
সকল কথা জানাইল রাজার নিকটে।
শুনি মহারাজা তখন দাঁড়াইল উঠে॥
করপুটে কহিলেন উর্দ্ধপানে চাইয়া।
কৃপা করিয়াছ বুঝি অধম দেখিয়া॥
হায় নাথ দয়া করি দেখা যদি দিলে।
তবে কেন ছলে বল জঙ্গলে রহিলে॥

জগতের পিতা প্রভো ত্রিলোকের নাথ।
কৃপা করি মো অধমে কর আত্মসাথ॥
এই বলি দ্রুতগতি বাহির হইয়া।
বহু লোক জন সঙ্গে চলেন ধাইয়া॥
করিয়া শঙ্খের ধ্বনি বাজে ঢোল।
আনন্দে মাতিয়া কেহ বলে হরিবোল॥
খোল করতাল লয়ে নাচি তালে তালে।
ঝাঁজ ঘণ্টা বাজাইয়া পদব্রজে চলে॥
লাল ধ্বজা উড়াইয়া চলে সঙ্গীগণ।
চারিখানি পাল্কী লঞা করিল গমন॥
একটি শ্যামের তাহে শ্রীরাধিকা সহ।
চড়িয়া আসিবে বলে বাড়িল আগ্রহ॥
একটিতে যোগীবর আসিবেন বলে।
লইয়া গেলেন তিনি অতি কুতূহলে॥
অন্যটিতে আসিবেন সেবা'ত বালক।
অপরটিতে আসিবেক যত দ্রব্য সব।
এইরূপে স্থির করি আনন্দেতে যায়।
ক্রমে গিয়া উপনীত হইল তথায়॥
সেখানে যাইয়া বহু স্তব স্তুতি কৈল।
চরণে ধরিয়া রাজা তাঁরে বুঝাইল॥
কিছুতেই রাজপুরে যেতে নাহি চায়।
তাই মহারাজা তার করিল উপায়॥
একমাস মধ্যে তথা মন্দির করিল।
দক্ষিণ দিকেতে তার দরজা হইল॥

রাঁধিবার ঘর হইল পশ্চিম দুয়ারী।
বিশ্রাম আগার তথা হল পূর্ব্বদ্বারী॥
একখানি কূয়া দিল পাটে বাঁধাইয়া।
তার দিয়া চারিদিক দিলেক বেড়িয়া॥
পুষ্পচারা আনি তথা করয়ে রোপণ।
চারিদিকে হৈল তাহে উত্তম উদ্যান॥
বৌলাড়া, মাদারভাঙ্গ চূড়ামণি পুর।
এই তিন মৌজা রাজা দিলা দেবোত্তর॥
নিজে এক গড তথা নির্ম্মাণ করিল।
প্রভুর সেবায় মন প্রাণ সমর্পিল॥
যখন যা দ্রব্য লাগে সেবার কারণ।
তখনি সে সব দ্রব্য পাঠান রাজন॥
এইরূপে বনমাঝে পরম সুখেতে।
বসতি করেন সাধু শ্রীশ্যাম সহিতে॥
এই সব শ্যাম লীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

———

মহারাজ জগন্নাথ ঢোলের কথা

জগন্নাথ ঢোল সুপুরের অধিপতি।
ভাগ্যদোষে নাহি তাঁর সন্তান সন্ততি॥
তাঁর তিন রাণী বয়োধিক হয়েছিল।
কিন্তু কারো গর্ভে পুত্র কন্যা না জন্মিল॥

একদিন মহারাজ প্রত্যুষে উঠিয়া।
পাইখানা যায় এক গাড়ু হাতে লৈঞা॥
এক ধোপা মেয়ে তথা দেয় ছড়াঝাটি।
রাজারে দেখিয়া সে মুদিল আঁখি দুটি॥
কহিল বিরক্ত স্বরে কি আছে কপালে।
আটকুড়া রাজার মুখ দেখিনু সকালে॥
রাজা মহাপাপী তাই পুত্র কন্যা নাই।
তার মুখ দেখে পাছে খেতে নাহি পাই।
এই কথা যবে তার কর্ণে প্রবেশিল।
তখন তাহার মনে বিকার জন্মিল॥
দুঃখিত হইয়া কহিলেন মনে মনে।
আমা হেন নরাধম কে আছে ভুবনে॥
ধোপা বেটী সেও আজ আমারে নিন্দিল।
এ প্রাণ রাখিয়া তবে কিবা হবে ফল॥
জীবন ত্যজিব গঙ্গাগর্ভে প্রবেশিয়া।
এই বলে তথা হতে গেলেন ফিরিয়া॥
পাইখানা নাহি যাওয়া হইল তাঁহার।
শোকে দুঃখে সর্ব্বদেহ অবসন্ন তাঁর।
গাড়ু নামাইয়া গেল মহল ভিতরে।
তথা রাণীগণে কহিলেন মৃদুস্বরে॥
বাহির মহলে আমি রব ম স ছয়।
তাবৎ ভিতরে নাহি আসিব নিশ্চয়॥
তোমাদের মধ্যে মোরে কেহ না ডাকিবে।
রাজ্য যদি যায় তবু দেখিতে না পাবে॥

এই বলে আইলেন বাহির মহলে।
তথা কর্মচারিগণে কহেন সে ছলে॥
ছয় মাস রব আমি ভিতর মহলে।
ততদিন কর্ম চালাইবে সবে মিলে॥
রাজ্য যদি যায় তবু না আসিব আমি।
এই বলে ছয় মাসের করিল বাঁধুনি॥
তারপর গৃহ হ'তে বাহির হইয়া।
চুপে চুপে গঙ্গাস্নানে চলেন হাঁটিয়া॥
একে বর্ষাকাল তাহে শ্রাবণের ধারা।
পথ নাহি খুঁজে পায় হৈল দিশে হারা॥
কর্মচারিগণ আর রাণী তিন জন।
চিন্তাযুক্ত হঞা সদা ভাবে মনে মন॥
কি কারণে রাজা হেন বলিল বচন।
তাই তারা মনে মনে ভাবে অনুক্ষণ॥
বলিতে না পারে কিছু প্রকাশ করিয়া।
ভাবে রাজা কোন ছলে আছেন বসিয়া॥
আমা সবাকারে বুঝি পরীক্ষা করিবে।
সে কারণে কোনস্থানে লুকায়ে রহিবে॥
সেই ভয়ে তারা সব থাকে সাবধানে।
আপন আপন কর্ম করয়ে উদ্যমে॥
ওদিকেতে মহারাজ যাইতে যাইতে।
বোল ভার কাছে নদী পাইল দেখিতে॥
সেই নদী তটে হেরি তুফান তরঙ্গ।
বসিয়া পড়িল রাজা হঞা হতভম্ব॥

বলে হায় কেমনেতে হব আমি পার।
কানা নদী দেখে ভয় হতেছে আমার॥
লোকজন নাই এথা তরীও যে নাই।
কেমনে হইব পার ভাবিয়া না পাই॥
গঙ্গাতে ত্যজিব দেহ এই অভিলাষ।
এই কানা নদী তাহে কৈল সর্ব্বনাশ॥
তিন দিন কত কষ্টে আইনু হাটিয়া।
বিপাকে পড়িনু আজ এখানে আসিয়া॥
মম ভাগ্য দোষে গঙ্গা নাহি দেখা দিবে।
এই নদী গর্ভে বুঝি জীবন যাইবে॥
এইরূপে মহাচিন্তা করয়ে তথায়।
দেখিতে দেখিতে বেলা দশ বেজে যায়॥
রাধা গোবিন্দ সেবা'ত তেমন সময়।
পুষ্পান্বেষণে তথা উপনীত হয়॥
পুষ্পসাজি হাতে লঞা পাদুকা সহিতে।
নদী পার হঞা যান অপর পারেতে॥
সলিল উপরে চলে জয় শ্যাম বলে।
দেখি মহারাজা তথা পড়িল ভূতলে॥
বলে হায় হায় আমি কি কাজ করিনু।
পাইয়া দুর্লভ ধন হেলাতে হারানু॥
নবরূপ ধরি সেই ব্রহ্ম সনাতন।
নদী পার হইয়া বুঝি গেলেন এখন॥
চর্ম্মচক্ষু তাই আমি চিনিতে না পারি।
পরীক্ষার ছলে এসেছিলেন শ্রীহরি॥

বসিয়া রয়েছি আমি সকাল হইতে।
পার হতে নাহি পারি এই তুফানেতে॥
কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহে পাদুকা সহিতে।
পার হৈঞা গেল সাধু দেখিতে দেখিতে॥
জল নাহি লাগে পায় বস্ত্র নাহি ভিজে।
চলিয়া গেলেন ঐ সাজি হাতে লয়ে॥
মানবের সাধ্যে ইহা সম্ভব কি হয়।
মোর মনে হইতেছে দেবতা নিশ্চয়॥
সত্য না দেখিনু আমি অলিক স্বপন।
এই বলে দেখে চাহি মেলিয়া নয়ন॥
সত্য সত্য বলি তবে উচ্চ বোল করি।
বলে ঐ যাইতেছে গোলক বিহারী॥
হায় হায় সব দুঃখ হইত মোচন।
পায়ে পড়ি কেন নাহি লইনু শরণ॥
এইরূপে কাঁদে রাজা অস্থির হইয়া।
কিছুক্ষণ পরে সাধু আইসেন ফিরিয়া॥
দেখি রাজা দ্রুতগতি চলিল ধাইয়া।
কাঁদিয়া পড়িল তাঁর চরণ ধরিয়া॥
বলে প্রভু কৃপা কর অধম অজ্ঞানে।
আশ্রয় লইনু আজ তোমার চরণে॥
হাসিতে হাসিতে সাধু বলেন তখন।
রাজা হয়ে কেন বেটা করিস রোদন॥
ধনজনা রাজা তুই কিসের কারণ।
আত্মঘাতী হব বলে করেছিস্ পণ॥

যা বেটা ফিরে তোর নাহি কোন ভয়।
পাটরাণী গর্ভবতী হয়েছে নিশ্চয় ॥
দুই মাস হল গর্ভে জন্মেছে সন্তান।
শুনি রাজা জগন্নাথ হইল অজ্ঞান ॥
বিস্ময় মানিল তাই ভাবে মনে মনে।
এই সব তত্ত্ব প্রভু জানিলা কেমনে ॥
ধলভুম্বা রাজা আমি জানিলে কেমনে।
মনোদুঃখে আসিয়াছি কৈলে কোনজনে ॥
দুই মাস গর্ভবতী হইয়াছে রাণী।
সেই কথা কভু আমি কর্ণে নাহি শুনি ॥
এখান হইতে প্রভু জানিলে কি করে।
বলিতে বলিতে তাঁর আঁখি দুটী ঝরে ॥
সাধুবর কহিলেন চিন্তা কর কেনে।
গুরুদেব এই কথা কহিল গোপনে ॥
শুনি রাজা আরো অতি আশ্চর্য্য হইল।
কাঁদিতে কাঁদিতে তথা ঢলিয়া পড়িল ॥
দুই হাত ধরি সাধু উঠাইল তারে।
প্রবোধ বচনে তুষ্ট করিল তাহারে ॥
শেষে নিজ সঙ্গে করি শ্যামের মন্দিরে।
লইয়া গেলেন অতি হরষ অন্তরে ॥
কহেন মথুরানন্দ রাজারে দেখিয়া।
ক্ষুদ্র নদী দেখি এত কাঁদ ফুকারিয়া ॥
এত বড় ভবনদী পার হবে কিসে।
ভেবে দেখ দেখি কেন রয়েছ বেহুসে ॥

শুনি মহারাজ তবে কাঁদিয়া ফেলিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে তথা ঢলিয়া পড়িল ॥
কহিল বিনয় স্বরে পায়েতে ধরিয়া।
মো বড় অধম প্রভু করিবেন দয়া ॥
অতি দীনহীন মোর নাহি কোন জ্ঞান।
আপনার কথা শুনে পাইনু চেতন ॥
ফিরে নাহি যাব আর অসার সংসারে।
আত্মনিবেদন আমি করিনু তোমারে ॥
কাণ্ডারী হঞা প্রভু কর মোরে পার।
এই কথা বলে আর চক্ষে বহে ধার ॥
দেখিয়া মথুরানন্দ কহিল তাঁহারে।
কাঁদিতে হবেনা বাছা ফিরে যাহ ঘরে ॥
কলিযুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম অবতার।
সেই নাম লহ যদি হবে ভবপার ॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
নাম বিনা কলিযুগে নাহি পারাবার ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা কহিল তখন।
কেমনে হইবে মোর বন্ধন মোচন ॥
কৃপা করি সেই নাম দেহ প্রভু মোরে।
এই বলে কাঁদে আর আঁখি দুটি ঝরে ॥
তারক ব্রহ্ম তবে দিলেন গোসাঞী।
কাঁদিতে কাঁদিতে রাজা কৈল তাঁর ঠাঁই ॥
পবিত্র হৈল দেহ বুঝিনু এবার।
গৃহে ফিরে যেতে মন নাহি সরে আর ॥

এইখানে রবে প্রভু কর অঙ্গীকার।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহে যুড়ি দুই কর॥
শুনিয়া তাহার বাণী শ্রীমথুরানন্দ।
মৃদু স্বরে কহিলেন তব ভাগ্য মন্দ॥
এ বৃদ্ধ বয়সে তুমি মাগিলে সন্তান।
এখানে রহিলে তারে কে করে পালন॥
রাজকার্য্য দেখ গিয়া অতি যত্ন করি।
চিন্তিত আছয়ে সবে তোমারে না হেরি॥
একমাত্র পুত্র পাবে আর নাহি পাবে।
আমার কাছে সে তারে শিষ্য করাইবে॥
নতুবা সে অসময়ে ফাঁকি দিয়া যাবে।
শোকাতুর হইয়া তখন কাঁদিয়া বেড়াবে॥
চক্ষু কচালিয়া রাজা কহিল তাহারে।
তোমা হেন গুরু পায় বহু ভাগ্য করে॥
প্রসন্ন হইলে প্রভো পতিত দেখিয়া।
সে কারণে বুঝি হেন করিতেছ দয়া॥
স্বীকার করিনু মোর পুত্র যদি হয়।
আপনার কাছে শিষ্য হইবে নিশ্চয়॥
এক নিবেদন প্রভো করি তব ঠাই।
মম রাজ্যে লয়ে চল শ্রীশ্যাম কানাই॥
গোসাঞী কহিল তাহা যুক্তিযুক্ত নয়।
এ স্থান ত্যজিয়া তথা যাবনা নিশ্চয়॥
বিষ্ণুপুরের মহারাজা রেখেছে এথায়।
তার মনে কষ্ট দেওয়া কভু ভাল নয়॥

তবে জিজ্ঞাসিয়া তুমি দেখহে তাঁহারে।
ছেড়ে যদি দেয় তবে যাব তব পুরে॥
দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি এক কহিলেন রায়।
কোথা বিষ্ণুপুর বাঞ্ছ আনান তাহায়॥
সন্তোষ কবিব তাঁরে মধুর বচনে।
রাধাশ্যাম লব মাগি ধরিয়া চরণে॥
শুনিয়া এতেক বাণী বিষ্ণুপুর রায়।
ত্বরায় তথায় আসি কহিল তাঁহায়॥
রাধা-শ্যামে লয়ে যা'বে হেন সাধ্য কার।
মন প্রাণ সঁপিয়াছি চবণে তাঁহার॥
ছেড়ে নাহি দিব আব কহিনু নিশ্চয়।
শুনি রাজা জগন্নাথ কেঁদে কেঁদে কয়॥
হায় শ্যাম যদি আমি হই তব দাস।
তাহ'লে নিশ্চয় মোর পুরাইবে আশ॥
ভকত বৎসল নাম শাস্ত্রের লিখন।
ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ কর ভকত-জীবন॥
তবে মোব ইচ্ছা কেন পূর্ণ নাহি হবে।
অবশ্য অধমে কৃপা করিতে হইবে॥
আশ্রয় লয়েছি আমি ও পদ কমলে।
এই বলে কাঁদে আর বক্ষ ভাসে জলে॥
মধুর বচনে তোষেণ শ্রীমথুবানন্দ।
বলিলেন কেন মিছে করিতেছ দ্বন্দ্ব॥
আপন ইচ্ছায় কোন কার্য্য নাহি হয়।
কৃষ্ণ ইচ্ছা হলে ফল ফলিবে নিশ্চয়॥

শ্রদ্ধা সহকারে তুমি কর তাঁর নাম।
অবশ্য তোমারে কৃপা করিবেন শ্যাম॥
তাঁহার বচনে রাজা সত্বরে রোদন।
সাতদিন সেই স্থলে করিল যাপন॥
তারপরে গুরু আজ্ঞা ধরি শিরোপরে।
ফিরিয়া গেলেন রাজা আপনার পুরে॥
দশ-শ পঁচিশ সালে শ্রাবণ মাসেতে।
হয়েছিল যাহা সব লিখিনু ছন্দেতে॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

মহারাজ জগন্নাথ ঢোলের পুত্র লাভ

মহারাজ জগন্নাথ, গিয়া অন্তঃপুর মাঝ,
কহিলেন ডাকিয়া রাণীরে।
কৈল যাহা যোগীবর, তাহা মোর অগোচর,
সত্য কিনা কহ গো আমারে॥
রাণী হেসে হেসে কয়, তাঁর বাক্য মিথ্যা নয়,
দুই মাস গর্ভ হইয়াছে।
তাহা তুমি শুন নাই, বৃদ্ধা হইয়াছি তাই,
লাজে নাহি কহি কারো কাছে॥
শুনি রাজা হেসে হেসে, কহিল তাহার পাশে,
এত লজ্জা শিখিলে কোথায়।

সন্তান হইবে যবে, কারো কাছে নাহি কবে,
লুকাইয়া রাখিবে তাহায়।
এইরূপে হেসে হেসে, কহে দোঁহা দুহু পাশে,
ক্রমে তাহা প্রকাশ হইল।
শুনি যত প্রজা সব, কৈল আনন্দোৎসব,
যেন তারা নাচিতে লাগিল॥
কহিল পুলকে মাতি, রাণী অতি ভাগ্যবতী,
তাই গর্ভ হল এতদিনে।
এই করো দয়াময়, যেন তার পুত্র হয়,
রাজ্য রক্ষা করিবে সে জন।
কিছু কাল এইভাবে, অতীত হইল যবে,
সুনির্দ্দিষ্ট হইল সময়।
রূপে যেন সুধাকর, সুচিক্কণ কলেবর,
প্রসবিল একটী তনয়॥
তাহা শুনি যত লোক, ভুলে গেল সব শোক,
দুঃখ তথা নাহি পেল ঠাঁই।
কেহ গীত বাদ্য করে, কেহ গিয়া নৃত্য করে,
আনন্দিত হইল সবাই॥
তার মাঝে থাকি রায়, অপার আনন্দ পায়,
সেই তথা নাচিতে লাগিল।
শ্রীদাস গোবিন্দ বলে, সে আনন্দ কোলাহলে,
চারিদিক ভরিয়া উঠিল॥

রাজপুত্র ও রাণীগণের দীক্ষা গ্রহণ

পুত্র-মুখ দেখি রাজা সব ভুলে গেল।
গোসাঞীর কথা আর মনে না রহিল॥
রাজকার্য্য করে অতি যতন করিয়া।
দিনে দিনে পুত্র তার উঠিল বাড়িয়া॥
এইরূপে কিছু দিন হইলে অতীত।
প্রজাগণ মনে মনে হৈল আনন্দিত॥
ভাবে এবে যুবরাজ বসিবেক পাটে।
অতএব সেইকথা কহিল রাজাকে॥
রাজার আদেশ পাঞা কৈল আয়োজন।
ব্যস্ত হৈঞা মহারাণী কহেন তখন।
স্বপন দেখিনু আজ নিশা অবসানে।
যোগীবেশে কহিলেন মম সন্নিধানে॥
সর্ব্বনাশ হবে রাণী কহিলাম তোরে।
তব পুত্রে শিষ্য নাহি করাইলি মোরে॥
ষোড়ষ বরষ তার বয়স হইল।
তথাপি সে দীক্ষা মন্ত্র গ্রহণ না কৈল॥
বুঝিবি এবারে তার হবে প্রতিকার।
শুনিয়া রাজার দুই গণ্ডে বহে ধার॥
বলে হায় হায় এবে প্রমাদ মিটিল।
নিস্তার নাহিক আর সর্ব্বনাশ হল॥
পুত্রবর যবে মোরে দিলেন গোসাঞী।
কহিয়াছিলাম আমি তার তাঁর ঠাই॥

পুত্র যদি হয় মোর তাহলে তাহায়।
আপনার কাছে শিষ্য করাব নিশ্চয়॥
হায় হায় এতদিন গিয়াছি ভুলিয়া।
চল সবে পড়ি গিয়া চরণে ধরিয়া॥
নতুবা নিস্তার নাই তার কোপানলে।
অতি ব্যস্ত হঞা রাজা এই কথা বলে॥
অতএব পাত্র মিত্র ছিল যত জন।
ডাকাইয়া আনিলেন সেখানে তখন॥
কহিলেন মহারাজা বিনয় বচনে।
চল সবে যাব মোরা সাধু দরশনে॥
বৌলাড়ায় আছে এক প্রবীন সন্ন্যাসী।
তাঁহারে দেখিয়া সবে হইবে উল্লাসী॥
পাপ তাপ দূরে যাবে রবে না বিকার।
চল সবে পড়ি গিয়া চরণে তাঁহার॥
এই বলে পদব্রজে চলেন হাটিয়া।
পুত্র আর তিন রাণী সঙ্গেতে করিয়া॥
হিকিম সাহেব তাঁর সঙ্গেতে চলিল।
পাত্র মিত্র যত জন পিছে পিছে গেল॥
ক্রমেতে পৌছিল গিয়া সাধুর নিকটে।
নতজানু হঞা তথা কহে করপুটে॥
অপরাধ করিয়াছি ক্ষম প্রভো মোরে।
শরণ লইনু পদ দাও শিরোপরে॥
ভুলে গিয়েছিনু আমি কাজের ঝঞ্ঝাটে।
তাই ভয় হয় বুঝি ফেলিবে সঙ্কটে॥

বলিতে বলিতে তাঁর আঁখি দুটি ঝরে।
দেখিয়া মথুরানন্দ কহিল তাহারে॥
আরে বেটা ক্ষত্রী তোরা ভোলা সর্ব্বক্ষণ।
ভুলে গিয়েছিলে তাই করোনা রোদন॥
অতি শুভ দিন আজ শিব চতুর্দ্দশী।
মন্ত্র দিয়া তব সুতে করিব উল্লাসী॥
রাণী তিনজনে আগে দীক্ষা মন্ত্র দিব।
তাহার পরেতে যুবরাজে দীক্ষা দিব॥
শুনি মহারাজ তবে রাণী তিন জনে।
মন্ত্র লইবারে কয় মধুর বচনে॥
অতঃপর তারা সবে সে মন্ত্র পাইল।
তারপরে যুবরাজ দীক্ষিত হইল॥
বিধি মতেতে তারে শ্রীমথুরানন্দ।
বুঝাইয়া বলিলেন সাধনের তত্ত্ব॥
তাহা দেখি রাজমন্ত্রী ক্ষীরোদ পাত্তর।
তায় মনে মনে হাস্য করিল বিস্তর॥
বলে গুরু হএগ যাহা দিলে উপদেশ।
নিজের অঙ্গেতে তার নাহি কোন লেশ॥
মালা তিলক দিল এই ক্ষত্রিয় কুমারে।
তবে কেন নিজে তাহা ধারণ না করে॥
এত বলি চাহিল যবে গোঁসাইর পানে।
তেমন সময়ে হয়ে সভা বিদ্যমানে॥
সুন্দর তিলক তার দ্বাদশ অঙ্গেতে।
ফুটিয়া উঠিল যেন দেখিতে দেখিতে॥

মস্তক উপরে সেই প্রণব সহিতে।
দিব্য জ্যোতি দেখি পাত্র পড়িল ভূমিতে॥
একঘণ্টা পরে পুনঃ পাইল চেতন।
তখন কাঁদিয়া তাঁর ধরিল চরণ॥
বলে প্রভো ক্ষমা কর আমি হে অজ্ঞান।
অপরাধ করিয়াছি কর হে মোচন॥
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান অতি মূঢ় মতি॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি লক্ষ্মী-পতি।
তুমি অনাথের নাথ অগতির গতি॥
জগতের পিতা তুমি প্রভো জ্যোতির্ম্ময়।
তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি হতেছে প্রলয়॥
চিনিতে না পারিলাম চর্ম্মচক্ষু দিয়া।
এই বলে কাঁদে তার চরণে ধরিয়া॥
গোসাঞী কহিল তার শিরে মারি লাথি
সরে যাও বেটা তুমি অতি দুষ্টমতি॥
এ পদ পরশে তব নাহি অধিকার।
পাপে পরিপূর্ণ দেহ হয়েছে তোমার॥
তাহা শুনি কেঁদে কেঁদে বলে যোড় করে।
কেন প্রভো হেন বাণী বলিছ আমারে॥
দাস করি লহ মোরে এই অভিলাষ।
এই বলে কাঁদে আর ঘন বহে শ্বাস॥
গোসাঞী কহিল বেটা তব মন্ত্রণায়।
বিরূপাক্ষ মহামুনি পলাইয়া যায়॥

সেই পাপে পরিপূর্ণ তব এই দেহ।
তাই বলি মম অঙ্গ স্পর্শ না করিহ॥
যত তীর্থ আছে এই ভারতবর্ষেতে।
সেই সব তীর্থ তোমায় হইবে ভ্রমিতে॥
তবে সেই পাপ তব হইবে মোচন।
ফিরিয়া আসিলে শিষ্য করিব তখন॥
মনের আবেগে সেই উৎকলের সুত।
কাঁদিতে লাগিল তথা হইয়া লুণ্ঠিত॥
দেখিয়া শুনিয়া কয় শ্রীগোবিন্দ দাস।
মিছে কেন কাঁদ বাছা কর তীর্থবাস॥

———

বিরূপাক্ষ মুনির কথা ক্ষীরোদ পাত্রের দীক্ষা গ্রহণ

বিরূপাক্ষের নাম শুনি কহিলেন রায়।
আঠার বরষ তিনি গেছেন কোথায়॥
কহ প্রভো কোন খানে আছেন কি ভাবে।
আর তাঁর নাম কেন শুনি নাই তবে॥
হায় হায় তিনি বড় দয়াল ঠাকুর।
তাঁর নাম শুনে আজ হতেছি আতুর॥
ব্যস্ত হৈয়া এই কথা বলেন যখন।
তখন ঝরিল তাঁর দুইটি নয়ন॥

তা দেখি মথুরানন্দ কহেন তাহারে।
বিরূপাক্ষ মুনি আর নাহি চরাচরে॥
মশক পাহাড়ে তিনি থাকিতেন যবে।
আশীর্ব্বাদ করিতেন প্রত্যহ তোমাকে॥
অপরাহ্নে যাইতেন তব অন্তঃপুরে।
সেইকালে মোহর সে দিতেন তোমারে॥
মাথা নাড়াইলে তার জটাগুলি হতে।
একটি মোহর নিত্য পড়িত ভূমেতে॥
সে মোহর লয়ে তোঁহে আশীষ করিত।
এই লোভী বেটা তাহা প্রত্যহ দেখিত॥
একদিন মনে মনে করিল ভাবনা।
জানা গেল জটা হতে পড়িতেছে সোনা॥
একবার মাথা নাড়ে তাহে এক পড়ে।
আবার নাড়িলে বুঝি কতই না ঝড়ে॥
যদি এক জটা তার কেটে নেওয়া যায়।
তা'হলে বুঝিনা কত ফলিবেক তায়॥
সেই যুক্তি স্থির করি আপনার মনে।
একদিন এই বেটা রহিল গোপনে॥
মুনিবর যবে তথা নিদ্রিত হইল।
মস্তক হইতে জটা কাটিবারে গেল॥
জানিতে পারিয়া মুনি হৈল অন্তর্ধান।
একতাম্বরে গিয়া করিলেন স্থান॥
সেই কালে অভিশাপ করেন তোমায়।
হাহাকার হবে বেটা তব রাজ্যময়॥

এই রাজ্য ধ্বংস হবে পাবে মহা দুঃখ।
অশান্তির আগার হবে রবেনারে সুখ॥
তব রাজ্যে বৃক্ষ সব ফলহীন হবে।
অল্পবৃষ্টি হয়ে ক্ষেত্রে শস্য না জন্মিবে॥
বিদ্বান না হবে কেহ এ রাজ্য ভিতরে।
দুর্ব্বল হইবে সবে রবে কদাকারে॥
ধর্ম্মপথে মতি কারো কভু না রহিবে।
সন্ন্যাসী হলেও সে ভ্রষ্টাশ্রমী হবে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু নাম বিলাইল।
সেই নাম শুনে কলি স্থান না পাইল॥
নীলাচল হতে আট উৎকল ব্রাহ্মণ।
ছদ্মবেশে তব রাজ্যে কৈল আগমন॥
হায় হায় কলির দৃষ্টে শোকাতুর তারা।
তাই হেন কর্ম্ম কৈল হঞা দিশে হারা॥
ব্রাহ্মণের দুঃখ আর সহিতে না পারি।
তাঁদের কি হবে ওগো কহ রাধা-প্যারী॥
বলিতে বলিতে তার মস্তক উপর।
উদিত হইল যেন কোটি দিবাকর॥
বিশ্বম্ভর রূপ তাহে প্রকট হইল।
ত্রিশূল উত্তোলন করি রোষেতে কহিল॥
আজ যদি শিষ্য আমি না করি ইহারে।
তবে ধর্ম্মস্থান নাহি পাবে চরাচরে॥
পাপে পরিপূর্ণ হবে জগন্মণ্ডল।
ডুবে যাবে ডুবে যাবে পৃথিবী মণ্ডল॥

কোথা ধর্ম্ম কোথা ধর্ম্ম দাও দরশন।
বলিতে বলিতে ঝরে দুইটি নয়ন॥
সেই নীরে যত তীর্থ হইল সৃজন।
করযোড় করি সবে দাঁড়াল তখন॥
তাহা দেখি শোকে সব স্তম্ভিত হইল।
ভয় পেয়ে কেহ কেহ মূর্চ্ছিত হইল॥
উৎকলের সুত সেই তীর্থ দরশনে।
নিষ্পাপ হইল তাই মন্ত্র দিল কানে॥
কিন্তু তারে মন্ত্র যবে দিলেন গোসাঞী।
সেই সব তীর্থ আর নাহি পেল ঠাঁই॥
ভয় পেয়ে তারা সব গেল পলাইয়া।
বলে এথা কলি বেটা আছে লুকাইয়া॥
কাম ক্রোধ লোভ আদি ষড়রিপুগণ।
মথুরানন্দেরে গিয়া কৈল আকর্ষণ॥
উতলা হইয়া তিনি বলেন তখন।
হায় কোন জনা মোরে করিছে পীড়ন॥
পঞ্চশরে জর্জ্জরিত করিছে আমায়।
হিংসা পাপ ধেয়ে যেন আসিছে হেথায়॥
পাগল হইনু এবে জ্ঞান নাহি আর।
ব্রহ্মতেজ নষ্ট বুঝি হইবে এবার॥
হায় শ্যাম এতদিন সেবিনু তোমায়।
এ ঘোর বিপদে রক্ষা করহে আমায়॥
কোন পাপে বল মোর হেন দশা হইল।
যাদুবিদ্যা বুঝি কেহ আমারে কহিল॥

কে যেন বুকের মাঝে তোলপাড় করে।
এ প্রাণ যাইবে শ্যাম বুঝিনু এবারে॥
নাম নাহি সরে মুখে ধ্যান নাহি আসে।
সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিতেছে কাহার পরশে॥
হায় হায় জ্ঞানশূন্য হইল এবার।
পাপে কলুষিত দেহ হইল আমার॥
এইরূপে কাঁদে তথা উচ্চস্বর করি।
বুক ভেসে পড়ে দুই নয়নের বারি॥
হেন কালে শ্রীগৌরাঙ্গ আসি দেখা দিল।
মধুর বচনে তারে কহিতে লাগিল॥
কলির বিরুদ্ধে তুমি মন্ত্র দান কৈলে।
তার দৃষ্টে তব শক্তি বিলুপ্ত হইলে॥
অনাচার করিত বেটা থাকি ছদ্মবেশে।
ধর্ম্ম আর স্থান নাহি পাইত এ দেশে॥
শুনিয়া মথুরানন্দ লাগিল কাঁদিতে।
বলে এর প্রতিকার হইবে করিতে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন তাহারে তখন।
এর প্রতিকার কিছু হবে না এখন॥
অধিকার যতদিন নিশ্চয় থাকিবে।
ছদ্মবেশ ধারি বেটা জগৎ ভ্রমিবে॥
ধার্ম্মিকগণের সদা পীড়ন করিবে।
গোস্বামিগণের শক্তি হরণ করিবে॥
হায় হায় কি ভীষণ আসিছে সময়।
ম্লেচ্ছাচারী হবে যত গোস্বামী তনয়॥

শেষে এই উৎকলেরা তাদেরে নিন্দিবে।
শ্বপচ হতেও তারা নিকৃষ্ট হইবে ॥
শুনিয়া মথুরানন্দ কাঁদিতে লাগিল।
কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ॥
কিছুক্ষণ পরে যবে পাইল চেতন।
তখন মধুর স্বরে কহিল বচন ॥
হেন দেশে কেন প্রভু আনিলে আমারে।
পাপে কলুষিত দেহ হইবে এবারে ॥
হাসিতে হাসিতে গৌর বলিল তাহারে।
তোমা হেন ভক্তগণে কি করিতে পারে ॥
গোস্বামী সকল মোর ভকত প্রধান।
বিনষ্ট না হইবে তাহারা কখন ॥
এই দেশে কর তুমি নাম বিতরণ।
সেই নাম শুনে কলি লইবে শরণ ॥
তের-শ চল্লিশ সালে কোন ভক্ত তব।
হরিদাসের ভাব লঞা হইবে প্রকট ॥
তব শক্তি যবে তারে সঞ্চার করিবে।
খলভূম পুনঃ সেই জ্বালাইয়া দিবে ॥
আবশ্যক হইলে আমি প্রকট হইব।
জগতে নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিব ॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ ॥

বিগ্রহ সহিত মথুরানন্দের ধলভূমে গমন

গোসাঞীর শক্তি দেখি যত লোকজন।
কাঁদিতে লাগিল তাঁর ধরিয়া চরণ॥
বলে প্রভো বিশ্বনাথ বিশ্বের জীবন।
চিনিতে না পারি মোরা অতি অভাজন॥
কত শক্তি ধর প্রভু ওহে দয়াময়।
তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি হতেছে প্রলয়॥
পাপ তাপ দূরে গেল ওপদ পরশে।
সফল হইনু মোরা শ্রীঅঙ্গ দরশে॥
তোমা ছাড়া হ'য়ে প্রভু থাকিতে নারিব।
অঙ্গীকার কর সবে এখানে রহিব॥
পুত্র কন্যা ধন মান যাহা কিছু আছে।
সমর্পণ করিলাম আপনার কাছে॥
কিছু নাহি চাহি আর দাও পদ শিরে।
এই বলে কাঁদে সাবা বক্ষ ভাসে নীরে॥
গোসাঞী তোষেণ সবে মধুর বচনে।
যুবরাজ কাঁদে তার ধরিয়া চরণে॥
বল প্রভু কৃপা করি কৈলে যদি দাস।
তবে ধলভূমে চল এই অভিলাষ॥
আপনার রাজ্য তাহা করিবে পালন।
তব রাজ্য তোমা বিনা শোভে না কখন॥

সেথা না যাইলে মোরা ত্যজিব জীবন।
এই বলে কাঁদে আর ঝরে দু'নয়ন॥
গোসাঞী কহিল তারে বিনয়ের স্বরে।
তথা যেতে বল, আমি যাইব কি করে॥
বিষ্ণুপুর অধিপতি কত যত্ন করে।
আটত্রিশ বর্ষ এথা রেখেছে আমারে॥
তার মনে কষ্ট দিয়া যাইব কেমনে।
জিজ্ঞাসা করহ তারে ডাকিয়া গোপনে॥
ছেড়ে যদি দেয় তবে যাইব সেথায়।
কারো মনে কষ্ট দেওয়া কভু ভাল নয়॥
আমি তাহা জানি শ্যাম রবেন কোথায়।
তাই বলি একবার জিজ্ঞাস তাহায়॥
শুনিয়া এতেক বাণী বিষ্ণুপুর রায়।
কাঁদিয়া পড়িল সেই গোসাঞীর পায়॥
তাহা দেখি যোগীবর ভাবে মনে মন।
এর প্রতিকার কিবা করিব এখন॥
যদি বলি এথা রব ওর শোক হবে।
সেথায় যাইলে এরা দুঃখিত হইবে॥
অতএব কহিলেন দুঁহু পানে চাঞা।
মন্দির নির্ম্মাণ কর শ্যামের লাগিয়া॥
দুই রাজ্যে দুইজন মন্দির করিবে।
তার মধ্যে একখানি পড়িয়া যাইবে॥
যেইখানি রবে শ্যাম যাবেন সেখানে।
শুনিয়া তখন তারা উঠিল দু'জনে॥

বিষ্ণুপুরে হৈল এক মন্দির তৈয়ার ।
তাহা পড়ে গেল সপ্ত দিনের ভিতর ॥
রামচন্দ্রপুর নামে গড় এক ছিল ।
ধলভূঞা রাজা তথা মন্দির গড়িল ॥
ভাঙ্গাচুরা নাহি [illegible] রয়ে গেল ।
তাই রাধা-শ্যাম চাঁদ সেখানে চলিল ॥
আসিবার কালে সেই বিষ্ণুপুর রায় ।
কাঁদিতে কাঁদিতে ভূমে গড়াগড়ি যায়
কিছুক্ষণ পরে রাজা দেখিল স্বপন ।
কে যেন মধুর স্বরে কহিল বচন ॥
রাস্তা ঘাট কাদা [illegible]র রাজ্যের ভিতরে ।
তাই আমি সেই স্থান ত্যজিনু এবারে ॥
পবন চালাইতে মোর হৈত মহা কষ্ট ।
তাইত আইল এথা মোর প্রাণ কৃষ্ণ ॥
তুই অতি শ্রদ্ধাবান সেই সে কারণে ।
কিছুকাল পরে শ্যাম পাবেন সেখানে ॥
কিন্তু সেই স্থানে নাহি রবে চিরকাল ।
ধলভূম রাজ্য তার লাগিয়াছে ভাল ॥
এই কথা শুনি রাজা হরিষ বিষাদে ।
কিছুক্ষণ রহিলেন দুটি আঁখি মুদে ॥
তারপর চলি যান আপনার পুরে ।
রাধা-শ্যাম মনে তার মনে মনে স্ফুরে ॥
এই সব শ্যাম-লীলা যে করে শ্রবণ ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ ॥

ধলভূম খণ্ড

শ্যামসুন্দরং প্রফুল্লবদনং নবজলধরবরণং ত্রিভঙ্গং শান্তমূর্ত্তিং ।
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষংকম্বুকণ্ঠং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা ॥
বন্দে শ্রীনন্দ-নন্দনং যদুকুলতিলকং গোকুলে গোপরক্ষণং ।
রসিক-কান্তি-শেখরং খগেন্দ্রবাহনং পদ্মাসনং কদম্ববৃক্ষতলেনং
স্বাধরে ন্যস্তবেণুং ।
দক্ষিণে ললিতা যস্ত বামে রাধা জগৎপ্রসূং ।
পুরতঃ সখীভির্যস্ত তং নমামি পদ্মলোচনম্ ॥

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্ ।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

জয় জয় গুরুদেব বাণীকৃষ্ণ-সুত ।
তোমার কৃপায় লিখি এ শ্যাম-চরিত ॥
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি ।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান শিশু অল্পমতি ॥
তথাপি মূর্খের ভাগ্য মনের উল্লাস ।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস ॥

তব পাদপদ্ম দুটি ধ'রে শিরোপরে।
শ্যামলীলা কথা কহি আনন্দ অন্তরে॥
ক্রমভঙ্গ দোষ যেন না ঘটে গোঁসাঞী।
তোমা বিনে এ মূঢ়ের আর কেহ নাই॥
শ্যামলীলা কহ প্রভু হৃদয়ে থাকিয়া।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে মিনতি করিয়া॥

মল্লভূম রাজ্যে বিগ্রহ স্থাপন এবং রাজপুত্র ধর্ম্মদাস ঢোল ও গোপীদাস ঢোলের রাজা হওয়া

মনে মনে ভাবে রাজা বিগ্রহ আনিয়া।
মম রাজ্য সব আমি দিয়াছি সঁপিয়া॥
অতএব সিংহাসনে তারে বসাইব।
তাঁর দণ্ড ছত্র আমি ধরিয়া রহিব॥
রাণীগণ করিবেক চামর ব্যজন।
মম পুত্র দাস হইয়া সেবিবে চরণ॥
ইহা হতে আর কিছু সুখ মোর নাই।
শ্যাম মোর রাজা হবে রাণী হবে রাই॥
মনে মনে এই চিন্তা করিতে করিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া রাজা পড়িল ভূমিতে॥
অন্তর্য্যামী যোগীবর জানিয়া অন্তরে।
হাসিয়া কহেন তারে মৃদু মৃদু স্বরে॥

ব্রহ্মাণ্ড সহিত হয় শ্যামের রাজত্ব।
তাঁর নামে রাজ্য কর হৈঞা তার পুত্র॥
যত কার্য্য হয় তার পরের হাতেতে।
সেই সব হয় তাঁর দেখিতে শুনিতে॥
নাহি হবে প্রীতি তাঁর এ ক্ষুদ্র রাজ্যেতে
ঐ সব প্রজা তোঁহে হইবে পালিতে॥
তাঁর নাম ল'য়ে কর কার্য্য আলোচনা।
পাপ তাপ দূরে যাবে রবে না যাতনা॥
আঁখি কচালিয়া রাজা কহিল তখন।
এই রাজ্য তাঁরে করিয়াছি সমর্পণ॥
আজ তাহা কেন আমি করিব গ্রহণ।
দাস হঞা সদা তাঁর সেবিব চরণ॥
গোসাঞী কহিল তাঁরে বিনয় বচনে।
তাঁর কর্ম্মচারী তুমি ভাবনা হে মনে॥
সেবা যাতে চলে তার করহ বিধান।
তব পুত্র এই রাজ্য করিবে পালন॥
রাজা কহিলেন তবে মধুর বচনে।
মম পুত্র এই রাজ্য পাইবে কেমনে॥
বিশ্বম্ভর ঢোল সে অনুজ আমার।
এই রাজ্য তার পুত্র পাইবে এবার॥
মম ভাগ্য দোষে যবে সন্তান না হল।
তবে মোর মনে মনে কল্পনা হইল॥
এই রাজ্যভার আমি দিব এর শিরে।
পুত্রের সমান তাই পালিনু ইহারে॥

আজ তার রাজ্য সেই করিবে পালন।
মম পুত্র দাস হঞা রবে সর্ব্বক্ষণ॥
শুনিয়া হিকিম-পুত্র কহিল তাহারে।
এই রাজ্য দান আমি করিনু শ্যামেরে॥
রাজপুত্র বিনা প্রজা কে পালিতে পারে।
তাঁর ইচ্ছা হয় যদি দিবেন তাঁহারে॥
শুনিয়া মথুরানন্দ কহিল রাজারে।
দুইজনে এই রাজ্য দাও ভাগ করে॥
মহারাজ ভাবিলেন আপনার মনে।
এই রাজ্য যদি এরা লয় দুইজনে॥
তাহলে শ্যামের মোর সেবা নাহি হবে।
অগ্রেতে তাঁহার এক অংশ রাখি তবে॥
এই বলে রাজত্বের এক আনা দিয়া।
গুরুর চরণে তাঁর প্রণমিল গিয়া॥
বলে প্রভো আশা ছিল শ্যাম রাজা হবে।
মম পুত্রগণ তাঁর দাস হঞা রবে॥
তাহাত দিলে না মোর আশা না পুরিল।
সেবার কারণে প্রভুর একআনা রহিল॥
নয় আনা অংশ দিলাম পালক পুত্রেরে।
ছয় আনা অংশ দিনু নিজের সুতেরে॥
শুনিয়া হিকিম-পুত্র কহিল তাঁহারে।
যোড় করে কহে পিতা ক্ষমহ আমারে॥
এই রাজ্যে অধিকার ছিল না আমার।
তবু যদি কৃপা করি দিলে পুনর্ব্বার॥

তবে ঐ ছয় আনা দাও হে আমারে।
নয় আনা অংশ দাও নিজের সুতেরে॥
শুনিয়া মথুরানন্দ হৈল আনন্দিত।
কহিল তোমার গুণে জগৎ বিদিত॥
ধর্ম্ম চূড়ামণি তুমি বুদ্ধি বিচক্ষণ।
তব যশে আলোকিত হইল ভুবন॥
ধর্ম্মদাস নাম আমি দিলাম তোমার।
অম্বিকা নগরে গিয়া লহ রাজ্যভার॥
গোপীদাস নাম দিলাম রাজার কুমারে।
খাতড়ায় থাকুক চল আনন্দ অন্তরে॥
এক আনা রাজ্য পাঞা শ্যাম রাজা হল।
অতএব তোমার আশা পূরণ হইল॥
তাঁহার পুরের নাম জেনো আজ হতে।
ব্রজরাজ-পুর বলে ঘোষিবে জগতে॥
শুনি রাজা জগন্নাথ নাচিতে লাগিল।
হরি হরি ধ্বনি চৌদিকেতে পড়িল॥
অম্বিকা নগরে তবে গেল ধর্ম্মদাস।
কালাচাঁদ বিগ্রহ সে করিল প্রকাশ॥
তাঁর নাম লয়ে রাজা করয়ে পালন।
গোসাঞীর কাছে দীক্ষা করিল গ্রহণ॥
খাতড়ার গড়ে রহিলেন গোপীদাস।
গোপীপদ রেণু যার সদা অভিলাষ॥
রাধা-শ্যাম বিগ্রহ সে করিয়া নির্ম্মাণ।
তাঁর নাম লয়ে রাজ্য করয়ে শাসন॥

মহারাজা নিজে আর রাণী তিন জনা।
রামচন্দ্রপুরে এসে করিলেন থানা॥
শ্যামের সেবার কাজে সদা থাকে রত।
গোসাঞী দেখেন নিজ সন্তানের মত॥
এইরূপে মহানন্দে ক.র সবে বাস।
দাস গোবিন্দের সদা সেবা অভিলাষ॥

শ্রীশ্রীরাধা শ্যামসুন্দর জিউর সেবা প্রকাশ

শ্রীনন্দদুলাল রহে ব্রজরাজ-পুরে।
গোসাঞী রহেন তথা আনন্দ অন্তরে॥
দশ দেশান্তরে নিজ শক্তি প্রকাশিয়া।
শিষ্য বহু করিলেন কৃষ্ণ মন্ত্র দিয়া॥
শূদ্র, বৈশ্য, আদি কার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ।
বহু লোক আসি তার লইল শরণ॥
ধলভূম রাজ্যে শ্যাম আইলা যখন।
রাজত্বের এক আনা পাইল তখন॥
মহারাজ জগন্নাথে কহিল গোসাঞী।
কিরূপে হইবে সেবা ভাবিতেছি তাই॥
দেবোত্তর জমি যাহা দিলেছে শ্যামেরে।
বল তাহা হ'তে সেবা চলিবে কি করে॥
ঠিকানা নাহিক তার কে করিবে চাষ।
শ্যামের সেবায় মোর সদা অভিলাষ॥

জমি জমা দাও সব প্রজা বিলি করে।
নতুবা শ্যামের সেবা চলিবে কি করে॥
শুনিয়া এতেক বাণী খাণ্ডাব রায়।
দেবোত্তর জমি প্রজাবিলি করে দেয়॥
আদায় উশুল করে রাজার লোকেতে।
সেবা পরকাশ তাহে হৈল ভাল মতে॥
পূজা পালা আদি সব করেন গোসাঞা।
রাধা-গোবিন্দ সেবা'ত রহে তার ঠাই॥
রন্ধনাদি করে সেই আত্ম যত্ন করি।
ভোজন করেন সুখে কিশোর কিশোরী॥
সাধু অভ্যাগত আদি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব।
দিবা-নিশা করে তথা আনন্দোৎসব॥
শ্যামের প্রসাদ তারা সকলেই পায়।
তথায় আসিলে কেহ বিমুখ না হয়॥
একদিন সন্ধ্যাকালে আরতির পরে।
গোসাঞী কহিল তার প্রিয় শিষ্যদেরে॥
দ্রব্য আছে কিনা দেখ শ্যামের ভাণ্ডারে।
বহুলোক আসিতেছে ব্রজরাজ-পুরে॥
এক ঘণ্টা পরে তারা আসি পঁহুছিবে।
তাহাদের খাদ্যদ্রব্য যোগাইতে হবে॥
মনোযোগ দিয়া কর দ্রব্য আয়োজন।
শুনি সব শিষ্যগণ কহিল তখন॥
ভাঁড়ারে যা দ্রব্য প্রভু অবশিষ্ট আছে।
সামান্য হইবে তাহা অধিক না হবে॥

দশ সের আটা আর ঘৃত সেই মত।
গুড় কিছু আছে আর ফল সেই মত ॥
চারি তাড়া পাতা আছে এক শত হবে।
অনুমতি কৈলে লুচি তৈয়ার হইবে ॥
শুনিয়া মথুরানন্দ কহিল তখন।
বহুলোক আসিতেছে শ্যাম মোরে কন ॥
এ সামান্য দ্রব্যে তাহা নাহি কুলাইবে।
কিছুক্ষণ ভেবে বলে উপায় কি হবে।
এইরূপে ভাবে গুরু আপনার মনে।
হেনকালে আশি জন আইল সেখানে ॥
দেখি তাঁর শিষ্যগণ কাঁদিয়া উঠিল।
করযোড় করি গুরু গোসাঞে কহিল ॥
ভয় হইতেছে এত লোক কিসে খাবে।
এত রাত্রে দোকানেতে দ্রব্য না মিলিবে ॥
শুনিয়া মথুরানন্দ কহিল তাঁদেরে।
বসিতে আসন দেও বৈঠক আগারে ॥
অভ্যর্থনা কর গিয়া তোমরা তাঁদেরে।
জলপান তামাকাদি যোগাও সাদরে ॥
বাবার কৃপায় কোন অভাব না হবে।
অবশ্যই খাদ্যদ্রব্য আনিয়া জোটাবে ॥
যাহা স্বল্প আছে ঐ ভাঁড়ার ভিতরে।
ত্বরায় প্রস্তুত কর আনন্দ অন্তরে ॥
তাহা শুনি শিষ্যগণ হৈল হরষিত।
গুরুর আদেশ মাত্র করিল বিহিত ॥

এইরূপে রাত্রি প্রায় বার বেজে গেল।
এমন সময়ে সবে দেখিতে পাইল॥
এক গাড়ী খাদ্যদ্রব্য আইল কোথা হতে
চড়া দহ গুড় আদি সন্দেশ সহিতে॥
তখন জানিল তারা জিজ্ঞাসা করিয়া।
সবু কর্ম্মকার ইহা দিল পাঠাইয়া॥
গুরাপে বাড়ী তার শ্যামগত প্রাণ।
বিপদে পড়িয়া এই রাত্রিতে পাঠান॥
পিতৃহীন হৈঞা তার শ্রাদ্ধের কারণ।
এই সব খাদ্যদ্রব্য কৈল আয়োজন॥
শতেক ব্রাহ্মণ যারা নিমন্ত্রিত ছিল।
অনুমতি দিয়া কেহ খেতে না আইল॥
তাই সব পাঠাইয়া দিল সে এখানে।
ভোজন করিবে এথা যত ভক্তগণে॥
তাহা দেখি লোক সব বুঝিতে পারিল।
আনন্দিত হঞা তবে খাইতে বসিল॥
হেনকালে এক গাড়ী কাঁঠাল লইয়া।
যাদব মণ্ডল তথা কহিল আসিয়া॥
রঘুনাথপুরে বাড়ী মোরা তিন ভাই।
কাঁঠাল লইয়া প্রভু আইনু তব ঠাই॥
একটি গাছেতে এই ফলেছে প্রথমে।
লইয়া আইনু তাই শ্যাম সন্নিধানে॥
অবসর নাহি প্রভু চাষের সময়।
তাই রাত্রিকালে মোরা আইনু এথায়॥

শুনিয়া সকল লোক আশ্চর্য্য মানিল।
হরি হরি ধ্বনি চৌদিকেতে উঠিল॥
আনন্দ অন্তরে সবে ভোজন করয়।
সেই সব খাদ্যদ্রব্য শেষ নাহি হয়।
উদর পূরণ করি খাইল সকলে।
অভ্যাগত যতজন ছিলেন সে স্থলে॥
তবু নাহি শেষ হল দ্রব্য সমুদয়।
তখন গোসাঞী তাঁর শিষ্যদের কয়॥
গ্রামবাসী লোকজন ডাকিয়া আনিয়া।
যাহা কিছু দ্রব্য আছে দাও বিলাইয়া।
তাহাই করিল তাঁর শিষ্যেরা সকলে।
গ্রামবাসী সকলেই খেল কুতূহলে॥
তবু নাহি শেষ হয় দ্রব্য সমুদয়।
অন্ধ খঞ্জ দীনে হীনে ডাকিয়া খাওয়ায়॥
এইরূপে মহানন্দে রহেন গোসাঞী।
দাস গোবিন্দ কহে প্রভু রাখ তব ঠাই॥

মথুরানন্দের বিবাহ

রাজা প্রজা আদি করি যত শিষ্যগণ।
আপন আপন মনে করয়ে চিন্তন॥
গোসাঞীর কাছে মোরা শিষ্য হইলাম।
মন প্রাণ সকলি ত তাঁরে সঁপিলাম॥

সংসার বিরাগী তিনি নাহি জায়া সুত।
বংশ হইবে না তাই ভাবি অবিরত॥
সংসারের কৃমি মোরা আছে সুত দারা।
কেমনে থাকিব গুরুপদ হয়ে হারা॥
পুত্র পৌত্রাদিগণে কেবা দীক্ষা দিবে।
এ ভব সমুদ্রে কেবা পার করি দিবে॥
গুরুপদ তরী বিনা নাহিক উপায়।
তাহা ছাড়া হলে জীব রসাতলে যায়॥
কৃপা করি যদি গুরু বিবাহ করিত।
তবে যত শিষ্য তাঁর আনন্দ পাইত॥
পুরুষানুক্রমে পাঞা ওপদ কমল।
সংসারের শোক তাপ এড়াত জঞ্জাল॥
কালের হাতেতে তারা পাইত নিস্তার।
এইরূপ ভাবে আর চক্ষে বহে ধার॥
অস্থির হইল যবে থাকিতে না পারে।
গুরুর কাছেতে গিয়া কৈল যোড়করে॥
শুনিয়া সে সব কথা কহিল গোসাঞী।
গুরুরূপ হল মোর প্রাণের কানাই॥
তাঁহার কাছেতে শিষ্য হইবে সকলে।
বিয়ে দিয়ে কেন মোরে ফেলিবে জঞ্জালে॥
নরকের হেতু নারী অনর্থের মূল।
সুখের কণ্টক তারা খোয়ায় দু'কূল॥
কামিনী কাঞ্চনে যদি লোভ কারো হয়।
দুঃখের সমুদ্রে সে পড়িবে নিশ্চয়॥

সুখ নাহি পাবে কভু জঞ্জাল বাড়িবে।
শান্তি না পাইবে সে অশান্তি ভুঞ্জিবে॥
যদ্যপি থাকয়ে কারো সুখের বাসনা।
কামিনী কাঞ্চনে কভু লোভ করিও না॥
কামিনীর কটাক্ষেতে নাহিক নিস্তার।
তাদের কাছেতে কারো নাহি পারাবার॥
সাধন ভজন সব হইবে বিফল।
এ বৃদ্ধ বয়সে জ্বালা বাড়িবে কেবল॥
শুনিয়া কতক লোক হইল নিরুত্তর।
কেহ কেহ নানামতে বুঝান বিস্তর॥
রাজপুত্র গোপীদাস চরণে ধরিয়া।
কতরূপে বুঝাইল মিনতি করিয়া॥
ধর্ম্মদাস বুঝাইল অতি যত্ন করি।
উৎকলের সুত বুঝাইল পায় ধরি॥
আর আর শিষ্যগণ সকলে বুঝায়।
কিন্তু কারো সেই আশা পূর্ণ নাহি হয়॥
বিবাহ করিতে মত করে না গোসাঞী।
বিরক্তির চিহ্ন দেখাইল সবা ঠাই॥
অতএব সবে তারা নিরস্ত হইল।
শ্যামের নিকটে সব দরখাস্ত দিল॥
সাহস না হয় কিছু বলিতে বচন।
দুঃখে সুখে দিন তারা করযে যাপন॥
এইরূপে কিছুদিন গেল গোঁয়াইয়া।
একদিন শ্যামচাঁদ কহিল ডাকিয়া॥

হাসিতে হাসিতে তিনি বলেন মথুরে।
তুমি ত আনিলে মোরে ব্রজবাজ পুরে ॥
এবে বৃদ্ধ হইয়াছ দেখিতেছি আমি।
অল্পদিন মধ্যে দশা পালটিবে তুমি ॥
অল্প দিন মধ্যে তব সমাধি হইবে।
তখন আমার সেবাত কা'কে করিবে ॥
মৃদুস্বরে কহিলেন ঠাকুর কানাই।
আপনার সেবা কেবা চালাবে কানাই ॥
হেন সাধ্য কার আছে খাওয়াবে তোমায়
যেই যাহা করে তাহা রাধার কৃপায় ॥
এই স্থূল দেহ মোর যতদিন রবে।
স্থূল দেহের কর্ম্ম প্রভু সকলি করিবে ॥
তারপর করিবে রাধা গোবিন্দ সেবাকে।
সে কারণে তারে আমি করিয়াছি সাথ ॥
অবশ্য পূজিবে সে ভক্তি সংকারে।
এই কথা বলে আর আঁখি দুটি ঝরে ॥
শ্যামচাঁদ কহিলেন হাসিতে হাসিতে।
সেজন আমার সেবা করিবে কি মতে ॥
পিতা বলি সম্বোধন করিছে আমারে।
সেজন মধুর ভাব পাইতে না পারে ॥
চিরকাল রবে সে হএগ্রা তব দাস।
আমার সেবায় তার নাহিক উল্লাস ॥
বিবাহ করিয়া কর সংসার পত্তন।
তাহারা আমার সেবা চালাবে তখন ॥

সেবাতের বিয়ে দাও কহি হে তোমায়।
তার পুত্র হয়ে সদা সেবিবে আমায়॥
সেবা কাজে তারা সব আনন্দ পাইবে।
তব পুত্রগণে যত দ্রব্য যোগাইবে॥
শুনিয়া মথুরানন্দ কহে ধীরে ধীরে।
কেন প্রভো হেন কথা বলিছ আমারে॥
সত্তর বছর মোর বয়স হইল।
বিবাহ করিতে কেন এতদিনে বল॥
এ বৃদ্ধ বয়সে আমি বিবাহ করিলে।
সাধন ভজন সব যাইবে বিফলে॥
মুখ দেখা ভার হবে লোকের কাছেতে।
অপবাদ কত লোকে করিবে আমাকে॥
শুনিয়া শ্রীশ্যামচাঁদ উঠিল রাগিয়া।
কহেন তখন তার মুখপানে চাহিয়া॥
লোকাচার রাখ তুমি পাবে না আমায়।
যথা হতে আসিয়াছি যাইব তথায়॥
শুনিয়া মথুরানন্দ পাইলেন ভয়।
শ্যামের সম্মুখে তাই যোড়করে কয়॥
রোষ না করিহ প্রভু বিবাহ করিব।
আপনার বাক্য আমি যতনে পালিব॥
কোথা কবে বিয়ে হবে কও হে আমায়।
এই বলে কেঁদে কেঁদে পড়িলেন পায়॥
শ্যাম বলে আমি তব সম্বন্ধ দেখিব।
শুভদিন দেখি মেয়ে এখানে আনিব॥

তাহার পরেতে দিব বিবাহ দোঁহার।
মিথ্যা না ভাবিহ মনে কহিলাম সার॥
এই বলে নিরুত্তর হইল তখন।
নিশাযোগে গোপীচাঁদে দিলেন স্বপন॥
শ্যামের আদেশ পাঞা রাজার নন্দন।
দামোদর বাটী মুখে চলিল তখন॥
বামাপদ চট্টোপাধ্যায় রহে সেই গ্রামে।
তাহার তনয়া ছিল কনকলতা নামে॥
তাঁহার রূপের কথা কি কহিব আর।
মনে হয় পূর্ণমাসী প্রতিমা আকার॥
গুণে যেন সরস্বতী অতি বুদ্ধিমতী।
দেখে মনে হয় সেই দক্ষ-কন্যা সতী॥
তাহার সঙ্গেতে যদি সম্বন্ধ করয়।
শুনিয়া ব্রাহ্মণ হৈল আনন্দাতিশয়॥
মেয়ের বিয়ের তরে নানাস্থানে ফিরে।
কিন্তু কোনখানে স্থির না করিতে পারে॥
কোথাও সম্বন্ধ হলে কনক সুন্দরী।
হাত নেড়ে মাথা নেড়ে মুখ ভঙ্গি করি॥
সকলের কাছে সে অবজ্ঞা জানায়।
সেই সে কারণে তার বিবাহ না হয়॥
পঞ্চদশ বৎসর বয়স হইল।
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী তাই চিন্তিত যে ছিল॥
রাজার কুমারে দেখি আনন্দ হইল।
পাত্র দেখিবারে তার সঙ্গেতে চলিল॥

ক্রমে উপনীত হইল ব্রজরাজ পুরে।
তখন দেখেন আসি সেই বুড়া বরে॥
কোমরে কৌপীন তার কমণ্ডলু করে।
গায়ে যেন খড়ি উড়ে জটা শিরোপরে॥
সমস্ত অঙ্গের ত্বক গেছে ঢিলা হয়ে।
পদ্মাসন করি তথা আছেন বসিয়ে॥
দেখিয়া ব্রাহ্মণ কয় এহ বুড়া বরে।
দিতে নাহি পারি মোর কনকলতারে॥
কনকলতিকা হয় পরম সুন্দরী।
বুড়ারে দেখিয়া সে যাবে লাজে মরি॥
সংসার বিরাগী ইনি সন্ন্যাসী যে হন।
কন্যাদান কেমনেতে করিব এখন॥
চলিয়া গেলেন তাই সেখান হইতে।
বলে আমি কন্যা নাহি দিব এর হাতে॥
নানামতে বুঝাইল যত লোক জন।
সম্মত না হইল তাহে ব্রাহ্মণ নন্দন॥
সকলের অনুরোধ হেলন করিয়া।
আপন ভবনে তিনি গেলেন চলিয়া॥
সেখানে যাইয়া যবে হইল উপনীত।
দেখিয়া শুনিয়া প্রাণ হইল কম্পিত॥
সাধের কনক আর পুত্র চারিজন।
ধূলায় পড়িয়া আছে হৈঞা অচেতন॥
রক্তের স্রোত বহে সকলের মুখে।
শ্বাস নাহি বহে নাকে জল পড়ে চোখে॥

তাহা দেখি মাতা তার কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
পাড়া প্রতিবাসী আছে চৌদিকেতে ঘিরে॥
কবিরাজ ডাকিতে কেহ দ্রুতগতি যায়।
কেহ করে পাখা লয়ে বাতাস করয়॥
কেহ চোখে মুখে জল করে সিঞ্চন।
হেনকালে আইল এক ভিখারী ব্রাহ্মণ॥
তিনি কহিলেন তথা মৃদু মৃদু স্বরে।
কি কারণে তোমরা গো কাঁদ উচ্চৈঃস্বরে॥
ত্বরা করি লয়ে যাও ব্রজবাজপুরে।
কন্যাদান কর গিয়ে সেই যোগীবরে॥
নতুবা তোমার বংশ বিনাশ হইবে।
সেই শোকে চিরদিন কাঁদিয়া বেড়াবে॥
এই বলে অন্তর্ধান হইল ব্রাহ্মণ।
তাহা দেখি সব লোক করয়ে ক্রন্দন॥
বলে হায় হায় মোরা চিনিতে না পারি।
ভিখারীর বেশে এসে ছিলেন শ্রীহরি॥
ব্রাহ্মণী ভর্ৎসনা করে স্বামীকে তাহার।
বক্ষ ভেসে পড়ে দুই নয়নের ধার॥
বলে তুমি অজ্ঞ তাই চিনিতে নারিলে।
শিবের করেতে দুর্গা মায়ে না সঁপিলে॥
চল চল যাই দোঁহে পড়ি তার পায়।
এ ঘোর বিপদে আর নাহিক উপায়॥
এই বলে চলে তারা পুত্র কন্যা লইয়া।
গোযানে চড়িয়া সবে চলিল ধাইয়া॥

ক্রমে উপনীত হইল ব্রজরাজপুরে।
তথা কেঁদে কেঁদে তারা কহে যোগীবরে ॥
অপরাধ ক'রয়াছি করহ মার্জ্জন।
তে মার চরণে মোরা লইনু শরণ ॥
মৃদু হাসি হেসে তিনি কহেন তখন।
কেন মিছে তোমরা গো কারছ ক্রন্দন ॥
শ্যামের কৃপায় সব গেছে ভাল হৈঞা।
শুনিয়া সকল লোক দেখিলেন চাঞা ॥
পাচ জনে উঠে তারা অঙ্গ নাড়া দিয়ে।
কনকলতা প্রণমিল চরণে ধরিয়ে ॥
তাহার মা তার কাছে কহিল তখন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে মোর হইবে মিলন ॥
বিবাহ হইবে আজ ইহাতে আমাতে।
এই কথা বলে তাঁর ধারল দু'হাতে ॥
গোসাঞী কহেন তারে সভার মাঝেতে।
তোমাতে আমাতে বিয়ে হইবে কি মতে ॥
এক বর্ষকাল তুমি ব্রহ্মচর্য্য কর।
তবে যদি মোর সঙ্গে মিলিবারে পার ॥
শুনি কনকলতা কয় হাসিতে হাসিতে।
ব্রহ্মচর্য্য তুমি মোরে বলিলে করিতে ॥
তাহাত করেছ তুমি বহুকাল থেকে।
কিবা পাইয়াছ তাহা বলনা আমাকে ॥
মথুরানন্দ কহে আমি সাধনার জোরে।
রাধাশ্যামে আনিয়াছি ব্রজরাজপুরে ॥

শুনিয়া কনকলতা উঠিল হাসিয়া।
বলে আমি বৃন্দাবন আনিব টানিয়া॥
অতঃপর ঝড়বৃষ্টি হৈল বরিষণ।
তাহাতে হৈল ক্ষুদ্র পাহাড় সৃজন॥
গোবর্দ্ধন গিরি বলি কহিলেন তায়।
তারপর দুইদিন ঝড়বৃষ্টি হয়॥
তাহাতে বহিল শিলাবতী স্রোতস্বতী।
যমুনা বলিয়া তারে কহিলেন সতী॥
দশদিন পরে যেন গঙ্গা সম বেগে।
জয়পণ্ডা নামে এক নদী দেখে সবে॥
দুই ধারে দুই নদী তরঙ্গে ছুটিল।
তাহা দেখি লোক সব আশ্চর্য্য মানিল॥
অধিক বৃষ্টিতে দেশ হইল প্লাবন।
দেখিয়া মথুরানন্দ কহেন তখন॥
শান্ত হও দেবী এবে বুঝিনু সকল।
ক্রমেতে আসিবে ব্রজের যত লীলাস্থল॥
এককালে এইস্থানে হইবেক ধাম।
লীলাস্থল দেখি কত পাইবে আরাম॥
কত লোক রবে আসি ছাড়ি বৃন্দাবন।
এই স্থানে ত্যজি শ্যাম যাবে না কখন॥
তব শক্তি যাহা তুমি দেখাইলে মোরে।
চিরদিন ঘোষিবে তা জগৎ সংসারে॥
অতঃপর দুইজনে মিলন হইল।
দেখি যত শিষ্যগণ নাচিতে লাগিল॥

দশশবায়ান্ন সালে বৈশাখ মাসেতে।
বিবাহ হইয়া গেল শুক্লা অষ্টমীতে॥
রাধা গোবিন্দ সেবা'তে সংসারী করিল।
অম্বিকা নগরে তাব বিবাহ হইল॥
তথা শ্রীশচীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীর ধাম।
তাহাব তৃতীয়া কন্যা সতীবালা নাম॥
তাহার সঙ্গেতে তার হইল পরিণয়।
রূপে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তুলনা না হয়॥
গুণে সরস্বতী যেন অতি বুদ্ধিমতী।
স্বামী সেবা পরায়ণা শুদ্ধ রীতিনীতি॥
ব্রজরাজপুরে আসি রহে পতি সনে।
তাহার গুণের কথা না যায় বর্ণনে॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহাব চরণ।

— —

শিলাবতী ও জয়পণ্ডার জন্মকথা

জয়পণ্ডা নামে এক ছিলেন ব্রাহ্মণ।
ন'পাড়া বড় গ্রামের শ্রেষ্ঠ মহাজন॥
শিলাবতী নামে এক দাসী ছিল তার।
ঐ গ্রামে শূদ্র কুলে জনম তাহার॥
অতি অনাথিনী সে রহে তার ঘরে।
আত্মীয় বান্ধব কেহ ছিল না সংসারে॥

তাই পণ্ডা তারে অতি করুণা করিত।
তাহার ঘরণী অতি আদর করিত॥
স্নেহ চক্ষে দেখিতেন গ্রামবাসিগণ।
সদ্‌গুণ দেখি তার সবে বাধ্য হন॥
অল্প বয়সে পণ্ডা পত্নী হারা হৈয়া।
গঙ্গাস্নানে চলিলেন হাটিয়া হাটিয়া॥
শিলাবতী বলে আমি যাব তব সনে।
এই বলে কাঁদে তার ধরিয়া চরণে॥
পণ্ডা কহিলেন তারে বিনয় বচনে।
কেমনে যাইবে বল তুমি মম সনে॥
সে পথ দুর্গম তাহে হাটিতে নারিবে।
নারী হঞা হেন আশা কভু না করিবে॥
দশ দিনে পুরুষেরা যাইতে না পারে।
তা'হলে বলগো তুমি যাইবে কি করে॥
নারীর সঙ্গেতে পথে চলা ভাল নয়।
শুনি শিলাবতী করে চিন্তা অতিশয়॥
পূর্ব্ব জনমের কথা হইল স্মরণ।
গঙ্গার পরশে হবে পাপ বিমোচন॥
বৃন্দাবনে ছিনু যবে চোরের ঘরণী।
শ্যামের বিরহে সবে হৈনু উন্মাদিনী॥
সেইকালে মোর দ্বারে আসিয়া ব্রাহ্মণ।
এক মুঠা অন্ন ভিক্ষা করিল যখন॥
অন্ন নাহি দিয়া তারে অতি ক্রোধ ভরে।
দ্বার হতে তাড়াইয়া দিলাম তাহারে॥

সেইকালে অভিশাপ করিলেন তিনি।
পরজন্মে তুমি বেটী পাবে শূদ্র যোনী॥
তাই শূদ্রকুলে জন্ম হয়েছে এথায়।
গঙ্গার পরশে পাপ হইবেক ক্ষয়॥
সেই গঙ্গা স্পর্শ হেতু কি করি উপায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন স্থির নাহি হয়॥
কিছুক্ষণ পরে বলে দুঃখিত হঞা।
চুল আর নখ দিই কৌটাতে পুরিয়া॥
গঙ্গার জলেতে তাহা নিক্ষেপ করিবে।
তাহাতেই মোর আশা পূরণ হইবে॥
তাহা শুনি জয়পণ্ডা করিলেন সায়।
শিলাবতীর চুল আর নখ লয়ে যায়॥
গঙ্গার জলেতে যবে নিক্ষেপ করিল।
দুই হাত পাতি তাহা গঙ্গাদেবী নিল॥
তাহা দেখি পণ্ডা অতি আশ্চর্য্য মানিল।
করযোড় করি বহু স্তব স্তুতি কৈল॥
কিছুক্ষণ পরে গঙ্গা হৈল অন্তর্ধান।
তখন পণ্ডার মনে হইল স্মরণ॥
আমার ঘরণী সেই গায়ত্রী রূপসী।
ব্রহ্ম শাপে শূদ্রকুলে জন্ম নেন আসি॥
গঙ্গাস্পর্শে পাপক্ষয় হইল দোহার।
তাই পূর্ব্ব লীলা এবে স্ফুরিছে আমার॥
যাই দ্রুতগতি গিয়া মিশি তার সনে।
এই বলে ফিরিলেন আপন ভবনে॥

আসিতে আসিতে যবে শুনিল রাস্তায়।
শিলাবতী দেবী ঐ নদী হয়ে যায় ॥
তার নখ চুল যবে পড়িল গঙ্গায়।
শিলাবতী দেবী তবে স্রোত বেয়ে যায় ॥
গোবর গুলিয়া সেই ছেঁচ দেয় ঘরে।
গঙ্গার কৃপায় সেই জল উঠে শিরে ॥
তাহে ধারা বেয়ে দেবী প্রবাহিত হৈল।
শুনিয়া শ্রীজয় পণ্ডা মূর্চ্ছিত হইল ॥
এক কূপ গঙ্গাজল ছিল তার শিরে।
তাহা পড়ে ভেঙ্গে গায়ে তথা জল ঝরে ॥
তাহে এক সরোবর তখনি হইল।
তাহা হতে স্রোত এক বাহির হইল ॥
কণ্ডোড়ে মিলিল গিয়া শিলাবতী সঙ্গে।
তথা হতে গঙ্গা সনে মিলিলেন রঙ্গে ॥
ঐ কূপ পুষ্করিণী গড় ডুয়ার গ্রামে।
কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা জল ঝরে তাহে ॥
গোসাঞা কহিল স্নান করিলে এ জলে।
পুষ্কর স্নানের ফল পাইবে সে কালে ॥
তাহার সেই স্রোতে স্নান করিবে যে জন।
গঙ্গাস্নানের ফল সে পাইবে তখন ॥
ব্রহ্মশাপে পাষাণ দেহ রহিল পণ্ডার।
কভু শুষ্ক নাহি হবে ওর স্রোতধার ॥
শিলাবতীর জলে স্নান যে জন করিবে।
যমুনা স্নানের ফল নিশ্চয় পাইবে ॥

বার মাস ওর গর্ভে জল না থাকবে।
ব্রহ্মশাপে বালুরাশি উত্তপ্ত হইবে॥
কাঙাড়ের ঘাটে যদি করে কেহ স্নান।
শ্রদ্ধা সহকারে করে মস্তক মুণ্ডন॥
তাহ'লে হে প্রয়াগের ফল সে পাইবে।
মিথ্যা হ'লে দাস গোবিন্দ নরকে যাইবে॥

মথুরানন্দের বংশ বিস্তার ও শ্রীমতীর বিবাহ

কনকের সনে বিয়ে করিলা গোসাঞী।
তাহা দেখি আনন্দিত হইল সবাই॥
যত সব শিষ্যগণ হইল আনন্দিত।
ব্রজরাজ পুরবাসী হৈল পুলকিত॥
ক্রমে কিছুদিন যবে অতীত হইল।
তিন পুত্র আর এক কন্যা জনমিল॥
শ্যাম সুন্দর নাম রাখেন প্রথম সুতের।
নন্দকুমার নাম রাখেন দ্বিতীয়ের॥
তৃতীয় পুত্রের নাম রাধাপতি রাখে।
শ্রীমতী বলিয়া তাঁর তনয়ারে ডাকে॥
অতি রূপবতী তার তুলনা না হয়।
তাই বহু পাত্র তারে লভিবারে চায়॥

সপ্তম বরষ যবে বয়স হইল।
বৈদ্যবাটি গ্রামে তার বিবাহ হইল ॥
অনাদি মুখুয্যে নাম পরেশ নন্দন
শ্রীমতীর সনে তার হইল মিলন ॥
বিবাহের কথা তার কিঞ্চিৎ বর্ণিত।
পুঁথি বাড়াইয়া নাহি বিস্তার করিব ॥
আসিয়া ছিলেন যত বরযাত্রিগণ।
পাঁঠা চাই বলি সবে হইল উচাটন ॥
গোসাইর কাছে তারা কহিল সবাই।
পাঁঠা না পাইলে মোরা কেহ খাব নাই ॥
গোসাঞী কহিল পাঁঠা দিব হে কেমনে।
জীবহিংসা মহাপাপ জানে সর্ব্বজনে ॥
মঙ্গলীয় কর্ম্ম চাই বিবাহের দিনে।
অকারণ জীব হত্যা করিব কেমনে ॥
অন্য যাহা চাবে আমি তাহা যোগাইব।
শুভদিনে জীব হিংসা কভু না করিব ॥
একে বরযাত্রী তাহে মাংসাশী ব্রাহ্মণ।
পাঁঠা না পাইয়া কেহ করেনি ভক্ষণ ॥
গোসাঞী বলেন আমি বিপাকে পড়িনু।
না বুঝিয়া কেন হেন পাত্রে মেয়ে দিনু ॥
বলে হায় শ্যাম তব মনে এই ছিল।
গোসাঞীর ঘরে আজ জীব হত্যা হল ॥
কেমনে করিব আমি পাঁঠা বলিদান।
তুমি প্রভো নিজে এর করহ বিধান ॥

এই বলে ফুকারিয়া কাঁদিতে লাগিল।
তাহা দেখি শ্যামচাঁদ তাঁহারে কহিল॥
মৃদু হাসি হেসে তিনি বলেন তাহারে।
যাও তুমি কহ গিয়া বরযাত্রীদেরে॥
যত পাঠা খাবে তারা দিব তাহা আমি।
বিকাল হইলে তাহা দেখিবে হে তুমি॥
রাত্রিকালে সবে তারা খাইতে বসিবে।
পাঁঠার লাগিয়া তুমি চিন্তা না করিবে॥
গোঁসায়ের ঘাটে তবে পরাণ বসিল।
বিনয় বচনে বরযাত্রীরে তুষিল॥
ক্রমে অপরাহ্ণ আসি যবে দেখা দিল।
চৌদ্দটী হরিণ আসি তথা দাঁড়াইল॥
গোঁসাঞী কহিল যত বরযাত্রিগণে।
এই সব পাঁঠা হের শ্যামের ভবনে॥
এই মাংস খাও সবে উদর পুরিয়া।
এই বন্য পাঁঠা শ্যাম দিল পাঠাইয়া॥
তাহা দেখি সকলেই আশ্চর্য্য মানিল।
কৃতাঞ্জলি হৈঞা সবে মার্জ্জনা চাহিল॥
বলে প্রভু না বুঝিয়া করিয়াছি দোষ।
অধম অজ্ঞান মোরা না করিহ রোষ॥
নিজ কৃপাগুণে আজ ক্ষম আমাদেরে।
এই কথা সবে তারা কহে যোড়করে॥
হাসিয়া গোঁসাঞী তবে কহিল সবারে।
গরীব গোসাঞী আমি কিছু নাই ঘরে॥

কৃপা কার যাহা শ্যাম দিয়েছে আমায়।
তাহাতেই মুক্ত হৈনু এই কন্যাদায়॥
খেতে চাহিলেন সবে ছাগলের মাস।
যদি না খাওয়াই তবে হবে অপযশ॥
একে ত ব্রাহ্মণ তাহে কুলীনের ছেলে।
খেতে চাহিলেন যাহা তাহা নাহি দিলে॥
অপরাধ হইবে তার সন্দেহ নাই।
তাই বলি এই মাংস খাও হে সবাই॥
শুনিয়া তাহারা আরো লজ্জিত হইল।
অতি নম্র হঞা সবে কহিতে লাগিল।
দোষ করিয়াছি প্রভো লজ্জা নাহি দিবে।
অজ্ঞান সন্তান বলে মার্জ্জনা করিবে॥
নররূপে আছ প্রভু তুমি নারায়ণ।
চিনিতে নারিনু মোরা অতি অভাজন॥
খেতে কিছু নাহি চাই উদর পুরিল।
ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি সব দূরে পলাইল॥
এই বলে সবে তথা কাঁদিতে লাগিল।
তখন গোসাঞী সেই হরিণে কহিল॥
যাও বাছা যথা হতে এসেছ তোমরা।
আজিকার কার্য্যোদ্ধার কৈল ননীচোরা॥
পুনঃ যদি প্রয়োজন হয়রে কখন।
তাহলে আসিতে হবে এ শ্যাম ভবন॥
শুনিয়া এতেক বাণী হরিণের দল।
একে একে চলে গেল যথায় জঙ্গল॥

তাহা দেখি লোক সব আশ্চর্য্য মানিল।
উচ্চকণ্ঠে ব্রাহ্মণ মণ্ডলে কহিল॥
আজ হতে যদি কেহ কুটুম্ব স্বজন।
এই গৃহে পাঠা মাংস করয়ে ভক্ষণ॥
তবে সে জানিবে তার সর্ব্বনাশ হবে।
কুলীন কি ছুরন্তরী যে হয় সে হবে॥
দাস গোবিন্দ বলে ভাই হৈও সাবধান।
এই কথা যেন কেহ ভুলনা কখন॥

মথুরানন্দের পুত্রগণের কথা

গোঁসায়ের তিনপুত্র, হৈল ক্রমে উপযুক্ত,
বিবাহ দিলেন সবাকারে।
কিন্তু নাহি সুখ পায়, অশান্তিতে দিন যায়,
হৈল যেন দুঃখের আগার॥
সত্বগুণে প্রথম সে, রজো গুণে মধ্যম যে,
তমোগুণে কনিষ্ঠের জন্ম।
ভিন্ন ভিন্ন মত তাই, কাহারও একতা নাই,
ভাব অনুসারে কার কর্ম্ম॥
কেউ কারো বাধ্য নয়, পরস্পরে দ্বন্দ্ব হয়,
তাহা দেখি গোঁসাই কহিল।
এ বৃদ্ধ বয়সে শ্যাম, দিলে যদি সন্তান,
তবে কেন অশান্তি জুটিল॥

তিন ভাবে তিন ছেলে, তৈরী করি পাঠাইলে,
তাই হেন কলহ ঘটিল।
সাধন ভজন করি, পাইয়া তব পদ তরী,
শেষে কেন জঞ্জাল বাড়িল।
কি করি উপায় এবে, সারা হৈনু ভেবে ভেবে,
অশান্তি যে বাড়িছে ক্রমশঃ।
প্রতিকার কর তার, কহিতেছি বার বার,
রটাইওনা আর অপযশ॥
এইরূপ বলে আর, দুই পক্ষে বহে ধার,
ক্রমে কিছুদিন চলি গেল।
দেখি বাড়াবাড়ি অতি, মনেতে করিল স্থিতি,
প্রতিকার করিতে হইল॥
আলাহিদা করি দিয়া, সম্পত্তি বাটিয়া দিয়া,
শ্যামের সেবা অংশ করিয়া।
আটমাস জ্যেষ্ঠ সুতে, তিনমাস মধ্য পুতে,
একমাস কনিষ্ঠেরে দিয়া॥
কহেন সবারে ডাকি, দেখিয়া তোদের মতি,
স্থির আর থাকিতে না পারি।
পৃথক হইয়া সবে, সুখে দিন কাট এবে,
এ সম্পত্তি দিনু অংশ করি॥
শ্যামের সেবার লাগি, নিযুক্ত করিতে হবে,
নৈলে শেষে জঞ্জাল বাড়িবে।
নয়টা বাজিবে যবে, পূজা কর্ম্ম সমাধিবে,
সেইকালে শীতলী দিবে॥

দুই সের চিড়া ভাজা, তিন সের মুড়্কি তাজা,
ঘৃত কিছু দিবে হে তাহায় ।
লবণ কিঞ্চিৎ দিবে, তবে ত সুস্বাদ হবে,
ছয়টি মিঠাই দিবে তায় ॥
ফল মূল যাহা পাবে, তাহা শ্যামে যোগাইবে,
সর ছানা দিবে হে প্রভুরে ।
বারটা বাজিবে যবে, অন্ন ব্যঞ্জন যোগাইবে,
এই কথা কহিনু সবারে ॥
তিন সের তিন পোয়া, আতপ তণ্ডুল লইয়া,
যত্ন করি অন্ন পাকাইবে ।
কলায়ের ডাল দিবে, খেতে তাহা ভাল হবে,
পাঁচ পোয়া মাপিয়া তা দিবে ॥
তিন সের দুধ দিয়া, আতপ এক পোয়া লৈয়া,
সেই মত গুড় দিয়ে তায় ।
পরমান্ন করাইবে, তাহাতে কর্পূর দিবে,
চিড়ার পিঠা যোগাইবে তায় ॥
তাহে পূত শ্যামরায়, চাঁছি ভরি দিও তায়,
এক সের চিড়া যেন হয় ।
কম হলে নাহি হবে, শ্যামের ক্ষুধা না মিটিবে,
এই বাক্য কহিনু নিশ্চয় ॥
ব্যঞ্জন যা দিবে শ্যামে, কহি তাহা সবা স্থানে,
রন্ধন তা কর ভাল মতে ।
কুমড়ার ডাল্না চাই, যাতে প্রীত শ্রীকানাই,
শাক, শুক্তা, ভাজি দিবে তাতে ॥

চারি রকমের ভাজা, রন্ধন করিয়ে তাজা,
নিত্য নিত্য দিবে হে শ্যামেরে।
কুমড়ার অম্বল বেঁধে, দিও মোর কালাচাঁদে,
কহিলাম আমি তোমাদেরে॥
ভোজনের পরে শ্যামে, তাম্বূল যোগাবে এনে,
পাঁচটির কম তাহা নয়।
শয়ন করাবে তবে, নিজে চামর সেবিবে,
তাহে প্রীত হবে রসময়॥
শ্রীহরি চরণ আর, গুরুচরণ নাম যার,
রাধা গোবিন্দ সেবা'তের স্থত।
সদা সেবা কাজে রবে, তারাপদ সেবা পাবে,
যাহে মোর শ্যাম হবে প্রীত॥
ভৃঙ্গারে পুরিয়া জল, দিও অতি নিরমল,
একখানি গামছা তদুপরি।
রেখে দিও কহিলাম, মুখ প্রক্ষালিবে শ্যাম,
অপরাহ্নে গাত্রোত্থান করি॥
সায়াহ্নে উঠিবে হরি, সে কালে আরতি করি,
যোগাইবে শীতল তাঁহারে।
দুই সের চিড়া ভাজা তিন সের মুড়কি তাজা,
দিবে অতি শ্রদ্ধা সহকারে॥
তাহে ঘৃত মিশাইয়ে, কিঞ্চিৎ লবণ দিয়ে,
ছয়টি মিঠাই তদুপরি।
দুধ, সর, ছানা আর, রবে যাহা উপচার,
যোগাইবে ভক্তি সহকারে॥

আহারের পরে পান, যোগাইবে পাঁচখান,
তারপর পালঙ্কে শোয়াবে।
পদসেবা করি পরে, চামরে বাতাস করে,
জল ভরি ভৃঙ্গারে রাখিবে॥
গামছা একখান রবে, প্রদীপ জ্বালিয়া দিবে,
তাহা যেন জ্বলে অর্দ্ধরাত।
বনফুলে মালা গেঁথে, চন্দন মিশায়ে তাতে,
যোগাইবে হইলে প্রভাত॥
এইরূপে অষ্টকালে, সেবা কর কুতূহলে,
সঙ্কীর্ত্তন কর দুই বেলা।
অন্ধ, খঞ্জ দীন দুঃখী, আইলে যত অতিথি,
প্রসাদ দিতে করিওনা হেলা॥
ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণবগণে, খাওয়াইবে শ্রদ্ধা মনে,
কেহ যেন বিমুখ না হয়।
এ কথা পালিহ সবে, তবে শ্যাম তুষ্ট হবে,
কৃপা করিবেন রসময়॥
নিযুক্তের কম যদি, দেয় কোন মূঢ়মতি,
তবে তার বংশ না রহিবে।
অশ্রদ্ধার দ্রব্য শ্যাম, কভু নাহি খেতে চান,
জেনো তাহা বিফল হইবে॥
ভক্তিভরে যোড়করে, যে জন মিনতি করে,
জানাইবে বৃন্দাবন ধনে।
তার না অভাব হবে, নিজে প্যারী জুটাইবে,
আঘাত না দিবে ভক্ত প্রাণে॥

দেবোত্তর জমি যাহা, অংশ করি লহ তাহা,
শ্রীশ্যামের সেবার হিসাবে।
তত্ত্বাবধান করি পর, যার যাহা অধিকার,
দ্রব্য সব যোগাড় করিবে॥
বংশ পরম্পরায় সবে, এ কর্ম্ম করিতে হবে,
সেবা কর্ম্ম করিবে সেবাতে।
কিছু জমি তাহাদেরে, দিতে হবে এইবারে,
সেই গোষ্ঠী পোষিবে তাহাতে॥
তাহাদের বংশধর, রবে জন্ম জন্মান্তর,
কভু নাহি ছেড়ে যেতে পাবে।
তোমরা রাখিও মনে, যেন সে সেবা'তগণে,
কেহ কভু তাড়াতে না যাবে॥
তোমাদের শিষ্য হয়ে, যুগল চরণ পেয়ে,
রবে সদা আনন্দ অন্তরে।
শ্রীদাস গোবিন্দ বলে, রেখ ঐ পদতলে,
যেন সদা ভাসি প্রেমনীরে॥

ব্রজরাজপুর ত্যাগ করিয়া মথুরানন্দের মাকড়কোলে গমন ও চপলা দেবীর প্রতি অভিশাপ

পিতার আদেশ পাইয়া ভাই তিন জন।
পৃথক হইয়া কাল কাটান তখন॥
সেবা কাজ করে তারা অংশ অনুসারে।
গোসাঞী রহেন তথা আনন্দ অন্তরে॥
হেন কালে হৈল যাহা দৈব দুর্ঘটন।
বর্ণনা করিতে তাহা নাহি সরে মন॥
শ্যামসুন্দর গোসাঞীর প্রথম ঘরণী।
পরলোকে গেলে পুনঃ বিয়ে করেন তিনি॥
প্রথম পক্ষের পুত্র মদনমোহন।
দ্বিতীয় পক্ষে হৈল যিহ নাম বৃন্দাবন॥
তাহার বয়স যবে সপ্তম বরষ।
মদনের বয়ঃক্রম হয় অষ্টাদশ॥
অতিশয় ভাব ছিল ভাই দুইজনে।
এক সঙ্গে খাওয়া শোয়া বৈসে একাসনে॥
দেখিয়া তাদের প্রীত বৃন্দাবনের মা।
বলে এই ছোঁড়ায় দেখে জ্বলে যায় গা॥
আট মাস সেবা পাইনু শ্যামের কৃপায়।
তদনুসারে বিষয় দিলেন আমায়॥

যদি এই আপদটা গৃহে না থাকিত।
তাহলেও বৃন্দাবন সকলি পাইত॥
কিন্তু কি করিব আর উপায় যে নাই।
কেমনে তাড়াব এবে ভাবিয়া না পাই॥
এই চিন্তা যবে তার হইল প্রবল।
তাহারে নাশিতে এক করিল কৌশল॥
কাল কেউটের বিষ কিনিয়া আনিয়া।
দুগ্ধের সঙ্গেতে দিল মিশ্রিত করিয়া॥
দুই ভাই যবে আসি খাইতে বসিল।
কৃপা করি শ্যামচাঁদ তাহারে রক্ষিল॥
প্রত্যহ যেখানে তারা খাইতে বসিত।
বৃন্দাবন মদনের বামেতে থাকিত॥
সেদিন শ্যামের কৃপা হইল মদনে।
বৃন্দাবনে বসাইল তাহার ডাহিনে॥
অতএব বিষদুধ সে থালে পড়িল।
দেখিয়া তাহার মাতা টানিয়া লইল॥
বলে ওরে দেখি ওতে পড়িয়াছে কি।
এটা রেখে দিয়ে ঘরে, দুধ এনে দি॥
তাহা শুনি মদনের সন্দেহ হইল।
আপন মনেতে তবে ভাবিতে লাগিল॥
দুধে কিছু পড়ে নাই তবু টেনে নেয়।
অবশ্য রহস্য কিছু থাকিবে ইহায়॥
নিত্য আমি খাইতাম বসি ও আসনে।
তাই বুঝি কোন দ্রব্য মিশায়ে গোপনে

খেতে দিয়েছিল মোরে কিন্তু ভাগ্যগুণে।
শ্যামের কৃপায় আজ বাঁচিনু পরাণে॥
অতএব এঁরে আর না হয় বিশ্বাস।
এই বলে উর্দ্ধদিকে ছাড়িল নিশ্বাস॥
আর না হইল রুচি আহারে তাহার।
বহিতে লাগিল দুই গণ্ডে জলধার॥
পিতামহের কাছে গিয়া কৈল সব কথা।
তাহা শুনি মনে তাঁর পাইলেন ব্যথা॥
সে সব ঘটনা তিনি ধ্যানেতে জানিয়া।
ক্রোধেতে উন্মত্ত হয়ে কহেন হাঁকিয়া॥
এতদিনে বুঝি কলি প্রবেশ করিল।
তাই এ ভবনে আজ পাপকার্য্য হইল॥
সহিতে না পারি আর এত অত্যাচার।
এবার ত্যজিতে হবে এ পাপ সংসার॥
কিন্তু এই অভিশাপ করিনু বেটিরে।
প্রেত যোনি গামী তুই হইবি এবারে॥
যদি শ্যাম-দাস হই তবে মোর বাণী।
মিথ্যা নাহি হবে বেটী মরিবে এখনি॥
এই বলে লালনেত্রে উঠিয়া দাঁড়াল।
তখন সকলে তথা দেখিতে পাইল॥
চপলার মুখে রক্ত উঠে স্রোত বেয়ে।
তাই শুনি গ্রামবাসী আইলেন ধেয়ে॥
সবে বলে হায় হায় কি হল কি হল।
হঠাৎ কেন হে হেন বিপদ ঘটিল॥

কাঁদিতে লাগিল তারা করি উচ্চরব।
ক্রমেতে প্রকাশ হল বৃত্তান্ত সে সব॥
গোঁসায়ের পায়ে গিয়া পড়িল তখন।
তাহাতে গোসাঞী আরো হইল উত্তেজন॥
কহিলেন ক্রোধভরে বলিয়াছি যাহা।
সংসার ডুবিলে মিথ্যা নাহি হবে তাহা॥
ছদ্মবেশে মায়াবিনী ছিল মোর ঘরে।
তাই হেন অত্যাচার কৈল অকাতরে॥
আজ আর কোনমতে নিস্তার না পাবে।
মৃত্যু মুখে পড়ি প্রেত যোনিতে জন্মিবে॥
দেড় শো বরষ পরে যবে এ বংশেতে।
বৈষ্ণব জন্মিবে তবে উদ্ধার হইবে॥
তাহার উচ্ছিষ্ট কিছু করিলে ভক্ষণ।
এই প্রেতযোনি তার হইবে মোচন॥
আমি না রহিব আর ব্রজরাজপুরে।
ছদ্মবেশে কলি আজ প্রবেশিল ঘরে॥
ব্রজ-রাজ-পুর-চন্দ্র রহিল এথায়।
দে'খো কণকলতা তুমি সেবিহ তাঁহায়॥
এই কথা উচ্চরিয়া কাঁদিতে লাগিল।
বক্ষ ভেসে অশ্রুজল পড়িতে লাগিল॥
হায় শ্যাম বলি তথা মূর্চ্ছিত হইল।
দেখিয়া সকল লোক কাঁদিতে লাগিল॥
কেহ চোখে মুখে জল করয়ে সিঞ্চন।
কেহ করে পাখা লঞা করয়ে ব্যজন॥

কিছুক্ষণ পরে যবে চৈতন্য হইল।
তখন করুণ স্বরে কহিতে লাগিল॥
হায় শ্যাম বৃথা মোর গেল হে জীবন।
সাধন ভজন সব হৈল অকারণ॥
শেষের সময়ে প্রভো ত্যজিলে আমায়।
এই কথা বলে পুনঃ পড়িল ধরায়॥
রহিত হইল তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস।
সবে চারি ধারে ঘিরি করয়ে বাতাস॥
ক্ষণে জ্ঞান হয় পুনঃ ক্ষণে অচেতন।
দেখিয়া কণকলতা করয়ে ক্রন্দন॥
তখন স্বপনযোগে শ্যাম নটরায়।
মথুরানন্দের কাছে মৃদুস্বরে কয়॥
দুঃখ না করিহ তুমি শান্ত হও মনে।
সর্ব্বদা দেখিতে পাবে তুমি মোরে ধ্যানে॥
যেখানে থাকনা কেন আমি রব সাথে।
অষ্টকাল লীলা তথা পাইবে দেখিতে॥
এক কালে লীলাস্থল হবে দুই স্থান।
তাই তার পূর্ব্বে হেন হইল বিধান॥
শুনিয়া এতেক বাণী স্বপনের ঘোরে।
দীর্ঘদণ্ড হৈঞা গোসাঞী প্রণমিল তাঁরে॥
তারপরে ধীরে ধীরে করি গাত্রোত্থান।
কণকলতাকে ডাকি কহেন বচন॥
এই শেষ দেখা আজ তোমাতে আমাতে।
দাওগো বিদায় তুমি আনন্দ মনেতে॥

শুনিয়া কণককলতা উঠিল হাসিয়া।
ফেলি অনাথীরে কোথা যাইবে চলিয়া॥
সাত মাস পরে আমি যাইব সেথায়।
মিলন হইবে দোঁহে তোমায় আমায়॥
অন্তর্য্যামী ত্রিকালজ্ঞ গোসাঞী তখন।
বুঝিতে পারিয়া সব ত্যজিল ভবন॥
পৌত্র মদনে ডাকি ক'ন ধীরে ধীরে।
আর না থাকিব আমি ব্রজরাজপুরে॥
চল তুমি মোর সনে ত্যজি এ ভবন।
এথায় থাকিলে কবে যাইবে জীবন॥
শুনিয়া মদন তাঁর সঙ্গেতে চলিল।
গ্রামবাসিগণ সব কাঁদিতে লাগিল॥
গোঁসাঞীর তিন পুত্র ধরি সে চরণে।
ব'লে পিতা চল ফিরে আপন ভবনে॥
তোমার বিহনে এই সংসার মজিবে।
পুরবাসী কেহ কভু শান্তি না পাইবে॥
রাধাগোবিন্দ সেবা'ত বলে যোড় করে।
তুমি যদি যাও প্রভো থাকিব না ঘরে॥
বাল্যাবধি আছি ঐ চরণের তলে।
কোন অপরাধে তবে যাবে আজ ফেলে॥
যদি যাবে তব দাসে লহ সঙ্গে করি।
এই কথা বলে কাঁদে ফুকারি ফুকারি॥
তাহা দেখি গোঁসায়ের ঝরিল নয়ন।
মধুর বচনে তারে কহেন তখন॥

উপযুক্ত শিষ্য তুমি জান ত সকল।
এবে মম বংশে পাপ হইবে কেবল॥
অংশরূপে কলি বেটা এ বংশে জন্মিবে।
সেহ হিংসা পাপ অনাচার বাড়াইবে॥
তবে যবে বহিলেন প্রভু শ্যাম রায়।
একেবারে সর্ব্ব বংশ নাহি হবে ক্ষয়॥
পুরুষানুক্রমে মম কিঞ্চিত শকতি।
পাঞা একজন শ্যামে করিবে ভকতি॥
তব শক্তি পাঞা কিছু বংশ সেবিবে।
একজন ভক্ত রবে ব্রজরাজপুরে॥
অন্ততঃ এ দুই ভক্ত দুই বংশে রবে।
নতুবা শ্যামের সেবা বল কে করিবে॥
যখন অত্যন্ত গ্লানি দেখিতে পাইব।
তখন নিশ্চয় আমি প্রকট হইব।
সেইকালে তুমি মোর সঙ্গেতে মিলিবে।
আট মাস পরে এই দেহ পালটিবে॥
এই বলে চলিলেন উত্তর মুখেতে।
মদন চলিল তাঁর পশ্চাতে পশ্চাতে॥
ওন্দার নিকটে গ্রাম মাকড়কোল নাম।
তথায় যাইয়া করিলেন বাসস্থান॥
দশ শ নিরানব্বই সালে জ্যৈষ্ঠ মাসে।
গোসাঞী গেলেন তথা কহি সবা পাশে॥
তথা পৌত্রসনে সুখে দিন যায় চলে।
দাস গোবিন্দ বলে প্রভো রেখো পদতলে॥

———

মথুরানন্দের সমাধি

বড় ভাই আট মাস সেবা পেয়েছেন।
সম্পত্তির অংশ সেই মত পাইলেন॥
মধ্যম সহোদর যে তিন মাস পেল।
সেই অনুসারে বিষয় বাঁটিয়া লইল॥
কিন্তু যিহঁ কনিষ্ঠ সে একমাস পায়।
তাই তার মনে অতি ক্রোধ উপজয়॥
বলে এ সামান্য ধন লয়ে কিবা হবে।
ইহাতে সংসার মোর কেমনে চলিবে॥
শিষ্য যত ছিল তার অংশ নাহি দিল।
সামান্য দিয়েছে যাহা তাহে কিবা ফল॥
গোস্বামী সন্তান মোরা শিষ্য করা চাই।
স্বদেশ বিদেশে বহু শিষ্য কৈল তাই॥
শুঁড়ি কলু হাড়ি ডোম মুচি স্বর্ণকার।
শিষ্য হ'তে কেহ বাকি রহিল না আর॥
ক্রমে সেই কথা যবে প্রকাশ হইল।
মন্দির হইতে তাকে তাড়াইয়া দিল॥
বড় ভাই কহিলেন আরে কুলাঙ্গার।
মন্দির প্রবেশে তোর নাহি অধিকার॥
নিচ জাত শিষ্য করি হইলি পতিত।
জাতিত্ব হইতে তোরে করিলাম চ্যুত॥
নিষ্কলঙ্ক বংশে তুই কলঙ্ক রটালি।
শ্যামের সেবায় তাই বঞ্চিত হইলি॥

জমি জমা পেলি যাহা রোষ নাহি তায়।
স্বগোষ্ঠী পোষণ তুই করগে তাহায়॥
কিন্তু তব দেহ ওরে পাপে কলুষিত।
শ্যামের প্রাঙ্গনে থাকা নয়রে উচিত॥
এই বলে ঘাড় ধরে দেয় বার করে।
রেগে রাধাপতি তখন কহিল তাহারে॥
এ ঠাকুরে তোমাদের অধিকার কিবা।
এখনও বাঁচিয়া যবে রয়েছেন পিতা॥
যাই আমি সব কথা তাঁরে বলি গিয়ে।
এই বলে ক্রোধভরে চলিলেন ধেয়ে॥
ত্রিকালজ্ঞ পুরুষ সে শ্রীমথুরানন্দ।
ধ্যানেতে জানিয়া তথা হৈল নিরানন্দ॥
বলে ওর মুখ আমি আর না হেরিব।
এখনি এ স্থানে আজ সমাধি করিব।
মদনে ডাকিয়া তিনি বলেন তখন।
সমাধির কাল মোর হয়েছে এখন॥
বসিব যে স্থানে গর্ত্ত করহ খনন।
বৈষ্ণব ডাকিয়া কর নাম সঙ্কীর্ত্তন॥
সমাধি করিয়া আমি বসিলে ভিতরে।
পাটা চাপা দিয়া মাটি দিও তদুপরে॥
রাস পূর্ণিমার দিনে গিয়ে সেইখানে।
খনন করিয়া পুনঃ দেখিবে গোপনে॥
অতঃপর ভক্তগণ হরিধ্বনি দেয়।
খোল করতাল লয়ে সেই নাম গায়॥

শ্রীমথুরানন্দ তথা পদ্মাসন করি।
সুমধুর স্বরে গায় শ্রীহরি শ্রীহরি॥
ক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মুদিল নয়ন।
দেখিয়ে সদন তথা করয়ে ক্রন্দন॥
বিষাদে রহিল তার যত শিষ্যগণ।
রাধাগতি গিয়ে তথা পৌছিল তখন॥
দশ-শো নিরানব্বই সালে শ্রাবন মাসে।
শয়ন একাদশী দিনে সবে কেঁদে ভাসে॥
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
কোথায় গেলেহে প্রভো অধমে ফেলিয়া॥

কণককলতা ঠাকুরাণীর সমাধি

পিতার সমাধি দেখি রাধাগতি বলে।
মম ভাগ্যদোষে পিতা জীবন ত্যজিলে॥
হায় হায় এসেছিনু বড় আশা করে।
তাহাতে বঞ্চিত বিধি করিল আমারে॥
কৃপা করি যদি পিতা দিতে দরশন।
তা'হলে আমার দুঃখ হইত মোচন॥
কই কোথা আছ বসে কথা কও এসে।
তোমার শ্যামের জন্য এসেছি নালিশে॥
হায় শ্যাম তুমি মোরে দেখিয়া পতিত।
তোমার সেবায় আজ করিলে বঞ্চিত॥

ফিরে নাহি যাব আর ব্রজরাজ পুরে।
এ দেহ ত্যজিব গিয়া ঝাপ দিয়া নীরে ॥
এ পাপ বদন আর কেমনে দেখাব।
আত্মঘাতী হয়ে বরং পরাণ ত্যজিব ॥
এইরূপ খেদ করি করয়ে ক্রন্দন।
ধূলায় লুন্ঠিত দেহ হয় অচেতন ॥
কিছুক্ষণ পরে যবে হইল চেতন।
কাঁদিতে কাঁদিতে স্থান ত্যজিল তখন ॥
ধলভূম রাজ্যে পুনঃ ফিরিয়া আসিল।
রাজার কাছেতে তথা নালিশ করিল ॥
রাজপুত্র কহিলেন বিনয় বচনে।
আমি এ বিচার প্রভো করিব কেমনে ॥
নিজে শ্যাম করিবেন এত প্রতিকার।
বলিতে বলিতে বক্ষে বহে শতধার ॥
আমিও যাইব প্রভো সঙ্গে আপনার।
সকল হইবে দেখি শ্যামের বিচার ॥
পাত্র মিত্র সহ রাজা চলিল তখন।
ব্রজরাজ পুরে গিয়া উপনীত হন ॥
তথা সব কথা যবে প্রকাশ হইল।
রাধা গোবিন্দ সেবা'ত বিধান করিল ॥
তিন ভাই তিন দিকে বসুন এখন।
দেখি কার দিকে শ্যাম ফিরান নয়ন ॥
শুনিয়া এতেক বাণী ভাই তিন জন।
যোড়করে তিনদিকে দাড়াল তখন ॥

শ্যামসুন্দর গোঁসাঞী পূর্ব্বমুখ করি।
নন্দকুমার রহেন দক্ষিণে নেহারী॥
রাধাগতি রহিলেন পশ্চিম মুখেতে।
মন্দির সম্মুখে রাখি কহে সকলেতে॥
অতঃপর রাধাশ্যামে করি উত্তোলন।
সেবাতের স্থঙ তথা বৈঠান তখন॥
দক্ষিণ মুখেতে রাখি কিশোরী কিশোরে।
কপাট বন্ধ করি সব আসিল বাহিরে॥
হরিধ্বনী দেয় সবে উচ্চৈঃস্বরেতে।
এক ঘণ্টা পরে তথা পাইল দেখিতে॥
পশ্চিম মুখ করি দাড়ায়েছে রবিশ্যাম।
কহিল তখন সবে শ্যামেরই শ্যাম॥
পুলকে পুরিল তবে সবার অন্তর।
যোড় করে স্তব স্তোত্র করিল বিস্তর॥
হরি হরি বলে কেহ নাচে আনন্দেতে।
শ্যাম সুন্দর গোসাঞী কহে করপুটে।
জয় জয় শ্যামচাঁদ জয় গো রাধিকে॥
কৃপা করি আত্মসাৎ কর অনাথিকে॥
না জানি গো স্তব স্তুতি না জানি ভজন।
নিজ কৃপা গুণে যদি দিলেও চরণ॥
তবে যেন আর কভু বঞ্চিত না হই।
তোমা [illegible]ক হতে ব [illegible] এ ভিক্ষা চাই॥
এতক্ষ বলে আর চক্ষে পড়ে জল।
অন্য দুই ভাই গেন হইল বিহ্বল॥

কণকলতার প্রাণে আঘাত লাগিল।
কনিষ্ঠ পুত্রের দুঃখ সহিতে নারিল॥
সেই সভাস্থলে তিনি বলেন তখন।
যতক্ষণ মোর দেহে থাকিবে জীবন॥
ততক্ষণ কেহ নাহি পাবে রাধাশ্যাম।
কাহাকেও দিব নারে মোর প্রাণধন।
অতএব সেবা ভার আপনি লইল।
তবেত সবার মনে আনন্দ হইল॥
এইরূপে গত যবে হইল চার মাস।
রাস পূর্ণিমার দিনে পড়ে উল্লাস।
তিন ভাই ক... গিয়া বিনয় বচনে।
অনুমতি দাও মাগো নিবেদি যে রঙ্গে॥
তবে তাই তিন দিন শ্রীরাধা শ্যামের।
রাস মহোৎসব করি এ আশা মোদের॥
তিনদিন পরে পুনঃ দিব এথা আনি।
এই কথা বলে আর চক্ষে বহে পানি॥
দেখিয়া কণকলতা কন ধীরে ধীরে।
রাস যদি করিবে এই ব্রজবাসপুরে॥
তবে প্রতিপদ দিনে তাহা যেন হয়।
ব্রজের যা ভাব তাহা ভাবিবে নিশ্চয়॥
বৃন্দাবনে রাস হয় পূর্ণিমার দিনে।
তার পর দিনে এথা আসিবে সঘনে॥
অতএব প্রতিপদে রাস করা চাই।
আনন্দে বিভোর তারা হইল সবাই॥

প্রথম দিনে কৈল রাস শ্রীশ্যাম গোসাঞী।
প্রণামি তিন হাজার টাকা পেল সবা ঠাঁই॥
দ্বিতীয় দিনে কৈলাস দ্বিতীয় সহোদর।
নন্দকুমার নাম যার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর॥
সেদিনে দুশত টাকা প্রণামি হইল।
তার পরদিনে রাস রাধাপতি কৈল॥
তিন পয়সা মাত্র সেদিন পড়িল প্রণামি।
তাহা দেখি কহিলেন কণক ঠাকুরাণী॥
আজ হতে জানিলাম শ্যামেরই শ্যাম।
এইত সকলে তার পাইল প্রমাণ॥
অতএব শ্যামের সেবা করিবেক শ্যাম।
বলিতে বলিতে তথা মুদিল নয়ন॥
তাহা দেখি লোক সব আশ্চর্য্য মানিল।
কেহবা মনের দুঃখে কাঁদিতে লাগিল॥
হেন কালে পত্র এক আসি পহুঁছিল।
মাকড়কোল হতে তাহা মদন লিখিল॥
রাস পূর্ণিমার দিনে দেখিয়া ব্যাপার।
আমরা সকল লোক হইনু চমৎকার॥
সমাধি করেন যবে দাদা মহাশয়।
সেদিন গোপনে তিনি কহেন আমায়॥
রাসের দিনেতে মঠ খনন করিবে।
গোপনে দেখিও তাহা কারে না কহিবে॥
সেদিন যখন তাহা খনন করিলাম।
জীবিত আছেন তিনি দেখিতে পাইলাম॥

তার বামে পিতামহী আছেন বসিয়া
নিশ্বাস প্রশ্বাস নাহি আছেন চাহিয়া ॥
কথা নাহি সরে বাক হইয়াছে রুদ্ধ ।
শুনিয়া সকল লোক হইলেন স্তব্ধ ॥
বলে কি আশ্চর্য্য হেন বস্তু শুনি নাই ।
এথায় আছেন তিনি আমাদের ঠাই ।
চারদিন পূর্ব্বে যাঁর সমাধি করেছে
তবে আজ এথা কেটা মত সেজে আছে ॥
এগার ক্রোশ দূরে সে সমাধির স্থান ।
কখন কেমনে তবে করিল গমন ॥
কেমনে বা প্রবেশিল গহ্বর মধ্যেতে
চিহ্ন ত কোন কিছু নাহি দেখিতে ॥
অসম্ভব অসম্ভব অলৌকিক কথা
এই বলে সকলেতে ভাবিতেছে তথা ॥
ক্রমে ক্রমে বেলা যবে হইল অবসান ।
শ্যামসুন্দর গোসাঞী দেখিল স্বপন
হেন কালে বলিল তারে কানে কানে আসি ।
কণকলতা আদ্যাশক্তি দেবী পৌর্ণমাসি ॥
জন্মমৃত্যু নাহি তার মায়া দেহধারী ।
শ্রীমথুরানন্দ তব পিতা প্রভুবারী ।
তার শিক্ষা লাগি হেথা নরনারী হৈল ।
বাৎসল্য ভাবেতে তাঁর মোরে বশ কৈল ॥
অষ্টধাতু দ্বারা মূর্ত্তি করিয়া নির্ম্মাণ ।
কণকলতার প্রাণ কর তাহে দান ॥

তার পূজা করে পূজিবে রাধায়।
নতুবা নিষ্ফল সব হইবে নিশ্চয়॥
অতঃপর এই কথা সবার নিকটে।
শ্যামসুন্দর গোসাঞী কৈল করপুটে॥
তাহা শুনি সকলেই আনন্দিত হইল।
হরিবোল বলে সবে নাচিতে লাগিল॥
সবে বলে তুমি যাহা দেখিলে স্বপন।
নিশ্চয় বলেছে তাহা শ্রীরাধারমণ।
অতএব তার কথা না ভাবিহ আন।
সেই মত কৈল তার করহ বিধান॥
দাসগোবিন্দ বলে আমি অধম চণ্ডাল।
কবে সপকলঙ্কা মোরে দিবে পদতল॥

রাধাগোবিন্দ সেবাতের দেহত্যাগ

কণক ঠাকুরাণী যবে, সমাধি করিল তবে,
জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীশ্যামসুন্দর।
তাঁহার মুরতি খানি, অষ্ট ধাতুতে নির্ম্মাণ,
রাখিলেন মন্দির ভিতরী॥
মন্ত্রযোগে তার প্রাণ, হৈল তাহে আকর্ষণ,
পর্ণজ্যোতি তাহে প্রকাশিল।
তখন সবার ঠাই, শ্যামসুন্দর গোসাঞী,
মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল॥

সমাধির কিছু আগে, মাতা কহিয়াছে যবে,
বিগ্রহ সব হইবে আমার।
কাহাকেও নাহি দিব, মোর ধন মুই নিব,
পূজা সেবা করিব তাঁহার॥
এবে অনুজদ্বয়ে, তাহে বঞ্চিত করিয়ে,
রাধা শ্যামে লইয়া ত্বকোলে।
সে স্থান তেয়াগ করি, মুখে বলি হরি হরি,
নিজ গৃহে রাখিবারে চলে॥
দেখিয়া অনুজদ্বয়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
কাঁদে তারা করি উচ্চরোল।
বলে দাদা ধরি পায়, বিরহ না সহা যায়,
বুকে বড় বাজিতেছে শেল।
না করিহ নৈরাশ, সেবা পাব অভিলাষ,
তাহে নাহি ঘটাবে জঞ্জাল।
শ্রীরাধা শ্যাম ধনে, ছাড়িয়া রব কেমনে,
শোকে দুঃখে হইনু বিহ্বল॥
না শুনি তাদের কথা, প্রাণে দিয়া গেল ব্যথা,
জ্যেষ্ঠ শ্যামসুন্দর গোসাঞী।
লয়ে গেল নিজ গৃহে, তবে রাধাগতি কহে,
ক্রোধভরে অগ্রজের ঠাঁই॥
এত পাইলাম দাদা, তবু না পাইনু সেবা,
কিন্তু শেষে দেখিবে নিশ্চয়।
মম বংশধরগণ, . . পাবে যুগল চরণ,
আপনা হ'তে বিনা চেষ্টায়॥

জাতি বিস্তার কৈলে আজ, কিন্তু ওহে রসরাজ,
শেষ সব এক জাত হবে।
তাহা কি জাননা তুমি, তাই মোর বুকে হানি,
জাতি রক্ষা কর দেখি তবে ॥
বলিতে বলিতে যেন, মূর্ত্তিমান অগ্নিসম,
মস্তকেতে জ্যোতি দেখা দিল।
তাহা দেখি লোকজন, হইল পড়ি অচেতন,
কেহ ভয়ে পলাইয়া গেল ॥
নন্দকুমার নাম যার, বহে চক্ষে শত ধার,
ধেয়ে সে ধরিতে না পারে।
বহু ক্লেশে রহে প্রাণ, হৈলে দিবা অবসান,
রাত্রে শ্যামে নিল চুরি করে ॥
পত্নী সহ গৃহ ছেড়ে, রাধাশ্যামে লয়ে ক্রোড়ে,
নিশা মধ্যে গেলা দেশান্তরে।
বীরভূম জেলা মধ্যে, দীননাথ পুর গ্রামে,
উপনীত হইলেন ভোরে ॥
প্রভাত হইলে পরে, দেখে ব্রজরাজ পুরে,
নাহি তথা রাধা শ্যাম রায়।
শুনি যত লোকজন, হৈল অতি উচাটন,
কাঁদে তারা লুটিয়া ধরায় ॥
নানা স্থানে খুঁজে বেড়ায়, কোথাও না দেখিতে পায় ॥
শোকে রাধা গোবিন্দ সেবাত।
হা শ্যাম হা শ্যাম বলে, ভাসিয়া নয়ন জলে,
মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল হঠাৎ ॥

তাহে তাঁর ইহলীলা, সম্পন্ন হইয়া গেলা,
পৌষ মাসে কৃষ্ণ অষ্টমিতে।
দাশ গোবিন্দ বলে শোকে, বড় শেল বাজে বুকে,
তাই সদা কাঁদি মন দুখে॥

শ্যামসুন্দর গোস্বামীর খেদ

শ্যামের বিরহে কাঁদে পুরবাসী সব।
গোসাঞী কাঁদেন তথা করি উচ্চরব॥
বলে হায় শ্যামচাঁদ গেলে হে কোথায়।
তোমার বিরহে মোর বুঝি প্রাণ যায়॥
ধৈরয ধরিতে নারি দেখা দাও এসে।
ব্রজবাজপুর ত্যজি আছ কোন দেশে॥
হায় হায় তোমা বিনে সব অন্ধকার।
ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে সেরূপ তোমার॥
কোথায় আছ হে শ্যাম মোর প্রাণধন।
এবার বুঝিনু শোকে যাইবে জীবন॥
হায় হায় আমা হেন কে আছে অধম।
দিলে না পূজিতে তাই যুগল চরণ॥
কত অপরাধ প্রভো করিয়াছি আমি।
নৈলে কি হে এত দুঃখ দিতে আজ তুমি॥
এ পাপ পরাণে আর নাহি প্রয়োজন।
সলিলে প্রবেশ করি দিব বিসর্জ্জন॥

এই বলি দ্রুতবেগে চলিল হাঁটিয়া।
পদ নাহি সরে পুনঃ গেলেন পড়িয়া॥
শ্বাস প্রশ্বাস শূন্য সব হইল তখন।
অচেতনে তনু ভূমে করয়ে লুণ্ঠন॥
ভকত বৎসল শ্যাম থাকিতে নারিল।
স্বপনে যুগলরূপ দরশন দিল॥
মৃদুস্বরে কহিলেন গোসাঞীর ঠাঁই।
কেন মিছে কাঁদিতেছ কোন ভয় নাই॥
ভক্তের কারণে আমি এসেছি এথায়।
পুনঃ ব্রজরাজপুরে যাইব নিশ্চয়॥
ব্রজরাজপুর ছেড়ে থাকিতে না পারি।
নিত্য আমি অষ্টকাল লীলা তথা করি॥
যে জন সাধক হবে দেখিতে পাইবে।
ধ্যানে তুমি সেই সব দেখিবে হে এবে॥
মোর পদচিহ্ন দেখ সম্মুখে তোমার।
তাই এক শিলা খণ্ডে অঙ্কিত আকার॥
তাহা লয়ে নিত্য তুমি পূজাদি করিবে।
তাহাতেই কর্ম্ম তব সফল হইবে॥
এত বলি অন্তর্ধান হইল কানাই।
চেতন পাইয়া তবে নেহারে গোসাঞী॥
সম্মুখে দেখিল সেই শিলা খণ্ড খানি।
অঙ্কিত শ্যামের চরণ দুখানি॥
হরিষ বিষাদে মন ভরিল তখন।
অশ্রু জলে সিক্ত হইল দুইটী নয়ন॥

হেন কালে পুত্র তাঁর বৃন্দাবন চাঁদ।
দুইটি ঠাকুর লইয়া দাঁড়াল সাক্ষাৎ॥
একটি গোপাল আর একটি গিরিধারী।
দেখিয়া গোসাঞী কাঁদে ফুকারি ফুকারি॥
কিছুক্ষণ পরে বলে মৃদু মৃদু স্বরে।
ঠাকুর কোথা পেলি বাপ্ বলরে আমারে।
বৃন্দাবন বলে পিতা খেলিতে খেলিতে।
এ দুটী ঠাকুর আমি পাইনু দেখিতে॥
তাই আনিয়াছি এথা দেখাতে তোমায়।
মনেতে ভাবিয়া দেখ করহ উপায়॥
তাহা শুনি তিঁহো এক নিশ্বাস ছাড়িল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিতে নারিল॥
নিশীথ সময়ে এক স্বপন দেখিল
কে যেন তাহারে বারে কহিতে লাগিল॥
এ ঠাকুর পূজিতে আমি দিলাম তোমারে।
পূজা সেবা করিবে হে শ্রদ্ধা সহকারে॥
বাণীকৃষ্ণ মহাশয়ের এই দুই ঠাকুর।
মিথ্যা না ভাবিহ মনে কহিলাম স্থির॥
দাস গদাধরাঙ্গনে আমাদের ছিল।
তাইত তোমারে আজ কৃপা সে করিল॥
মন্দির নির্মাণ কর রেখো সিংহাসনে।
ভোগ নিবেদন কর আনন্দিত মনে॥
এত শুনি মূর্চ্ছা হয়ে পড়িল গোসাঞী।
বলে কি দয়াল মোর প্রাণের কানাই॥

পতিত দেখিয়া প্রভো করিলেন দয়া।
কৃপা করি এবে বুঝি দিবে পদ ছায়া॥
হায় হায় আমি বড় অধম চণ্ডাল।
বলিতে বলিতে দুই চক্ষে পড়ে জল॥
চেতন পাইয়া যবে কৈল গাত্রোত্থান।
মন্দির নির্ম্মানে তবে কৈল আয়োজন॥
বহুমূল্যে ব্যয়ে এক প্রস্তর নির্ম্মিত।
সুন্দর মন্দির তথা হইল গঠিত॥
নাটশালা হইল এক সম্মুখে তাহার।
তাহার বিষয় কিছু বর্ণিব এবার॥
তাহার উপরে যত বর্গা লেগেছিল।
তার মধ্যে একখানি মাপে কমে গেল॥
মিস্ত্রীগণ কৈল তথা তাঁহারে ডাকিয়া।
এই এক বর্গা প্রভো দেখুন মাপিয়া॥
আধ হাত কম হলে কি হবে উপায়।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন স্থির নাহি হয়॥
চৌদিকে নেহারি গোসাঞী কহেন তখন
উপযুক্ত কাঠ আর কৈরে তেমন॥
অতঃপর কিছুক্ষণ করিয়া চিন্তন।
মৃদু স্বরে আমাদেরে কহেন বচন॥
যা তোরা এখন বাছা বেলা হয়ে গেছে।
স্নান করে আয় তখন দেখা যাবে পিছে॥
তাহা শুনি মিস্ত্রীগণ স্নানাহারে গেল
একলা গোসাঞী তথা দাঁড়ায়ে রহিল॥

নির্জ্জন হইলে কাষ্ঠ হাতে বুলাইয়া।
কহেন তাহার প্রতি বিনয় করিয়া॥
তবে বাছা কাট তুই বাড়িস জঙ্গলে।
একটুকু বড় আজ হতে বলি তোরে॥
বলিলে শ্যামের কাজ বন্ধ হয়ে গেল।
বলিতে বলিতে দুই নয়ন ঝরিল॥
মিস্ত্রীগণ আইল যবে স্নানাহার করি।
আসিয়া দেখিল কাঠ রহিয়াছে বাড়ি॥
কম যাহা ছিল তাহা পূরণ হইয়া।
উপরন্তু চারি আঙ্গুল গিয়াছে বাড়িয়া॥
তাহা দেখি সকলে আশ্চর্য্য মানিল।
গোস্বামীর পায়ে সবে প্রণাম করিল॥
এই সব শ্যাম লীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

প্রবাস খণ্ড

শ্যামসুন্দরং প্রফুল্ল বদনং নবজলধর বরণং ত্রিভঙ্গং শান্তমূর্ত্তিং
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং রবিকরবসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা ।।
বন্দে শ্রীনন্দ নন্দনং যদুকুলতিলকং গোকুল গোপরক্ষণং।
রসিক কান্তিশেখরং খগেন্দ্রবাহনং পদ্মাশনং কদম্বৃক্ষহেলনং
স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
দক্ষিণে ললিতা যস্য বামে রাধা জগৎ প্রসূং।
পুরতো সখীভির যস্য তং নমামি পদ্মলোচনং ।।

———

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরোন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ ।।
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তদ্‌পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।।

— ——

জয় জয় গুরুদেব বানীকৃষ্ণসুত।
তোমার কৃপায় লিখি এ শ্যাম চরিত ।।
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান শিশু অল্পমতি ।।
তথাপি মূর্খের ভাগ্য মনের উদ্যোগ।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস ।।

তব পাদপদ্মদুটি ধরি শিরোপরে।
শ্যামলীলা কথা কহি আনন্দ অন্তরে॥
ক্রমভঙ্গ দোষ যেন না ঘটে গোসাঞী।
তোমা বিনা এ মূঢ়ের আর কেহ নাই॥
শ্যামলীলা কহ প্রভো হৃদয়ে থাকিয়া।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে মিনতি করিয়া॥

দীননাথপুরের কথা

রাধাশ্যাম সহ সেই শ্রীনন্দকুমার।
দীননাথপুর গ্রামে করেছে আগার॥
ভক্ত সমাগমে স্থানে হৈল বৃন্দাবন।
সর্ব্বদা সকলে যেন পুলকে মগন॥
বহুলোক থাকে সদা সেবা কর্ম্ম দেখে।
গোসাঞীর কাছে সবে মহানন্দে রহে॥
এরূপে দ্বাদশ বর্ষ হইল যাপন।
শ্যাম সুখে সুখী সবে নহে অন্য মন॥
একদিন সন্ধ্যাকালে স্বভক্ত সহিতে।
সঙ্কীর্ত্তন মাঝে গোসাঞী লাগিলা নাচিতে॥
হেন কালে আইল এক ব্রাহ্মণ নন্দন।
সঙ্কীর্ত্তন ভাবে সেহ হৈল অচেতন॥
কিছুক্ষণ পরে যবে চেতন পাইল।
ভক্তগণ সবে তারে জিজ্ঞাসা করিল॥

তাহাতে জানিলা গোসাঞী যত বিবরণ।
প্রথম বৈরাগ্য তার হয়েছে তখন॥
কামিন্তা গ্রামেতে জন্ম কুলিনের ছেলে।
মাণিক মুখুজ্যে সকলেতে বলে॥
ভবানীর সুত সে সংসার ছাড়িয়া।
বৃন্দাবনে গিয়াছিল বিরাগী হইয়া॥
তথা সিদ্ধ বাবাজী কহিল তাহায়।
দীক্ষা মন্ত্র না লইলে ভেক সিদ্ধ নয়॥
তে কারণে দীক্ষা মন্ত্র পাইবার আশে।
ফিরিয়া যাইতেছিল পুনঃ তার দেশে॥
এথা যবে রাধাশ্যামে দর্শন করিল।
পুনঃ তার আঁখি সহ ফিরাতে নারিল॥
গোঁসায়ের পায়ে পড়ি করয়ে ক্রন্দন।
বলে প্রভো তুমি মোরে করহ গ্রহণ॥
দীক্ষা মন্ত্র দিয়া দেহ করহ শোধন।
ও দুই চরণে আজ লইনু শরণ॥
শুনিয়া গোসাঞী অতি আনন্দিত হৈল।
আপনার মনে মনে যুকতি করিল॥
পঞ্চাশ বরষ মোর বয়স হইল।
তিন পত্নী মধ্যে কারো পুত্র না জন্মিল॥
অতএব এরে আজ দীক্ষা মন্ত্র দিয়া।
নিজ কাছে রাখি গিয়ে সন্তান ভাবিয়া॥
দেখিতে সুন্দর আর বয়সও ত কম।
মনে হয় ইহ সেই শচীর নন্দন॥

তাই হোক এরে আজ দীক্ষা মন্ত্র দিব।
তার পর স্বর্ণলতা কন্যা সমর্পিব ॥
সংসারী হইয়া ভজে গোবিন্দ চরণ।
সকলের সার সেই উত্তম ভজন ॥
অতএব দীক্ষা মন্ত্র তার কর্ণে দিল।
হরি হরি বলে সেহ নাচিতে লাগিল ॥
বৃন্দাবন অভিমুখে চলিল ধাইয়া।
তখন গোসাঞী তারে লইল টানিয়া ॥
এক বর্ষ তথা সে বসতি করিল।
তখন গোসাঞী নিজে শুনিতে পাইল ॥
মধ্যম জায়ার তাব গর্ভ হয়েছিল।
তাহে এক পুত্র তার প্রসব হইল ॥
ব্রজ কিশোর বলি নাম রাখিল সবাই।
রূপে অনুপম তার তুলনা যে নাই ॥
মহানন্দে শিষ্যগণ নাচিতে লাগিল।
আনন্দের কোলাহল চৌদিকে পড়িল ॥
হেন কালে হৈল যাহা দৈব দুর্ঘটন।
বর্ণনা করিতে মোর ঝরে দুনয়ন ॥
সাত দিনের পুত্র রাখি নন্দকুমার।
ইহ লীলা ত্যজি গেল নূতন সংসার ॥
এগার সতের সালে ফাল্গুন মাসেতে।
শিব চতুর্দ্দশী দিনে গোঁসায়ের শোকে ॥
সকলে কাঁদয়ে তথা করি উচ্চরোল।
শ্রীদাশ গোবিন্দ শোকে হইল বিহ্বল ॥

দীননাথপুর ত্যাগ করিয়া রাধাশ্যামের ব্রজরাজপুরে প্রত্যাগমন।

শ্রীনন্দকুমার যবে, পরলোকে গেল তবে,
সবে তথা রহে মন দুঃখে।
কেহ নাহি সুখ পায়, কেঁদে কেঁদে দিন যায়,
জর্জ্জরিত হইল সেই শোকে॥
বসি এক নিরজনে, খানিক ভাবিল মনে,
এখন মোর কি করা উচিত।
গোসাঞী রাখিয়া মোরে, গেলেন বৈকুণ্ঠপুরে,
এ সংসার কে করে রক্ষিত॥
কেবা পূজে রাধাশ্যামে, ভাবি তাই অনুক্ষণে,
করিতে না পারি কিছু স্থির।
বলিতে বলিতে মুখে, বিহ্বল হইল শোকে,
দুনয়নে বরিষয়ে নীর॥
ক্ষণপরে সংজ্ঞা পেয়ে, দুটি আঁখি কচালিয়ে,
বলে তথা বিষন্ন বদনে।
আমি যবে শিষ্য তার, তবে এই কর্ম্মভার,
শিরে ধরি বহিব যতনে॥
এরূপে ছমাস প্রায়, সেখানে রহিয়া যায়,
পূজা সেবা করয়ে শ্যামেরে।
কিন্তু রাধাশ্যাম রায়, তাহে প্রীত নাহি হয়,
স্বপ্ন যোগে কহেন তাঁদের॥

রাধাশ্যামের ব্রজরাজপুরে প্রত্যাগমন

মোর সেবা কর্ম্ম তোরা, জানিসনে গো তাই মোরা,
যাব সেই ব্রজরাজপুরে।
প্রাণ লইয়া চল, কহিলাম ভাল ভাল,
রবনা এ দীননাথপুরে ॥
শুনিয়া এতেক কথা, মনেতে পাইয়া ব্যথা,
কেঁদে মাণিক কৈল সবা ঠাই।
মো বড় অভাগী ভাই, সেবায় বঞ্চিত তাই,
করিলেন জগৎ গোসাঞী ॥
চল ব্রজরাজপুরে, লইয়া স্কন্ধেতে করে,
এই বলে তুলিল মাথায়।
দীননাথপুরবাসী, শোকের সমুদ্রে ভাসি,
কেঁদে কেঁদে কৈল মৃতপ্রায় ॥
মাণিক চলিলা ধীরে, রাধাশ্যামে লইয়া ক্রোড়ে,
গুরু গোষ্ঠী সঙ্গেতে চলিল।
ক্রমে ব্রজরাজপুরে, উপনীত হইলে পরে,
দাস গোবিন্দ চরণে পড়িল ॥

শ্যাম সুন্দর গোস্বামীর দেহত্যাগ ও তৎপুত্র বৃন্দাবনের নিষ্ঠুরতা।

ব্রজরাজ পুরবাসী শুনিল যখন।
পুনঃ ফিরি আসিয়াছে শ্রীনন্দনন্দন ॥
তখন পুলকে সবে নাচিতে লাগিল।
শ্যাম সুন্দর গোসাঞী মূর্চ্ছিত হইল ॥

লীলা সম্বরণ তার হইল তাহাতে।
ভাদ্র মাসে কৃষ্ণ পক্ষে চতুর্থী তিথিতে॥
বৃন্দাবনের মনে তবে দুঃখ উপজিল।
খুড়া মাতাগণে তাড়াইয়া দিল॥
ক্রোধভরে কহে ওগো তোদের কারণে।
বহু দুঃখ গেছে তাহা শোধিব এখনে।
থাকিতে না দিব এথা যাও গ্রামান্তরে।
এই বলে লাল নেত্রে দৃষ্টিপাত করে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তারা বাহির হইয়া।
বিষ্ণুপুরে উপনীত হইলেন গিয়া॥
তথাকার রাণী চূড়ামণি নাম যার।
দীক্ষামন্ত্র দিয়েছিলেন নন্দ কুমার॥
তাই তার কাছে গিয়া দুঃখ জানাইল।
শুনি রাণী চূড়ামণি বিধান করিল॥
আলগ্রাম নামে মৌজা মল্লভূমে ছিল।
তাহা তাহাদের নামে সম্প্রদান কৈল।
রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ দিলেন তাঁদেরে।
মাণিক রহিল তাঁর পূজা করিবারে॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ।

আলগ্রামের কথা।

আলগ্রামে রহে তারা আনন্দিত মনে।
গোবিন্দের পূজা তথা করয়ে যতনে॥
মাণিক করয়ে নিজে পূজা পালা আদি।
গৃহিনীরা নিজ হস্তে করে রন্ধনাদি॥
বনফুলে মালা গেঁথে দেয় স্বর্ণলতা।
এইরূপে মহানন্দে থাকয়ে সর্ব্বদা॥
সাতবর্ষ কাল প্রায় অতীত হইলে।
হেসে হেসে স্বর্ণলতা মাণিকেরে বলে॥
মাণিক দাদা রোজ আমি যত মালা গাঁথি।
সব তুমি রাধাশ্যামে পরাও যে দেখি॥
তুমিও পরনা আজ দেখি কেমন সাজে।
এই বলে একটি মালা পরাইল তাকে॥
কিছুক্ষণ পরে সে বলিল হাসিয়া।
আমিও দেখিনা কেন একটি পরিয়া॥
এই বলে মালা এক গলাতে পড়িল।
হেসে বলে দেখ দাদা কেমন সাজিল॥
মাণিক বলিল বেশ সেজেছে ভগিনী।
দেখে মনে হয় সেই শ্রীরাস রঙ্গিনী॥
হায় হায় আমি ওগো অতি অভাজন।
এ হেন সাক্ষাৎ সেবা পাইব কখন॥
স্বর্ণলতা গিয়া তার ধরিয়া গলাতে।
মৃদু মৃদু স্বরে তারে লাগিলা কহিতে॥

কি সম্বন্ধ হইল এবে তোমায় আমায়।
কেমন আনন্দ বল হতেছে ইহায়॥
শুনিয়া মাণিক অতি লজ্জিত হইল।
সে স্থান হইতে তাই সরিয়া সে গেল॥
স্বর্ণলতার মা তাহা আড়ালে দেখিয়া।
প্রকাশ না কৈল কথা রাখিল ছাপিয়া॥
মাস ছয় গত হৈলে কহেন সবারে।
স্বর্ণলতার বিয়ে দিতে হইবে এবারে॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ প্রায় অতীত হইয়া।
পড়িল পঞ্চদশ বরষ আসিয়া॥
এত বড় হৈল মেয়ে রাখিব কেমনে।
এইরূপে কথাবার্ত্তা কহে সর্ব্বজনে॥
তাহা শুনি স্বর্ণলতা হেট মুখে রহে।
কিছুক্ষণ পরে গিয়া রহিল শুইয়ে॥
তাহার জননী যবে খাইতে ডাকিল।
উঠিতে না চাহে সেহ কাঁদিতে লাগিল॥
সকলে জানেন মাতা তবু জিজ্ঞাসেন।
স্বর্ণলতা কেন তুমি করিছ ক্রন্দন॥
হেট মুখে স্বর্ণলতা রহিল বসিয়া।
দুই গণ্ড অশ্রু তার যায় গড়াইয়া॥
কোন কথা নাহি কহে যেন বাক্ রুদ্ধ।
দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ি এক হৈল সে স্তব্ধ॥
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ শুইয়া পড়িল।
তাহা দেখি মাতা তার সে স্থান ত্যজিল॥

মধ্যম সতিনী তার শুনিল যখন ।
স্বর্ণলতার ঘরে তার করিল গমন ॥
কহেন বিনয়ে কি হৈল স্বর্ণলতা ।
তাহা শুনি পাশ ঘুরাইল স্বর্ণলতা ॥
কথা না কহিয়া এক নিশ্বাস ছাড়িল ।
তখন তাহার দুই নয়ন ঝরিল ॥
বুঝিতে না পারে কিছু খুড়িমাতা তার ।
দেবী দেখি আইল তবে মাণিক সে ঘর ॥
কহিল বিনয় স্বরে কি হল ভগিনী ।
কোন দুখে চোখে হেন বহিতেছে পানি ॥
এই উঠ আমি তাহা মুছাইয়া দিব ।
রাত্রি হয়ে গেছে চল খাইতে বসিব ॥
শুনি স্বর্ণলতা বেগে তড়িতে উঠিয়া ।
সে স্থান হইতে গেল বাহির হইয়া ॥
দ্রুতবেগে যায় সে পথ নাহি দেখে ।
হেনকালে ফনীবর দংশিল তাহাকে ॥
সে আঘাতে স্বর্ণলতা গেল মুর্চ্ছা হৈঞা ।
তাহে প্রাণ বায়ু গেল বাহির হইয়া ॥
দেখিয়া জননী তার কাঁদিতে লাগিল ।
ভূমে পড়ি সর্ব্বাঙ্গে লুণ্ঠিত হইল ॥
বিমাতা দুই কাঁদয়ে উচ্চরব করি ।
ব্রজ কিশোর কাঁদে ফুকারি ফুকারি ॥
ক্রন্দনের রোল শুনি পল্লীবাসিগণ ।
উপনীত হৈঞা সবে করয়ে রোদন ॥

ক্রন্দনের ধ্বনি যেন গগন ভেদিল।
বৈকুণ্ঠ বিহারী তথা জানিতে পারিল॥
স্থির হৈয়া প্রভু আর থাকিতে নারিল।
ছদ্মবেশে আলগ্রামে উপনীত হইল॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ করিয়া ধারণ।
মৃদুস্বরে তাহাদের কহেন তখন॥
মিছে কেন কাঁদ বাছা হইয়াছে কি।
মোর কথা শুন যদি বাঁচাইয়া দি॥
তুমি ওর মাতা বট কেন শোক পাও।
তোমার জীবন দিয়া উহারে বাঁচাও॥
শুনি মাতা কহিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে।
একবার মা বলে ডাকুক আমাকে॥
শুনিয়া সে ডাক আমি ত্যজিব জীবন।
এই কথা উচ্চারিয়া করয়ে রোদন॥
দ্বিতীয় সতিনী তার কহিল তখন।
আমি মৈলে ব্রজকিশোর ত্যজিবে জীবন॥
লালন পালন কেবা করিবে তাহায়।
মাতৃহারা হয়ে পুত্র কেমনে রহয়॥
তৃতীয় সতিনী তবে কহে দুঃখ মনে।
জীবন ত্যজিব আমি কিসের কারণে॥
বাঁচে যদি তবু মোর কন্যা না বলিবে।
এখন যার আছে পুনঃ তাহারই হবে॥
শুনিয়া মাণিক তথা মূর্চ্ছিত হইল।
নিশ্বাস প্রশ্বাস তার রহিত হইল॥

কিছুক্ষণ পরে দেখে প্রাণ বায়ু নাই।
অস্থির হইয়া সবে কাঁদিতেছে তাই ॥
হেনকালে অন্তর্ধান হইল ব্রাহ্মণ।
স্বর্ণলতার মা এক দেখিল স্বপন ॥
কেন মিছে কাঁদ ওগো ওদের কারণে।
সামান্য মানুষ ওরা না ভাবিহ মনে ॥
শ্রীচৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া এই দুই হয়।
নবদ্বীপ ছাড়ি দোঁহে এসেছে এথায় ॥
অষ্ট ধাতুর বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া।
মন্ত্রযোগে এতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া ॥
বাৎসল্য ভাবেতে তুমি সেবিবে দোঁহায়
কারণে খেদ করা উপযুক্ত নয় ॥
বলিতে বলিতে যেন ঘুম ভেঙ্গে গেল।
তাই মন্দাকিনী হবিষ বিষাদে রহিল ॥
রাত্রিটুকু গত হলে দেখিল প্রভাতে।
নবদ্বীপবাসী এক ভক্ত আসিয়াছে ॥
এই সব কথা যবে তাহারে বলিল।
বিগ্রহ নির্মাণ সে করিবারে গেল ॥
চৈতন্যের মূর্ত্তি হৈল সুন্দর সুঠাম।
বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্ত্তি হৈল অপর রকম ॥
দাস গদাধর তাহে প্রকাশ হইল।
তাহা দেখি লোক সব আশ্চর্য্য মানিল ॥
নিশাযোগে মন্দাকিনী দেখিল স্বপন।
কে যেন মধুর স্বরে কহিল বচন ॥

আমি দাস গদাধর দেখগো চাহিয়া।
গৌরাঙ্গ সহিত এথা আছি দাঁড়াইয়া।
বৃন্দাবনের বন হবে এনেছে মথুর।
গৌরসহ তাই আমি আইনু তব পুর॥
আশ্রমেতে সেবা তুমি করিবে দোঁহার।
শোক তাপ দূরে যাবে রবে না বিকার॥
নবদ্বীপ বাসের ফল এথাতে পাইবে।
শচীর তনয় তোর স্নেহে বাঁধা রবে॥
কোথাও না যাবে হেথা ছাড়ি এই স্থান।
এই বাক্য সার বাক্য না ভাবিহ আন॥
আর এক কথা মোর করিবে পালন।
মাণিকের ছোট ভাই আছে একজন।
পৌরহিত্যে বরণ ওগো করিবে তাহায়।
সেই যেন তোমাদের শিষ্য হয়ে রয়॥
শ্রীদাস গোবিন্দ দুই কর যোড়ে বলে।
কৃপা করি রেখো অই চরণের তলে॥

শ্রীলালবিহারী গোস্বামীর কথা

দশ বর্ষ পর, শ্রীব্রজ কিশো
ব্রজরাজ পুরে গিয়া।
করযোড়ে কয়, দাদা মহাশ
কহি মিনতি করিয়া॥

শ্যামের সেবার, অংশ যে আমার,
পৈতৃক তিন মাস।
কৃপা করি মোরে, দিবে হে এবারে,
সদা এই অভিলাষ॥
এই কথা শুনে, আরক্ত নয়নে,
বৃন্দাবন কয় তারে।
তারে কও গিয়া, কেন দাঁড়াইয়া,
আছ বল এই দ্বারে॥
মোর কাছে থেকে, সেবা নাহি পাবে,
কহিলাম এই সার।
শুনি এ কঠোর, গণ্ডে বহে লোর,
দুঃখিত ব্রজ-কিশোর॥
ফিরে গেল ঘরে, আপন আগারে,
কিন্তু নাহি সুখ পায়।
সদা ভাবে মনে, শয়নে স্বপনে,
কিছু স্থির নাহি হয়॥
আসি যাবেন মাঝে, অগ্রজের কাছে,
শ্যামের সেবা চায়।
কিন্তু ভাগ্য দোষে, বৃন্দাবন রোষে,
সেবা নাহি দিল তায়॥
কিছুদিন গেল, জীবন ত্যজিল,
এগার শাট সালে।
আশ্বিন মাসেতে, চতুর্থী তিথিতে,
অঙ্গ লুটে ধরাতলে॥

হেন কালে আসি, শ্রীলাল বিহারী,
ব্রজ কিশোরের সুত।
কহিল সজোরে, সবার মাঝারে,
রাধা শ্যামে লয়ে যাব ॥
বৃন্দাবনের সুত, সাধু নামে খ্যাত,
আর তার দুই ভাই।
চরণ জনার্দ্দন, উত্তেজিত হন,
সজোরে কহিল তাই ॥
সেবা দিব কেন, চাহিবে যে জন,
তারে এবে শিক্ষা দিব।
আমাদের শ্যাম, আমাদের প্রাণ,
হৃদয় মাঝারে থোব ॥
শুনি সেই কথা, মনে পাঞা ব্যথা,
শ্রীলালবিহারী রোষে।
রাধাসহ শ্যামে, লইয়া গোপনে,
চলে যায় রাত্রি শেষে ॥
ক্রমে বিষ্ণুপুরে, পৌঁছাইলে পরে,
রাজা দেয় তার স্থান।
শ্যামের কৃপায়, সেই বিষ্ণুপুর,
হৈল যেন বৃন্দাবন ॥
ভক্ত সমাগমে, আনন্দ মগনে,
রহে যত নরনারী।
শ্রীগোবিন্দ দাস, করে অভিলাষ,
মোরে টানি লহ প্যারী ॥

ছয়মাস তথা প্রায় অতীত হইল।
স্বপ্নযোগে শ্যামচাঁদ তাহারে কহিল॥
এথা আমি নাহি রব বড় অনাচার।
ব্রজরাজপুর মোর লাগিয়াছে ভাল॥
প্রভাত হইলে তথা লইয়া যাইবে।
দুইমাস সেবা তুমি নিশ্চয় পাইবে॥
এই বলে প্রভু যেন হল অন্তর্দ্ধান।
এথা জনার্দ্দন এক দেখিল স্বপন॥
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি ধরি বিশ্বম্ভর রূপে।
তাহার সম্মুখে শ্যাম কহিল রোষেতে॥
ভকত অধীন আমি ভকত বৎসল।
বজ্রের সমান তাহাদের চক্ষুজল॥
শ্রীলাল বিহারী মোরে এনেছে হরিয়া।
পুনঃ কাল ব্রজরাজপুরে যাবে লঞা॥
দুইমাস সেবা তারে দিবে হে নিশ্চয়।
নতুবা জানিবে তব ঘটিবে সংশয়॥
এই কথা শুনি জনার্দ্দন ভীত হইল।
নানা মতে স্তব স্তুতি করিতে লাগিল॥
ক্রমেতে প্রভাত আসি দিল দরশন।
কোথা শ্যাম বলে তবে করয়ে রোদন॥
দ্বিপ্রহর কালে হেরি শ্রীলাল বিহারী।
উচ্চকণ্ঠে পুরবাসী বলে হরি হরি॥
বাম কক্ষে রাধা তার ডান কক্ষে শ্যাম।
হেরি জনার্দ্দন তথা হইল অজ্ঞান॥

কাঁদিতে কাঁদিতে স্তব স্তুতি কৈল।
তারপর প্রেমাবেশে নাচিতে লাগিল॥
তিন দণ্ড নৃত্য করি অজ্ঞান হইল।
ঘণ্টা দেড় পরে পুনঃ চেতন পাইল॥
লাল বিহারীকে কহিলেন মৃদুস্বরে।
দুইমাস সেবা প্রভু দিয়াছেন তোরে॥
আশ্বিন কার্ত্তিক এই দুই মাস হল।
বলিতে বলিতে চক্ষু মুদিত করিল॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

শ্যামসুন্দরং প্রফুল্ল বদনং নবজলধর বরণং ত্রিভঙ্গং শান্তমূর্ত্তিং
বর্হা পীড়াভি রামং মৃগমদ তিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং রবিকর বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা॥
বন্দে শ্রীনন্দ নন্দনং যদুকুল তিলকং গোকুল গোপরক্ষণং।
রসিক শান্তি শেখরং খগেন্দ্র বাহনং পদ্মাশনং কদম্ব বৃক্ষ হেলনং
স্বাধরে ন্যস্ত বেং
দক্ষিণে ললিতা যস্য বামে রাধা জগৎ প্রসূং।
পুরতো সখীভির যস্য তং নমামি পদ্মলোচনং॥

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরোন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তদ্‌পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জয় জয় গুরুদেব বানীকৃষ্ণ সুত।
তোমার কৃপায় লিখি এ শ্যাম চরিত॥
নাহি আছে বিদ্যা মোর নাহি আছে বুদ্ধি।
নাহি কোন তত্ত্বজ্ঞান শিশু অল্পমতি॥
তথাপি মুর্খের ভাগ্য মনের উল্লাস।
দোষ ক্ষমি মো অধমে কর নিজ দাস॥
তব পাদপদ্মদুটি ধরি শিরোপরে।
শ্যামলীলা কথা কহি আনন্দ অন্তরে॥
ক্রমভঙ্গ দোষ যেন না ঘটে গোসাঞী।
তোমা বিনা এ মূঢ়ের আর কেহ নাই॥
শ্যামলীলা কহ প্রভো হৃদয়ে থাকিয়া।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে মিনতি করিয়া॥

সুবল গোস্বামীর কথা।

লালবিহারী পাইল সেবা দুই মাস।
তবে তিন ভাই তারা পাইল উল্লাস॥
নিকটবর্ত্তী স্থানে এক আড্ডা করাইল।
বৃন্দাবনপুর বলি তার নাম থুইল॥
মাকড়কোলে ছিলেন মদনমোহন।
তার পুত্র সুবলচন্দ্র শুনিল যখন॥
তবে উপনীত হইল ব্রজরাজপুরে।

তথায় কহিল সেহ সবার মাঝারে ॥
আমিও সেবার অংশ কেননা পাইব।
পিতৃধন আছে যাহা কেননা লইব ॥
অর্দ্ধেকের অংশী আমি দাও তাহা মোর।
বলিতে বলিতে যেন চক্ষে বহে লোর ॥
তাহা শুনি কহিলেন সাধু ও চরণ।
কার কাছে সেবা তুমি লইবে এখন ॥
কে বা পরিচিত তব কে চিনে তোমায়।
সেবা নাহি পাবে শ্যামের কহিনু নিশ্চয়
শুনিয়া সুবল অতি দুঃখিত হইল।
খাতড়ায় গিয়া রাজা হরিশচন্দ্রে কইল ॥
তাহা শুনি রাজা মনে ভাবিতে লাগিল।
শেষে দুই মাস সেবা তাহাকেও দিল ॥
শুনিয়া চরণ অতি ক্রোধিত হইল।
ব্রজরাজপুরে শ্যামকে লুকাইল ॥
সতেজে কহিল তথা সুবলের প্রতি।
খুঁজিয়া বাহির কর কোথা সে শ্রীপতি ॥
তবেত জানিব তুমি গোস্বামী তনয়।
নতুবা সেবার অংশ পাবে না নিশ্চয় ॥
শুনিয়া সুবলচন্দ্র ক্রোধিত হইয়া।
একাসন করি তথা রহিল বসিয়া ॥
তিন দিন পরে তিনি জানিলেন ধ্যানে।
এবে লুকাইয়া রেখেছিল রাধাশ্যামে ॥
পাথর্য্যার জলে তিনি ভাসিবেন আজ।

মন্দিরে শ্রীরাধারাণী করিছে বিরাজ ॥
আজ হতে পাথরিয়া কেহ না বলিবে।
শ্যামকুণ্ড বলি তারে সকলে কহিবে ॥
তার জলে স্নান করি যদি কোনজন।
মগরায় স্নান করে শুদ্ধ করি মন ॥
তবে অচিরাতে তার সর্ব্বব্যাধি যাবে।
শ্রীমুখের বাক্য ইহা মিথ্যা নাহি হবে ॥
এই বলে গিয়া তার তটে দাঁড়াইল।
প্রভুর জলক্রীড়া তথা দেখিতে পাইল ॥
আশ্চর্য্য মানিল তবে যত লোকজন।
চৌদিকেতে হরিধ্বনী দেয় ভক্তগণ ॥
জলেতে নামিয়া সুবল শ্যাম লইল কোলে।
প্রেমাবেশে হরিবলে নাচিতে লাগিলে ॥
অতএব সেবা তাঁর দুই মাস হল।
শ্রাবণ আর ভাদ্র বলি সকলে কহিল ॥
সেই মত সম্পত্তি দিলেন তাহারে।
তাহাতেই তুষ্ট হয়ে গেলেন ফিরিয়ে ॥
মাকড়কোলে গিয়া যাহা দেখিলা নয়নে।
তাহা এই ক্ষুদ্রপ্রাণে বর্ণিব কেমনে ॥
শ্রীমন্মথুরানন্দের সমাধি যথায়।
সুন্দর বিগ্রহ দুটি শোভিছে তথায় ॥
দেখিয়া গোসাঞী তথা মূর্চ্ছিত হইল।
ঘণ্টা দেড় পরে এক স্বপন দেখিল ॥
মথুরানন্দ কহিলেন মৃদু মৃদু স্বরে।

শ্যামসুন্দর কৃপা করিলা তোমারে ॥
সে কারণে প্রভু এথা প্রকট হইল।
জানিও এ স্থান আজি দ্বারকা হইল ॥
এ স্থানে থাকি যেহ ভজন করিবে।
তিন বৎসরের মধ্যে সিদ্ধদেহ পাবে ॥
অতএব তুমি ওহে ভক্তি সহকারে।
রাধাশ্যামে লয়ে যাও পূজা করিবারে ॥
খই মুড়ি সিদ্ধান্ন যা রবে তোমার।
তাহাতেই তুষ্ট হবে শ্যাম নটবর ॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ ॥

প্রেমলতার কথা।

সাধু গোসাঞীর কন্যা প্রেমলতা নামে।
রূপে তার সমতুল্য নাহি ত্রিভুবনে ॥
অন্যের কি কথা কব বর্ণনে না যায়।
ব্যাকুল হইল নিজে শ্যাম রসময় ॥
তাঁর রূপ দেখি স্থির থাকিতে নারিল।
মন্দির হইতে প্রভু বাহির হইল ॥
চার বৎসরের মেয়ে সেই প্রেমলতা।
বালক বালিকা সনে ক্রীড়া করে যথা ॥

নিজে শ্যাম তথা গিয়ে বালকের বেশে।
কহিলেন মৃদু মধুর মন্দ মন্দ ভাসে॥
আজ এক নূতন খেলা খেলিব আমরা।
বৃন্দাবনের ভাব এথা দেখাইব মোরা॥
সখা সখী হবে যত বালক বালিকা।
কেহ বা নায়ক হবে কেহ বা নায়িকা॥
তাহা শুনি আনন্দিত হইল সকলে।
সেই নূতন ক্রীড়া করে কুতূহলে॥
বালক বেশেতে শ্যাম নায়ক হইল।
নায়িকা করিবে বলি প্রেমলতায় কৈল॥
লজ্জা পেয়ে হেমলতা হেটমুখে রহে।
রঙ্গ ভঙ্গি করে যত বালক বালিকে॥
তাই কিছুক্ষণ পরে গৃহে চলি গেল।
ছাওয়াল ছাওয়ালি তার সঙ্গেতে চলিল॥
বর কণে বলে তারা নাচিয়া উঠিল।
দুধ চিড়া খাব বলে সকলে কহিল॥
শুনি মাতা হেসে হেসে বাহির হইল।
দুধ চিড়া করে লয়ে খাওয়াইতে গেল॥
গুড় চাঁছি কলা পাকা মিশাইল তায়।
শ্রদ্ধা সহকারে তাহা সকলে বিলায়॥
কিন্তু তথা যবে সেই বালকে হেরিল।
আঁখি ফিরাইতে মাতা আর না পারিল॥
মনে মনে বলে তারা চৌদিকে নেহারি।
সামান্য বালক বেশে এসেছেন হরি॥

নতুবা যে তার সনে এত আছে এত ছেলে।
তাদেরে দেখিয়া কেন শ্রদ্ধা না জন্মিলে ॥
আহা মরি মরি মরি কিবা মনোহর।
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জল ॥
একবার মুখপানে যে হেরিবে তার।
আর না আসিবে ফিরি আঁখি দুটি তার ॥
হায় হায় বিধি মোর দিল দুই আঁখি।
সাধ না মিটিল তাই হেরি রূপরাশি ॥
যদি আজ শত নেত্র থাকিত আমার।
তাহলে কিঞ্চিৎরূপে দেখিতাম তাঁর ॥
হায় হায় যদি বিধি দুই আঁখি দিলি।
শত্রুতা সাধিতে কেন নিমিক তাহে দিলি ॥
অনিমেষ নয়নেতে দিলিনা দেখিতে।
এই বলে মূর্চ্ছা হৈঞা পড়িল ভূমিতে ॥
সেই কালে অন্তর্দ্ধান হইল শ্যামরায়।
নিশীথ সময়ে তারে স্বপ্নযোগে কয় ॥
পরমরূপসী তোর কন্যা প্রেমলতা।
নিষেধ করিবি যেন নাহি আসে এথা ॥
নতুবা তাহারে ছেড়ে হয়েছি পাগল।
পঞ্চ শরে জর্জ্জরিত হতেছে আমার ॥
তাই আজ আমি তোর ঘরে গিয়েছিনু।
তোর হাতের দুধ চিরা আনন্দে খাইনু ॥
আজ হতে কহিলাম আমি গো তোমায়।
বাৎসল্য ভাবেতে তুমি খাওয়াবে আমায় ॥

প্রতিদিন দুধ চিড়া খাব অপরাহ্নে।
প্রেমলতায় যেন তুমি রেখো সাবধানে॥
আমারে দেখিতে যেন কভু না আইসে।
তাহারে হেরিলে আমি নাহিগো থাকিতে॥
এত শুনি মাতা তার ভাবে মনে মনে।
চার বৎসরে মেয়ে রাখিব কেমনে॥
শ্যাম দরশনে তার আনন্দ অপার।
কেমনে নিষেধ আমি করিব তাহায়॥
এইরূপে দিন সাত অতীত হইলে।
প্রেমলতার মা তথা কহিল সকলে॥
বালক বেশেতে শ্যাম আসি মোর গৃহে।
প্রত্যহ দই চিড়া খায় অপরাহ্নে॥
জামাই হইবে সে বলেছে আমায়।
প্রেমলতা মায় আমি সমর্পিব তায়॥
শুনিয়া সকল মেয়ে হাসিয়া উঠিল।
বলে শ্যাম কেমনেতে জামাই হইল॥
মন্দিরে আছেন শ্যাম আইলা কেমনে।
দুধ চিড়া তোর হাতে খাইবে গো কেনে॥
মেয়েদের জল তার ভোগ হয় নাই।
মন্দির প্রবেশ মোরা করিতে না পাই॥
কুড়ি বছরের ছুঁড়ি তোর হাতে খাবে।
বল কোন জনা ইহা বিশ্বাস করিবে॥
এমন কি সুন্দর বটে প্রেমলতা তোর।
বিবাহ করিবে তাই গোপীকানাগর॥

গোপীকা বল্লভ শ্যাম শ্রীরাধার প্রাণ।
রাধা বই কভু তার নহে অন্য মন ॥
এই বলে সবে তারা হাসিয়া উঠিল।
তাহার কথায় বিশ্বাস কেহ না করিল ॥
হেসে হেসে বলে কই দেখা তোর শ্যামে।
দুধ চিড়া খাওয়াইগো আমরা সযতনে ॥
শুনি সতীবালা দেবী উঠিয়া দাঁড়াল।
শ্যামকে আনিবে বলি বাহির হইল ॥
নানা স্থানে খুঁজে বেড়ায় দেখিতে না পায়।
ব্যাকুল হইয়া তাই ক্রন্দন করয় ॥
বলে হায় হায় মোর কি হল কি হল।
প্রেমলতা মা আমার কোথায় রহিল ॥
হায় শ্যাম কোথা তুমি রয়েছ লুকায়ে।
প্রেমলতা মায়ে মোর দাও দেখাইয়ে ॥
কত সাধের ধন মোর প্রেমলতা মা।
ধৈরয ধরিতে নারি দেখা দিয়ে যা ॥
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে নীর।
কাঁদিতে কাঁদিতে যেন হইল অস্থির ॥
বৃদ্ধ নারাণ সেবাত হরিচরণ সুত।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে তথা হইল উপনীত ॥
মৃদুস্বরে কহিলেন তাহারে তখন।
মিছে কেন বাছা তুমি করিছ রোদন ॥
দেখাইয়া দিই যদি তোর প্রেমলতায়।
তবে কি দিবি গো তুই বলনা আমায় ॥

শুনি সতীবালা দেবী ধরি তার পায়।
কেঁদে কেঁদে বলে মাগো দাও দেখাইয়ে॥
যাহা চাবে তাহা আমি দিবগো নিশ্চয়।
প্রেমলতা বিনে মোর প্রাণ নাহি রয়॥
এই কথা বলি তথা কাঁদিতে লাগিল।
বক্ষ ভেসে পড়ে দুই নয়নের জল॥
শুনিয়া সেবাত তারে কহিল মৃদু হাসে।
তোর প্রেমলতা আছে রাধাশ্যাম পাশে॥
মন্দিরের চাবি কোথা আন ত্বরা করি।
প্রেমলতা আছে তথা কহিলা কিশোরী॥
শুনি সতীবালা দেবী তাহারে কহিল।
তালাবন্ধ আছে তবে কেমনেতে গেল॥
আমারে কাঁদাতে বুঝি ছিল তব সাধ।
তাই লুকাইয়ে তুমি রেখেছিলে আজ॥
শুনিয়া নারাণ তারে হেসে হেসে কয়।
আমি কেমনেতে বল রাখিব সেথায়।
শ্যামের ভোগের পর ব্রাহ্মণে খাইল।
তারপরে মেয়েরা সব খাইতে বসিল॥
তখন তোদের কাছে ছিল প্রেমলতা।
তবে আমি তারে পাইব গো কোথা॥
চাবি কাঠি তোর কাছে পাইব কেমনে।
তবে হেন কথা বাছা বলিতেছ কেনে॥
দাসী করি লইয়াছে শ্রীব্রজকিশোর।
মন্দির খুলিলে সন্দেহ যাবে তোর॥

শ্যামের পালঙ্কে বসে রয়েছে সুন্দরী।
সফল হইবে সবে তাহাবে নেহারি॥
কিন্তু বাছা যদি তারে মন্দ কথা বল।
তাহলে নিশ্চয় তব ঘটিবে জঞ্জাল॥
জীবন ত্যজিবে সে থাকিবে না আর।
বলিতে বলিতে যেন চক্ষে বহে ধার॥
কবাট খুলিয়া যবে আঁখি ফিরাইল।
শ্যামের পালঙ্কে প্রেমলতাবে হেরিল॥
বাকরুদ্ধ হয়ে তথা রয়েছে বসিয়া।
রাধা শ্যামের মুখপানে আছে তাকাইয়া॥
পদসেবা করিতেছে যতনে দোহার।
দুই আখি ছল ছল বহে প্রেমধার॥
দেখিয়া জননী তার বলিল তখন।
হায় বাছা এবে তোর নিশ্চয় মরণ॥
কি সাহসে বসিলি তুই শ্যামের পালঙ্কে।
শীঘ্র উঠে আয় এথা কহি ভালমতে॥
এই বলে লাল নেত্রে চাহিল যখন।
ধীরে ধীরে প্রেমলতা কৈল গাত্রোত্থান॥
রেগে মাতা গালে এক চাপড় মারিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া কন্যা ধরায় পড়িল॥
তিন ঝলক রক্ত তার মুখেতে উঠিল।
তাহাতেই প্রাণবায়ু বাহির হইল॥
স্বপ্নযোগে শ্যাম 'সেই সেবা'তে কহিল।
তাই শব দেহ তার মন্দিরে রহিল॥

কাহাকেও নাহি দিল স্পর্শ করিতে।
ধরায় পড়িয়া মাতা লাগিলা কাঁদিতে॥
বলে হায় কি হইল করম অভাগী।
প্রেমলতা মায়ে কেন কেরে নিল বিধি॥
পরাণ পুতুলি মোর প্রেমলতা মা।
ধৈরয ধরিতে নারি কথা কয়ে যা॥
মা বলে ডাক ওগো জুড়াক পরাণী।
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে পানি॥
পাড়া প্রতিবেশী বলে কি হল কি হল।
হায় হায় বলি সবে কাঁদিয়া উঠিল॥
খাতড়ার রাজা শ্রীহরিশ্চন্দ্র ঢোল।
রাত্রে এক স্বপ্ন দেখে হইল ব্যাকুল॥
প্রভাতে উঠিয়া এক মিস্ত্রি ডাকাইল।
কর্ম্মচারী দিয়া নিম কাঠ আনাইল॥
ললিতা সখীর মূর্ত্তি গড়াইয়া তায়।
মহানন্দে ব্রজরাজপুরে লয়ে যায়॥
লোকজন যত সব সঙ্গেতে আইল।
তিন দিনের শব দেহ দেখিতে পাইল॥
সুন্দর রয়েছে তাহা দুর্গন্ধাদি নাই।
সেবাত কহিল তবে সকলের ঠাঁই॥
বৃন্দাবন ছেড়ে শ্যাম এসেছেন হেথা।
তাই তার প্রিয় সখী আইল ললিতা॥
ক্রমে ক্রমে লীলা প্রভু বিস্তার করিবে।
নব বৃন্দাবন ব্রজরাজপুর হবে॥

সামান্য বালিকা বেশে ছিল প্রেমলতা।
দেখহ সকলে আজ সেই ত ললিতা॥
এই কাষ্ঠ পুত্তলিতে আবেশ হইবে।
মন্ত্রযোগে তার প্রাণ সংযোগ হইবে॥
শ্যামের দক্ষিণভাগে রহিবে সুন্দরী।
বামে শোভা বাড়াইবে রাধিকা পিয়ারী॥
তার মাঝখানে রবে শ্যাম নটরায়।
যাহা দরশনে হবে সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
দুধ চিড়া খেতে প্রভু বড় ভালবাসে।
তাইত আমারে আজ কহেন আশ্বাসে॥
প্রভুর ফেরত গোষ্ঠ-কালে অপরাহ্নে।
দুধ চিড়া গুড় এবে যোগাবে যতনে॥
এক সেরের কম যেন চিড়া নাহি হয়।
দুধ গুড় সেই মত দিবে হে নিশ্চয়॥
কলা পাকা চাহি তাহে মিশ্রিত করিবে।
তবেত প্রভুর মুখে সুস্বাদু লাগিবে॥
মতিবালা দেবী খাওয়াএছে যত্ন করি।
পাশরিতে নারে তাহা শ্রীব্রজরাজবিহারী॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

বর্গীর হাঙ্গামে ব্রজরাজপুর

এগারশ তেষট্টি সনে, বৈশাখের অপরাহ্নে,
শুক্লপক্ষে তৃতীয়ার দিনে।
একদল বর্গী এসে, অত্যাচার কৈল যবে,
এই ব্রজরাজপুর গ্রামে॥
ভয়ে পুরবাসীগণ, ত্যজি আপন ভবন,
প্রাণ লৈয়া করে পলায়ন।
কেহ বা জঙ্গলে গিয়া, কেহ দেশান্তরে যাইয়া,
ছদ্মবেশে করয়ে ভ্রমণ॥
দেখি মহারাষ্ট্রগণ, হৈয়া আনন্দিত মন,
ধনরত্ন করয়ে লুণ্ঠন।
যাহাকে সম্মুখে দেখে, মার ধর করে তাকে,
কতলোক ছাড়য়ে জীবন॥
কত শত ঘর বাড়ী, ভাঙ্গিল পাথর ছুড়ি,
কতস্থানে আগুন জ্বালিল।
শ্যামের প্রাঙ্গনে গিয়া, মহা অত্যাচার কৈলা,
নাটশালা ভাঙ্গিয়া ফেলিল॥
দেখি গোস্বামীর গণ, যোড় করে শ্যামে কন,
হায় হায় নাহি সহে প্রাণে।
আমরা মরিব প্রভু, তাহে দুঃখ নাহি কিছু,
কিন্তু তোমায় রক্ষিব কেমনে॥

অই মন্দিরেতে গেল, ছয়জন প্রবেশিল,
তব শক্তি করহ প্রকাশ।
এই বলে মূর্চ্ছা হয়ে, পড়িল ভূমির পরে,
চরণ গোস্বামী যার নাম॥
হেন কালে দেখে সব, সমস্ত মন্দিরময়,
অগ্নি যেন জ্বলিয়া উঠিল।
তাহে ভস্ম হইয়া গেল, যারা প্রবেশ করেছিল,
একজনও ফিরিয়া না এল॥
হেনকালে অশ্বারোহনে, হিকিম কন্যা সেইখানে,
উপনীত হইল আসিয়া।
ষোড়শ বরষী সেহ, হাতে লৈয়া অসি সহ,
যুদ্ধ কর কহিল হাঁকিয়া॥
তোমাদের অত্যাচারে, প্রাণে ধৈর্য্য নাহি ধরে,
তাই আমি আইনু এথায়।
কেবা কত বল ধর, মোর সনে যুদ্ধ কর,
অগ্রসর হওরে ত্বরায়॥
এই বলে অসিখানা, উত্তোলন করি কন্যা,
রক্ত নেত্রে রহিল চাহিয়া।
দেখি মহারাষ্ট্রগণ, কহে যদি রবে প্রাণ,
সম্মুখ হতে যাও পলাইয়া॥
কি সাহসে আইলে এথা, কেবা তব মাতা পিতা,
সৈন্য কত আছয়ে তোমার।
স্ত্রী হত্যা করাবে কেন, বরমাল্য কর দান,
নৈলে আজ নাহিক নিস্তার॥

শুনি কন্যা উচ্চরোলে, অসি উত্তোলন করে,
কৈল দন্ত করিয়া ঘর্ষণ।
আসিবে তোমার যম, বীরাঙ্গনা মোর নাম,
অসি মুখে দিব পরিচয় ॥
শুনেছ খাতড়ার নাম, মহারাজা জয়চাঁদ,
হরিশ্চন্দ্র ধবলের সুত।
তার খুড়া বীরচন্দ্র, যার হাতে যমদণ্ড,
জানিবি তার প্রতাপ প্রচণ্ড ॥
আমি তাঁর কন্যা ওরে, পাঠাব যমের ঘরে,
তোদের নিয়তি মোর করে।
রামচন্দ্রপুর নামে, গড় হের অইখানে,
পিতা মোর রহে সেই পুরে ॥
সৈন্য মোর শ্যামচাঁদ, অস্ত্র অই অসিখান,
বল মোর গুরুর চরণ।
আর কি চাহিব ওরে, বৈষ্ণব রেণু ধরি শিরে,
আসিয়াছি তোদের সদন ॥
অই দেখ অসি অগ্রে, বরমাল্য দিব তোকে,
আয় আয় সম্মুখে সরিয়া।
এ বলে উন্মত্ত হইয়া, মহারণে প্রবেশিয়া,
বীরাঙ্গনা উঠিল মাতিয়া ॥
অস্ত্রাঘাতে ঝন্‌ঝনি, দোঁহে হয় হানাহানি,
টলমল করে ধরাতল।
রকতের স্রোত বহে, এক সরোবর তাহে,
জল শুদ্ধ হয়ে গেল লাল ॥

যুতনি গত্যা তার নাম, দেখি মহারাষ্ট্রগণ,
বাকি সব পলাইয়া গেল।
বীরাঙ্গনা জয়ী হইয়া, ক্রোধেতে উন্মত্ত হইয়া,
তা সবার পশ্চাতে রুখিল ॥
যাইতে যাইতে পথে, ভেড়ুয়া সোলের নিকটে,
অশ্ব হতে গেল সে পড়িয়া।
তাহে তার দেহখান, পাষাণ হৈল তখনি,
তথা সেহ রহিল বসিয়া ॥
প্রভাত হইল যবে, দেখে গ্রামবাসী সবে,
তথা এক মন্দির হয়েছে।
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত তা, তার মাঝে বাঁকা সখা,
পাষাণ সহ দাঁড়ায়ে রয়েছে ॥
স্বপ্নযোগে কইল শ্যাম, জানিবে হে এইখান,
সেই মোর মথুরা সমান।
এই যে হিকিম কন্যা, নহে কভু সাধারণা,
কুব্জা সম বাড়াইনু মান ॥
খাঁদারাণী নাম হল, এটী মোর লীলাস্থল,
তাই আমি এসেছি এথায়।
এবে ব্রজরাজপুরে, লইয়া চলহ মোরে,
এথা আর থাকা ভাল নয় ॥
শুনি হরি হরি বলে, শ্যামকে লইয়া কোলে,
ভক্তগণ চলিল ধাইয়া।
ক্রমে ব্রজরাজপুরে, উপনীত হইলে পরে,
গোস্বামীগণ উঠিল কাঁদিয়া ॥

বলে মোর রাধা নাই, ললিতা পিয়ারী কই,
কোথা তারা আছে শ্যামরায়।
কৃপা করি বলি দেহ, নতুবা পরাণ গেল,
এই বলে লুটায় ধরায়॥
ভকতবৎসল শ্যাম, স্বপ্নযোগে কহিলেন,
রাধা আছে চৌধুরীর নীরে।
দেখ গিয়ে ভাসিতেছে, লয়ে এস মোর কাছে,
রাধাকুণ্ড কহিবে হে তারে॥
ললিতা আকড় কোলে, দেখগে ভাসিছে জলে,
মথুরের সমাধি যথায়।
প্রেমকুণ্ড কব তাবে, স্নান কৈলে তার নীরে,
প্রেমভক্তি লভিবে নিশ্চয়॥
ব্রজের যত লীলাস্থল, সকলি প্রকাশ হল,
দেখে শ্রীদাস গোবিন্দ কয়।
কবে ব্রজভাব লৈঞা, ললিতার সঙ্গে পাঞা,
যুগল সেবা পাবে রসময়॥

শত্রুঘ্ন গোস্বামীর কথা।

জনার্দ্দন গোস্বামীর পুত্র তিনজন।
গোপীকান্ত দুলাল তার নাম শত্রুঘ্ন॥
শত্রুঘ্নর বয়ঃক্রম সবে মাত্র নয়।
বর্গীরা তাহাকে চুরি করে লয়ে যায়॥

বিধবা জননী তার কাঁদিতে লাগিল।
দেখি যত গ্রামবাসী খুঁজিবারে গেল॥
নানাস্থানে খুঁজে তারে কোথাও ন পায়।
তাই মাতা বিধুমুখী ভুমেতে লুটায়॥
বলে হায় হায় শ্যাম কি হল কি হল।
সাধের গোপাল মোর কেবা লয়ে গেল॥
ধৈরয নাহিক ধরে ফেটে যায় বুক।
কেমনে সহিব আমি তার এত দুখ॥
অল্প বয়সে পোড়া কপাল পুড়িল।
স্বামীর শোকেতে তাই রহিয়াছে শেল॥
বাছাদের মুখ দেখে যদি ছিল প্রাণ।
তাও কি তোমার প্রাণে সহিল না শ্যাম॥
হায় হায় কত আর সহিব যাতনা।
কোথা মোর গোপাল আছে কহ কালসোনা॥
সতুকে না দেখে আমি হইনু পাগল।
এই বলে কাঁদে আর চক্ষে বহে জল॥
ভকত বৎসল শ্যাম থাকিতে নারিল।
তিনদিন পরে তারে স্বপনে কহিল॥
শত্রুঘ্ন আছে তোর বরা বাজারে।
বর্গীরা তাহাকে ওগো লইয়াছে হরে॥
কাঁদিসনে তাহার লেগে এনে দিব আমি।
তিন দিন পরে এথা আসিবে আপনি॥
শুনি মাতা বিধুমুখী সম্বরে রোদন।
হরিষ বিষাদে তথা রহে কতক্ষণ॥

তারপর গৃহে গিয়ে স্নানাহার কৈল।
ক্ষণে ক্ষণে জয় শ্যাম বলিতে লাগিল ॥
অকৈতব লীলা প্রভুর কে করে বর্ণন।
ভকত বৎসল শ্যাম ভক্ত প্রাণ ধন ॥
বর্গীদের দল সেই শক্রঘ্নে লইয়া।
রাঁচি অভিমুখে যায় অশ্বে চড়াইয়া ॥
ছয়জন পদাতিক তারে রক্ষা করে।
অশ্ববর চলে তবে অতি ধীরে ধীরে ॥
ক্রমে উপনীত হইল ঝালদায় গিয়া।
শ্যামের কৃপায় অশ্ব উঠিল ক্ষেপিয়া ॥
রক্ষিতে না পারে কেহ অশ্ব ছুটে বেগে।
দেখিয়া বর্গীর দল ধায় চারিদিকে ॥
ধরিতে নারিল ঘোড়া গেল পলাইয়া।
হতভম্ব হৈঞা সবে রহিল বসিয়া ॥
ক্রমে সন্ধ্যাকাল প্রায় আগত হইল।
বাগমুণ্ডি রাজগড়ে ঘোড়া প্রবেশিল ॥
দেখিয়া রাজার লোক বাহির হইল।
শক্রঘ্নে দেখিয়া তাদের লোভ উপজিল ॥
বহু টাকার অলঙ্কার ছিল তার গায়।
দেখিয়া পরেশ তাঁতি ঘন ঘন চায় ॥
ছলেবলে ভুলাইয়া তাহাকে কহিল।
তাই বালক তাহার গৃহে থাকিবারে গেল ॥
মহা সমাদরে তাঁতী লয়ে গেল ঘরে।
ভোজন করাইল তায় অতি সমাদরে ॥

শ্রমক্লান্ত হয়ে বালক ঘুমায়ে পড়িল।
তখন তার অলঙ্কার তাঁতি খুলে নিল॥
পরিণাম ভেবে তারে কূপে ফেলে দিল।
অনাথ বন্ধু শ্যাম তাহা জানিতে পারিল॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ করিল ধারণ।
ভক্তের কারণে তথা করিল গমন॥
কূপের কাছে গিয়া উপনীত হইল।
মৃদুস্বরে শত্রুয়ে কহিতে লাগিল॥
মোর কোমরের ডোর দিনু নামাইয়া।
দেখি তাহা ধরে তুই আয়রে উঠিয়া॥
আমি দাঁড়াইয়া আছি কোন ভয় নাই।
তোদের খেলার সাথী আমিরে কানাই॥
এই বলে যবে শ্যাম দৃষ্টিপ্রাপ্ত কৈল।
কূপ হইতে শত্রুয় উঠিয়া আসিল।
মৃদুস্বরে কহিলেন শ্যাম রসময়।
বল দেখি অশ্বতব রয়েছে কোথায়॥
শত্রুয় কহিল তখন নাহি হয় মনে।
কেবা মোর অশ্ব রাখিয়াছে কোনখানে॥
শ্যাম কহিলেন তবে এস মোর সাথ।
রাত্রি বেশী নাই এবে হইবে প্রভাত॥
এই বলে যবে দোঁহে হাটিতে লাগিল।
সামনে একদল টাটু দেখিতে পাইল।
শ্যাম কহিলেন তুমি চড় এর পিঠে।
চিন্তা না করিহ ঘোড়া যাইবেক ছুটে।

শুনিয়া শ্রীশক্রঘ্ন চড়িলেন তায়।
তবে অন্তর্ধান হইল শ্যাম রসময়।
তাঁর মহিমায় অশ্ব বায়ুবেগে যায়।
প্রভাতের পূর্ব্বে যান বাঙ্গারে পৌছায়॥
মহারাজ প্রতাপচন্দ্র শুনিল যখন।
মহাসমাদরে তারে ভেটিল তখন॥
পুর মধ্যে লয়ে গেল অতি যত্ন করি।
রাণী দুইজন তারে স্নেহ কৈল ভারি॥
অপরাহ্নে নয় জন লোক সঙ্গে দিয়া।
ব্রজরাজপুরে তারে দিল পাঠাইয়া॥
দেখি মাতা বিধুমুখীর জীবন বাঁচিল।
আনন্দিত হৈঞা পুত্র কোলে তুলে নিল॥
পাড়া প্রতিবাসী সব শুনিল যখন।
শক্রঘ্নে দেখিতে তথা কৈল আগমন॥
সবিশেষ বৃত্তান্ত শুনিয়া শ্রবণে।
ধন্য ধন্য শ্যামবলে বলিল সঘনে॥
কেহ বা বলিল ইহার জাতি গিয়াছে।
বর্গীদের সঙ্গে থেকে পতিত হয়েছে॥
যজ্ঞসূত্র দেওয়া কভু নহেত বিধান।
শুনি মাতা বিধুমুখী করয়ে ক্রন্দন॥
বলে শ্যাম কি হইল মম কর্ম্মদোষে।
এই কঠোর যন্ত্রণা দিবে বুঝি শেষে॥
এই বলে এক দীর্ঘশ্বাস তেয়াগিল।
তাহে মূর্চ্ছা হঞা দেবী ধরায় পড়িল॥

স্বপ্নযোগে শ্যামচাঁদ কহিলেন তায়।
চিন্তা না করিহ আমি তোমার সহায়॥
আগামী পরশ্ব যজ্ঞসূত্র পরাইব।
ব্রাহ্মণের বেশে আমি পুরোহিত হব॥
ভিক্ষা মাতা হইবেক শ্রীরাসরঙ্গিণী।
শুনিয়া মাতার দুই চক্ষে বহে পানি॥
বলে ধন্য পুত্র আমি গর্ভে ধরেছিনু।
সেই সে কারণে আজ কৃতার্থ হইনু॥
শ্যামদরশন হবে বলিতে বলিতে।
মূর্চ্ছিত হইয়া মাতা পড়িল ভূমিতে॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণেতে লুটায়।
ক্ষণে প্রেমাবশে তথা নর্ত্তন করয়॥
এইরূপে এক দিবা এক রাত্রি গেল।
মহানন্দে পরদিন অতীত হইল॥
উপনয়নের কাল আগত হইলে।
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে শ্যামচাঁদ বলে॥
কোথা তব কুটুম্বাদি ডাকাইয়া আন।
শত্রুঘ্নের উপনয়ন হইবে এখন॥
শুনি মাতা মূর্চ্ছা হঞা পড়িল ধরায়।
অজ্ঞান হইল শ্বাস প্রশ্বাস না বয়॥
দেখিয়া দয়াল শ্যাম নিজে বাহিরয়।
সবার দ্বারেতে গিয়া মৃদুস্বরে কয়॥
শ্যাম মোরে কহিয়াছেন তন্দ্রার ঘোরে।
তাই আমি আসিয়াছি তোমাদের ঘরে॥

গোপীবল্লভপুরে মোর হয় বাসস্থান।
কৃষ্ণঠাকুর বলে মোরে সকলেই কন॥
শত্রুঘ্নের পৈতা আজ হইবেক দিতে।
পবিত্র নিষ্কলঙ্ক সে জানিবে নিশ্চিতে॥
শুনি কেহ কহে তারে কেমনে জানিলে।
কেহ বা ক্রোধভরে কহিতে লাগিলে॥
তোমাকে হবে না ওহে সে ভাবনা ভাবিতে।
কেহ না যাইব মোরা তোমার ডাকেতে॥
এইরূপ বলাবলি হইল বিস্তর।
তাই সে স্থান ত্যাগ কৈল নটবর॥
যজ্ঞ হোম আদি সব করি বিধিমতে।
শত্রুঘ্নের পৈতা দেন প্রফুল্লিত চিতে॥
দেখি মাতা মুহুর্মুহু হয় অচেতন।
স্বেতকম্প পুলকাশ্রু হয় ঘন ঘন॥
প্রভুর সঙ্কেতে আইল সখাসখীগণ।
মহানন্দে সবে তথা করিল ভোজন॥
ভিক্ষা মাতা সেজে রাই ক্রোড়ে কৈল তায়।
দেখি মাতা বিধুমুখী হৈল মৃতপ্রায়॥
মুহুর্মুহু মূর্চ্ছা হয়ে পুলকাশ্রু হয়।
শত্রুঘ্নের ভাগ্য কেবা বলিতে পারয়॥
চরিতার্থ হইল সবে তার ভাগ্যগুণে।
শ্রীদাস গোবিন্দ বলে রাখ ও চরণে॥

আত্মীয় স্বজন, শুনিল যখন,
এই সকল ঘটনা।
আশ্চর্য্য মানিল, সকলে কহিল,
ক্ষমা কর কাল সোণা ॥
আমরা অজ্ঞান, অতি অভাজন,
নাহি ওহে বিদ্যা বুদ্ধি।
করিয়াছি দোষ, না করিহ রোষ,
মোরা অতি মূঢ়মতি ॥
নারিনু চিনিতে, এ চর্ম্ম চক্ষুতে,
তাই হয় মনস্তাপ।
হায় কি করিব, আর কোথা পাব,
এ হেন দুর্ল্লভ ধন ॥
যদি কৃপা করি, এসেছিলে হরি,
অধমগণে তারিতে।
তবে পুনঃ এসে, দেখা দাও ওহে,
বলিয়া লাগিল কাঁদিতে ॥

হেনকালে হৈল যাহা অপূর্ব্ব ঘটন।
একাগ্র চিত্তেতে সবে করহ শ্রবণ ॥
দয়ার সাগর শ্যাম অপার করুণা।
ব্রহ্মা আদি যাঁর নাহি পায় সীমা ॥
বগা গোলুকা গ্রামের হরিষ মুখুটি।
শ্যামের নুপুর পাঞ্জী আসিতেছে ছুটি

করযোড়ে কহিল সে সবাকার ঠাঁই।
মো বড় অধম প্রভো কৃপা কৈল তাই॥
অবিবাহিতা মোর তিন কন্যা ছিল।
তাই কৃপা করি শ্যাম প্রাণদান কৈল॥
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ করিয়া ধারণ।
কল্য অপরাহ্নে মোর গৃহে যাঞা কন॥
সম্বন্ধ করিতে আমি আসিয়াছি এথা।
সম্প্রদান কর তব মধ্যম দুহিতা॥
আমার ঘরণী কৈল বিনয় বচনে।
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠ দিব গো কেমনে॥
তাহা শুনি প্রভু কহিলেন ধীরে ধীরে।
প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডিতে পারে॥
যেই যার স্বামী ছিল তাহারই হবে।
কোষ্ঠীখানা দেখাইলে এ ভ্রম যাইবে॥
এইরূপ আরো বহু কথাবার্ত্তা হইল।
এই চর্ম্ম চক্ষে মোদের চিনিতে নারিল॥
ক্রমে সন্ধ্যাকাল আসি দিল দরশন।
সেবা কি হইবে বলি পুছিনু তখন॥
প্রভু কহিলেন আমি কিছুই না খাব।
বিশেষ ঝঞ্ঝাট আছে এখনি যাইব॥
তাহা শুনি বহু মোরা করিনু মিনতি।
তাই শেষে কৃপাটুকু করিল শ্রীপতি॥
খোয়া মাজা কড়ায়ের দুধ করি পান।
দুই খিলি পান লৈয়া হল অন্তর্ধান॥

দেখি যত লোকজন আশ্চর্য্য মানিল।
সদর দুয়ারে এই নুপূর পাইল॥
কৃপা করি রাত্রিকালে স্বপ্ন যোগে কন।
তাই আসিয়াছি এথা করহ বিধান॥
বলিতে বলিতে তার আঁখি দুটি ঝরে।
মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িলেন কিছুক্ষণ পরে॥
তাহা দেখি হরিধ্বনি করিল সঘনে।
কেহ প্রেমাবেশে নৃত্য করে সেইখানে॥
কেহ কাঁদে আপনাকে ধিকার দিয়া।
কেহ তাঁর গুণ গায় করতালি দিয়া॥
বিবাহ হইল কন্যা অমলার সনে।
বৈশাখ মাসে শুক্ল পক্ষে দশমীর দিনে॥
এক বিঘা জমি জামাতারে কৈল দান।
অদ্যাবধি নয় সের চাল সাজা পান॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

যদুনন্দন গোস্বামীর কথা।

গোপীকান্ত বাস কৈল গোলকপুরে গিয়া।
তার চার পুত্রের নাম কব বিবরিয়া॥
নয়নানন্দ আশানন্দ উৎসবানন্দ।
কনিষ্ঠের নাম হয় গৌর গোবিন্দ॥
হরিরাম পুরে গিয়া কৈল বাসস্থান।
তাহার পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ মোহন॥
পিতার চরণে তার ভক্তি অতি ছিল।
তাই তাঁর নামে গ্রামে প্রতিষ্ঠা হইল॥
গৌরবাজার বলে কৈল সর্ব্বজন।
তাহার পুত্রের নাম শ্রীযদুনন্দন॥
বৈষ্ণবের চূড়ামণি শ্যামগত প্রাণ।
যাঁহার চরণে হয় পাপ বিমোচন॥
শ্যাম বিনা কভু আর অন্যে নাহি জানে।
বাহে গৌর নিতাই বলে শয়নে স্বপনে॥
গৃহ কর্ম্ম ছেড়ে সেই প্রত্যহ প্রত্যূষে।
স্নানাদি করিয়া ব্রজ রাজপুরে আসে॥
বন হইতে নানা ফুল করি আহরণ।
ভক্তি সহকারে পূজে যুগল চরণ॥
তারপর করপুটে কৃতাঞ্জলি হইয়া।
মনের বাসনা যাহা তাঁরে জানাইয়া॥

নেত্র জলে ভাসি পুনঃ ফিরিয়া আসিত॥
তার পর সংসারের কর্ম্ম দেখিত॥
এইরূপে কিছুদিন অতীত হইল।
করুণাময় শ্যাম তারে করুণা করিল॥
ভক্তাধীন প্রভু মোর ভকত বৎসল।
দেখিয়া ভক্তের দুঃখ হইল চঞ্চল॥
দেখ কি বিশ্বাস তার শ্যামের উপরে।
পাঁচ মাইল রাস্তা আসে পূজা করিবারে॥
পুনঃ পাঁচ মাইল রাস্তা ফিরে যায় হেঁটে।
তার পর গৃহ কর্ম্ম করে অকপটে॥
কোন দিনের জন্য তার বিরক্তি না দেখি।
থাকিতে নারিলা তারে কহিলা শ্রীপতি॥
আর এত কষ্ট তব না পারি সহিতে।
তব দুঃখ দেখি মোর বাজিতেছে বুকে॥
বল এত দুঃখ কেন পাও অকারণে।
ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে আমি নাই কোন খানে॥
পিপীলিকা পশু পক্ষী তৃণ গুল্ম লতা।
সকলের মধ্যে আমি থাকি যে সর্ব্বদা॥
তবে এত কষ্টে বল কিবা প্রয়োজন।
গৃহে থেকে মোর নাম করিবে স্মরণ॥
শুনিয়া গোসাঁই কৈল ভাসি নেত্র জলে।
কি কাজ পূজায় প্রভো আশা না মিটিলে॥
যে মতে বিশ্বাস যার হয় রসময়।
সেইভাবে সেইজন তোমারে ভজয়॥

বলিতে বলিতে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল।
মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁর চরণে পড়িল ॥
সে চরণ পরশেতে শীতল হৈল প্রাণ।
প্রেমে পুলকিত হইয়া ঝরে দুনয়ন।
ক্ষণে বহু স্তব স্তুতি করিতে লাগিল।
দেখিয়া শ্রীশ্যামচাঁদ তাহারে কহিল।
কিবা তুমি চাহ ওহে মোর পাশে বল।
বজ্র সম বাজে বুকে তব চক্ষু জল ॥
যাহা চাবে তাহা আজ পাবে মোর কাছে।
শুনিয়া গোসাঞী জোর করে কহিতেছে ॥
কি আর চাহিব শ্যাম আমি যে চণ্ডাল।
কৃপা করি দেহ ঐ চরণ যুগল ॥
অষ্টকাল লীলা তব যেন দেখি শ্যাম।
বলিতে বলিতে পুনঃ হইল অজ্ঞান ॥
তথাস্তু বলিয়া শ্যাম কৈলেন উত্তর।
পরেতে দিলেন রাধার চরণ নূপুর ॥
তারপর কহিলেন মৃদু মৃদু স্বরে।
মোর এই রূপ তুমি ধেয়াবে অন্তরে ॥
নূপুরখানি লয়ে নিত্য পূজাদি করিবে।
তাহাতেই সর্ব্ব কর্ম্ম সফল হইবে ॥
হরিরামপুরে গিয়া যোগ পীঠ করে।
নবদ্বীপ বৃন্দাবন ধেয়াবে অন্তরে ॥
মানসে ভাবিবে যবে শ্রীব্রজমণ্ডল।
এই ব্রজ রাজপুর তাহার ভিতর ॥

নবদ্বীপের সংলগ্ন থাল গ্রামে দিবে।
শ্রীচৈতন্য গদাধর যথায় বিহরে ॥
বাৎসল্য ভাবেতে মাতা কনক ঠাকুরাণী।
সর্ব্বদা থাকিবে যথা মায়ী নন্দরাণী ॥
শচীমাতার নিকটে রবে মন্দাকিনী মা।
যার স্নেহে বাঁধা চৈতন্য বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
অষ্টকালে অষ্টলীলা করিবে ভাবনা।
যাহা দেখি জীব সব এড়াবে যাতনা ॥

ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে উঠি, ওঁ তৎসতোচ্চারি, গুরুবীজ গায়ত্রী জপিবে।
একশত আটবার, সে নাম জপিলে পর; ঐ দেহ শোধন হইবে

অতএব শ্রীচরণে করিয়া মিনতি।
অতি নম্র হইয়া কহিবে করপুটি ॥

"অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥১
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তদ্‌পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥২
সচ্চিদানন্দৈকরূপম্ মহান্ধতিমিরাপহম্।
শব্দাতীতং পরং ধামং তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৩
গুরুব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুদেব মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৪
জন্মজাতা বিনির্বর্ত্তন্তে গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
বিভূতি ভূষিতা সিদ্ধি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৫

নরায় নররূপায় পরমাত্মকমূর্ত্তয়ে।
সর্ব্বজ্ঞানবিভেদায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৬
সতন্দ্রায় দয়া ক্লৃপ্ত বিগ্রহায়শিবাত্মনে।
পরতন্ত্রায় ভক্তানাম্ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।৭
প্রকাশানাং প্রকাশায় জ্ঞানিনাং জ্ঞানরূপিনে।
সচ্চিদানন্দরূপায় তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥৮

সংসার-দাবানল-লীঢ়-লোক-ত্রাণায় কারুণ্য ঘনাঘনত্বং।
প্রাপ্তস্য কল্যাণ গুণার্ণবস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥ ১
মহাপ্রভোঃ কীর্ত্তন-নৃত্য-গীত-বাদিত্র-মাদ্যন্মনসো রসেন।
রোমাঞ্চ-কম্পাশ্রু-তরঙ্গভাজো বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥২
শ্রীবিগ্রহারাধন-নিত্য-নানা-শৃঙ্গার-তন্মন্দির-মার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৩
চতুর্ব্বিধ-শ্রীভগবৎ-প্রসাদ-স্বাদ্বন্ন-তৃপ্তান্ হরিভক্ত সঙ্ঘান্।
কৃত্বৈবতৃপ্তিং ভজতঃ সদৈব বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৪
শ্রীরাধিকা-মাধবয়োরপার-মাধুর্য্য-লীলা-গুণ-রূপ-নাম্নাং।
প্রতিক্ষণ-স্বাদন-লোলুপস্য বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৫
নিকুঞ্জ-যূনো রতি-কেলি-সিদ্ধ্যৈ যা যালিভির্যুক্তিরপেক্ষনীয়া।
তত্রাতি-দাক্ষ্যাদতি-বল্লভস্য বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৬
সাক্ষদ্ধরিত্বেন সমস্ত-শাস্ত্রৈরুক্তস্তথাভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৭
যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্য প্রসাদান্নগতি কুতোঽপি।
ধ্যায়ংস্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং ॥৮

জয় জয় শচীসুত গৌরাঙ্গ সুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ পদ্মাবতীর কোঙর ॥

জয় শ্রীঅদ্বৈত জয় শান্তিপুর রায়।
জয় দাস গদাধর জয় শ্রী-শ্রীবাস॥
জয় পণ্ডিত গদাধর গৌর প্রিয়োত্তম।
জয় রূপ সনাতন জয় ভক্তগণ॥
সবাকার পদরেণু রহুঁ শিরোপরে।
গৌরাঙ্গের লীলা মোর স্ফুরুক অন্তরে॥

শ্রীগৌড়দেশে সুরদীর্ঘিকায়াস্তীরেঽতিরম্যে পুর পুণ্য ময্যাঃ।
লসন্তমানন্দভরেণ নিত্যং তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥১॥
যস্মৈ পরব্যোম বদন্তি কেচিৎ কেচিচ্চ গোলক ইতীরয়ন্তি।
বদন্তি বৃন্দাবনমেব তজ্জ্ঞাস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥২
যঃ সর্ব্বদিক্ষু স্ফুরিতৈঃ সুশীতৈঃ নানাদ্রুমৈঃ সুপবনৈঃ পরিত
শ্রীগৌর-মধ্যাহ্ন-বিহার-পাত্রৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥৩
শ্রীস্বর্ণদী যত্র বিহারভূমিঃ সুবর্ণসোপান-নিবদ্ধতীরা।
ব্যাপ্তোর্ম্মিভির্গৌর-বগাহ রূপৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥৪
মহান্ত্যনন্তানি গৃহানি যত্র স্ফুরন্তি হৈমানি মনোহরাণি।
প্রত্যালয়ং যং শ্রয়তে সদা শ্রীস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥৫
বিদ্যা-দয়া ক্ষান্তি-মুখৈঃ সমস্তৈঃ সদ্ভিগুণৈ যত্র জনাঃ প্রপন্নাঃ
সংস্তূয়মানা ঋষি দেবসিদ্ধৈস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥৬
যস্যান্তরে মিশ্রপুরন্দরস্য সানন্দ-সাম্যৈকপদং নিবাসঃ।
শ্রীগৌর-জন্মাদিক-লীলয়াঢ্যস্তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥৭
গৌর ভ্রমণ যত্রহরিঃ স্বভক্তৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রেমভরেণ সর্ব্বং।
নিমজ্জয়ত্যুজ্জলসদ্রসাব্ধৌ তং শ্রীনবদ্বীপমহং স্মরামি॥৮

নিশা অবসানে, শ্রীবাস উদ্যানে, সুপ্তি আছে গৌর রায়।
রত্ন পর্য্যঙ্কয়, কুসুম শয্যায়, শ্রীঅঙ্গ কিবা শোভয় ॥
অলি-পিকনাদে, নিদ্রানন্দ ভঙ্গে, হরিষ বিষাদে রহে।
নয়ন কমলে, প্রেম-অশ্রু ঝরে, পুলকে পূরিল তাহে ॥
নিকুঞ্জ মন্দিরে, শ্রীকৃষ্ণ বিহরে, স্মর প্রভু ছাড়ে শ্বাস।
দুই গণ্ড বয়, প্রেমঅশ্রুধার, সে মাধুরী চমৎকার ॥
দেখি ভক্তবৃন্দ, হৈল আনন্দিত, বলে হরি হরি বোল।
অলসের ঘোরে অঙ্গ মড়া দিয়ে, প্রভু উঠি দাঁড়াইল।
হেরি কেহ নাচে, প্রেমের পুলকে, করতালি দেয় রঙ্গে।
সুমধুর স্বরে, গায় কেহ ধীরে, সুমেল করিছে মৃদঙ্গে ॥
করতাল কেহ, মন্দিরাদি সহ মহানন্দে বাজাইছে।
সে আনন্দমাঝে যে জন ডুবেছে, সেই মোরে জিনিয়াছে ॥
ভক্তগণ সঙ্গে, মহাপ্রভু রঙ্গে, নর্ত্তন কীর্ত্তন কৈল।
কিছুক্ষণ পরে, গিয়া নিজ ঘরে, রত্ন শয্যা শুইল ॥
যত ভক্তগণ, করিল শয়ন, গিয়া নিজ নিজ ঘরে।
ভাবিতে ভাবিতে, সাধকের হৃদে বৃন্দাবন লীলাস্ফুরে ॥

কুঞ্জ ভঙ্গ।

জয় কোটি কাম, কেলি রসধাম,
জয় শ্যাম সুন্দর হরে।
জয় জগজন, নয়নরঞ্জন,
জাগ জাগহে মুরারে।

রাধিকার প্রেম মাঝেতে ডুবিয়া, বিশাখা কহিছে হাসিয়া হাসিয়া,
উঠিয়া ত্বরিতে, জাগাও জগতে,
মধুর মাধুরী ধীরে।
রাধাধর সুধা পানে বিমোহিত, সুখে নিদ্রা যাও, নহে হে উচিত,
উঠ ত্বরা করি, শ্রীব্রজবিহারি,
আর কেন আছ ঘোরে॥

যমুনা তরঙ্গে, সিলাবতী রঙ্গে,
গঙ্গা তরঙ্গে জয় পণ্ডা।
বহিছে হিল্লোলে, যেন হেসে খেলে,
ব্রজরাজপুর ভাসে নীরে॥
তাহা দেখি মোর, মনে উপজয়,
উহারা ত্বদিক থেকে।
আসে ত্বরা করি, নিয়ে অশ্রুবারি,
ঐ পদ ধৌত করিবারে॥
তাই বলি শ্যাম, ওহে গুণধাম,
ত্রিভঙ্গ মুরতি ধরে।
(একবার) রাধা করি বামে, ললিতা ডাহিনে,
মুরলি বাজাও মাঝারে॥
এমন সময়, ওহে রসময়,
কেন আছ অচেতনে।
(দেখ) পশু পাখী সব, করি নানা রব,
হরি হরি বলে বিভোরে॥
আর কেন শ্যাম, ওঠ কালাচাঁদ,
থেক না নিদের ঘোরে,

উষার প্রকাশে, দাস গোবিন্দ ভাসে,
প্রেম অমিয় নীরে ॥

কমল নয়নে, উঠহ এখনে,
আর যেনে নিশি নাই গো।

নিভৃত কুঞ্জে এখন কেন, শ্যাম সনে বল এখন কেন,
অলখিতে নিজ গৃহে চল যাই সময় বহিয়া যায় গো।

কুটিলা জাগিবে, এখনি ডাকিবে,
পরাণ কাঁপিছে তাই গো।

দুয়ারে আসিয়া ডাকিবে বুড়ী, বাস্তু পূজা বলে ডাকিবে বুড়ী,
বিষময় তার বিষম গঞ্জনা,
ভুলেছ কি মনে নাই গো ॥

বাথান হইতে, দুগ্ধ ভার সাথে,
আয়ান আসিছে ঘরে গো,
বল কি সাহসে, বিলাস রভসে,
ভুলে আছ রাজবালা গো ॥

ঐ দেখ শশী মলিন হল, জোছনার হাসি লুকায়ে গেল,
ব্রজরাজ পুরে, পড়ে গেল সাড়া,
দাস গোবিন্দ কাঁপে ডরে গো ॥

ওহে কাল শশী, নিকুঞ্জ বিলাসী
ব্রজরাজপুর হরি হে।

উঠহ এখনে, নিশি অবসানে,
মলিন হইল শশী হে ॥

নিভৃত মনে এখন কেনে, রাধা সনে বল এখন কেনে,
উঠিয়া ত্বরিতে, জাগাও জগতে,
সময় বহিয়া যায় হে ॥
পূর্ব্বাকাশে দেখ উষার কিরণ, হেসে হেসে রবি করে বিতরণ,
রবে না আঁধার, উঠহ এবার,
পুরবাসী সব জাগে হে ॥
ঐ উর্দ্ধ ডালে, দেখ কুতূহলে,
পাখীগণ হরি বলে,
সুমধুর তান, ধরে করে গান,
পাইয়া নূতন দিবা হে ॥
এ সময়ে তুমি, শুয়ে থাক যদি,
রাধা-কর গলে ধরে,
লোকেতে জানিবে, প্রমাদ বাড়িবে,
দাস গোবিন্দ তাই ডরে হে ॥

সঙ্গীতের ছলে, গাইতে গাইতে, সাধক দেখিবে ধ্যানে
কাম বীজ কাম গায়ত্রী জপিবে, চার শত বত্রিশ বার হে।
স্মরণ আইলে, আরতি করিবে, সখী অনুগত হৈঞা।
তবে সে দোঁহার পীরিতি বুঝবি রহিবি প্রেমেতে ডুবিয়া॥

মঙ্গল আরতি—

(আরে) জয় জয় রাধেজিকে জয় বংশীধারী।
আরতি কিয়ে জয় জয় ললিতা পিয়ারী॥

(আরে) ঢুলু ঢুলু করে আঁখি নিদের অলসে।
দোঁহে দুঁহু মুখ হেরি বিষাদ রভসে॥
(আরে) চৌদিকে সখীগণ মঙ্গল গাওয়ে।
সুশীতল করে প্রাণ প্রেম মলয়ে॥
(আরে) ময়ূরা ময়ূরী নাচে গায় শুক-শারি।
আহা কি অঙ্গের শোভা বৈঠল প্যারী॥
(আরে) ঝলকি ঝলকি যেন কত সুধা ঝরে।
দেখিয়া গোবিন্দ দাস ভাসে প্রেমনীরে॥

অতএব করযোড়ে নত জানু হৈঞা।
সাধক কহিবে সেইরূপ নিরখিয়া॥

রাধা-মুকুন্দ-পদ-সম্ভব ঘর্ম্ম বিন্দু
নির্ম্মঞ্ছনোপকরণী কৃত দেহ লক্ষাং।
উত্তুঙ্গ-সৌহৃদ-বিশেষ বশাৎ প্রগল্‌ভাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥১॥

রাকা-সুধা কিরণ-মণ্ডল-কান্তি-দণ্ডি
বক্ত্রশ্রিয়ং চকিত-চারুচমরু নেত্রাং।
রাধা-প্রসাধন-বিধান কলা-প্রসিদ্ধাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥২॥

লাস্যোল্লসদ্ভুজগ-শত্রু-পতত্র-চিত্র-
পট্টাংশুকাভরণ কঞ্চুলিকাঞ্চিতাঙ্গীং।
গোরচনা-রুচি-বিগর্হণ গৌরীমাণং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি॥৩॥

ধূর্ত্তে ব্রজেন্দ্র-তনয়ে তনুসুষ্ঠু বাম্যং
মা দক্ষিণা ভব কলঙ্কিনী ! লাঘবায় ।
রাধে ! গিরং শৃনু হিতামিতি শিক্ষয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৪॥

রাধামভি ব্রজপতেঃ কৃতমাত্মজেন
কূটং মনাগপি বিলোক্য বিলোহিতাক্ষীং ।
বাগভঙ্গিভিস্তমচিরেণ বিলজ্জয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৫॥

বাৎসল্য-বৃন্দ-বসতিং পশুপাল রাজ্যাঃ
সখ্যানুশিক্ষণ-কলাসু গুরুং সখীনাং ।
রাধা-বলাবরজ জীবিত নির্ব্বিশেষাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৬॥

যাং কামপি ব্রজকুলে বৃষভানু জায়াঃ ।
প্রেক্ষ্যসপক্ষ-পদবীমনুরুধ্যমানাং ।
সদ্যস্তদিষ্ট-ঘটনেন কৃতার্থয়ন্তীং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৭॥

রাধা-ব্রজেন্দ্রসুত-সঙ্গম-রঙ্গচর্য্যাং
বর্য্যাং বিনিশ্চিতবতীমখিলোৎসবেভ্যঃ ।
তাং গোকুল-প্রিয়সখী-নিকুরম্ব-মুখ্যাং
দেবীং গুণৈঃ সুললিতাং ললিতাং নমামি ॥৮॥

নবজলধর-বিদ্যুদ্দ্যোত-বর্ণৌ-প্রসন্নৌ
বদন-নয়ন-পদ্মৌ চন্দ্রাবতাংসৌ।
অলক-তিলক-ভালৌ কেশবেশ-প্রফুল্লৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥১॥

বসন-হরিত-নীলৌ চন্দনালেপনাঙ্গৌ
মণি-মকরত-দীপ্তৌ স্বর্ণমালা-প্রযুক্তৌ।
কনক-বলয়-হস্তৌ রাসনাট্য-প্রসক্তৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণ চন্দ্রৌ ॥২॥

অতি-মনোহর-বেশৌ রঙ্গভঙ্গি-ত্রিভঙ্গৌ
মধুর-মৃদুল-হাসৌ কুণ্ডলাকীর্ণ-কর্ণৌ।
নটবর-বর-রম্যৌ নৃত্য-গীতানুরক্তৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৩॥

বিবিধ-গুণ-বিদগ্ধৌ বন্দনীয়ৌ সুবেশৌ
মণিময়-মকরাদ্যৈঃ শোভিতাঙ্গৌ স্ফুরন্তৌ।
স্মিত-নমিত-কটাক্ষৌ ধর্ম্ম-কর্ম্ম-প্রদত্তৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৪॥

কনক-মুকুট-চূড়ৌ পুষ্পিতোদ্ভূষিতাঙ্গৌ
সকল-বন-নিবিষ্টৌ সুন্দরানন্দ-পুঞ্জৌ।
চরণ-কমল-দিব্যৌ দেবদেবাদি-সেব্যৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৫॥

অতি সুবলিত গাত্রৌ গন্ধমাল্যৈর্বিরাজৌ
কতি কতি রমণীনাং সেব্যমানৌ সুবেশৌ।
মুনি-সুরগণ-ভাব্যৌ বেদ-শাস্ত্রাদি বিজ্ঞৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৬॥

অতি সুমধুর মূর্ত্তৌ দুষ্ট-দর্প-প্রশান্তৌ
সুরবর-বরদৌ দ্বৌ সর্ব্বসিদ্ধি-প্রদানৌ।
অতিরসবশ-মগ্নৌ গীতবাদ্য-বিতানৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৭॥

আগম-নিগম-সারৌ সৃষ্টি-সংহার-কারৌ
বয়সি নবকিশোরৌ নিত্য বৃন্দাবনস্থৌ।
শমনভয়-বিনাশৌ পাপিনস্তারয়ন্তৌ
ভজ ভজতু মনোরে রাধিকা-কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥৮॥

এইরূপে স্তব স্তুতি করিতে করিতে।
ক্ষণ পরে কুঞ্জ ভঙ্গ পাইবে দেখিতে ॥

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নয়নং মধুরং হসিতং মধুরং।
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥১॥

বচনং মধুরং চরিতং মধুরং
বসনং মধুরং বলিতং মধুরং।
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥২॥

বেণুর্মধুরো বেণুর্মধুরঃ
পাণির্মধুরঃ পাদৌ মধুরৌ ।
নৃত্যং মধুরং সখ্যং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥৩॥

গীতং মধুরং পীতং মধুরং
ভুক্তং মধুরং সুপ্তং মধুরং ।
রূপং মধুরং তিলকং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥৪॥

করণং মধুরং তরণং মধুরং
হরণং মধুরং রমণং মধুরং ।
বমিতং মধুরং শমিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৫ ॥

গুঞ্জা মধুরা মালা মধুরা
যমুনা মধুরা বীচি মধুরং ।
সলিলং মধুরং কমলং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥ ৬ ॥

গোপী মধুরা লীলা মধুরা
যুক্তং মধুরং ভুক্তং মধুরং ।
হৃষ্টং মধুরং শিষ্টং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥৭॥

গোপা মধুরা গাবো মধুরা
যষ্টির্মধুরা সৃষ্টির্মধুরা।
দলিতং মধুরং ফলিতং মধুরং
মধুরাধিপতেরখিলং মধুরং ॥৮॥

বলিতে বলিতে যেন অজ্ঞান হইয়া।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা যাইবে পড়িয়া ॥
ক্ষণপরে যবে পুনঃ চেতন পাইবে।
তখন গৌরাঙ্গলীলা স্ফুরণ হইবে ॥
রতন মন্দিরে রত্ন পালঙ্ক উপরে।
সুমৃদুল পুষ্পশয্যা তাতে শোভা করে ॥
কুসুম শয্যাতে প্রভু শচীর তনয়।
শুতিয়া আছেন তাহে কত শোভা পায় ॥
উপরে চাঁদোয়ামুক্তা ঝালোর সহিতে।
মধ্যেতে কমল তার শোভা সে অদ্ভুতে ॥
ক্ষীর সরোবর যেন কনক কমল।
শয্যাতে প্রভুর অঙ্গ করে ঝলমল ॥
হেনকালে শচীমাতা আনন্দিত মনে।
পুত্রে জাগাইতে যায় ঝুরে দুনয়নে ॥
ডাকিতে ডাকিতে গৃহে করিলা গমন।
উঠ বাপ বিশ্বম্ভর কমল নয়ন ॥
প্রাতঃকাল হৈল নিমাই বৈসহ উঠিয়া।
আমি মরি বাপ তোর বালাই লইয়া ॥
শ্রীবাসাদি ভক্ত তব উৎকণ্ঠিত হৈঞা।
প্রাঙ্গণে দেখিতে তোমা আছে দাঁড়াইয়া।

জননীর স্নেহবাণী শুনি গৌরচন্দ্র।
উঠিলেন কচালিয়া নয়নারবিন্দ॥
জননীচরণে গিয়া করি নমস্কার।
ভক্তগণ সঙ্গে মিলে কৃপাপারাবার॥
যথাযোগ্য সখাসঙ্গে করিয়া মিলন।
কহিতে স্বপ্নের কথা ঝুরে দুনয়ন॥
কদম্বকেশর জিনি পুলক শ্রীঅঙ্গ।
গদ্‌গদ বাণী কহে পূর্ব্বভাব রঙ্গ॥
ভাব জানি ভক্তগণ মন্দ মন্দ স্বরে।
পূর্ব্ব রাসলীলা গায় আনন্দ অন্তরে॥
গান শুনি ভাব সেই সাধকের মনে।
গোপীভাব উদ্দীপন হবে সেইক্ষণে॥
ইঙ্গিতের ছলে তারা ধরিয়াছে তান।
রাধাকুণ্ড অভিমুখে করিছে পয়ান॥

আয়গো সজনী কে কে যাবি তোরা,
নাইতে যাবি আয়।
নাইতে যাবি আয়গো, কে কে নাইতে যাবি আয়,
কার তরে বলো শূন্য প্রাণে,
বসিয়া রয়েছ এথায়॥
সন্নিকটে ঐ শ্যামকুণ্ড বটে, পূর্ব্বদিকে দেখা যায়।
ঐ দেখা যায় সজনি, ঐ দেখা যায়,
সদরঘাটে তার কদম্বের মূলে,
কে যেন বাঁশী বাজায়॥

আয়, আয়, আয়, আয়, আয়, আয়,
আয়গো ধেয়ে আয়।
আয়গো ধেয়ে আয়, আয়গো ধেয়ে আয়,
বাঁশীর তানে করেছে আকুল,
দাস গোবিন্দ সারাপ্রায় ॥

ধ্যানেতে দেখিয়া সাধক উঠি দাঁড়াইল।
সখীগণ সঙ্গে তখন মিলন হইল ॥
শৌচ আদি করি তারা জলক্রীড়া করে।
সাধক যাইবে তথা আনন্দ অন্তরে ॥

মলমূত্র-ত্যাগ কার্য্যবিধি—

আত্মচ্ছায়াং তরোশ্ছায়াং গোসূর্য্যোগ্ন্যনিলাংস্তথা।
গুরুং দ্বিজাতীংশ্চ বুধো ন মেহেত কদাচন ॥
ন কৃষ্টে শস্যমধ্যে বা গো-ব্রজে জনসংসদি।
ন বর্ত্মনি ন নদ্যাদি তীর্থেষু পুরুষর্ষভ ॥
ন প্সু নৈবাম্ভসস্তীরে ন শ্মশানে সমাচরেৎ।
উৎসর্গং বৈ পুরীষস্য মূত্রস্য চ বিসর্জ্জনং ॥
উদঙ্মুখো দিবোৎসর্গং বিপরীতমুখো নিশি।
কুর্ব্বিতানাপদি প্রাজ্ঞো মূত্রোৎসর্গং চ পার্থিবঃ ॥
তৃণৈরাচ্ছাদ্য বসুধাং বস্ত্রপ্রাবৃতমস্তকঃ।
তিষ্ঠেন্নতিচিরং তত্র নৈব কিঞ্চিদুদীরয়েৎ ॥
হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ বিষ্ণুপুরাণ বচন।

নিজের ও বৃক্ষের ছায়ায় এবং গো, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু ব্রাহ্মণের সম্মুখীন হইয়া পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচ মলমূত্র ত্যাগ

করিবে না। কর্ষিত ক্ষেত্রে শস্য মধ্যে, গোচারণ-স্থানে, জন-সমাজে, পথিমধ্যে, নদী প্রভৃতি তীর্থে জল মধ্যে, জলের ধারে, শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। কোনরূপ বিপদ উপস্থিত না হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি দিবসে উত্তর মুখে ও রাত্রিকালে দক্ষিণ মুখে তৃণ দ্বারা ভূমি আচ্ছাদন ও বস্ত্র দ্বারা মস্তক আবৃত করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। কিন্তু তথায় অধিকক্ষণ থাকিবেন না এবং মলমূত্র ত্যাগ কালে কোন কথা কহিবেন না।

(মলমূত্র ত্যাগ কালে দ্বিজগণ দক্ষিণ কর্ণে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন।)

শৌচবিধি—

বল্মীকমূষিকোৎখাতাং মৃদং নান্তর্জলাত্তথা।
শৌচাবশিষ্টাং গেহাচ্চ ন দদ্যাল্লেপসম্ভবাং॥
অন্তঃপ্রাণ্যবপন্নাঞ্চ হলোৎখাতাঞ্চ পার্থিব।
পরিত্যজেন্মৃদস্ত্বেতাঃ সকলাঃ শৌচ সাধনে॥১॥

একা লিঙ্গে গুহ্যে তিস্রো দশ বামকরে নৃপঃ।
হস্তদ্বয়ে চ সপ্তান্যা মৃদঃ শৌচোপপাদিকাঃ॥২॥
তিস্রস্তু পাদয়োর্দেয়াঃ শুদ্ধিকামেন নিত্যশঃ॥৩॥

হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ বিষ্ণুপুরাণবচন।

বল্মীক (উঁই) ও মূষিক (ইঁদুর) কর্ত্তৃক উত্তোলিত, জল-মধ্যগত, শৌচের অবশিষ্ট এবং গৃহের ভিত্তিস্থিত মৃত্তিকা দ্বারা

শৌচ-কার্য্য করিবে না। যে মৃত্তিকার অভ্যন্তরে কীট বর্ত্তমান এবং যাহা লাঙ্গল দ্বারা উদ্ধৃত, তাহা শৌচকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে।১।

শৌচ-সাধন মৃত্তিকা লিঙ্গে একবার, গুহ্যদ্বারে তিনবার, বাম হস্তে দশবার ও দুই হস্তে সাতবার মর্দ্দন করিবে।২।

শুদ্ধিকামী ব্যক্তি নিত্য দুই পদে তিনবার মৃত্তিকা প্রদান করিবে। ৩

দন্তধাবন—

উত্থায় নেত্রং প্রক্ষাল্য শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
পরিজপ্য চ মন্ত্রেন ভক্ষয়েদ্দন্তধাবনং ॥১॥

হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ কাত্যায়নবচন।

দন্তকাষ্ঠমখাদিত্বা যস্তু মামুপসর্পতি।
সর্ব্বকালকৃতং কর্ম্ম তেন চৈকেন নশ্যতি ॥২॥

ঐ বরাহ পুরাণ।

সর্ব্বে কণ্টকিনঃ পুণ্যা আয়ুর্দ্দাঃ ক্ষীরিণঃস্মৃতাঃ।
কটুতিক্তকষায়শ্চ বলারোগ্যসুখপ্রদাঃ ॥৩॥

ঐ স্মৃতিশাস্ত্র।

মধ্যাঙ্গুলিসমস্থৌল্যং দ্বাদশাঙ্গুলি সম্মিতং।
স ত্বচং দন্তকাষ্ঠং যৎ তদগ্রে নতু ধারয়েৎ ॥৪॥

হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ কর্ম্মপুরাণ।

উপবাসে তথা শ্রাদ্ধে ন খাদেদ্দন্তধাবনং।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগে হন্তি সপ্তকুলানি বৈ ॥৫॥

ঐ শাস্ত্রান্তর।

প্রতিপদ্দষষ্ঠীষু নবম্যেকাদশীরবৌ।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতং ॥৬॥

ঐ বৃদ্ধ বশিষ্ঠ।

অলাভে বা নিষেধে বা কাষ্ঠানাং দন্তধাবনং।
পর্ণাদিনা বিশুদ্ধেন জিহ্বোল্লেখঃ সদৈবহি ॥৭॥

ঐ পঠীনসি।

কাষ্ঠৈ প্রতিপদাদৌ যন্নিষিদ্ধং দন্তধাবনং।
তৃণপর্ণৈস্তুতৎ কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা ॥৮॥

হরিভক্তি বিলাস।

শয্যা হইতে উঠিয়া চক্ষু প্রক্ষালন পূর্ব্বক পবিত্র ও স্থির চিত্তে মন্ত্র জপ করতঃ দন্তধাবন করিবে।১।

শ্রীভগবান বলেন—দন্ত ধাবন না করিয়া যে আমার উপাসনা করে সে সেই একমাত্র অপকার্য্য দ্বারা তাহার সর্ব্বকালকৃতকর্ম্ম নষ্ট করিয়া ফেলে।২।

(বরাহ পুরাণ।)

কণ্টকযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ পবিত্র, ক্ষীরযুক্ত বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ পরমায়ুঃ বৃদ্ধি করে এবং কটু-তিক্ত-কষায়-রসবিশিষ্ট বৃক্ষের দন্তকাষ্ঠ বল আরোগ্য ও সুখ-সম্পত্তি প্রদান করিয়া থাকে ॥৩॥

স্মৃতি শাস্ত্র।

যে দন্তকাষ্ঠ মধ্যমাঙ্গুলি। স্থূল, পরিমাণে দ্বাদশাঙ্গুলি ও ত্বক্‌যুক্ত, তদ্দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে। কিন্তু ঐ কাষ্ঠের অগ্রভাগ ধারণ করিবে না। মূলের দিকে ধরিয়া অগ্রভাগ দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে।৪। শ্রী হঃ ভঃ বিঃ কর্ম্মপুরাণ।

উপবাস বা শ্রাদ্ধ-দিবসে দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবেনা। করিলে সপ্তপুরুষ বিনষ্ট হয়।৫। শাস্ত্রান্তরে।

প্রতিপৎ, অমাবস্যা, ষষ্ঠী, নবমী, একাদশী ও রবিবারে দন্ত-কাষ্ঠ ব্যবহার করিলে পূর্বকৃত ধর্ম্মরাশি ধ্বংস হয়।৬।

বৃদ্ধ বশিষ্ঠ।

দন্ত কাষ্ঠের অভাবে বা নিষিদ্ধ দিনে পবিত্র পত্রাদি দ্বারা দন্ত ধাবন করিবে। কিন্তু নিষিদ্ধ অনিষিদ্ধ সকল দিনেই জিহ্বা মার্জ্জন করিবে। ৭। পৈঠিনসি।

প্রতিপদাদি তিথিতে কাষ্ঠ দ্বারা যে দন্ত-ধাবন নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা তৃণ-পত্র দ্বারা করিবে। কিন্তু একাদশী অমাবস্যা দিনে তৃণ-পত্র দ্বারাও দন্তধাবন করিবে না।

শ্রীহরি ভক্তি বিলাস।

স্নান—

নদীনদতড়াগেষু দেবখাত জলেষু চ।
নিত্যক্রিয়ার্থং স্নায়ীত গিরিপ্রস্রবণেষু চ॥
কূপেষূদ্ধৃততোয়েন স্নানং কুর্ব্বীত বা ভুবি।
স্নায়ীতোদ্ধৃততোয়েন অথবা ভুব্যসম্ভবে॥১॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ বিষ্ণুপুরাণ-বচন।

স্নানং বিনা তু যো ভুঙ্‌ক্তে মলাশী স সদা নরঃ।
অস্নায়িনে হ্যশুচেস্তস্য বিমুখা পিতৃদেবতাঃ।
স্নানহীনঃ নরঃ পাপী স্নানহীনোহশুচিঃ সদা।
অস্নায়ী নরকং ভুক্তা পুক্কশাদিষু জায়তে ॥২॥

পদ্মপুরাণ।

প্রাতর্মধ্যাহ্নয়োঃ স্নানং বানপ্রস্থ গৃহস্থয়োঃ।
যতেস্ত্রিসন্ধ্যং স্নানং সকৃত্তু ব্রহ্মচারিণঃ।
সর্ব্বেচাপি সকৃত কুর্য্যরশক্তৌ চোদকং বিনা ॥৩॥

দক্ষ।

অপিরস্কং ভবেৎ স্নানমশক্তৌ কর্ম্মিনাং সদা।
আর্দ্রেন বাসসা বাপি পাণিনা বাপি মার্জ্জনং ॥৪॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ দক্ষ বচন।

স্নানে মনঃ প্রসাদঃ স্যাদ্দেবা অভিমুখা সদা।
সৌভাগ্যং শ্রীঃ সুখং পুষ্টিঃ পুণ্যং বিদ্যা যশো ধৃতিঃ।
মহাপাপান্যলক্ষ্মীঞ্চ দুরিতং দুর্ব্বিচিন্তিতং।
শোকদুঃখাদি হরত প্রাতঃস্নানং বিশেষতঃ ॥৫॥

ঐ অত্রিস্মৃতি।

স্নায়াদুষ্ণোদকে বাপি শক্তোহপ্যামলকৈস্তথা।
তিলৈস্তৈলৈশ্চ সম্বর্জ্য প্রতি সিদ্ধদিনানি তু ॥৬।

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ।

কুর্য্যান্নৈমিত্তিকং স্নানং শীতাদ্ভিঃ কাম্যমেবচ।
নিত্যং য দৃচ্ছিকঞ্চৈব যথারুচি সমাচরেৎ ॥৭॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ গর্গবচনং

পুত্রজন্মনি সংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা ॥৮॥

ঐ যম

পূর্ণমাস্যাং তথাদর্শে যঃ স্নায়াদুষ্ণবারিণা।
সগোহত্যাকৃতং পাপং প্রাপ্নোতীহ ন সংশয়ঃ ।৯।

ঐ বৃদ্ধ মণু

দশম্যাং তৈলস্পৃষ্টা যঃ স্নায়াদবিচক্ষণঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি আয়ুঃ প্রজ্ঞা যশোধনং ।১০।

মোহাৎ প্রতিপদং ষষ্ঠীং কুহূং রিক্তাতিথিং তথা।
তৈলেনাভ্যঞ্জয়েদ্যস্তু চতুর্ভিঃ পরিহীয়তে।
পঞ্চদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং পঞ্চম্যাং রবিসংক্রমে।
দ্বাদশ্যাং সপ্তম্যাং ষষ্ঠ্যাং তৈলস্পর্শং বিবর্জ্জয়েৎ ॥১১॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ লক্ষ্মী যাজ্ঞবল্ক্য বচন

স্নানে বা যদি বস্নানে পক্বতৈলং ন দুষ্যতি ॥১২॥

ঐ শাস্ত্রান্তরে।

তৈলাভ্যক্তো ঘৃতাভ্যক্তো বিন্মূত্রে কুরুতে দ্বিজঃ।
অহো রাত্রোষিতে ভূক্তা পঞ্চ গব্যেন শুধ্যতি ॥১৩॥

ঐ অত্রিস্মৃতি।

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেবচ।
বারুণং মানসং চেতি স্নানং সপ্তবিধংস্মৃতং ॥১৪॥

ঐ স্মৃতিশাস্ত্র।

নদ, নদী, দীর্ঘিকা, দেবখাত (হ্রদাদি) ও গিরিপ্রস্রবনের জলে স্নান করিবে। কলসাদি দ্বারা কূপ হইতে জল উঠাইয়া তদ্বারা কূপতটে স্নান করা যাইতে পারে। তটের অভাব হইলে কূপোদ্ধৃত শীতল জলে অথবা তাহাতেও অক্ষম হইলে উষ্ণ জলে স্নান করিবে।১।

স্নান না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে তাহার সর্ব্বদা মল ভোজন করা হয়। যে স্নান না করে, সেই অশুচি ব্যক্তির প্রতি দেবলোক ও পিতৃলোক বিমুখ হয়েন। স্নানহীন ব্যক্তি পাপী ও সর্ব্বদা অপবিত্র। সে নরক ভোগ করিয়া পুক্কশাদি অন্ত্যজ জাতিতে জন্ম গ্রহণ করে। ২।

বানপ্রস্থ ও গৃহাশ্রমী ব্যক্তি প্রাতে ও মধ্যাহ্নে, যতি ত্রিসন্ধ্যায় এবং ব্রহ্মচারী একবার মাত্র স্নান করিবেন, অসমর্থ হইলে সকলের পক্ষেই একবার মাত্র স্নানের বিধি। তাহাতেও অক্ষম হইলে মন্ত্রস্নানাদি করিতে হইবে।৩।

অসমর্থ হইলে কর্ম্মীব্যক্তির পক্ষে মস্তক ব্যতীতও স্নান হইতে পারে। আর্দ্র বসন ও আর্দ্র হস্তদ্বারা দেহ মার্জ্জন করিলে স্নান সিদ্ধ হয়।৪।

স্নান করিলে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, দেবতাগণ সর্ব্বদা সম্মুখে অবস্থান করেন, এবং সৌভাগ্য, শ্রী, সুখ, পুণ্য, পুষ্টি, বিদ্যা যশঃ ও ধৃতি লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রাতঃস্নানে মহাপাতক, অলক্ষ্মী, পাপ, দুশ্চিন্তা, ও শোক-দুঃখাদি দূরীভূত হয়।৫।

শরীর সুস্থ থাকিলে নিষিদ্ধ দিন ব্যতীত অন্যান্য দিনে আমলকী, তিল বা তৈল মর্দ্দনপূর্ব্বক উষ্ণজলেও স্নান করা যাইতে পারে।৬।

নৈমিত্তিক ও কাম্যস্নান শীতল জল দ্বারা করিবে। নিত্য-স্নান ইচ্ছানুসারে কি শীতল কি উষ্ণ সকল জলেই করা যাইতে পারে।৭।

পুত্রের জন্মদিনে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্য্য-গ্রহণে এবং অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে উষ্ণজলে স্নান করিবে না।৮।

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় যিনি উষ্ণজলে স্নান করেন, তিনি ইহ-লোকে গোহত্যা পাপে পাপী হন সন্দেহ নাই।৯।

যে নির্ব্বোধ দশমীতে তৈল স্পর্শ না করিয়া স্নান করে, তাহার আয়ুঃ বুদ্ধি যশ ও ধন সমস্তই বিনষ্ট হয়।১০।

অজ্ঞানতা-প্রযুক্ত প্রতিপৎ, ষষ্ঠী, অমাবস্যা ও রিক্তা (চতুর্থী, নবমী, ও চতুর্দ্দশী) তিথিতে তৈল মর্দ্দন করিলে আয়ুঃ, বুদ্ধি, যশ ও ধন নষ্ট হয়। পূর্ণিমা, অমাবস্যা, চতুর্দ্দশী, পঞ্চমী, সংক্রান্তি, দ্বাদশী, সপ্তমী ও ষষ্ঠী এই সমস্ত দিনে তৈল স্পর্শ করিবে না।১১।

স্নানকালে হউক বা অন্যসময়ে হউক পক্ক তৈল ব্যবহার করিলে কদাচ কোন দোষ স্পর্শে না, অর্থাৎ নিষিদ্ধ দিনেও ব্যবহার করা যাইতে পারে।১২।

দ্বিজগণ তৈল বা ঘৃত মর্দ্দন করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলে অহোরাত্র উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া পবিত্র হইবেন ১৩।

স্নান সপ্তবিধ, যথাঃ—

মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ ও মানস। "শন্ন আপস্ত দ্রুপদা আপোহিষ্ঠাঘমর্ষণং" এই মন্ত্র দ্বারা স্নানকে মন্ত্র-

স্নান, গঙ্গাদির মৃত্তিকা স্পর্শ দ্বারা স্নানকে পার্থিব স্নান, সংস্কৃত ভস্মের দ্বারা স্নানকে আগ্নেয়-স্নান, গোধূলি দ্বারা স্নানকে বায়ব্য স্নান, রৌদ্র থাকিতে যে বৃষ্টি, তদ্দ্বারা স্নানকে দিব্য-স্নান, মন্ত্রাদিতে স্নানকে বারুণ-স্নান, এবং মানসে বিষ্ণুস্মরণ দ্বারা স্নানকে মানস-স্নান বলে।১৪।

অবস্থানুসারে এই সাতটির মধ্যে যে কোনরূপ স্নান করিলেই পবিত্র হওয়া যায়। তবে সদাচারে বারুণ ও মানস-স্নানই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যেখানে করনা স্নান ভাবিবে মনেতে।
যমুনা কি রাধাকুণ্ডে স্নান করিতেছ॥
অতএব নদীগর্ভে পশ্চিম মুখে।
সরোবরে করিবে স্নান পূর্ব্বমুখে॥
প্রথমে উচ্চারি ওঁ কেশবায় নমঃ।
এক গণ্ডূষ জল তুমি করিবে হে পান॥
ওঁ নারায়ণ নমঃ কহি আরবার।
এক গণ্ডূষ জল পুনঃ করিবে গ্রহণ॥
ওঁ মাধবায় নমঃ কহি পুনর্ব্বার।
এক গণ্ডূষ জল তুমি করিবে গ্রহণ॥
তিন মন্ত্রে তিনবার মুখে জল দিবে।
স্ত্রী, শূদ্র হৈলে নমঃ বলিতে হইবে॥
প্রণবোচ্চারণ তারা কভু না করিবে।
করিলে সেজন সত্য নরকে মজিবে॥

গোবিন্দায় নমঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।
উচ্চারণ করি কর করিবে ক্ষালন ॥
মধুসূদনায় নমঃ ত্রিবিক্রমায় নমঃ।
উচ্চারণ করি মুখ করিবে মার্জ্জন ॥
বাসনায় নমঃ ওঁ শ্রীরাধায় নমঃ।
বলিয়া অধর ওষ্ঠ করিবে মার্জ্জন ॥
হৃষিকেশায় নমঃ বলি হস্তক্ষালন।
পদ্মনাভায় নমঃ বলি পদ প্রক্ষালন ॥
ওঁ দামোদরায় নমঃ করি উচ্চারণ।
মস্তক মার্জ্জন তুমি করিবে তখন ॥
ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ বলি নাসাদ্বয়।
ধৌত করি লবে সাধু বৈষ্ণবেতে কয় ॥
অনিরুদ্ধায় নমঃ পুরুষোত্তমায় নমঃ।
উচ্চারিয়া নেত্রদ্বয় ক'রিবে মার্জ্জন ॥
অধোক্ষজায় নমঃ বলি দক্ষিণ কর্ণ।
ওঁ নৃসিংহায় নমঃ বলি বাম কর্ণ ॥
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ করি উচ্চারণ।
নাভিমূলে ধরি তাহা করিবে মার্জ্জন ॥
ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ বলি বক্ষদেশ।
উপেন্দ্রায় নমঃ বলি বক্ষঃ প্রদেশ ॥
হরয়ে নমঃ বলি দক্ষিণ বাহু।
ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলি বাম বাহু ॥
স্পর্শ করি লবে যাহা শাস্ত্রের বিধান।
ওঁ তৎসৎ বারত্রয় উচ্চারি তখন ॥

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইঞা যোড়করে।
সলিলেতে দাঁড়াইয়া কহে মৃদুস্বরে॥

শ্রীশ্রীযমুনায়ৈ নমঃ—

ভ্রাতুরন্তকস্য পত্তনেঽভিপত্তি-হারিণী
প্রেক্ষয়াতি-পাপিনোঽপি পাপসিন্ধু-তারিণী।
নীর-মাধুরীভিরপ্যশেষচিত্ত-বন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী॥১॥

হারি-বারি-ধারয়াভিমণ্ডিতোরু-খাণ্ডবা
পুণ্ডরীক-মণ্ডলোদ্যদণ্ড জালি-তাণ্ডবা।
স্নানকাম-পামরোগ্র-পাপ-সম্পদন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী॥২॥

শীকারাভিমৃষ্ট-জন্তু-দুর্ব্বিপাক-মর্দ্দিনী
নন্দ-নন্দনান্ত রঙ্গ-ভক্তিপূর-বর্দ্ধিনী।
তীর-সঙ্গমাভিলাষী-মঙ্গলানুবন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী॥৩॥

দ্বীপ-চক্রবাল-জুষ্ট-সপ্তসিন্ধু-ভেদিনী
শ্রীমুকুন্দ-নির্ম্মিতোরু-দিব্য-কেলি-বেদিনী।
কান্তি-কন্দলীভিরিন্দ্রনীল-বৃন্দ-নন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী॥৪॥

মাথুরেণ মণ্ডলেন চারুণাভিমণ্ডিতা
প্রেমনদ্ধ-বৈষ্ণবাধ্ব-বর্দ্ধনায় পণ্ডিতা।
ঊর্ম্মি-দোর্বিলাস-পদ্মনাভ-পাদ-বন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী॥৫॥

রম্যতীর-রম্ভমান-গোকদম্ব-ভূষিতা
দিব্যগন্ধভাকদম্ব পুষ্প-রাজি-রূষিতা।
নন্দসূনু-ভক্তসঙ্ঘ-সঙ্গমাভিনন্দিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥৬॥

ফুল্লপক্ষ-মল্লিকাক্ষ-হংসলক্ষ কূজিতা
ভক্তিবিদ্ধ-দেব-সিদ্ধ-কিন্নরালি পূজিতা।
তীর-গন্ধবাহ গন্ধ-জন্মবন্ধ-রন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥৭॥

চিদ্বিলাস-বারিপূর ভূর্ভুবঃ স্বরূপিণী
কীর্ত্তিতাপি দুর্ম্মদে রু-পাপ-মর্ম্ম-তাপিনী।
বল্লবেন্দ্র-নন্দনাঙ্গ-রাগভঙ্গ-গন্ধিনী
মাং পুনাতু সর্ব্বদারবিন্দ-বন্ধু-নন্দিনী ॥৮॥

শ্রীমদীশ্বরীকুণ্ডায় নমঃ—

বৃষভ-দনুজ-নাশান্নর্ম্ম-ধর্ম্মোক্তি-রঙ্গৈ
নিখিল-নিজ-সখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণং।
প্রকটিতমপি বৃন্দারণ্য-রাজ্ঞ প্রমোদৈ
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়োমে ॥১॥

ব্রজভূমি মুরশত্রোঃ প্রেয়সীনাং নিকামৈ
রসুলভমপি তূর্ণং প্রেম-কল্পদ্রুমং তং।
জনয়তি হৃদিভূমৌ স্নাতুরুচ্চৈঃ প্রিয়ং য-
স্তদতিসুরভি-রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ॥২॥

অঘরিপুরপি যত্নাদত্র দেব্যাঃ প্রসাদ-
প্রসর-কৃত-কটাক্ষ-প্রাপ্তিকামঃ প্রকামং।
অনুসরতি যদুচ্চৈঃ স্নানসেবানুবন্ধৈ
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ো মে ।৩॥

ব্রজ-ভুবন-সুধাংশোঃ প্রেমভূমির্নিকামং
ব্রজ-মধুর-কিশোরী-মৌলিরত্ন-প্রিয়েব।
পরিচিতমপি নাম্নাযচ্চ তেনৈবতস্যা-
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়োমে ॥৪॥

অপি জন ইহ কশ্চিৎ যস্য সেবাপ্রসাদৈঃ
প্রণয়-সুরলতা স্যাত্তস্য গোষ্ঠেন্দ্রসূনোঃ।
সপদি কিল মদীশা-দাস্য-পুষ্প-প্রশস্যা
স্তদতিসুরভি রাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়ে মে ॥৫॥

তট-মধুর-নিকুঞ্জাঃ ক্লৃপ্তনামান উচ্চৈ-
র্নিজ-পরিজনবর্গৈঃ সংবিভজ্যাশ্রিতাস্তৈঃ।
মধুকর-রুত-রম্যা যস্য রাজন্তি কাম্যা-
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেব শ্রয়োমে ॥৬॥

তটভুবি বরবেদ্যাং যস্য নর্ম্মাতি হৃদ্যাং
মধুর-মধুর বার্ত্তাং গোষ্ঠচন্দ্রস্য ভঙ্গ্যা।
প্রথয়তি মিথ ঈশা প্রাণসখ্যালিভিঃ সা
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়োমে ॥৭॥

অনুদিন মতিরঙ্গৈঃ প্রেম-মত্তালি-সঙ্ঘৈ
র্বর-সরসিজ-গন্ধৈর্হারি-বারি-প্রপূর্ণে।
বিহরত ইহ যস্মিন দম্পতী তৌ প্রমত্তৌ
স্তদতিসুরভিরাধাকুণ্ডমেবাশ্রয়োমে ॥৮॥

অতঃপর সেইজলে করিবেক স্নান।
স্নানান্তে গঙ্গার নাম করিবে স্মরণ॥
গঙ্গা নারায়নায় নমঃ উচ্চারণ করি।
হরিবোল বলি কবে শ্রীহরি শ্রীহরি॥

সদ্যপাত সংহন্ত্রী সদ্য দুঃখ বিনাশিনী।
ভক্তিদা' প্রেমদা' গঙ্গা গঙ্গৈব পরমাগতি॥

ওঁ ধর্ম্মস্ত্ব দ্রবরূপেন ব্রহ্মণা নির্ম্মিতাপুরা।
ত্বদৈর্গঙ্গে ত্রিবিক্ষাত্তৌ শৃণু সুভ্রম বরহ্মরে॥
কৃষ্ণে নাম সহস্রেষু মোক্ষ-মোক্ষ সবিস্তবৈঃ,
যানি নামানি গুণানি তানি বক্ষাম্যহম্ ক্রমৎ॥
গঙ্গা-ভাগিরথীপুণ্যাং জাহ্নবী সুরনিম্নগাম্।
বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতে শম্ভুশিরসি-সংস্থিতা॥
সুমেরুশৃঙ্গসংস্পৃষ্টা হিমালয়া দ্রুতশ্রয়া।
শঙ্খ-কুন্দেন্দু ধবলা মহাপাতকনাশিনী॥

নদীশ্বরী ত্রিপথগা বৈষ্ণবী সাগরপ্রিয়া।
মন্দাকিনী-ভোগবতী বিন্দু পাষাণ ভেদিনী ॥
ক্ষমাশান্তা প্রদাশান্তা পুণ্যদা শুভকারিণী।
মহানন্দী শতমুখীম্ শুকলা মকর-বাহিনী ॥
ব্রহ্মহা পরিভ্রষ্টা শৈলরূপাদি শোভনে।
মুনিভির্পূজিতা সর্ব্বে সর্ব্বদেব নমস্কৃতা ॥
সর্ব্বজ্ঞানময়ী দেবী মত্যনামুপকারিণী।
সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিসুস্থানে সুদুর্লভা ॥
হরিদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে।
ইদং স্তোত্রং মায়াকান্তং পূর্ব্বমুপ্তম বসুন্ধরে ॥
যৎ পাপং যৌবনে বাল্যে কৌমারে বর্দ্ধতে কৃতম্।
তৎ সর্ব্বং বিলয়ং যাতি তয়োস্ত নবমং যথা ॥
যদক্ষর পরিভ্রষ্টাং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতি তৎ সর্ব্বং তৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরী ॥

দক্ষিনাভিমুখে পরে তর্পন করিবে।
সেইকালে এই পুনঃ উচ্চারিবে ॥

আব্রহ্ম ভুবনোলোকা দেবী মুনি মানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃ মাতা মহাদয়ঃ ॥
অতীত কুল কোটীনাং সপ্তদীপ নিবাসিনাং।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবন ত্রয়ং ॥
(অঞ্জলি ত্রয়ং)

তারপর পূর্ব্বমুখে সূর্য্যকে প্রণাম।
দুই কর যোড় করি করিবে তখন ॥

নমো জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং ॥
(অর্ঘ্য) নমো বিবস্বতে ব্রহ্মণে ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥
(অঞ্জলিত্রয়ং)

অতঃপর জলমধ্যে রাখি হস্তদ্বয়।
ব্রহ্ম গায়ত্রী জপিবে বার দশ ॥
তারপর "ওঁ" মন্ত্রে প্রণব করিলে।
শ্রীচৈতন্যের স্বরূপ দেখিতে পাইবে ॥

ক্ষিতৌ লুঠেদ্গৌর-কলেবরাভ্যাং
সদা মহাপ্রেম-বিলাসকাভ্যাং।
সমুদ্র তীরে নবনাগরাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥১॥

হা হা ক রাধেতি মুহুঃ স্মিতাভ্যাং
শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ-বপুর্ধরাভ্যাং।
আনন্দ-লীলারস-রঞ্জিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যা ॥২॥

অদ্বৈত-চিন্তাহর-সম্ভবাভ্যাং
মনোভবানন্দ-মনোহরাভ্যাং।
অচিন্ত্য-লীলা-পরিপূরিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥৩॥

জীবৈক-নিস্তার-ধৃতব্রতাভ্যাং
শ্রীকৃষ্ণনাম্না জন তারকাভ্যাং।
হরে হরে কৃষ্ণ-সুধাম্বুদাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥৪॥

অশেষ-দুঃখাময়-ভেষজাভ্যাং
কিরীট-কেয়ূর-বিভূষিতাভ্যাং।
গ্রৈবেয়-মালা-মণি-রঞ্জিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥৫॥

শ্রীবৎস-রোমাবলি-রঞ্জিতাভ্যাং
বক্ষঃস্থলে কৌস্তভ-ভূষিতাভ্যাং।
ত্রৈলোক্য-সম্মোহন-সুন্দরাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥৬॥

স্ফুরচ্চলৎ-কাঞ্চনকুণ্ডলাভ্যাং
সদাষ্টভাবৈঃ পরিশোভিতাভ্যাং।
স্বেদাশ্রু-কম্পাদি-বিভূষিতাভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥৭॥

শ্রীমচ্ছিবানন্দ-মনোরথাভ্যাং
সদাসুখানন্দ-রস-স্ফুরাভ্যাং।
মদীয় সর্ব্বস্ব পদাম্বুজা ভ্যাং
নমোঽস্তু মে গৌর-গদাধরাভ্যাং ॥৮॥

তারপর দক্ষিণ হস্তে উপবীত ধরি।
নাভিমূলেতে তাহা সংলগ্ন করি ॥
জপিবে হে সযতনে চিত্তস্থির করি।
অষ্টোত্তর শতবার সিদ্ধাষ্টাক্ষরী ॥
তাহাতে হইবে পুনঃ পুষ্টির সাধন।
সূর্য্যকে সম্মুখে তুমি রাখিবে তখন ॥
পঞ্চতত্ত্বে পঞ্চতত্ত্ব করিয়া মিলন।
কিছুক্ষণ রবে মুদি দুইটী নয়ন ॥
সেইকালে সযতনে রুদ্ধ করি শ্বাস।
চৈতন্যের বীজ গায়ত্রী জপো সাতবার ॥
নিত্যানন্দের বীজ গায়ত্রী তিনবার ॥
জপিয়া অদ্বৈত বীজ জপো আটবার ॥
পাঁচবার গদাধরের গায়ত্রী জপিবে।
শ্রীবাসের বীজ একবার জপিবে ॥
তারপর করিবে হে বৈষ্ণব শরণ।
জল হৈতে উঠে কর নাম সঙ্কীর্ত্তন ॥

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ।
অদ্বৈত গদাধর শ্রীবাস জগদানন্দ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ চন্দ্র।
অদ্বৈত আচার্য্য জয় জয় শ্রীগোবিন্দ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাশ রঘুনাথ॥
রাধে-কৃষ্ণ গোবিন্দ যমুনা বৃন্দাবন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ রূপ সনাতন॥
রূপসনাতন মোর প্রাণ সনাতন।
কৃপা করি দেহ মোরে যুগল চরণ॥
রাধে-কৃষ্ণ রট মন রাধে কৃষ্ণ রট।
বৃন্দাবন-যমুনা-পুলিন বংশীবট॥
রাধে কৃষ্ণ রট মন রাধে-কৃষ্ণ রট।
ব্রজভূমে বাস কর বৈষ্ণব নিকট॥
রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ রটরে!
নবদ্বীপে গোরাচাঁদ পাতিয়াছে হাটরে॥
রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ রটরে।
শচীর নন্দন গোরা কীর্ত্তনে লম্পটরে॥
রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ রাধে-কৃষ্ণ গোবিন্দ।
শ্রীরাধারমন রাধে বৃন্দাবন-চন্দ্র॥

এইরূপে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে।
আর্দ্র বস্ত্রখানি তথা পাল্‌টিয়া লবে॥

অধৌতং কারুধৌতং বাপরেদ্যুর্ধৌতমেববা।
কাষয়ং মলিনং বস্ত্রং কৌপীনঞ্চ পরিত্যজেৎ॥
ন চার্দ্রমেব বসনং পরিদধ্যাৎ কদাচন॥১॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ অত্রিবচন।

একবস্ত্রো ন ভুঞ্জীত ন কুর্য্যাদ্দেবতার্চ্চনং॥২॥

ঐ গোভিল

শুক্লবাসা ভবেন্নিত্যং রক্তঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ॥৩॥

ঐ ত্রৈলোক্য সম্মোহন তন্ত্ররাজ।

শৌচং সমুদ্রগামাণাং বায়ব্যার্কেন্দুরশ্মিভিঃ॥৪॥
রেতঃস্পৃষ্টং শবস্পৃষ্টমাবিকম্ নৈব দুষ্যতি।

ঐ অঙ্গিরা।

ন কুর্য্যাৎ সন্ধিতং বস্ত্রং দেবকর্ম্মণি-ভূমিপ।
ন দগ্ধং ন চ বৈ ছিন্নং পাক্যং ন তু ধারয়েৎ॥
কাক-বিষ্ঠা সমংযুক্তমবিধৌতঞ্চযদ্ভবেৎ।
রজকাদাহৃতং যচ্চ ন তদ্বস্ত্রং ভবেচ্ছুচিঃ॥
কীটস্পৃষ্টন্তু যদ্বস্ত্রং পুরীষং যেন কারিতং।
মূত্রং বা মৈথুনং বাপি তদ্বস্ত্রং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
অধিকন্তু সদাবস্ত্রং পবিত্রং রাজসত্তম।

পিতৃদেবমনুষ্যানাং ক্রিয়াস্বাঞ্চ প্রশস্যতে ॥
শুক্রমূত্ররক্তলিপ্তং তথাপি পরমং শুচিঃ।
অগ্নিরাবিক বস্ত্র ব্রাহ্মনাশ্চ তথা কুশাঃ।
চতুর্ণাং ন কৃতো দোষো ব্রহ্মণা পরমেষ্টিনা ॥৫॥

ঐ (শাস্ত্রান্তরে)

অধৌত, রজক কর্তৃক ধৌত, অন্যদিনে ধৌত, রঞ্জিত ও মলিন বস্ত্র কি কৌপীন পরিধান করিবে না। আদ্র বস্ত্রও কদাচ পরিধান করিবে না ॥১॥

এক বস্ত্র পরিধান করিয়া আহার ও দেবার্চ্চনা করিবে না ॥২॥

সর্ব্বদা শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবে, রক্তবস্ত্র বর্জ্জন করিবে ॥৩॥

যে বস্ত্র সহস্র রোম দ্বারা প্রস্তুত, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য চন্দ্রের কিরণ দ্বারা তাহার শুদ্ধি হইয়া থাকে, মেষলোম-নির্ম্মিত কম্বলাদি বসন, রেতঃস্পৃষ্ট ও শবস্পৃষ্ট হইলেও দূষিত হয় না ॥৪॥

দেবকার্য্যে সেলাইকরা বস্ত্র, ছিন্ন ও দগ্ধবস্ত্র এবং পরের বস্ত্র পরিধান করিবে না। অধৌত বস্ত্র কাকবিষ্ঠার তুল্য এবং রজক গৃহ হইতে আনীত বস্ত্র অপবিত্র। কীটস্পৃষ্ট বস্ত্র এবং যে বস্ত্র পরিধান করিয়া মলত্যাগ বা মূত্রত্যাগ বা স্ত্রী সঙ্গ করা হইয়াছে তাহা ত্যাগ করিবে। কিন্তু মেষলোমজাত বস্ত্র সর্ব্বদাই শুচি। পিতৃকর্ম্ম, দেবকর্ম্ম, মনুষ্যকর্ম্মে ইহা প্রশস্ত। মেষলোমজাত বস্ত্র ধৌত হউক, অধৌত হউক, দগ্ধ হউক, সেলাই করা হউক, রজকগৃহ হইতে আনীত হউক, আর শুক্র, মূত্র বা রক্তলিপ্ত হউক তথাপি

উহা পরম পবিত্র। অগ্নি, মেষলোমজাত বস্ত্র, ব্রাহ্মণ ও কুশ এই চারিটিকে ব্রহ্মা অপবিত্র করেন নাই ॥৫॥

তারপর তুলসী চয়ন করিবে।
সেই কালে অগ্রে তাঁরে মিনতি করিবে ॥

(প্রণাম)

বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবী! সত্যবত্যৈ নমঃ নমঃ ॥

(স্নান)

গোবিন্দ বল্লভাং দেবীং ভক্ত চৈতন্যকারিণীং।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং বিষ্ণুভক্তপ্রদায়িনীং ॥

(চয়ন)

তুলস্য মৃত জগন্নাসিসদাত্বং কেশব প্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥
ত্বদঙ্গ সম্ভবৈঃ পত্রৈঃ পূজয়ামি যথা হরিং।
তথা কুরু: পবিত্রাঙ্গী কলৌমল বিনাশিনী ॥

মোক্ষৈকহেতো ধরনী প্রশস্তে, বিষ্ণোঃ সমস্তস্য গুরোঃ পিয়েতি।
আরাধনার্থং বরমঞ্জরীকং লুনামিপত্রং তুলসী, ক্ষমস্ব ॥

মাতস্তুলসি গোবিন্দহৃদয়ানন্দকারিণী।
দামোদরস্য পূজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোঽস্তুতে ॥

কুসুমৈঃ পরিজাতাদ্যৈর্গন্ধাদ্যৈরপি কেশবঃ।
ত্বয়া বিনা নৈব তৃপ্তশ্চিনোমি ত্বামতঃ শুভে ॥
ত্বয়া বিনা মহাভাগে! সমস্তকর্ম্মনিষ্ফলং।
অতস্তুলসী দেবি! ত্বাং চিনোমি বরদা ভব ॥
চয়নোদ্ভবদুঃখন্তেযদ্দেবি! হৃদি বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি ত্বাং নমাম্যহং ॥

প্রদক্ষিণ

অগ্রে ব্রহ্মা পত্রে বিষ্ণু তবাগ্রে সর্ব্বদেবতা।
তবমূলে সর্ব্ব-তীর্থানি প্রদক্ষিণ পদে পদে ॥

ইহার পরেতে কুশ আসন পাতিয়া।
তিলক ধারণ করিবে গোপীচন্দন দিয়া ॥

মৎ প্রিয়ার্থং শুভার্থয়া রক্ষার্থে চতুরানন।
মৎ পূজা হোমকালে চ সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ।
মদ্ভক্তো ধারয়েন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহং ॥১॥

যজ্ঞোদানং তপোহোমঃ স্বাধ্যায় পিতৃতর্পণং।
ব্যর্থ্যং ভবতি তৎসর্ব্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনাকৃতং ॥২॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ পদ্ম পুরাণ।

যস্যোর্দ্ধপুণ্ড্রং দৃশ্যেৎ ললাটে নো নরস্য হি।
তদ্দর্শং ন কর্ত্তব্যং দৃষ্টা সূর্য্যং নিরীক্ষয়েৎ ॥৩॥

স্কন্দপুরাণ।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মৃদা সৌম্যং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
স চণ্ডালোহপি শুদ্ধাত্মা পূজ্য এব ন সংশয়ঃ ॥৪॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্য মধ্যেতু বিশালে সুমনোহরে।
লক্ষ্যা সার্দ্ধং সমাসীনো দেবদেবো জনার্দ্দনঃ॥
তস্যাদ্দস্য শরীরেতু ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ।
তস্য দেহং ভগবতো বিমলং মন্দিরং স্মৃতং॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো যস্ত কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং শুভাননে।
কল্পকোটি সহস্রানি বৈকুণ্ঠে বাসমাপ্নুয়াৎ॥
যজ্ঞদান-তপশ্চর্য্যা জপ-হোমাদিকঞ্চ যৎ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধর কুর্য্যাৎ তস্য পুণ্যমনন্তকং॥৫॥

পদ্মপুরাণ

অশুচির্ব্বাপ্য নাচারো মনসা পদ্মমাচরণ।
শুচিরেব ভবেন্নিত্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রাঙ্কিতোনরঃ॥৬॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যোম্রিয়তে যত্র কুত্রচিৎ।
শ্বপাকোঽপিবিমানস্থো মমলোকে মহীয়তে॥৭॥

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধরো মর্ত্ত্যো গৃহে যস্যান্নমন্নুতে।
তদা বিংশৎ কুলং তস্য নরকাদ্দ্ধারাম্যহং॥৮॥

বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি যো বিদধ্যাৎ প্রযত্নতঃ।
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং মহাভাগ! সো যাতি পরমাং গতিং॥৯॥

শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

একান্তিনো মহাভাগাঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।
সান্তরালং প্রকুর্ব্বন্তি পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি।
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশীকরং তথা।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুঃ শ্বেতং মোক্ষপ্রদং শুভং।
বর্ত্তুলং তির্য্যগচ্ছিদ্রং হ্রস্বং দীর্ঘতরং তনু।

বক্রং বিরূপং বদ্ধাগ্রং ভিন্নমূলং পদচ্যুতং।
অশুভং রূক্ষমাসক্তং তথা লাঙ্গুলিকল্পিতং।
বিগন্ধমপসব্যঞ্চ পুণ্ড্রমাহুরনর্থকং ॥১০॥

আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদং।
নাসিকয়া স্ত্রোয়াভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে।
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ ॥১১॥

নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ।
সহিতত্রস্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি ॥১২॥

পদ্মপুরাণ।

নাসাদি কেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনং।
মধ্যে ছিদ্র-সমাযুক্তং তদ্বিদ্যাধরমন্দিরং।
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ।
মধ্যে বিষ্ণু বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ ॥১৩॥

হরিভক্তি বিলাস।

অনামিকা কামদোক্তা মধ্যমায়ুষ্করী ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠ পুষ্টিদঃ প্রোক্তস্তর্জ্জনি মোক্ষসাধনী ॥১৪॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ স্মৃত বচন।

যত্তদিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ ॥১৫॥
ব্রহ্মঘ্নো বাথ গাঘ্নো বা হেতুকঃ সর্ব্বপাপকৃৎ।
গোপীচন্দনসম্পর্কাৎ পূতো ভবতি তৎক্ষণাৎ॥
গোপীচন্দন খণ্ডন্তু যো দদাতি হি বৈষ্ণবে।
কুলমেকোত্তরং তেন সন্তবেত্তারিতং শতং ॥১৬॥

পদ্মপুরাণ।

যে মৃত্তিকাং দ্বারাবতী-সমুদ্ভবাং করে সমাদায় ললাট-পট্টকে।
করোতি নিত্যং ত্বথচোর্দ্ধপুণ্ড্রং ক্রিয়াফলং কোটীগুণং সদা ভবেৎ॥
যস্মিন গৃহে তিষ্ঠতি গোপীচন্দনং ভক্ত্যা ললাটে মনুজোবিভর্ত্তি।
তস্মিন্ গৃহে সর্ব্বদা তিষ্ঠতি হরিঃ শ্রদ্ধান্বিতঃ কংসনিহা বিহঙ্গম্॥
যো ধারয়েৎ কৃষ্ণপুরীসমুদ্ভবাং সদা পবিত্রাং কলিকাম্বিষাপহাং।
নিত্যং ললাটে হরিমন্ত্রসংযুতাং যমং ন পশ্যেৎ যদি পাপ সংবৃতঃ॥
যস্যান্তকালে খগ! গোপীচন্দনং বাহে বা ললাটে হৃদি মস্তকে চ।
প্রয়তি লোকং কমলালয়ং প্রভো গোবালঘাতী যদি ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

গরুড়পুরাণ।

অম্বরীষ মহাঘস্য ক্ষয়ার্থে কুরুবীক্ষণং।
ললাটে যৈঃ কৃতং নিত্যং গোপীচন্দন পুণ্ড্রকাং॥ ১৮॥

পদ্মপুরাণ।

দূতাঃ! শৃণুত যদ্ভালং গোপীচন্দন-লাঞ্ছিতং।
জ্বলাদিন্ধনবৎ সোঽপি ত্যাজ্যো দূরে প্রযত্নতঃ॥১৯॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃতকাশীখণ্ড।

হে ব্রহ্মণ! আমার ভক্ত স্থিরচিত্তে সায়ং ও প্রাতঃকালে আমার পূজা ও হোম-সময়ে আমার প্রীতি-সাধন অথবা স্বীয় কল্যান রক্ষার নিমিত্ত ভয়-নাশক উর্দ্ধপুণ্ড্র নিত্য ধারণ করিবে।১।

উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ না করিয়া যজ্ঞ, দান, তপ, হোম, বেদপাঠ, পিতৃতর্পণ যাহা কিছু করা যায় সে সমস্তই বিফল হইয়া থাকে।২।

যাহার ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র নাই, তাহাকে দর্শন করিবে না। তাহাকে দর্শন করিলে সূর্য্য-তর্পণ করিয়া শুদ্ধ হইবে।৩।

যাহার ললাটে মৃত্তিকা-রচিত মনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, তিনি চণ্ডাল হইলেও তাঁহার আত্মা পবিত্র এবং তিনি নিশ্চয় পূজনীয় ইহাতে সন্দেহ নাই ।৪।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের অতি মনোহর বিস্তৃত মধ্যভাগে দেবদেব নারায়ণ লক্ষ্মীদেবীর সহিত উপবেশন করিয়া থাকেন। এজন্য যাহার দেহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিদ্যমান থাকে, তাহার দেহ পবিত্র ভগবন্মন্দির বলিয়া কথিত হয়। হে শুভাননে! যিনি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সহস্রকোটিকল্প বৈকুণ্ঠ বাস করিতে সক্ষম হন। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যজ্ঞ, দান, তপ, জপ, হোম প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য করেন, তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্যের পুণ্য অক্ষয় হইয়া থাকে ।৫।

অশুচিই হউক বা আচারহীনই হউক বা মনে মনে পাপাচরণ করুক, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিলে মনুষ্য সর্ব্বদা পবিত্র থাকে ।৬।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যে কোন স্থানে প্রাণত্যাগ করুক না কেন, চণ্ডাল হইলেও সে বিমানে আরোহণ করিয়া আমার ধামে যাইয়া পূজিত হয় ।৭।

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারী ব্যক্তি যাহার গৃহে অন্ন ভোজন করেন তাঁহার বিংশতি পুরুষকে আমি নরক হইতে উদ্ধার করি ।৮।

যিনি দর্পনে বা জলে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া যত্নপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ।৯।

একান্ত-চিত্ত, সর্ব্ব প্রাণীর হিতে রত, মহাভাগ্যবান ব্যক্তিগণ হরিপাদপদ্মাকৃতি-মধ্যে ছিদ্রযুক্ত পুণ্ড্র নির্ম্মান করেন। পণ্ডিতগণ বলেন, শ্যামবর্ণ পুণ্ড্র শান্তিপ্রদ, রক্তবর্ণ পুণ্ড্র বশীকারক, পীত বর্ণ পুণ্ড্র সম্পত্তিপ্রদ, এবং শ্বেতবর্ণ পুণ্ড্র শুভজনক ও মোক্ষপ্রদ।

যে পুণ্ড্র বর্ত্তুলাকার তির্য্যক, ছিদ্রহীন, খর্ব্ব, অতিদীর্ঘ, কৃশ, বক্র, বিরূপ, অগ্রভাগে সংলগ্ন এবং অঙ্গুলী ব্যতীত অন্য কোন বস্তুদ্বারা রচিত, পণ্ডিতগণ তাহাকে বিফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।১০।

নাসিকার মূল হইতে ললাটের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লেপন করিবে। নাসিকার তৃতীয় ভাগকে নাসিকার মূল কহে। ভ্রূ-দ্বয়ের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া ছিদ্র রচনা করিবে।১১।

যে দ্বিজাধম মধ্যে ছিদ্র না রাখিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মান করে, সে নিশ্চয়ই তত্রস্থ বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে দূর করিয়া দেয়।১২।

নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত অতীব মনোহর এবং মধ্যে ছিদ্রযুক্ত যে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, তাহাকেই হরিমন্দির বলিয়া জানিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের বামভাগে ব্রহ্মা, দক্ষিণে সদাশিব এবং মধ্যে বিষ্ণু অবস্থিতি করেন। অতএব মধ্যভাগ লেপন করিবে না।১৩।

তিলক-রচনায় অনামিকা অভীষ্টদায়িনী, মধ্যমা পরমায়ুবৃদ্ধি-কারিণী, বৃদ্ধাঙ্গুলি পুষ্টিসাধিকা এবং তর্জ্জনী মোক্ষদায়িনী।১৪।

যাহা উৎকৃষ্ট হরিক্ষেৎ সেইখান হইতেই মৃত্তিকা সংগ্রহ করিবে।১৫।

ব্রহ্মহত্যাকারীই হউক, গোহত্যাকারীই হউক, কুতর্কীই হউক, কিম্বা নিখিল পাপকারীই হউক, গোপীচন্দন স্পর্শ করিলে তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়। যিনি বৈষ্ণবকে একখণ্ড মাত্র গোপীচন্দন দান করেন, তিনি এক শত কুল উদ্ধার করেন।১৬।

যিনি দ্বারকা-সমুৎপন্ন মৃত্তিকা হস্তে গ্রহণ করিয়া প্রত্যহ ললাট-দেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নির্ম্মান করেন, তিনি যে কার্য্য করেন, তাহার ফল কোটিগুণ হইয়া থাকে। যে গৃহে গোপীচন্দন

বিরাজিত, এবং যে গৃহে মানব ভক্তিপূর্ব্বক ললাটে গোপীচন্দন-তিলক ধারণ করেন, সে গৃহে কংস-ধ্বংসকারী হরি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সর্ব্বদা বাস করেন। যিনি কলিপাতকনাশিনী, নিত্য-পবিত্রা,হরিমন্ত্র-সংযুক্তা দ্বারকা-মৃত্তিকা নিত্য ললাটে ধারণ করেন, তিনি পাপবিশিষ্ট হইলেও যম তাঁহাকে অবলোকন করিতে পারিবেন না। মৃত্যুকালে যাহার দুই বাহুতে, ললাটে, হৃদয়ে ও মস্তকে গোপীচন্দন বিদ্যমান থাকে, তিনি গো-হত্যা, শিশু-হত্যা, ব্রহ্ম-হত্যা করিয়া থাকিলেও লক্ষীর অবস্থান বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।১৭।

গৌতম বলিলেন—হে মহারাজ অম্বরিষ! যাঁহারা প্রতিদিন ললাটে গোপীচন্দন দ্বারা পুণ্ড্র নির্ম্মাণ করেন, মহাপাপ নাশ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে দর্শন কর।১৮।

যমরাজ কহিলেন—হে দূতগণ! শ্রবণ কর, যাহার ললাট গোপীচন্দন অঙ্কিত, প্রজ্জ্বলিত অগ্নির ন্যায় অতিশয় যত্নসহকারে তাঁহাকে দূরে নিক্ষেপ করিবে।১৯।

তিলকধারণ মন্ত্র

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণমথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠ-কূপকে॥
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনং।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে॥
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষিকেশন্তু কন্ধরে।
পৃষ্ঠেতু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ॥
"তৎ প্রক্ষালনতোয়ন্তু বাসুদেবতি মূর্দ্ধনি॥"

পূজার্থে আসন নিয়ম

তত*চাসনমন্ত্রেনাভিমন্ত্র্যাভ্যর্চ্চ চাসনং।
তস্মিন্ পবিশেৎ পদ্মাসনেন স্বস্তিকেন বা॥
তত্র কৃষ্ণার্চ্চকঃ প্রায়োঃ দিবসে প্রাঙ্মুখোভবেৎ।
উদঙ্মুখো রজন্যান্তু স্থির-মূর্ত্তিশ্চ সম্মুখঃ ॥১॥

শ্রীঃ হঃ ভঃ বিঃ

আসীনঃ প্রাগুদগ্বার্চ্চেৎ স্থিরায়াস্তথ সম্মুখঃ ॥২॥

শ্রীঃ হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ শ্রীমদ্ভাগবৎ

আসন মন্ত্র অর্থাৎ "ওঁ আধার-শক্তয়ে নমঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আসনকে আমন্ত্রন ও পূজা করিয়া উক্ত আসনের উপর পদ্মাসনে বা স্বস্তিকাসনে উপবেশন করিবে। কৃষ্ণ-পূজক স্থির-দেহে ও সম্মুখীন হইয়া দিবসে প্রায়ই পূর্ব্বমুখ ও রাত্রিকালে প্রায়ই উত্তরমুখ হইয়া উপবেশন করিবে।১।

আসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া পূজা করিবে কিন্তু প্রতিমা সাক্ষাৎ থাকিলে তাঁহাকে সম্মুখে রাখিয়া উপবেশন করিবে।২।

বংশাদন্দ্রিত্বং পাষাণে ব্যাধিসম্ভবং।
ধরণ্যাং দুঃখসম্ভূতিং দৌর্ভাগ্যং দারবাসনে॥
তৃণাসনে যশোহানিং পল্লবে চিত্তবিভ্রমং।
দর্ভাসনে ব্যাধিনাশং কম্বলং দুঃখমোচনং॥

শ্রী হঃ ভঃ বিঃ ধৃঃ নারদপঞ্চরাত্রক।

পণ্ডিতগণ বলেন বংশাসনে দরিদ্রতা, প্রস্তরে রোগোৎপত্তি, মৃত্তিকায় দুঃখ, কাষ্ঠাসনে দৌর্ভাগ্য, তৃণাসনে যশঃক্ষয়, পত্রাসনে চিত্তবিভ্রম, কুশাসনে রোগনাশ, কম্বলাসনে দুঃখ-মোচন হয়।

ওঁ তদ্বিষ্ণুপরমপদং সদাপূর্ণ্যন্তি সুরয়ো দেবী বো চক্ষুরাততং ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ। মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি স্মরন্তি সাধবো সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবং শ্রীহরি শ্রীহরি শ্রীহরি। ওঁ সূর্য্য সোমঃ জমদকাল সর্ব্বেভূতা নিরক্ষবা পবন দিগ্প্রতিভ্য মিরাকাশং খচরামরা ব্রাহ্মণে শাসন-মস্থায় কল্পধ্যং সন্নিধি সন্নিধি সন্নিধি।

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষি সুতলাং ছন্দঃ কূর্ম্ম-দেবতা আসনোপবেশন বিনিয়োগঃ। পৃথিত্বয়া ধৃতা লোকা দেবীত্বং বিষ্ণু ন ধৃতা। তঞ্চ ধারায় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচাশং॥ বামে গুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে গণপতয়ে নমঃ, উর্দ্ধে ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ, পশ্চাতে ক্ষেত্রপালায় নমঃ, সম্মুখে পূজিত-পঞ্চ-দেবতাদি শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম-সুন্দরায় নমঃ॥

অতঃপর কামবীজ গায়ত্রী দশবার।
জপিয়া "ক্লীং" মন্ত্রে প্রণব তিনবার॥
করিবে তাহাতে কুলকুণ্ডলিনী জাগে।
তারপর গুরুবীজ গায়ত্রী জপিবে॥
এক শত আটবার সে মন্ত্র জপিলে।
তাঁহার সেই মূর্ত্তিখানি দেখিতে পাইবে॥
তখন কহিবে দুই কর যোড় করি।
গুরু মন্ত্র দেবতা তিনে এক করি॥

ভব-ভয়-ভঞ্জন, দুঃখ-বিনাশন, গুণময়সুখগুণ, সমূলবাস হৃৎ ভূত্তি রক্ষ আপদ হরণং তং প্রণমামি শ্রীগুরু-চরণং॥১॥

দুর্জ্জয় দুর্জ্জন, দুর্ব্বিবিনাশে, জ্ঞান কি অঞ্জন বিপ্ৰ প্রকাশে, সর্ব্বে সমহ অমঙ্গল-হরণং তং প্রণমামি শ্রীগুরু-চরণম্॥২॥

খণ্ডে তিমির অঙ্গ, কুলকর্ম্মামন্তপ্রসঙ্গ, সকলজীবেররক্ষা, নষ্ট-অধর্ম্ম-সকল-অপমানং তং প্রণমামি শ্রীগুরু-চরণং ॥৩॥

ন গুরু অধিকং সকলে, শুক সনাতন প্রহরী কুলে, নিশি দিশি ধ্যায়ে হৃদয়ে ভরণং তং প্রণমামি শ্রীগুরু-চরণং ॥৪॥

রে রে মনুয়া দিহুঁ হৃদি মধ্যে, নিশি দিশি সেবন রে গন শুদ্ধে, শান্তি বিঁপ্রক্ষ সকল জনম তং প্রণমামি শ্রীগুরু-চরণং ॥৫॥

অজভববন্দিত যো পদ-যুগলং ভজনে ভজনে সো পদ-কমলং নারদ-অম্বঋষি-সদাই-ভাবনং তং প্রণমামি শ্রীগুরু-চরণং ॥৬॥

মম শেষ তন মে যো পদযুগলং নারদ-প্রহ্লাদ-ধ্রুব আদি সকলং দীন-হীন-জন সাকার-শরণং তং প্রণমামি শ্রীগুরুচরণং ॥৭॥

নাথচরণে করি প্রণিপাতং, মম কামমতি ভব-ভয়দাহং, দেহি। মূঢ়জনে তব পদ-দানং তং প্রণমামি শ্রীগুরু-চরণং ॥৮॥

(ধ্যান) শ্রীগুরুদেব দ্বিভুজং অঙ্গানুলম্বীং শুভ্রবস্ত্রং নিভাম্বরং গলে পুষ্পমাল্যং অভয়বরং, সিংহাসনস্থিতং সৌগন্ধ-চন্দন-লেপনং সহাস্যবদনংদিব্যাঙ্গং ভূষণং ভজেৎ ॥

(প্রণাম) অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তদ্‌পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

অতঃপর দশবার প্রণাম করি।
কহিবে মিনতি স্বরে দুই কর যুড়ি ॥

(বৃন্দাবনাষ্টক)

মুকুন্দ-মুরলী-রব-শ্রবণ ফুল্ল হৃদ্বল্লরী-
কদম্বক-করম্বিত-প্রতি কদম্ব কুঞ্জতারা।
কলিন্দ গিরি নন্দিনী-কমল কন্দলান্দোলিনা,
সুগন্ধিরনিলেন মে শরণমস্ত বৃন্দাটবী ॥১॥

বৈকুণ্ঠপুরসংশ্রয়াদ্বিপিন তেহপি নিঃশ্রেয়সাৎ,
সহস্রগুণিতাং শ্রিয়ং প্রদুহতী রসশ্রেয়সীং।
চতুর্ম্মুখ-মুখৈরপি স্পৃহিত-তার্ণ দেহোদ্ভবা,
জগদ্‌গুরুভিরাগ্রমৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥২॥

অনারত-বিকস্বর-ব্রততি-পুঞ্জ-পুষ্পাবিলী,
বিসারি-বর সৌরভোদ্গম-রম্য-চমৎকারিণী।
অমন্দ মকরন্দ ভূদ্বিটপি বৃন্দ-বন্দীকৃত
দ্বিরেফ-কুল বন্দিতা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥৩॥

ক্ষণদ্যুতি ঘন শ্রিয়োর্ব্রজ নবীনযূনোঃ পদৈঃ
সুবল্গুভিরলঙ্কৃতা ললিত-লক্ষ-লক্ষ্মী-ভরৈঃ।
তয়ার্নখর-মণ্ডলী-শিখর কেলি-চর্য্যোচিতৈ-
র্বৃতা কিশলয়াঙ্কুরৈঃ শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥৪॥

ব্রজেন্দ্র-সখনন্দিনী শুভতরাধিকার-ক্রিয়া-
প্রভবজ সুখোৎসব স্ফুরিত-জঙ্গম-স্থাবরা।
প্রলম্ব-দমনানুজধ্বনিত-বংশী-কাকলী
রসজ্ঞ-মৃগ-মণ্ডলা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥৫॥

অমন্দ মুদিরার্ব্বুদাভ্যধিক-মাধুরী-মেদুর,
ব্রজেন্দ্র-সুত-বীক্ষণোন্নোটিত-নীল-কণ্ঠোৎকরা।
দীনেশ সুহৃদাত্মজাকৃত নিজাভিমানোল্লস-
ল্লতা-খগমৃগাঙ্গনা শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥৬॥

অগণ্য গুণ-নাগরী-গণ-গরিষ্ঠ-গান্ধর্ব্বিকা-
মনোজ-রণ-চাতুরী-পিশুন-কুঞ্জ পুঞ্জোজ্জ্বলা।

জগত্রয়-কলা-গুরোর্ললিত-লাস্যবল্লৎপদ
প্রয়োগ-বিধি-সাক্ষিণী শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥৭॥

বরিষ্ঠ-হরিদাসতা-পদ-সমৃদ্ধ গোবর্দ্ধনা,
মধুদ্বহ-বধু-চমৎকৃতি-নিবাস-রাসস্থলা।
অগূঢ়-গহন-শ্রিয়ো মধুরিম ব্রজেনোজ্জ্বলা
ব্রজস্য সহজেন মে শরণমস্তু বৃন্দাটবী ॥৮॥

তারপর আঁখি মুদি ধ্যানস্থ হইবে।
কিছুক্ষণ পরে তুমি দেখিতে পাইবে ॥
লবঙ্গমঞ্জরীং বন্দে নানা বেশ মনোহরম্।
তপ্তকাঞ্চন-গৌরাঙ্গীং নীলবস্ত্রাং সুশোভনাম ॥
লবঙ্গমঞ্জরীরূপং বন্দেহহং শ্রীসনাতনম্।
গোস্বামিনং প্রেমরূপং দয়ালুং ভক্ত-রাজকম্ ॥১॥

শ্রীরূপমঞ্জরী-রূপং বন্দেহহং করুণর্ণবম্।
শ্রীরূপগোস্বামিনং গৌর-প্রেম ভক্তিবিদাং বরম্ ॥২॥

ফুল্লচম্পকবর্ণাভাং চাসপক্ষনিভাম্বরাম্।
নবকিশোর-বয়সীং সখীমধ্যে চ নর্ম্মধীম ॥
নানা রস বিনোদেন চামর বস্ত হস্তাকাম্ ॥
নিকুঞ্জমণিমধ্যস্থাং রাধাকৃষ্ণ নিষেবণে।
সর্ব্বসখী-প্রেয়সীঞ্চ শ্রীরস-মঞ্জরীং ভজে ॥৩॥

তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভাং সর্ব্বরসপ্রদীপনীম্।
বৃন্দা বিপিনমধ্যে তু নিকুঞ্জ মণি মন্দিরে ॥
নানা রস প্রসঙ্গেন নর্ত্তনে চ বিশারদম্।
মৃদুমধুর-বচনাং শ্রীগুণ-মঞ্জরীং ভজে ॥৪॥

নবতড়িৎসমানাভাং নীলপট্টাম্বরাবৃতাম্।
সর্ব্বাসাং সুখদাং রম্যাং নিকুঞ্জসমবস্থিতাং॥
দ্বয়োসেবানিমগ্নাঞ্চ তাং ভজে রতি-মঞ্জরীম্॥৫॥

ফুল্লহেমজ-বর্ণাভাং উড়রাজপীতাম্বরম্।
সর্ব্বপ্রিয়করাং শ্রেষ্ঠং দ্বয়োবণিদায়িণীম্।
মঞ্জরীগুণগম্ভীরাং বিলাসমঞ্জরীং ভজে॥৬॥

প্রতিবার প্রত্যেকের বীজ গায়ত্রী।
তিনবার করিয়া জপিবে শুদ্ধমতি॥

শ্রীশ্রীঅনঙ্গমর্য্যষ্টকং—

রাধা-ব্রজেন্দ্রাত্মজ-পাদপঙ্কজ-
চ্ছটা-মরালীকৃত চিদ্বৃত্তিকাং।
সমস্তগোপীজন-রাগমঞ্জরী-
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং॥১॥

বসন্তকালোদ্ভব-কেতকীততি
প্রভা-বিড়ম্বাদ্ভট-কান্তি-ডম্বরাং।
বিলাস-সন্ধান-নিদান-চাতুরী-
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং॥২॥

সুধাকর-ব্রাত-রদাকরাণনাং
সুরঙ্গ-বিম্বারুণ-সুন্দরাধরাং।
মুকুন্দ-সঙ্গোৎসব-রস-গর্গরী-
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং॥৩॥

বলিত্রয়ী-বল্লরী-বদ্ধ-মধ্যমাং
বৃহন্নিতম্বার্পিত-রত্ন-মেখলাং।
পদদ্বয়ালম্বিত-চারু-চর্চ্চরী-
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং ॥৪॥

শ্রীরাধিকাপ্রাণসমা-কণীয়সী
বিশাখয়া শিক্ষিত-সখ্য-সৌষ্ঠবাং।
লীলামৃত-প্রজ্জ্বলিতাঙ্গ-মাধুরী-
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং ॥৫॥

বিনিন্দিতেন্দীবর-ভাস্বরাম্বরা-
মনঙ্গ-রক্তারুণ-কঞ্চুকাঞ্চিতাং।
সদাস্ফুরদ্দ্বাদশবর্ষ-মাধুরী-
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং ॥৬॥

অনঙ্গ-নন্দাম্বুজ-কুঞ্জ-সংস্থিতিং
বিশোধ-কন্যেক্ষিত-দৌত্য-পদ্ধতিং।
স্বনাথ-সেবাধিকৃতাবধীশ্বরী
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং ॥৭॥

স্তনদ্বয় নিন্দিত-দাড়িমীফলাং
কপোল-লোলারুণ-রত্নকুণ্ডলাং।
প্রোতপ্ত-চামীকর-রোচি-বল্লরী
মনঙ্গপূর্ব্বাং প্রণমামি মঞ্জরীং ॥৮॥

"এঁর বীজ গায়ত্রী দ্বাদশ বার
জপিয়া কহিবে পুনঃ যুড়ি কর॥"

বৃন্দাধ্যান—

গাঙ্গেয় চাম্পেয় তড়িদ্ বিনিন্দীরুচি প্রবাহে পিতাত্মবৃন্দে।
বন্ধুক বিদ্যোতিত দিব্যবাসে বৃন্দেত্বচ্চরণারবিন্দম্॥

চন্দ্রাবলীরধ্যান।

হেমাভাং মধুরস্বরাং বিধুমুখীং গান্ধর্ব্ববিদ্যারতাং
নানাভূষণভূষিতাঙ্গমধুরাং জাতিসমন্বীস্রজম।
বীনাযন্ত্র সুবাদিনীং বং-তনুং চিত্রাম্বরং বিভ্রতীং
ধ্যায়ে কৃষ্ণপরায়ণাং সুচিবুকাং চন্দ্রাবলীম্ মঙ্গলাম্॥

দুই আঁখি মুদি ক্ষণ ধ্যানস্থ হইবে।
তারপরে করযোড়ে কহিতে হইবে॥

গোরচনা রুচিমনোহর কান্তিদেহাং
ময়ুর পুচ্ছ তুলিতচ্ছ বিচারু চেলাম্।
রাধে তব প্রিয়সখীঞ্চ গুরুং সখীনাম্
তাম্বুল-ভক্তি-ললিতাং ললিতাং নমামি॥১॥

নীল তারাবলি বস্ত্রাং বিদ্যুৎপুঞ্জসমপ্রভাম্।
নানা রস নর্ম্মধরাং দ্বয়োকেলি প্রমোদিতাম্।
নানাভরণ ভূষাঢ্যং নিকুঞ্জসম সমবস্থিতাম্
কামস্থ সুখদাং কুঞ্জে বিশাখাং তামহং ভজে॥২॥

কাশ্মীরগৌরবর্ণাভাং কাচরক্তাম্বরাবৃতাম্।
কিশোরী বয়সীঞ্চৈব সখীমধ্যে সুনর্ম্মদাম্।
জয়ন্তি মালারঞ্জিতাং নানা চাতুর্য্যপণ্ডিতাম্
সর্ব্বরস-প্রমোদেন সুচিত্রাং তামহং ভজে॥৩॥

নৃত্যোৎসেবাং হি হরিতাল-সমুজ্জ্বলাভাং
সদ্দাড়িমি-কুসুম-কান্তি মনোজ্ঞচেলাম্ ।
বন্দে মুদারুচি বিনির্জ্জিত চন্দ্রলেখাং
শ্রীরাধিকে তব সখী-সহ বিন্দুরেখাং ॥৪॥

ফুল্লচম্পকবর্ণাভাং চাসবর্ণনিভাম্বরাম্
নানারসবিনোদেন কিশোরীং নবযৌবনাম্ ।
দ্বয়ো সেবা-নিমগ্নাং তাং নানালঙ্কারভূষিতাম্
নানাবাদ্যকারিণীঞ্চ তুঙ্গবিদ্যামহং ভজে ॥৭॥

তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং শোণপুষ্পাম্বরাবৃতাম্
সর্ব্বাসাং সুখদাং রৌম্যাং সখীমধ্যে সমস্থিতাম্ ।
কৈশরবয়সী দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্ ।
গন্ধচন্দনসংযুক্তাং বচনেন সুপণ্ডিতাম্ ॥৮॥

প্রত্যেকের বীজ গায়ত্রী তিনবার জপি ।
ধ্যানস্থ হইবে পুনঃ মুদি আঁখি দুটি ॥
আশ্রয় মঞ্জরী আর অনুগা সখীর ।
সেইরূপ ধেয়াইবে চিত্ত করি স্থির ॥
স্মরণে আইলে বীজ গায়ত্রী দশবার ।
জপিলে সে গোপীভাব হইবে তোমার ॥
তখন তাদের সঙ্গে আনন্দিত মনে ।
পূজিবে শ্রীরাধাশ্যামের যুগল চরণে ।

গুরুরূপা সখীর ধ্যান।

চিদানন্দ রসময়ীং দ্রুতহেমসমপ্রভাম্
নীল-বস্ত্র-পরিধানাং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
রাধিকাকৃষ্ণয়োঃ পার্শ্ববর্ত্তিনীং নবযৌবনাম্
গুরুরূপাসখীং বন্দে সান্দ্রানন্দ-প্রদায়িনীম্॥

শ্রীশ্রীরাধাষ্টক।

রাধিকা শরদইন্দু নিন্দি মুখমণ্ডলী,
কুণ্ডলে বিচিত্র বেণী চম্পকপুষ্পশোভিনী।
নীলপট্ট শোভে অঙ্গে তাহে আর উড়নী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥১॥

তরুণ অরুণ জিনি সিন্দুরের মণ্ডলী
বৈছে অলি মত্তভরে মলয়জ-গন্ধিনী।
ভুরুযুগ ভঙ্গিম কোটী কোটী কামগঞ্জিনী,
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥২॥

খঞ্জন গঞ্জ দিঠি বঙ্কিম সুচাহনী
অঞ্জন রঞ্জিত তাহে কামশর-গঞ্জিনী।
তিলপুষ্প-জিনি নাসা বেসর সুদোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥৩॥

পক্কবিম্বফল-জিনি অধর সুরঙ্গিনী
দশন দাড়িম্ব-বীজ-জিনি অতিশোভনী।
বসন্তকোকিল-জিনি সুমধুর বোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী॥৪॥

কনকমুকুর-জিনি গণ্ডযুগ শোভিনী
রতনমঞ্জীর পায়ে রুণুরাজ দোলনী।
কেশের মুকুতা-হার উরপর ঝোলনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥৫॥

কণক-কলস-জিনি কুচযুগ শোভনী
করিবর-কর জিনি বাহুযুগ দোলনী।
সুললিত অঙ্গুলিতে মুদ্রিকার সাজনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥৬॥

গজ-অরি-জিনি সাজা গুরুয়া নিতম্বিনী
তাপর শোভিত ভাল কণকের কিঙ্কিনী।
কণক উলট রম্ভা জানুযুগ শোভনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥৭॥

হংসরাজ-গতি-জিনি সুমন্থরচলনী
রাতুল চরণে বাজে কনয়া সুপঞ্জনী।
যুগল চরণে শোভে যাবক সুরঞ্জিনী
বন্দিয়ে শ্রীপাদপদ্ম বৃষভানু-নন্দিনী ॥৮॥

নব-নীরদ-নিন্দিত-কান্তিধরং
রসসাগরনাগরভূপবরং।
শুভ বঙ্কিম চারু শিখণ্ড-শিখং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥১॥

ভ্রূবিশঙ্কিত বঙ্কিম শক্রধনুং
মুখ-চন্দ্র বিনিন্দিতকোটীবিধুং।
মৃদুমন্দ সুহাস্য সুভাষ্যযুতং
ভজ কৃষ্ণ-নিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥২॥

সুবিকম্পদনঙ্গ সদঙ্গধরং
ব্রজবাসী মনোহরবেশকরং।
ভৃগলাঞ্ছিত নীলসরোজদৃশং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥৩॥

অলকাবলিমণ্ডিতভালতটং
শ্রুতিদোলিত মাকর কুণ্ডলকং।
কটিবেষ্টিত পীতপটং সুধটং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥৪॥

কলনূপুররাজিতচারুপদং
মণিরঞ্জিতগঞ্জিত ভৃঙ্গমদং।
ধ্বজবজ্রঝষঙ্কিতপাদযুগং
ভজ কৃষ্ণ-নিধিং ব্রজরাজ-সুতং ॥৫॥

ভৃশ চন্দনচর্চ্চিত চারুতনুং।
মণি-কৌস্তুভ গর্ব্বিত ভানু তনুং
ব্রজ-বালশিরোমণি রূপধৃতং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৬॥

সুরবৃন্দ-সুবন্দ্য মুকুন্দহরিং
সুরনাথশিরোমণি সর্ব্বগুরু
গিরিধারী মুরারিপুরারিপরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজসুতং ॥৭॥

বৃষভানু সুতাবর কেলিপরং
রসরাজশিরোমণিবেশধরং ।
জগদীশ্বরমীশ্বরমীড্যবরং
ভজ কৃষ্ণনিধিং ব্রজরাজপুরং ॥৮॥

বলিতে বলিতে সেই রূপ নিরখিবে ।
চন্দন তুলসী তখন পাদপদ্মে দিবে ॥
কামবীজ কামগায়ত্রী করি উচ্চারণ ।
প্রত্যেক তুলসী করিবে নিবেদন ॥
তারপর প্রণমিবে চরণে ধরিয়া ।
সাষ্টাঙ্গ ভূমির পর লুণ্ঠিত হইয়া ॥
নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥১॥

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্যবিনোদনে ।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে ॥২॥

হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে
গোপেশ গোপীকাকান্ত রাধাকান্ত ! নমোস্তুতে ॥৩॥

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে ।
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমোনমঃ ॥৪॥

শ্রীগোবিন্দং ঘনশ্যামং পীতাম্বরধরপরং ।
শ্রীনন্দ-নন্দনং নমো শ্রীগোপীজনবল্লভম ॥৫॥

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচন্দ্রায় বৃন্দাবনবিহারিণে।
নমস্তে বল্লবমাধিশায় রাধিকাপতয়ে নমঃ ॥৬॥

কন্দর্পকোটি রম্যায় স্ফুরদিন্দীবরত্বিষে।
জগন্মোহন লীলায় নমো গোপেন্দ্রনন্দনে ।

তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ।
বৃষভানুসুতে দেবি ! ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে ॥১॥
নবীনাং হেমগৌরাঙ্গীং প্রবরেন্দীবরাম্বরাং ।
বৃষভানু-সুতাং বন্দে কৃষ্ণকান্তাশিরোমণিং ॥২॥
তপ্তকাঞ্চন গৌরাঙ্গীং রঙ্গিনীং প্রমদাকৃতিং ।
বৃষভানুসুতাং বন্দে বৃন্দাবন-বিলাসিনীং ॥৩॥
নবীনং হেমগৌরাঙ্গীং পূর্ণানন্দবতীং সতীং ।
বৃষভানুসুতাং দেবীং বন্দে রাধা জগৎপ্রসূং ॥৪॥
রাধা রাসেশ্বরীং রম্যাং গোবিন্দমোহিনীং পরং ।
বৃষভানুসুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরিপ্রিয়াং ॥৫॥
মহাভাবস্বরূপাত্বং কৃষ্ণপ্রিয়াবরীয়সী ।
প্রেমভক্তিপ্রদে দেবি রাধিকে । ত্বাং নমাম্যহং ॥৬॥
রাসোৎসব বিলাসিনী নমস্তে পরমেশ্বরী ।
কৃষ্ণপ্রাণাধিকে রাধে পরমানন্দ বিগ্রহে ॥

কিবা মনোহর, ব্রজরাজপুর, বৃন্দাবন করি হরি।
সতত বিরাজে, মনোরম সাজে, বামে শোভে রাই কিশোরী॥
রূপ মনোহর, কল্পনা অন্তর, দক্ষিণে ললিতা পিয়ারী।
নব জলধর, শ্যাম কলেবর, মরি মরি আহা মরি॥

জিনি সুধাকর, শ্রীমুখ গহ্বর, অধরে কোমল ঝুরি।
নাসিকা উপরে, উজরি উজরে, অলকা কপাল ঘেরি॥
তাহা দেখিমন, করে আকর্ষণ, যেমন নৈঋত সারি
থাকে নিরন্তর, বেড়ি সুধাকর, সেইমত আছে ঘিরি॥

জিনিয়া কপোতী, শ্যাম আঁখি দুটি, কটাক্ষেতে মনোহরি।
যে হেরে একবার, গর্ব্ব খর্ব্ব তার, পড়িবে চরণ ধরি॥
জিনি ফণী মণি, শিখিপুচ্ছখানি, শোভিত মস্তকোপরি।
দুই করে হেরি, মোহন বাঁশরী, মনপ্রাণ করে চুরি॥

জিনি দিবাকর, শোভে পীতাম্বর, শ্যাম-অঙ্গ আলোকরি।
গলে বনমালা, হেরিলে উতলা, নয়ন আসে না ফিরি॥
শরদ কুমুদ, জিনি পদযুগ, নূপুর ভ্রমর গুঞ্জরি।
সদা মধু খায়, নাচিয়া নাচায়, মরি মরি আহা মরি॥

পূর্ণিমার চাঁদ, জিনি নখ ছাঁদ, শোভা পায় তদুপরি।
হেরিলে নয়নে, বল কোন জনে, নয়ন আনিবে ফিরি॥
জিনিয়া চপলা, ললিতা কমলা, গায়ে শোভে নীলাম্বরী।
সতত বিরাজে, শ্যাম নটরাজে, শোভিত শরদ্ বিজুরী॥

পাদদেশে থাকি, সদা শিলাবতী, খেলিছে যমুনা-লহরী।
তরঙ্গ তুফানে, যুগল-চরণে, ঢালি আনি প্রেমবারি॥
কতদিনে আমি, হইব অমনি, এ কৃপা করিবে হরি।
ও পদ তোমার, কবে হে আমার, রাখিব হৃদয়োপরি॥

আমি হব নদী, নয়ন বারিধি, বহিবে বক্ষ মাঝারি।
তুমি হ'য়ে তরি তাহারি উপরি, সতত ভাসিবে হরি॥
উত্তরেতে নদ, প্রেমের জলদ, কি দিয়ে তুলনা করি।
কোন বিধি তার, না করি বিচার, না দিল ক্ষুদ্র করি॥

জয় পণ্ডা যে কয়, তা কেমনে হয়, গঙ্গা সম যার বারি।
সদা বহে ধার, আনন্দ অপার, কে তারে জিনিবে প্যারি॥
পূবে সরোবর, থাকি নিরন্তর, ছুটায় প্রেমের লহরী।
শ্যাম-কুণ্ড বটে, তথা বংশী বটে, বাজিছে মোহন বাঁশরী॥

সরোবর তীরে, কদম্ব শিখরে, হেরি যেন আছে হরি।
বাস তার মূলে, সখীগণ বলে, বস্ত্র কেন কৈল চুরি॥
পশ্চিমেতে হেরি, রাধাকুণ্ড বারি, বৃক্ষ তথা সারি সারি।
সকলই নত, রয়েছে সতত, প্রেম ঝরে অশ্রুবারি॥

কবে হে আমার, পুলকাশ্রুধার, পড়িবে ধরায় ঝরি।
তাহা দিয়ে আমি, ওপদ দুখানি, সতত ধোয়াব হরি।
নৈঋতে কানন, যেন মধুবন, মধুর সঞ্চার করি।
মন্দ সমীরণে, পত্রিকা নয়নে, মধু পড়ে সদা ঝরি।

অগ্নিকোণে হেরি, গোবর্দ্ধন গিরি, গোঠত চরণ পরি।
পাত্র বাহি তার, বহে প্রেমধার, ধোয়ত চরণ কিশোরী ॥
কতদিনে মোর, বহি হেন লোর, ঐ পদ ধোবে হরি।
তাহার হিল্লোলে, যেন হেসে খেলে, ঝরিবে ধবল গিরি ॥

চৌদিকে কানন, বন উপবন, তাহা দেখি মনে করি।
দ্বাদশ কানন, হয় সুশোভন, তার মাঝে আছে হরি ॥
করে গোচারণ, সহ রাখালগণ, এই ত হে ব্রজপুরী।
আগে আছে হরি, পিছে আছে হরি, হরি হরি হরি হরি ॥

তাই তারা নাচে, প্রেমের পুলকে, বাজিছে যেমন বাঁশরী।
কতদিনে তুমি, আমারে অমন, নাচাবে হে সঙ্গে করি ॥
তালবৃক্ষ রাশি, হইয়া উল্লাস, চামর আছে করে ধরি।
বুঝিয়া সময়, মধুর মলয়, বহিয়া সেবিছে হরি ॥

কতদিনে আমি, হইব অমনি, এ কৃপা করিবে প্যারি।
তোমাবিনে আর, কে আছে আমার, দাও পদ শিরোপরি ॥
যত দিকে হেরি সরোবর বারি, তাহে যেন আছে হরি।
করে জল-কেলি, লইয়া ছাওয়ালি, হরি মুখে বলে হরি।

তাহা শুনি মন, হল উচাটন, কতদিনে কৃপা করি।
স্নেহ-ডোরে বাঁধি, তুমি নিরবধি, আমারে রাখিবে প্যারি ॥
পুরমাঝে হেরি, নাগর নাগরী, সহচর সহচরী।
সকলে মিলিয়া, নানা দ্রব্য দিয়া, খাওয়াইছি শ্রদ্ধা করি ॥

দ্রব্য অনটনে, বিষাদ মগনে, থাকে যত নর নারী।
শ্যাম-সুখে সুখী, দুঃখে থাকে দুঃখী, তাই যেন হেন হেরি॥
কি ভাগ্য করিয়া, শ্যামকে পাইয়া, খাওয়াইছে হাতে করি।
কতদিনে আমি, হইয়ে অমনি, তোমারে খাওয়াব প্যারী

দাশ গোবিন্দ বলে, করযোড় করে, পঙ্গু কি লঙ্ঘিবে গিরি।
যত হয় মনে, পাইব কেমনে, হেন গুণ ধরি॥
কি দিয়ে তুষিব, কি দিয়ে পূজিব, কি আছে বল আমারি।
ও পদ সম্বল, ধন জন বল, ভরসা কেবল তোমারি॥

জয় যশোদানন্দন জয় বৃন্দাবন-চাঁদ।
বৃন্দাবন-চাঁদ ব্রজরাজপুর-চাঁদ॥
এস এস শ্যামচাঁদ করি নিবেদন।
মথুরানন্দের গৃহে করহ ভোজন॥
না জানি হে স্তব-স্তুতি না জানি পূজন।
নিজগুণে কৃপা করি করিবে অশন॥
ভোজনের দ্রব্য কিছু নাহি আয়োজন।
চিড়া মুড়কি এক মুঠা করহ ভোজন॥
দুগ্ধ ঘৃত ফল ছানা সন্দেশ কিছু আর।
সঘনে ভোজন কর যশোদা-কুমার॥
প্রিয় সহচরগণ যোগায় আসন।
সুশীতল জলে হস্ত করি প্রক্ষালন॥
চৌদিকে রাখালগণে করিয়া বেষ্টন।
মধ্যাসনে বৈসে আমার শ্রীনন্দ-নন্দন॥

গঙ্গাজল তুলসী দিয়া দ্রব্যের উপরে।
কণকঠাকুরাণী মাতা নিবেদন করে॥
ললিতাদি সখীগণ উঁকি দিয়া দেখে।
ভোজন করেন শ্যাম পরম কৌতুকে॥
নিজে তিনি খান আর আনন্দ অন্তরে।
চৌদিকে রাখালগণে বিতরণ করে॥
ভোজনের অবশেষ দেন ললিতায়।
ললিতা তা লয়ে গিয়ে খাওয়ান রাধায়।
শ্যামের প্রসাদ পেয়ে রাধিকা তখন।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করেন ভোজন॥
এরূপে ভোজন সারি কৈল আচমন।
প্রিয় নম্র সখীগণ পুলকে মগন॥
কর্পূর তাম্বূল তারা যোগাইল আনি।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে চরণ দু'খানি॥

বিষ্ণু-চরণামৃত ধারণ।

অকালমৃত্যু-হরণং সর্ব্বব্যাধি-বিনাশনং।
বিষ্ণু পাদোদকং পীত্বা শিরসি ধারয়াম্যহং॥

বিষ্ণু-মন্দির প্রদক্ষিণ।

শালগ্রাম-শিলা-চক্রে তত্র তিষ্ঠন্তি কেশব।
পাহি মাম্ পুণ্ডরিকাক্ষ। প্রদক্ষিণ পদে পদে।

শ্রীগুরু চরণামৃত ধারণ।

অজ্ঞান-তিমিরহরণং সর্ব্বমঙ্গলদায়কং ।
কৃষ্ণাং প্রিং পদং শ্রীগুরু-চরণোদকং ॥

শ্রীবৈষ্ণব চরণামৃত ধারণ।

অন্তর্ধ্বান্ত-বিনাশনং সর্ব্ববিঘ্নপ্রমূচকং ।
ত্রিতাপানি হরেন্নিত্যং বৈষ্ণব-চরণোদকং ॥
এই কালে সাধক তার সাধ্য অনুসারে ।
অর্থ সহ গীতা পাঠ করিবেক ধীরে ॥
কিছুক্ষণ পরে যবে দেখিবেক ধ্যানে ।
সখাগণ সঙ্গে শ্যাম চলে গোচারণে ॥
তখন নিশ্চয় তাঁর গোপী ভাব হবে ।
অতএব মহানন্দে রাধারে কহিবে ॥

বাঁশী বাজ্‌ল বিপিনে।
রাখালগণ সঙ্গে শ্যাম চলে গোচারণে ॥
শুন বাঁশী সাধা তার, মধুর স্বরে বারবার,
রাধা রাধা রাধা বলে ডাকিছে সঘনে ॥
শুনে বংশী-ধ্বনি তার, গৃহে থাকা হল ভার,
বাঁশীর স্বরে মন হরে থাকিব কেমনে ॥
শুন শুন শুন রাধে, ডাকে তোমার প্রাণনাথে,
থাকিতে না পারি চল মিলিব সকলে ॥
সুযোগও আছে ভাল, সূর্য্য-পূজা ছলে চল,
শ্যাম সঙ্গে আনন্দেতে মিলিব কাননে ॥

ব্রজরাজপুরবাসী, হৈঞা অতি উল্লাসী,
এস এস বলি তাকে হরষিত মনে ॥
চল চল চল রাই, সখী সঙ্গে সবে যাই,
দাশ গোবিন্দের আশ যুগল-চরণে ॥

যাইতে যাইতে পথে দেখিবেক যবে।
গিরি-গোবর্দ্ধন শ্যাম রাখালগণ সঙ্গে ॥
ভ্রমন করেন তাহা দেখিবে নয়নে।
মধ্যাহ্ন ভোজন হরি করিবে সেখানে ॥

নিবেদন করি শ্যাম আমি হে তোমায়।
মধ্যাহ্ন হয়েছে প্রভু ভোজন সময় ॥
না জানি হে পরিপাটি না জানি রন্ধন।
শুকা রুখা এক মুঠা করহ ভোজন ॥
না জানি হে স্তব-স্তুতি না জানি মিনতি।
নিজ কৃপা-গুণে সেবা করহ শ্রীপতি ॥
সেবার যোগ্য দ্রব্য কিছু নাহি আয়োজন।
নিজগুণে কৃপা করি করিবে অশন ॥
থালে যাহা অন্ন আর ব্যঞ্জনোপচার।
আনন্দে ভোজন কর যশোদা কুমার ॥
শাক্ শুক্‌তা ভাজি আর অম্বল আচার।
ডাল ঘণ্ট আর কিছু পায়সোপচার ॥

চিড়ার পিঠা কিছু আর ঘৃত দুগ্ধ ছানা।
আনন্দে ভোজন কর ওহে কাল সোণা॥
মালপোয়া সরভাজা আর লুচিপুরী।
দধি সন্দেশ ভোজন কর শ্রীব্রজ-বিহারী॥
বসিতে আসন দিলেন শ্রীদাম রাখাল।
সুশীতল জল যোগান কিঙ্কিনি গোপাল॥
কৃষ্ণ-বলরাম তবে বসে একাসনে।
শ্রীমথুরানন্দ ভোজন করান তখনে॥
হস্ত প্রক্ষালন করি ভোজনে বসিল।
হরি বলে রাখালগণ নাচিতে লাগিল॥
করতালি দেয় কেহ আনন্দিত মনে।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে ঐ গিরি গোবর্দ্ধনে॥
শুনি যত সখীগণ সেখানে ধাইল।
আড়ালে থাকিয়া তারা দেখিতে লাগিল॥
আঁখি ঠারাঠারি করে বিশাখা তখন।
দেখিয়া শ্রীশ্যামচাঁদ হল অন্তর্ধান॥
সখীগণ সঙ্গে তখন রাধাকুঞ্জে গেল।
গিরি গোবর্দ্ধনে মাত্র ছায়াটি রহিল॥
মিলন-কুঞ্জেতে গিয়ে উপনীত হৈল।
তথা শ্রীরাধার সনে মিলন হইল॥
হেসে হেসে সখীগণ বলেন তখন।
এথা কিছু দ্রব্য পুনঃ করহ ভোজন॥
লম্পটের শিরোমণি রসিক নাগর।
হেসে হেসে বলে কিবা আছয়ে তোমার॥

শ্রীরস-মঞ্জরী বলে মালপোয়া খাও।
ওখানের দ্রব্য কিছু আমাদের দাও॥
রসকরা সরভাজা আর লুচি পুরী।
ভোজন করহ সুখে কিশোর-কিশোরী॥
অতঃপর সবে তারা উলুধ্বনি দেয়।
মহানন্দে রাধাশ্যামে ভোজন করায়॥
হাসিতে হাসিতে শ্যাম টোপর হইতে।
পায়স চিড়ার পিঠা লৈয়া দেন বিশাখাকে॥
বলেন তোমরা ইহা করহ ভোজন।
শুনি যত সখীগণ পুলকে মগন॥
রাধে জয় জয় বলে খাইতে লাগিল।
আনন্দের হাট যেন তথায় পড়িল॥
শ্রীরূপমঞ্জরী তথা ছিলেন গোপনে।
লুকোচুরি খেলা করেন আনন্দিত মনে॥
শ্যামের থালা রাধায় দেয়, রাধার থালা শ্যামে।
এইরূপে মহানন্দ করেন ভোজনে॥
শ্যামের থালা কেড়ে নেয় শ্রীরূপমঞ্জরী।
ঘোমটা টানি তাহা তখন দেখেন কিশোরী॥
মুচ্‌কি হেসে ললিতারে বলেন তখন।
রঙ্গ দেখি ললিতা হন পুলকে মগন॥
পুনঃ রাধার থালা নিয়ে শ্যামেরে যোগায়।
শ্যামের থালা আনি পুনঃ রাধারে খাওয়ায়॥
এরূপে ভোজন সারি কৈল আচমন।
সুবাসিত জল যোগান সুদেবী তখন॥

চৌদিকে সখীগণ রহিয়াছে ঘিরি ।
কর্পূর তাম্বুল যোগান ললিতা পিয়ারী ॥
তাম্বুল খাইয়া দোঁহে পালঙ্কে বৈসেন ।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন মাখান বিশাখা তখন ॥
অঙ্গ-সেবা করে চিত্রা আনন্দিত মনে ।
গীত বাদ্য ইন্দুরেখা করেন যতনে ॥
চামর ব্যজন করে চম্পক লতিকা ।
অলক্ত পরান তবে রঙ্গদেবী তথা ॥
তুঙ্গদেবী ভোগ দেন ইন্দুরেখা সনে ।
গীত বাদ্য শুনান শ্যামে আনন্দিত মনে ॥
বনমালা পরাইল লবঙ্গ মঞ্জরি ।
মধুর বচনে তোষেন শ্রীরূপমঞ্জরি ॥
শ্রীরস-মঞ্জরি আনি বস্ত্র অলঙ্কার ।
মনোমত করি বেশ করান রাধার ॥
বিলাস মঞ্জরী অঞ্জন পরান শ্যামেরে ।
গুণ মঞ্জরী জল রাখেন ভৃঙ্গারে ॥
পাদ সম্বাহন করেন শ্রীরতি মঞ্জরী ।
শ্যামের বেশ করান মুক্তালালিসে মঞ্জরী ॥
চন্দন ঘষিয়া আনেন কস্তুরি মঞ্জরী ।
মিলন-কুঞ্জে রাধা-শ্যামের বিলাস-মাধুরী ॥
ফুলের চুয়ারি ঘর ফুলের কিয়ারী ।
ফুলের রত্ন সিংহাসন চাঁদোয়া মশারি ॥
ফুলের পাপড়ী দোঁহার উড়ে পড়ে গায় ।
তার মধ্যে রাধা-শ্যাম সুখে বিলাসয় ॥

মধ্যাহ্ন বিলাস এই অতি চমৎকার।
শ্রীদাস গোবিন্দ কহে হইয়া কাতর॥

ইহার পরেতে প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া।
বিশ্রাম করিবে টুকু শয়ন করিয়া॥
সেইকালে সাধক যে দুই আঁখি মুদে।
বিলাস-মাধুরী দোঁহার চিন্তা করিবে॥
দোঁহার মিলনে দোঁহে বিবশ হইল।
কিল কিঞ্চিকাদি ভাব প্রকাশ পাইল॥
সে ভাব দোঁহার হয় অঙ্গের ভূষণ।
মান করি উৎকণ্ঠায় চঞ্চল দুজন॥
কন্দর্পের যজ্ঞ হয় সখীগণ মিলি।
কৃষ্ণ সহ হাস পরিহাস কুতুহলী॥
কৃষ্ণের মানস জানি প্রিয় সহচরী।
হিল্লোলে দোলায় দোঁহার নানা রস করি॥
রাধা-কুণ্ডের অষ্টদিকে অষ্ট কুঞ্জ হয়।
সখী-সঙ্গে প্রতি কুঞ্জে গমন করয়॥
পুষ্পোদ্যানে বিহরয় মিলি সহচরী।
পুষ্পাঞ্জলি মধ্যে রাধা বেণু কৈল চুরি॥
বংশী হারাইয়া কৃষ্ণ সখীর সহিতে।
বাদ-অনুবাদ বহু কৈল রস-রীতে॥
বংশী না পাইয়া কৃষ্ণ লজ্জিত হওয়াতে।
তুলসী আনিয়া বংশী দিল কৃষ্ণ-হাতে॥

বংশী পাইয়া কৃষ্ণের আনন্দিত মন।
কুঞ্জে সুসজ্জায় দোঁহে করিলা শয়ন॥
রসের আস্বাদে দোঁহে সুতৃপ্ত হইল।
সখীগণ যথাযোগ্য সেবা সম্পাদিল॥
দোঁহে মগ্ন হইলেন মদন-তরঙ্গে।
সখীসঙ্গে হৈঞা সাধক দেখিবেক রঙ্গে॥
ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রা কৈল আকর্ষণ।
সাধক হইলে তথা দেখিবে স্বপন॥
সূর্য্য-পূজা করিবারে শ্রীরাধিকা গেল।
ব্রহ্মচারীর বেশে কৃষ্ণ পুরোহিত হৈল॥
মধুমঙ্গলের সঙ্গে কৌতুক আচারে।
সূর্য্য-পূজা করাইল সুখে রাধিকারে॥
তবে কৃষ্ণ গেল যথা নিজ সখীগণ।
রাধা পুনঃ নিজালয়ে করিলা শয়ন॥
অতএব সাধকের ঘুম ভেঙ্গে যাবে।
গৌরাঙ্গের লীলা হঠাৎ স্ফুরণ হইবে॥

ব্রজভাবে বিভাবিত হৈঞা গৌরহরি।
ব্রজ-লীলা রূপ গুণ পরানন্দে স্মরি॥
স্তম্ভ, কম্প, অশ্রু, ঘর্ম্ম, পুলক হুঙ্কার।
আনন্দ-তরঙ্গে উঠে কত শত ধার॥
ভক্তমধ্যে নানা লীলা করে প্রকটন।
সভক্ত সহিতে করেন শাস্ত্র আলাপন॥

সেইকালে সাধকের সাধ্যানুসারে।
শ্রীমদ্ভাগবৎ আদি গ্রন্থ পাঠ করে॥
স্নান করিবারে যাবে সরোবর-তীরে।
বৃন্দাবন-লীলা তখন স্ফুরিবে অন্তরে॥

মৃগ, মদ, পান, খিড়ি, তৈয়ার করি রাই ধনি,
সখী সঙ্গে যাইতেছে স্নানে।
সাধক যে জন হবে, তা সবার সঙ্গ পাবে,
স্নান আদি করিবে সেখানে॥
যত সখীগণ মিলে, রাধায় বেশ করাইলে,
কৃষ্ণ সন্দর্শনে গেল সবে।
তথা অট্টালিকা'পরে, মহানন্দে প্রেমভরে,
রহিলেন নানা ক্রীড়ামোদে॥

সেই কালে সাধক তথা শুদ্ধ করি মন।
হাজার-বার দশাক্ষরী জপিবে তখন॥
তথায় রাধার ক্রীড়া দেখিবে ধ্যানে।
জপান্তে দেখিবে কহে প্রিয় সখীগণে॥

ঐ দেখ রাই, আসিছে কানাই, ব্রজরাজপুর-হরি।
লইয়ে গোপাল, যতেক রাখাল, আসে সবে সারি সারি।
দেখগো কিশোরী, উচ্চরব করি, বলে তারা হরি হরি।
তার মাঝে থাকি, রাধা বলি ডাকি, বাজিল শ্যামের বাঁশরী।
শুনি বাঁশীরব, পুরবাসী সব, ধায়ল নাগর-নাগরী।
কণক ঠাকুরাণী, হৈঞা উন্মাদিনী, দুধ আনে হাতে করি।

খাওয়াবার তরে, শ্যাম নটবরে, আসে দেখ তাড়াতাড়ি।
চিঁড়া গুড় সর, ফল বহুতর, আনিছে সন্দেশপুরী॥
করিবে ভোজন, শ্যাম নবঘন, দেখ চেয়ে গো কিশোরী
কর-যোড় করে, দাশ গোবিন্দ বলে, মোরে টানি লহ প্যারী॥

প্রিয়-মুখ-কমল নিরখি কমলিনী।
মনের আনন্দে পরিপূর্ণ হৈল ধনি॥
কৃষ্ণরাধা-মুখ হেরি আনন্দে ভাসয়।
নয়নে নয়নে প্রেম সন্ধান করয়॥
দোঁহার প্রেমের রীতি দেখি সখীগণ।
পরস্পরে চাহে সবে আনন্দিত মন॥
কতক্ষণে নন্দীশ্বরে কৃষ্ণ প্রবেশিল।
আনন্দিত ব্রজবাসী কৃষ্ণেরে বেড়িল॥
নন্দ উপানন্দ দোঁহে রামকৃষ্ণ হেরি।
উথলিল দোঁহাকার প্রেমের লহরী॥
যশোদা রোহিণী রামকৃষ্ণ লইয়া কোলে।
শত শত চুম্ব দেন বদন-কমলে॥
দুধ সর ছানা আদি নানা উপচার।
ভোজন করান সুখে আনন্দ অপার॥
দেখিয়া সাধক অতি আনন্দিত হৈল।
হরিবোল বলে তারা নাচিয়া উঠিল॥
জয় জয় শ্যামচাঁদ জয় বংশীধারী।
আরতি কর তোঁহে যাও বলিহারি॥

চৌদিকে রাখালগণ বলে হরি হরি।
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে আর নাচে ঘিরি ঘিরি॥
উলুধ্বনি দেয় ব্রজরাজ-পুর-নারী।
আরতি করে মায়ি কনক সুন্দরী॥
বিবিধ কুসুম ফুলে মালা তৈয়ারী।
গলে পরাইল প্রিয় সহচরী॥
ললাটে তিলক শোভে যাও বলিহারী।
শতকোটিচন্দ্র-জিনি বদন নেহারি॥
কটিতটে পীতাম্বর যাও বলিহারী।
(বাজত) চরণে নুপুর রুণু ঝুণু করি॥
ঐ হি পদ-পঙ্কজ দেহি শিরোপরি।
দাস গোবিন্দ কহে ভরসা তোঁহারি॥

জয় জয় রাধেজীকো শরণ তোঁহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাট পট্টাম্বর উড়ে নীল সাড়ি।
সিঁথক সিঁদুর যাঙ বলিহারী॥
বেশ বনায়ল প্রিয় সহচরি।
রতন সিংহাসনে বৈঠল প্যারী॥
রতনে জড়িত মণি মাণিক মোতি।
ঝলমল আভরণ প্রতি অঙ্গ জ্যোতি॥
চৌদিকে সখীগণ দেয় করতালি।
আরতি করঁতঁহে ললিতা পিয়ারী॥

নব নব ব্রজ-বঁধু মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণ চামর ঢুলায়ে॥
রাধাপদ-পঙ্কজ ভকতহি আশা।
দাশ মনোহর করত ভরসা॥

এই কালে সাধক তথা ভক্তগণ-সঙ্গে।
উচ্চনাম সঙ্কীর্ত্তন করিবেক রঙ্গে॥
গোরাভাবে মহানন্দে করিবেক নর্ত্তন।
তখন ঝরিবে তার দুইটী নয়ন॥
কখন স্খলিত গতি, কভু ধীরে ধীরে।
ঢুলিতে ঢুলিতে গেল শ্রীবাসের ঘরে॥
শ্রীবাস-প্রাঙ্গণে দিব্য মণ্ডপ সুন্দর।
তাহাতে বসিল গিয়া গোরা নটবর॥
চতুর্দ্দিকে নিজভক্ত-মণ্ডলি বিরাজে।
তারাগণ মধ্যে যেন রাকাপতি সাজে॥
দেখিয়া সাধক মূর্চ্ছা হইয়া পড়িবে।
কিছুক্ষণ পরে পুনঃ চেতন পাইবে॥
তখন দেখেন কৃষ্ণ সখাগণ-সঙ্গে।
দোহনাদি সমাপন করিলেন রঙ্গে॥
তেমন সময়ে রাধা ললিতার হাতে।
নানা দ্রব্য দিয়া পাঠাইল তার কাছে॥
নয়ন ইঙ্গিতে দোঁহে কথাবার্ত্তা কৈল।
নন্দালয়ে গিয়া কৃষ্ণ খাইতে বসিল॥

জয় জয় গিরিধারী গোবর্দ্ধন ধারী।
গিরিধারী গোবর্দ্ধন ধারী।
জয় জয় মদন-মোহন বংশীধারী।

রাত্রি হয়ে গেছে শ্যাম শ্রীব্রজবিহারী।
ভোজন করহ সুখে মুকুন্দ মুরারি॥
ভক্তি শ্রদ্ধা নাই মোর কৃপা কর হরি।
সগণে ভোজন কর শ্রীরাসবিহারী॥
পুলকিত হৈঞা মাতা কণক সুন্দরী।
যোগাইছে চিড়া মুড়কি মিঠাই লুচি পুরি॥
দুধ সর ফল ছানা সন্দেশ কচুরি।
ভোজন করহ সুখে শ্রীলালবিহারী॥
বসিতে আসন দিয়া কণক সুন্দরী।
'এস গোপাল খাও' বলে ডাকে ধীরি ধীরি॥
অতঃপর সগণেতে চলে ধীরি ধীরি।
মধ্যাসনে বসিলেন শ্রীব্রজবিহারী॥
হস্ত প্রক্ষালন করি মহানন্দে হরি।
ভোজন করেন সুখে গ্রাস দুই চারি॥
বলরামচন্দ্র খান মহানন্দ করি।
দেখিয়া রাখালগণ নাচে ঘিরি॥
প্রসাদ পাইয়া তারা বলে হরি হরি।
সগণে ভোজন করেন বিনোদবিহারী॥
কিছুক্ষণ পরে শ্যাম দিলা আঁখি ঠারি।
অবশেষে লয়ে যান ললিতা পিয়ারী॥

তাহা পাঞা চলে যান ললিতা সুন্দরী।
পথমাঝে মিলিলেন যত সহচরী॥
মহানন্দে সেই প্রসাদ খান রাধাপ্যারী।
উলুধ্বনি দেয় ব্রজরাজপুর-নারী॥
ভোজন সারিয়া ক্রমে আচমন করি।
যমুনার তীর কুঞ্জে চলিলেন প্যারী॥
কর্পূর তাম্বূল লৈঞা শ্রীব্রজবিহারী।
রত্নালয়ে গিয়া বসিলেন শয্যাপরি॥
সখাগণ গেল সব আপনার পুরী।
দাশ গোবিন্দ টানি সহ ললিতা পিয়ারী।

এই সব লীলা সাধক দেখিবেন ধ্যানে।
ছয়টি প্রণাম সে করিবে সেখানে
তারপর বিষ্ণুমন্দির করি প্রদক্ষিণ।
আনন্দেতে মহাপ্রসাদ করিবে ভক্ষণ॥
তারপর সযতনে চিত্ত স্থির করি।
তিনবার জপিবে শ্রীহরি শ্রীহরি॥
তারপর ধীরে ধীরে মুদিয়া নয়ন।
নবদ্বীপে গৌর-লীলা করিবে চিন্তন॥

শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ, আচার্য্য প্রভু অদ্বৈত,
আর শ্রীবাসাদি গদাধর।
শ্রীবাস-প্রাঙ্গনে গিয়া, সংকীর্ত্তন আরম্ভিলা,
মণ্ডলী করিলা ভক্তগণ॥

মধ্যে নাচে গৌরহরি, গদাধরে সঙ্গে করি,
নিত্যানন্দাদ্বৈত নাচে রঙ্গে।
গায় জয় জয় কৃষ্ণ, জয় জয় রাধে কৃষ্ণ,
সুমেল করিছে মৃদঙ্গে॥
তাথৈ তাথৈ বাজনা বাজে, চরণে নূপুর বিরাজে,
রুণু ঝুণু ধ্বনি কিবা তায়।
বনফুল-মালা গলে, শোভা পায় হেলে দুলে,
নয়নে জাহ্নবী-স্রোত বয়॥
জিনি কদম্বের ফুল, শোভে পুলক মুকুল,
ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু কিবা তায়।
অঙ্গ কাঁপে থরে থর, কণ্ঠে গদগদ স্বর,
ক্ষণে অঙ্গ বিবর্ণ হয়॥
ক্ষণে স্তম্ভ ক্ষণে হুঙ্কার, ক্ষণে অট্টঅট্ট হাস,
জাম্বু-নদ জিনি তনু লুটে।
সে প্রেম-তরঙ্গ মাঝে, যেইজন ডুবিয়াছে,
সেইত হে মোরে জিনিয়াছে॥
চতুর্দ্দিকে ভক্তগণ, গায় হরি-সঙ্কীর্ত্তন
মহানন্দে সকলে বিভোর।
কেহ কারো গলা ধরি, নাচে চারি ধারে ঘিরি,
মুখে বলে হরি হরি বোল॥
কিছুক্ষণ এইমতে, সঙ্কীর্ত্তন করি রঙ্গে,
বিশ্রাম করেন গৌরহরি।
তারপর ভক্ত সঙ্গে, ভোজন করেন রঙ্গে,
উচ্চৈঃস্বরে বলে হরি হরি॥

দধি দুগ্ধ ঘৃত সরে, ফল ছানা ক্ষীর সর,
মহানন্দে করিয়া ভোজন।
আচমন করি সুখে, কর্পূর তাম্বূল লঞে,
পুষ্পোদ্যানে গেল ভক্তগণ॥

ভাবিতে ভাবিতে মনে, সাধক হৈলে সেইক্ষণে,
ব্রজলীলা হইবে স্মরণ।
যমুনার তীর-কুঞ্জে, ভুঞ্জে রাই সখী-সঙ্গে,
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উদ্বিগ্ন মন॥

সেই ভাবে সাধক যে, তারক ব্রহ্ম নাম গাবে,
উচ্চকণ্ঠে এক লক্ষ করি।
কিছুক্ষণ পরে যবে, শ্রীকৃষ্ণ নাগর বেশে,
মিলন হইবে যথা প্যারী॥

তখন কহিবে প্রেমে গদগদ হইয়া।
বিভোর হইবে সেইরূপ নিরখিয়া।

এসহে নাগর, শ্যাম নটবর, ব্রজরাজপুত্র হরি হে।
নিকুঞ্জ ভবন, বিপদ মগন, ধরাশায়ী রাই প্যারী হে॥
তোমার বিহনে, আমরা কেমনে, ধৈরয ধরিব বল হে।
দেরী করে আজ, এলে রসরাজ, কেমনে পরাণ রহে হে॥
আমরা অবলা, সতত চঞ্চলা, তোমা বিনে প্রাণে মরি হে।
যদি কৃপা করি, এসেছ শ্রীহরি, তবে কেন আর দেরী হে॥
রাধা করি বামে, ললিতা ডাহিনে, মাঝারে দাঁড়াও দেখি হে।
মধুর মিলন, করি দরশন, নয়ন সফল করি হে॥

আর কেন শ্যাম, মদন-মোহন, ত্রিভঙ্গ বঙ্কিম ঠামে হে।
রাধা বলে ডাকি, বাজাও বাঁশরী, দাস গোবিন্দের আশা হে ॥

ধ্যানযোগে যুগল মিলন করি দরশন।
চতুরাক্ষরী সাধক জপিবে তখন ॥
সেইকালে ধ্যানে, দেখিবে সেখানে, বৃন্দাদেবী আসি মিলে
বহু পরিকর, করিয়া প্রচার, সেবা করে কুতূহলে ॥
নানাবিধ গান, প্রহেলি আখ্যান, নিত্যরাস রসরঙ্গে।
বচন-মাধুরী, রসের চাতুরী, প্রসারিয়া সখি-সঙ্গে ॥
আর কতশত, আছে নানামত, বনদেবী বিরচনে।
যাঁহার নির্ম্মাণ, সর্ব্বগুণধাম, সুখময় বৃন্দাবনে ॥
সাখর স-মাঝে, রাধা-শ্যাম রাজে, উপমা নাহিক হয়।
রতি অনুগত, রাধা-শ্যামোচিত, দোঁহাতে আবিষ্ট হয় ॥
সুখে মধুপানে, সুখের বিধানে, ক্রীড়ায় আশ্চর্য্য দোঁহে।
নিকুঞ্জ-ভবনে, নানারতি রণে, চাপল্য বিষয় রহে ॥

কর্পূর তাম্বূল দিয়া, গন্ধমাল্য বিরচিয়া,
হিমজলে চামর ব্যজন।
প্রণয় আকুল মন, দোঁহা পদ সম্বাহন,
করে প্রিয় সহচরীগণ ॥
বচনে চাতুরী-ছলে, নিজ প্রিয় সখী বলে,
বিরসে মধুর রসে আশা।
সুচতুর সখীগণ, বুঝিয়া দোঁহার মন,
লীলা নিরক্ষণের লালসা ॥

কেহ কন ছল করি, একে একে সহচরী,
কুঞ্জ হতে বাহির হৈল।
গবাক্ষের রন্ধ্র দিয়া, রসাবেশ নিরখিয়া,
নিজ নিজ শয়নে শুইল॥

রাধা-শ্যাম সুবিলাসে, আকুল মদনালসে,
নিদ্রা গেল কুসুম শয়নে।
আধ আধ অঙ্গ শ্যাম, আধ আধ গৌরধাম,
নীলমণি জড়িত কাঞ্চনে॥

তারপর সাধক তথা চিত্ত স্থির করি।
প্রণায়াম করিবেক দিয়া একাক্ষরী॥
সাধ্যানুসারে তাহা অভ্যাস করিবে।
অলস আসিয়া তথা শুইয়া পড়িবে॥
রাধা-কৃষ্ণ যুগলরূপ দেখিতে দেখিতে।
নিদ্রাদেবী আকর্ষণ করিবে তাহাকে॥
সেইকালে স্বপ্ন আদি দেখিবেক যাহা।
সফল হইবে মিথ্যা নাহি হবে তাহা॥

মণি গোস্বামীর কথা।

নয়নানন্দের তিন পুত্র সর্ব্বগুণময়।
দোলগোবিন্দ গোলক আর চন্দ্রমোহন॥
চন্দ্রমোহনের চার পুত্র বিচক্ষণ।
নফর পচু রামু আর রাজীবলোচন॥
রাজীবের পুত্র তথা মণি নাম ধরে।
তাঁহার বিষয় কিছু বর্ণিব এবারে॥
যত্নন্দের শিষ্য ব্রহ্মচারীর বেশে।
বহু তীর্থ পর্য্যটন কৈল দেশে বিদেশে॥
বৃন্দাবনে গিয়া যবে উপনীত হইল।
দাস গদাধরের তত্ত্ব জানিতে চাহিল॥
বহু চেষ্টা করিলেন তিন চারি মাস।
সন্ধান না পেয়ে কিছু হলেন হতাশ॥
মনঃদুখে কেশীঘাটে কদম্বের মূলে।
সাতদিন অনাহারে রহিলেন বসে॥
অজ্ঞান হইয়া যবে ভূতলে পড়িল।
স্বপ্ন যোগে গদাধর দরশন দিল॥
মৃদুস্বরে কহিলেন তাহারে তখন।
এথা তুমি আইলে বল কেন অকারণ॥
শ্রীমথুরানন্দ এখানের সর্ব্বস্ব।
ব্রজরাজপুরে গিয়া করেছে প্রকাশ॥

সেখানে থাকগে তুমি মনের আনন্দে।
কৃপা করিবেন শ্যাম নিশ্চয় তোমাকে॥
এই বলে অন্তর্ধান হইল যখন।
হরিষ বিষাদে গোসাঞী রহে কতক্ষণ॥
তারপরে ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান কৈল।
সম্মুখে এক চিত্রপট দেখিতে পাইল।
শ্রীমথুরানন্দ যবে যমুনা-পুলিনে।
সাক্ষাদ্দর্শন করেন শ্রীরাধারমনে॥
সেইকালের চিত্রপট জানিয়া গোসাঞী।
সাদরে রাখিল তাহা আপনার ঠাঁই॥
তারপর তিনদিন থাকি বৃন্দাবনে।
দেশাভিমুখে ফিরিলেন আপন ভবনে॥
ব্রজরাজ-পুরে যবে উপনীত হৈল।
একজন প্রেতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল॥
দেখিয়া গোসাঞী তারে কৈলেন আশ্বাসে
বল কে তুমি এথা আইলে মোর পাশে।
কাঁদিতে কাঁদিতে প্রেত বলে তার ঠাঁই।
হায় তুমি মোরে কৃপা করহে গোসাঞী॥
দেড়শ বরষ আজ আছি এই ভাবে।
তোমার প্রসাদ পাইলে উদ্ধার হবে॥
গোসাঞী কহিল আমি কিছু জানি নাই।
সকল বি[illegible] ওগো বল মোর ঠাঁই॥
মো[illegible]নে সম্বন্ধ কিবা আছয়ে তোমার।
[illegible] করিয়া বিস্তার॥

প্রেত বলে আমি তব নিতান্ত আত্মীয়।
সে কথা বলিতে মোর বুক ফেটে যায়॥
মথুরানন্দের পুত্রবধূ চপলা নাম ছিল।
মম কর্ম্ম-দোষে মোর হেন দশা হ'ল॥
বলিতে বলিতে প্রেত কাঁদিয়া উঠিল।
মূর্চ্ছিত হইয়া তথা ভূতলে পড়িল॥
আশ্বাসিয়া গোসাঞী তারে বলিল তখন।
ভয় নাই সব কথা করহ জ্ঞাপন॥

প্রেত কহে কেঁদে কেঁদে, কথা নাহি সরে মুখে,
নিজ কর্ম্ম-দোষে পাই দুঃখ।
মম পুত্র বৃন্দাবন, সতীন পুত্র মদন,
তাই মোর ঘটিল কুবোধ॥
তাহারে নাশিতে মন, হৈল যবে উচাটন,
দুগ্ধে দিলাম বিষ মিশাইয়া।
জানি শ্বশ্রূ মহাশয়, ক্রোধভরে মোরে কয়,
তাই এথা আছি প্রেত হৈঞা॥
তোমার উচ্ছিষ্ট খাইলে, এ পাপ খণ্ডন হবে,
দাও দাও কৃপা করি মোরে।
বলিতে বলিতে তার, দুই গণ্ডে বহে ধার,
বক্ষস্থল ভেসে যায় লোরে॥

দেখিয়া যদি গোসাঞী কাঁদিয়া [illegible]লিল
বলে মাগো মোরে [illegible] বাণী

আমি তব পুত্র ওগো কর আশীর্ব্বাদ।
তব পদ-ধূলি লয়ে পূরুক মনসাধ॥
প্রেত বলে মোর পদ স্পর্শ করোনা।
প্রসাদ দুটি দিও মোরে যাউক যাতনা॥
দেখাইয়া দিব আজ মথুরানন্দকে।
তাহার কৃপায় তব কার্য্য-সিদ্ধি হবে॥
প্রত্যহই নিশাযোগে দ্বিপ্রহর কালে।
শ্যাম-দরশনে আসেন ব্রজরাজ-পুরে॥
মাকড়কোলে আছে তাঁর সমাধি মন্দির।
এখানে আসেন নিত্য কহিলাম স্থির॥
এই বলে দেখাইল অঙ্গুলিনির্দ্দেশে।
এই সব রাস্তা দিয়া প্রত্যহ আইসে॥
শুনিয়া গোসাঞী তবে বিস্ময় মানিল।
স্তম্ভিত হইয়া তথা দাঁড়ায়ে রহিল॥
রাত্রে গ্রামবাসী যবে নিদ্রিত হইল।
শ্যামের প্রাঙ্গনে গোসাঞী গমন করিল॥
কম্প, অশ্রু, বিবর্ণ হয় ঘন ঘনে।
কদম্বের মূলে তথা রহে জাগরণে॥
কিছুক্ষণ পরে দেখে প্রলয়ের মত।
মহাবেগে ঝড় এক আইল হঠাৎ॥
তাহাতে মন্দিরগুচ্ছ হৈল অগ্নিময়।
দেখিয়া গোসাঞী তথা অচেতন হয়॥
মথুরানন্দ দাঁড়াইল সম্মুখে তাহার।
[illegible]া কি [illegible] সুদীর্ঘ কলেবর॥

গৌরবর্ণঅঙ্গ-কান্তি জটা শিরোপরে।
অরুণ বসন আর কমণ্ডলু করে॥
দেখিয়া শ্রীমণি গোসাঞী চরণে ধরিল।
দুনয়নে অশ্রু তার ঝরিতে লাগিল॥
ধীরে ধীরে মথুরানন্দ কহেন তাঁহারে।
কিবা তুমি চাহিতেছ বলহ আমারে॥
মণি গোসাঞী বলিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে।
দাশ গদাধরের শক্তি চাইহে দেখিতে॥
তাঁহার বিষয় প্রভু শুনান আমায়।
বলিতে বলিতে তার বুক ভেসে যায়॥
আশ্বাসিয়া মথুরানন্দ কহেন তখন।
এ দেহেতে আশা তব হলনা পূরণ॥
বৃন্দাবনে গিয়া এখন করগে সাধন।
সনাতনের আশ্রয় তথা করগে গ্রহণ॥
বৈরাগ্য করিয়া পুনঃ ফিরিয়া আসিবে।
সুবলভাবে ব্রজরাজপুরে প্রকাশ হবে॥
কিছুদিন পরে কর্ম্ম করিতে করিতে।
হরিদাসের ভাব তুমি আশ্রয় করিবে॥
সেইকালে অষ্ট মায়ায় পরীক্ষা করিবে।
তাহাতে উত্তীর্ণ তোমায় হইতে হইবে॥
তারপর মম শক্তি করিব সঞ্চার।
ব্রজে গিয়া কৃপা লাভ করিবে রাধা[illegible]॥
দাশ গোবিন্দ নাম তখন হইবে তো[illegible]
সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পূর্ণ হবে না[illegible]

মণিগোসাই

দাশগদাধর ও মায়াদেবী

ভেকধারী আটজন শিষ্য তব হবে।
তার মধ্যে চারিজন সাধক হইবে॥
চারিজন যোগ-ভ্রষ্ট নিশ্চয় হইবে।
তার জন্য পুনঃ তোমায় জনমিতে হবে॥
দাশ গদাধরের শক্তি দেখাবে সে বারে।
শ্যাম মোর ইচ্ছা হৈলে যাবে স্থানান্তরে॥
মণি গোসাঞী কহে তখন নিঃশ্বাস ছাড়িয়া।
দাশ গদাধরের কথা কহ বিবরিয়া॥
মথুরানন্দ কহিলেন মধুর বচনে।
ঐ সব কথা আমি কহিব গোপনে॥
শ্যামলীলামৃত গ্রন্থ লিখিবে যখন।
সেইকালে সব কথা করিব জ্ঞাপন॥
হৃদয় মাঝারে থাকি বলিয়া দিব।
দাশ গোবিন্দের হাতে ধরি তাহা লিখাইব॥
তাহার প্রমাণ পাবে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া।
সেই সব গুপ্ত স্থান দিব দেখাইয়া॥
সেইসব স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করিবারে।
ভিক্ষার ঝোলা লৈয়া ভ্রমিবে দ্বারে দ্বারে॥
তাহা হতে লোকশিক্ষা আছে বহুতর।
যে জন মানুষ হবে করিবে বিচার॥
কলিকালে সন্ন্যাসধর্ম্ম কভু না হইবে।
করিলে সেজন সত্য উত্তীর্ণ না হবে॥
রামানুজ, নিম্বাদিত্য, বিষ্ণু, মাধ্বাচার্য্য।
এই চারিজনের ভেকাশ্রমের আচার্য্য॥

তার মধ্যে মাধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায় ধন্য।
যার অন্তর্ভূক্ত মোর শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য॥
সেইমত ভেক লয়ে কর যদি কর্ম্ম।
নিষ্কাম ধর্ম্মেতে থাকি পাইবে হে ব্রহ্ম॥
তবে ভেক লয়ে নারীসঙ্গ না করিবে।
রতিভ্রষ্ট হলে সত্য নরকে মজিবে॥
স্থিররতি হলে হয় সাধু সেইজন।
কিবা বিপ্র কিবা শূদ্র কিবা নীচ হয়॥
আত্মহত্যাকারীর নাহি পরিত্রাণ।
তাই বলি পুনঃ পুনঃ হৈও সাবধান॥
জানিয়া না জানে জীব শুনিয়া না শুনে।
পতঙ্গ উন্মত্ত যেন অনল দর্শনে॥
দীপশিখা মাঝে কিম্বা পড়ি দীপাধারে।
দাহপীড়া না জানিয়া রূপে মজি মরে॥
সেইরূপ জানিবে এই সংসারী সকল।
কামিনীর রূপে মজি হারায় সম্বল॥
আত্মার সদ্গতি প্রতি কভু নাহি চায়।
মায়ার কুহকে পড়ি সতত নাচায়॥
কামোন্মত্ত হয়ে জীব ক্ষয় করে রতি।
শুক্রবীজ-নাশে দেহে জরা করে গতি॥
বিন্দুপাতে জরামৃত্যু নিশ্চয় জানিবে।
তাই বলি পুনঃ পুনঃ সাবধান হবে॥
আত্ম-উদ্ধারের চিন্তা সর্ব্বদা করিবে।
আত্মারে নাশিলে সত্য নরকে মজিবে॥

রিপুর দাস হয়ে দেখ জীবসমুদয় ।
বাসনা-বিভ্রাটে পড়ি করে কালক্ষয় ॥
তবে কেহ পূর্ব্বজন্মের সুকৃতির ফলে ।
বাসনা ত্যজিয়ে সেই ভবপারে চলে ॥
বৈরাগ্য না হয় কভু বাসনা থাকিতে ।
বিবেকে বৈরাগ্য হয় জানিহ নিশ্চিতে ॥
বৈরাগ্য হইলে হয় জ্ঞান-উদ্দীপন ।
সংসার ত্যজিয়া তখন হবে উদাসীন ॥
তৃণ হইতে নীচ বলি আপনাকে জান ।
সহ্যগুণে হবে যেন তরুর সমান ॥
অমানী হইয়া মান দিবে অন্যজনে ।
তবেত পাইবে মোর শ্রীরাধারমণে ॥
পূর্ব্বাশ্রম ত্যজি ভিক্ষু-আশ্রমেতে যাবে ।
সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি কৃষ্ণে শরণ লইবে ॥
সর্ব্ব ধর্ম্ম হ'তে মুক্ত হইবে তখন ।
নিশ্চয় জানিহ ইথে না ভাবিহ আন ॥
স্মরণ-মনন-ধ্যান সন্ধ্যাদি বন্দন ।
ত্রিসন্ধ্যা করিবে হরিনাম সংকীর্ত্তন ॥
কৃষ্ণসেবা করিবে হে হঞা কৃষ্ণদাস ।
ত্যজিবে নিষিদ্ধকাম্য সর্ব্বপ্রকার ॥
জ্ঞাতি বন্ধু আছে যথা সে দেশে না রবে ।
সাধুসঙ্গে তীর্থস্থানে সর্ব্বদা ভ্রমিবে ॥
তবে একস্থানে যেন বাস না করিবে ।
দুই তিন দিনমাত্র যেখানে যাইবে ॥

ভিক্ষান্ন দ্বারায় উদর পূরণ করিবে।
উদরে ধরিবে যাহা বেশী নাহি লবে॥
বিপরীত অন্ন কভু স্পর্শ না করিবে।
শুদ্ধান্ন দ্বারায় সদা ক্ষুধা নির্ব্বাপিবে॥
ভিক্ষার নিয়ম যাহা পালন করিবে।
উত্তম মধ্যম আর অধম গনন॥
অযাচিতভাবে ভিক্ষালাভ হয় যাহা।
উত্তম বলিয়া তুমি জানিবে হে তাহা॥
ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা লাভ যাহা হয়।
মধ্যমা বলিয়া তারে জানিবে নিশ্চয়॥
বিপরীত গৃহে লাভ হয় যেই ধন।
অধম বলিয়া তারে করিবে গনণ॥
উত্তম মধ্যম ভিক্ষায় দোষ নাহি হয়।
অধম ভিক্ষা ভ্রমে না করিবে কদাচন॥
অমাবস্যা পূর্ণিমার উপবাস দিনে।
ভিক্ষাতে পাতক যেন থাকে ইহা মনে॥
গঙ্গাগর্ভে কিম্বা অন্য নদনদী-তটে।
ভিক্ষা না লইবে কভু শাস্ত্র ইহা বটে॥
হাটে কি প্রান্তরে পুনঃ বর্জ্জন করিবে।
গ্রাম যাজকের ভিক্ষা প্রাণান্তে না লবে॥
কলু, শুঁড়ি, মুচি, ডোম রজক যবন।
চণ্ডালের গৃহে ভিক্ষা লবে না কখন॥
রজত কাঞ্চন ভূমি ধান্য বস্ত্রাদি।
পরাণ থাকিতে না করিবে গ্রহণ॥

তবে উপস্থিত দ্রব্য বিনা প্রার্থনায়।
ত্যাগ না করিবে কভু কহিনু তোমায়॥
যজ্ঞাদি শ্রাদ্ধের অন্ন ত্যজিবে নিশ্চয়।
ভুঞ্জিলে বৈষ্ণবধর্ম্ম হইবে ক্ষয়॥
শিক্ষা ডোরে কৌপীন আর বহির্ব্বাস।
বহু বস্ত্রাদিতে কভু না করিহ আশ॥
শীত-নিবারণ জন্য ছিন্ন কন্থা সার।
ইহা বিনা অন্য বস্ত্র নহে ব্যবহার॥
বৃদ্ধ কি আতুর ভীরুর সঙ্গ না করিবে।
অহেতু হইয়া সদা তীর্থ পর্য্যটিবে॥
বর্ষা চারিমাস এক স্থানেতে থাকিবে।
ইহা বিনা একস্থানে বাস না করিবে॥
যদি একস্থানে থাক তার এই রীতি।
জঙ্গল পর্ব্বত গুহা তীর্থাদিতে স্থিতি॥
স্বধর্ম্মের লাগি নিজ ভোগাদি ত্যজিবে।
গ্রাম্যসুখদুঃখ-বার্ত্তা কানে না শুনিবে॥
গৃহাশ্রমীগণের সঙ্গে প্রণয় না করিবে।
নৃত্য, গীত, সভা, সেবা সতত বর্জ্জিবে॥
সর্ব্বজীবে সমদয়া করিবে নিশ্চয়।
গ্রামান্তরে বৃক্ষমূলে নিত্য নিকেতন॥
আত্মশ্লাঘা পরনিন্দা করি পরিহার।
পরমার্থ আত্মতত্ত্ব করিবে বিচার॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম সুখ-দুঃখ মান অপমান।
লাভ [illegible]ত স্তুতি নিন্দা সকলি সমান॥

কৃপণ না হবে সদা স্বচ্ছন্দে রবে।
ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যাহা ক্ষুধার্ত্তকে দিবে॥
তৃণাদি আসন দ্বারা করিবে শয়ন।
আনন্দ হৃদয়ে রবে হে অন্যমন॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম জানিহ নিশ্চয়।
উৎকৃষ্ট আশ্রম তাহা সর্ব্বলোকে কয়॥
ভেকাশ্রিত হয়ে যদি কুকর্ম্ম করে।
জন্ম জন্ম ভুগিবে সে এ পাপ সংসারে।
ভেকধারণ করিবে চিত্ত অকপটে।
কপট করিলে গতি নরকে সঙ্ঘটে॥
বৈষ্ণবের ভাণ করি যদি কোন জন।
অর্থোপার্জ্জন করি করে স্বজন-পালন॥
তাহলে সে মহাপাপী নরকে মজিবে।
সত্য সত্য সত্য ইহা মিথ্যা নাহি হবে॥
জ্ঞানহীন জনের ভেক দেওয়া ভাল নয়।
অজ্ঞানীর ভেক দিলে সিদ্ধ নাহি হয়॥
অতএব যোগ্যপাত্র দেখি ভেক দেবে।
নারী অনুরূপ নর ভেক নিলে হবে॥
দেশকাল পাত্রাপাত্র করিয়া বিচার।
দীক্ষা শিক্ষা ভেক দিবে জানি ব্যবহার॥
এক বৎসর থাকিবেক শিষ্য নিজ সঙ্গে।
পরীক্ষা করিবে ভক্তি বিবিধ প্রসঙ্গে॥
নতুবা জানিবে উভয়ের সর্ব্বনাশ।
শিষ্যকৃত পাপ গুরু ভুঞ্জিবে নির্য্যাস॥

অতএব কহি তোমায় করহ শ্রবণ ।
উপেক্ষার যোগ্য শিষ্য যে সব লক্ষণ ॥
কামিনী কাঞ্চনে লোভ আত্ম অহঙ্কারী ।
পরগুণে দোষারোপ আর স্বেচ্ছাচারী ॥
মৃত্যুশয্যাশায়ী আর ভোগাদি-লোলুপ্ত ।
বিষয়েতে মুগ্ধ সদা ক্রূর কর্ম্মান্বিত ॥
দাম্ভিক কৃপণ আর মিথ্যাভাষী হলে ।
বর্জ্জন করিবে শিষ্য কহিনু তোমারে ॥
শাস্ত্রের নির্দ্দেশমতে শিষ্যের যে রীত ।
অভিমান-শূন্য আর মাৎসর্য্য-রহিত ॥
আত্মতত্ত্বে মতি আর ধীর শাস্ত্র স্মৃতি ।
অলস মমতাশূন্য শাস্ত্রাদিতে প্রীতি ॥
অনর্থক বাক্যালাপ করা ভাল নয় ।
সেই উপযুক্ত শিষ্য, কহিনু তোমায় ॥
জ্ঞান কিম্বা ভক্তি-রস উদয় হইলে ।
ভক্তি কিম্বা মন্ত্রে অধিকারী সে হইবে ॥
অজ্ঞানীর ভেক দিলে হইবে অধর্ম্ম ।
কেমনে জানিবে সে ভেকের কি মর্ম্ম ॥
ভক্তিমার্গে রাগানুরাগা পরম কারণ ।
বৈধী ভক্তি শুধু চিত্ত-শুদ্ধি প্রয়োজন ॥
সর্ব্বধর্ম্ম ত্যজি যিঁহ কৃষ্ণসেবা করে ।
এই সে উত্তমা ভক্তি কহিনু তোমারে ॥
কৃষ্ণের স্মরণেতে যার সুখ হয় মনে ।
[illegible]া কভু সে অন্য নাহি মানে ॥

তবে এক সার কথা কহিনু তোমাকে।
বাসনা থাকিতে কভু কৃষ্ণ না পাইবে ॥
নির্ম্মল হৃদয় তব হইবে যখন।
তবে শুদ্ধশান্ত চিত্তে রবে সর্ব্বক্ষণ ॥
বৈরাগ্য করিয়া তখন শ্রীকৃষ্ণে ভজিবে।
যোগ মহোৎসবে মন অর্পণ করিবে।
সুজীর্ণ কৌপীন এক ধারণ করিবে।
ছিন্ন কন্থা গায় দিয়ে উদাসীন হবে ॥
নশ্বর বিত্তের পানে ফিরিয়া না চাবে।
পরমার্থ তত্ত্ব সদা হৃদয়ে ধেয়াবে ॥
ব্যবহার দেখি গুরু করিবে তাহাকে।
ক্রোধাদি বর্জ্জিত আর শুদ্ধাচারী হবে ॥
শ্রদ্ধাবান দয়াশীল শান্ত দান্ত অতি।
সর্ব্বশাস্ত্র জ্ঞাত আর পরাশুদ্ধ মতি ॥
হিংসাদি রহিত আর বৈষ্ণব হইলে।
গুরুপদে বরণীয় হইবেক সে ॥
শিক্ষা উপদেশ লইবে তার কাছে।
গুরুকৃপা হইলে ফল নিশ্চয় ফলিবে ॥
শিক্ষা কৌপীন মালা তিলকধারী।
আনন্দেতে কাটাইবে হরিনাম করি ॥
মনোমধ্যে ঈশ্বরচিন্তা কেবল।
অক্রোধ সতত হবে দয়ার আধার ॥
লোভ মোহ হিংসা দ্বেষ করিবে বর্জ্জন।
জগৎ ঈশ্বরময় জানে জ্ঞানী জন ॥

সদাচার রবে সদা সাধু ব্যবহারে।
দোষহীন হলে সাধু কহিবে তাহারে॥
দুই পক্ষ একাদশী ব্রত আচরিবে।
হরিবাসর করি রাত্রি যাপন করিবে॥
কূর্ম্ম মৎস্য বরাহাদি আহার না করিবে।
অসতের সঙ্গে মিত্রতা না করিবে॥
অসৎসঙ্গ সুখাসক্ত ত্যজিবেক ক্রমে।
মদ্য মাংস স্পর্শ যেন করিওনা ভ্রমে॥
মাদকাদি দ্রব্য সব দূরে ত্যাগিয়া।
কৃষ্ণ-সেবা করিবে শুদ্ধাচারী হৈয়া॥
কাংস্য কিম্বা বটাশ্বত্থ পত্রেতে আহার।
বৈষ্ণবের মতে তাহা নহে ব্যবহার॥
ভেদাভেদ নাহি কিছু সগুণ নির্গুণে।
উপাসনা তরে তুমি ভজিবে সগুণে॥
সগুণেতে চিত্ত-শুদ্ধি জানিহ নিশ্চয়।
চিত্তশুদ্ধি না হইলে মহাকষ্ট হয়॥
অজ্ঞানতা নাশি জ্ঞান হইবে যখন।
সগুণের শেষ হয় নির্গুণে মগন॥
শুদ্ধ সত্য পরমাত্মা হরি সর্ব্বময়।
সর্ব্বত্র হরির বিভা হরি জগন্ময়॥
হরিতে-জগতে কভু ভিন্ন দেহ নয়।
সর্ব্ব শাস্ত্রের সার তত্ত্ব জানিহ নিশ্চয়॥
এহেন বিশ্বাস যার হবে ভক্তিমতি
দুস্তর ভবার্ণব পারে তার গতি॥

সর্ব্বভূতে আত্মা সদা করে অবস্থান।
সর্ব্বভূত আত্মাতেই আছে বিদ্যমান॥
হেন নির্ম্মলজ্ঞান সকলের নাহি হয়।
সমভাবে দেখে যোগ-যুক্ত সাধুচয়॥
সকলেতে আছে কৃষ্ণ কৃষ্ণেতে সকল।
হেন ভাব দেখিবে তখন পৃথিবীমণ্ডল॥
একা যিনি সকলের নিয়ন্তাস্বরূপ।
সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা একে বহুরূপ॥
স্থাবর জঙ্গম আদি যতেক আছয়।
সূক্ষ্মরূপে ভগবান সকলে উদয়॥
সর্ব্বভূতে বিরাজিত চৈতন্যরূপে।
যেই জীব সেই শিব জানিহ নিশ্চিতে॥
তবে মায়াবদ্ধ জীবে হেন রূপ নয়।
পাপমুক্ত হইলে জীব শিবতুল্য হয়॥
বেদ অধ্যয়ন কিম্বা শাস্ত্রাদি পড়িয়া।
পরব্রহ্মে পাব কোথা তত্ত্বজ্ঞান বিনা॥
শ্রুতিধর হও যদি তবু না পাইবে।
বাক্য আড়ম্বরে শুধু মন ভ্রান্ত হবে॥
শ্রবন কীর্ত্তনে শুধু পাওয়া নাহি যায়।
লভিবে সাধক প্রেম ভক্তি প্রার্থনায়॥
তাই বলি প্রেমভরে ভক্তিসহকারে।
শয়নে স্বপনে ডেকো শ্রীশ্যামসুন্দরে॥
নামে রুচি হৈলে সব কার্য্য সিদ্ধি হবে।
নাম বিনা গতি নাই এই কলিযুগে

তাই বলি হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন সার।
যাহার শ্রবণে হয় কলুষ-সংহার ॥
সর্ব্বপাপ নাশ হয় হরি নামের গুণে।
তাই বলি হরি হরি বল সঘনে ॥
এই বলে অন্তর্ধান হইল তখন।
হরিষ-বিষাদে গোসাঞী রহে কতক্ষণ ॥
তারপর ধীরে ধীরে করিল গমন ॥
প্রসাদ দিয়া প্রেতজোনি করিল মোচন ॥
কিছুক্ষণ পরে গোলকপুরে পঁহুছিল।
সুখে দুঃখে রাত্রিটুকু যাপন করিল ॥
হরিনাম মহোৎসব হয় তখন গ্রামে।
প্রভাতে উঠিয়া গোসাঞী গেলেন সেখানে ॥
স্নানাহ্নিক শেষ করি পুজা পালা কৈল।
তারপর হরি বলে নাচিতে লাগিল ॥
ঊর্দ্ধবাহু করি নাচে প্রেমেতে বিভোর।
গলিত রক্ত যেন গণ্ডে বহে লোর ॥
হেনকালে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল হঠাৎ।
তাহে প্রাণবায়ু শেষ হইল তাহার ॥
বারশ চৌয়াম সালে রোহিণী দিবসে।
দ্বিপ্রহর কালে গোসাঞী প্রেমানন্দে ভাসে ॥
এই সব শ্যামলীলা যে করে শ্রবণ।
শ্রীদাস গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ ॥

রামধন গোস্বামীর কথা।

শ্রীযদুনন্দনের পুত্র রামধন।
গাম্ভীর্য্যশালী আর বুদ্ধিতে বিচক্ষণ॥
ভক্তিভরে বিষ্ণুপূজা করিতেন নিত্য।
অকপটে সংসারের কর্ম্ম দেখিত॥
মনোমধ্যে শ্রদ্ধা বহু করিতেন শ্যামে।
মনোভাব প্রকাশ নাহি করিতেন ভ্রমে॥
নাস্তিক বলিয়া লোকে উপহাস করিত।
কিন্তু তাঁর মনে কোন দুঃখ না হইত॥
বারশ তিয়াত্তোর সনে সৌদাগর সনে।
মোকদ্দমা হৈল তাহে সংশয় গণে॥
গৃহ হ'তে যবে গোসাঞী বাহির হইল।
করযোড়ে মৃদুস্বরে শ্যামকে কহিল॥
সাক্ষী মানিলাম শ্যাম আমি হে তোমায়।
সত্য এজাহার দিয়ে রেখো মোর মান।
তোমা বিনা আমি আর অন্যে জানি নাই।
ভকত-বৎসল তুমি শুনেছি কানাই॥
সে নামে কলঙ্ক যেন রটাওনা আজ।
বলিতে বলিতে তার ঝরে দুনয়ন॥
করুণাময় প্রভু মোর ইঙ্গিতে কহিল।
বিগ্রহ সহিত ঈষৎ টলিয়া উঠিল॥

তাহা দেখি লোক সব আশ্চর্য্য মানিল।
মূর্চ্ছা হঞা রামধন ভূতলে পড়িল॥
উচৈঃস্বরে সবে তখন হরি হরি বলে।
মহানন্দে প্রেমভরে ভাসে নেত্রজলে॥
কিছুক্ষণ পরে গোঁসাঞী দেখিল স্বপন।
কে যেন মধুর স্বরে কহিল বচন॥
যা তোর ভয় নাই আমিও যাইব।
যথার্থ সময়ে তথা এজাহার দিব॥
শুনিয়া গোসাঞী আরো আনন্দিত হৈল।
চরণ-তুলসী লৈঞা গমন করিল॥
পুরুলিয়া কোর্টে যবে উপনীত হইল।
শ্যামলীলা স্মরি দুই নয়ন ঝরিল॥
ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি ফুকারিয়া কাঁদে।
উচ্চকণ্ঠে বলে শ্যাম জয় জয় রাধে॥
হেনকালে অজিত বাবু বিচার ধরিল।
নররূপ ধরি শ্যাম এজাহার দিল॥
ইস্ত্রি করা ধুতী আর সার্ট গায়ে দিয়া।
মোজা জুতা পায়ে দিয়ে এলবাট কাটিয়া॥
কাল রংয়ের চশমা আর হাতে ছড়ি লৈয়া
এজাহার দেন সেই কোর্টে দাঁড়াইয়া॥
মোহিত হইল সবে সে রূপ দেখিয়া।
রামধন গোসাঞী তবে উঠিল কাঁদিয়া॥
দুনয়নে বারি-ধারা বক্ষে বেয়ে পড়ে।
ধীরে ধীরে কহে তখন দুই কর যোড়ে॥

তুমি যে দয়াল শ্যাম তাহা জানিলাম।
বলিতে বলিতে তথা হইল অজ্ঞান॥
অঙ্কিত বাবু মনে তখন বিকার জন্মিল।
দুনয়নে অশ্রু নীর ঝরিতে লাগিল॥
বলে হায় দয়াময় দয়ার আধার।
ভকতবৎসল শ্যাম করুণা অপার॥
কত লীলা জান প্রভু ওগো রসময়॥
তোমা হতে সৃষ্টি স্থিতি হয়েছে প্রলয়॥
ভক্তের কারণে প্রভু কতরূপ ধর।
চিনিতে না পারিনু কি দুর্ভাগ্য আমার॥
হায় হায় চর্ম্মচক্ষে কে পারে চিনিতে।
জ্ঞানহীন জনে কোথা পেয়েছে তোমাকে॥
পাইয়া দুর্লভ ধন হারাইনু আজ।
তাই বড় দুঃখ হইতেছে রসরাজ॥
এ পাপ পরাণে আর নাহি প্রয়োজন।
জলে ঝাঁপ দিয়ে আজ ত্যজিব জীবন॥
হায় হায় বড় খেদ রয়ে গেল মনে।
সেবিতে না পাইলাম যুগল চরণে॥
দেখা দাও দেখা দাও গেলে হে কোথায়।
এই বলে মূর্চ্ছা হৈঞা পড়িল ধরায়॥
কথা নাহি সরে মুখে শ্বাস নাহি বয়।
ধরায় লুণ্ঠিত দেহ ঝরে দুনয়ন॥
ক্ষণ পরে যবে পুনঃ চেতন পাইল।
গোসাঞীর পায়ে পড়ি কাঁদিতে লাগিল॥

বলে প্রভু তুমি নিজে ছদ্মবেশধারী ॥
অধম সন্তানে কৃপা কর বংশীধারী ॥
সে রূপে দাঁড়াও প্রভু [illegible] একবার ।
নয়ন সফল হোক [illegible] ॥
হায় হায় বৃথা জন্ম গেল হে আমার ॥
বলিতে বলিতে দুই গণ্ডে বহে ধার ॥
কিছুক্ষণ পরে সেই বেশ পালটিয়া ।
সুজীর্ণ কৌপীন এক লৈল কুড়াইয়া ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে গোস্বামীর পাশে ।
দীক্ষা দিয়ে চরিতার্থ কর এই দাসে ॥
অসার সংসারে প্রভো নাহি প্রয়োজন ।
বৃন্দাবনে গিয়া এখন করিব সাধন ॥
তবু যদি দেখা নাহি দেন রাধাশ্যাম ।
তাহলে নিশ্চয় আমি ত্যজিব পরাণ ॥
শুনিয়া গোসাঞী তারে কহেন আশ্বাসে ।
চঞ্চল না হৈও বৎস কহি তোমা পাশে ॥
কলিতে সন্ন্যাস কৈলে সিদ্ধি নাহি হবে ।
সংসারে থাকিয়া ভজ শ্রীরাধামাধবে ॥
বিবাহ করেছ তুমি মাত্র মাস ছয় ।
ভেবে দেখ দেখি তার কি হবে উপায় ॥
অজিত বাবু কহিলেন কাঁদিতে কাঁদিতে ।
কেবা কার স্বামী প্রভু কে কার নায়িকে ॥
জগৎস্বামী চাঁদ সকলি তাঁহার ।
বলিতে বলিতে দুই গণ্ডে বহে ধার ॥

শুনিয়া গোসাঞী তাঁরে কহেন তখন ।
সত্য বটে জগদ্গুরু শ্রীরাধারমণ ॥
কিন্তু তিনি কর্ম্মভার দিয়াছেন জীবে ।
[illegible]শা[illegible] সর্ব্ব কর্ম্ম হইবে করিতে ॥
কর্ম্ম না করিলে কৃষ্ণের কৃপা নাহি হয় ।
বিশ্বাস রাখিয়া কর্ম্ম কর তুমি তাঁর ॥
সময় হইলে ফল ফলিবে নিশ্চয় ।
চঞ্চল হইলে কোন কর্ম্ম নাহি হয় ॥
রাধিকার কামবীজ শ্রীরূপে আশ্রয় ।
রাধিকার অঙ্গে বটে জানিহ নিশ্চয় ॥
আপনার অঙ্গ দিয়া শক্তি সঞ্চারিল ।
চৌষট্টি রসে রাগ মোক্ষ যে করিল ॥
সেই রাগ তিন বাঞ্ছা শক্তিসঞ্চারণ ।
সেই রাগে পরকীয়া হইল জনম ॥
রাধিকার অঙ্গভূষায় শক্তিসঞ্চারণ ।
প্রেমের-ভাণ্ডার তাহে করিল পূরণ ॥
লীলাতে পনর রাগ দিয়া অঙ্গের ভূষণ ।
শিখিপুচ্ছ-চূড়া দিল যত আভরণ ॥
চৌষট্টি সখীর গুরু শ্রীরূপেতে কৈল ।
দুই রাগ একবস্তু বুঝিতে নারিল ॥
মোক্ষস্বরূপের গুণ কহা নাহি যায় ।
দৃঢ় করি ধর ওহে শ্রীরূপের পায় ॥
পুরুষ যোনি নাহি হয় সখি সিদ্ধ পায় ।
পুরুষের লিঙ্গ যোনি সঙ্গে না মিলয় ॥

রত্ন হেম মণিমুক্তা ছাউনি তাহার।
নারীর গতায়াত নাহি তাহে পুরুষের সঞ্চার ॥
কাম-সমযুক্ত নয় ভাব-আস্বাদ[illegible]।
এই মনে স্বপ্ন মানুষের শু[illegible] ম[illegible]
যেখানে শ্রীরূপের বাস্তব্য আশ্রয়।
তার মধ্যে শৃঙ্গার আছয়ে নিশ্চয় ॥
তার মধ্যে চন্দ্রকাশ চন্দ্র শেখরিণী[illegible]
তার মধ্যে শত কোটী চঁ[illegible]র ছাউনি ॥
তার মধ্যে শিখিপুচ্ছ দুই এক রহে।
সেখানে মর্ম্মস্থান কহি যে নিশ্চয়ে ॥
এক কৌপীন একমন করিতে পারয়।
রাধিকার উজ্জ্বল রাগ সিদ্ধি করয় ॥
শ্রীরূপের আশ্রয় হয়ে রাগসিদ্ধি করে।
তবে সখীসঙ্গ হয়ে যাইবার পারে ॥
অন্ধকার পথে তার গমনাগমন।
বৈধক ছাড়া স্থান বটে কহি বিবরণ ॥
মনেতে একান্ত করে দেখিতে পায় দূরে।
রাধিকার কামবীজ আশ্রয় করিবে ॥
নিষ্কামী সকামী নাহি প্রয়োজন।
নিষ্কামী হইলে পাবে শ্রীরূপ-চরণ ॥
নব স্ত্রী নব পুরুষ পরকীয়া ভাব।
চুম্বন আস্বাদন বিনে ব্রজে নাহি লাভ ॥
যদিস্যাৎ কৃষ্ণের বীর্য্য স্খলিত হইত।
পরকীয়া প্রকৃতি ভাব কেমনে জানিত।

এই পরকীয়া সূক্ষ্ম মানুষ করণ।
শ্রীরূপের বাক্য বটে জানিহ মনন ॥
রাগগুরু রূপের সাধন অন্যে নাহি হয়।
[illegible] সেই সে পারয় ॥
বিষের স্বরূপ রাগ বিষে অমৃত উঠয়।
দ্বাদশ সূর্য্যের কান্তি লোচন বুঝায় ॥
লোভময় হইলে আদি সব ত্যাগ করি।
গোপীসঙ্গে সখী হৈঞা মিলিবে কিশোরী ॥
নারীর জোটন অঙ্গনারী তবে হয়।
নারীসঙ্গে নারী হয়ে সঙ্গম করয় ॥
এই গুরুতত্ত্ব-কথা কারে না কহিবে।
আপনার মর্ম্মস্থান সেখানে রাখিবে ॥
সাধক হয়ে পরনারীর সঙ্গ না করিবে!
এইবাক্য শ্রীরূপের কহি আমি তবে ॥
দেহ রতি-শূন্য বিনে সাধন না হয়।
এইমাত্র রাগাত্মিকা কহিনু নিশ্চয় ॥
সূক্ষ্ম মানুষের পথে যেজন চলিবে।
শ্রীরূপের কৃপা তারে নিশ্চয় হইবে ॥
সামর্থার রূপে রাধার কামবীজ নিবে।
রাগ উজ্জ্বল সূক্ষ্মস্বরূপ করণ করিবে ॥
পরনারী দেখে যেন গোপীসম ভাব।
তবেত সাধকের রাগানুগা লাভ।
যেখানেতে গৌরবর্ণ স্বরূপ দেখিবে।
রাধিকার উদ্দীপন তাহাতে রাখিবে ॥

তিন লক্ষ গ্রন্থের চুম্বক করিয়া।
সাতশ পঞ্চাশ লোকের অভিপ্রায় লৈয়া॥
গোপনীয় কথা কৈলাম প্রকাশ না করিবে।
মনকে বুঝিয়া মন শ্রীরূপে [illegible]
রাধিকার কামচেষ্টা নাহি কোন কালে।
প্রেমাধিক আস্বাদন করয়ে অন্তরে॥
কৃষ্ণের কন্দর্প নয় রাধিকার কন্দর্প [illegible]
রাধিকার মুখাম্বুজে সর্ব্বসি[illegible] হয়।
সর্ব্ব মানুষের গুরু শ্রীরাধিকা সার।
দুই ভাব অঙ্গ কান্তি সাধন প্রচার॥
মানুষের করণ যে মানুষ করয়।
সূক্ষ্ম আর তাহে মানুষ দুই হয়॥
সিদ্ধ দেহে সূক্ষ্ম মানুষের হয় বাস।
এই হেতু রাগানুগা করিনু প্রকাশ॥
কুজন-মার্গে নাহি পাবে জানিহ কারণ।
সখীর নিশ্চয় ভাব অন্তরে ভাবন॥
অগাধ রাগের ভাব উদ্ভবে উঠয়।
রাধিকার প্রেমতত্ত্ব উদ্ভবে জানয়॥
গরল খাইয়া যেবা অমৃত করিবে।
করাত কণ্টক বন কিছু না মানিবে॥
পুরুষ দেহ হইতে হয় বাঞ্ছকরণ।
পুরুষ দেহ কৈছে হয় সখীর লক্ষণ॥
বীজের স্বরূপ যার স্থিতিযোনিস্বরূপ।
কৈছে রাগানুগা পাবে প্রেমের স্বরূপ॥

সখিদেহ-যোনি জেন পুরুষেতে নয়।
পুরুষের লিঙ্গ কভু যোনি না মিশয় ॥
রাগরূপে রাগের গুরু রাগ চেষ্টা করে।
[illegible] জানিহ অন্তরে ॥
অতি ম্লেচ্ছ অতি হীন রাগের করণ।
আপ্ত হৈলে নাহি পাবে বৃন্দাবন ॥
অতি [illegible]নে অতি বাস্তব্য সাধন ॥
আন মা[illegible]ন রুটি [illegible]রিবে ভক্ষণ ॥
কভু কৃষ্ণরসামৃত পান করি নিবে।
কভু যমুনার জল পান করি রবে ॥
কভু রাধাকুণ্ড স্থানে অমনি রহিবে।
কভু তমালের পত্র খাইয়া রহিবে ॥
কভু দশদিন উপবাস করিবে।
রাধিকার প্রেমচেষ্টা পূরণ করিবে ॥
এইরূপে সাধ্য-সাধনের গূঢ় সার।
গুরুকৃষ্ণ বৈষ্ণব একোৎপত্তি আর ॥
সর্ব্ব ব্রজ-রমণীর করি চরণ-বন্দন।
রাধার কৃপায় কৈলাস রাগের করণ ॥
নাম গ্রন্থে বাক্য দিলে বড়াই হইবে।
রা অক্ষর বুঝিলে সব গুণাগুণ পাবে ॥
কাম-স্বরূপ রাধা সফল পূরণ।
ইহাতে বুঝিলে পাবে রাধার চরণ ॥
শুনিয়া অজিত বাবুর নয়ন ঝরিল।
গোঁসায়ের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করিল ॥

পত্নীসহ মহানন্দে সাধন করে।
গোসাঞী ফিরিয়া গেল ব্রজরাজপুরে॥
সেথায় যাইয়া শ্যামের প্রাঙ্গনে গিয়া।
দুই কর যুড়ি কহে শ্যা [illegible]॥
মন্দিরসহ চল প্রভু গো[illegible]জাতে।
শ্যাম-বাজার বলে নাম থুইব এবারে॥
চরণ সেবিবে দাস এই আ[illegible]ন।
বলিতে বলিতে জলধারে [illegible]॥
হেনকালে স্বপ্নযোগে কহিলেন শ্যাম।
ব্রজরাজপুর ছেড়ে যাবনা কখন।
দুর্গার প্রতিমা-পূজা করগে সেথায়।
অন্নপূর্ণা বাঁধা রবে তোমার আলয়॥
সপ্তমী, অষ্টমী আর নবমী দিবসে।
এই তিন দিন রব আশ্বিন মাসে॥
অষ্টমীতে মহাক্ষণ যখন হইবে।
দুর্গাতে রাধার ভাব দেখিতে পাইবে॥
শুনিয়া গোসাঞীর তন্দ্রাভঙ্গ হইল।
কৃতাঞ্জলি হৈয়া বহু স্তব স্তুতি কৈল॥
তারপর ফিরি যান আপনার পুরে।
দুর্গাপূজা কৈল তথা কিছুদিন পরে॥
বিজয়া দশমী দিনে কৈল দুর্গা মায়ে।
সদর দুয়ারে মাগো রাখিনু তোমারে॥
রাবণের দ্বারে যেমন প্রহরী ছিলে।
আমার সন্তানগণে তেমতি রক্ষিবে॥

'তথাস্তু' বলিয়া দুর্গা কৈল ধীরে ধীরে।
বারমাস বাঁধা রৈনু আমি তব পুরে॥
কিন্তু যবে অনাচার হবে এ ভবনে।
আত্মীয় কলহ করিবে রাত্রি-দিনে॥
[illegible] যাব ত্যজি এই স্থান।
বলিতে বলিতে দেবী হৈল অন্তর্ধান॥
এই সব শ্যাম-লীলা যে করে শ্রবণ।
[illegible]নে গোবিন্দ মাগে তাহার চরণ॥

উদয় সিংহের কথা।

তেরশ পনের সনে, [illegible]বণ-[illegible]ন,
রাত্রি দেড় প্রহর সময়।
গ্রাম নিস্তব্ধ হইল, [illegible] প্রায় নিদ্রা গেল,
জাগরিত কে[illegible] নাহি[illegible]
গেল রাম গোস্বামী, [illegible]হেব তলব জানি,
গৃহ হইতে গেলেন বাহিরে।
কি জানি শ্যামের মন, বুঝিবেক কোন জন,
টানি তখন লইল তাঁহারে॥
সেথায় যাইয়া দেখে, দরজার সন্নিকটে,
একটী লোক আছে দাঁড়াইয়া।
দুইখানি ঝাঁজ ঘড়ি, আছে সেইখানে পড়ি,
তাই গোসাঞী কহে আশ্বাসিয়া॥
কে তুমি কেন এথা, দাঁড়ায়ে রয়েছ একা,
ঝাঁজ ঘড়ি কেন বা পড়িয়া।
উদয় কহে ধীরে ধীরে, দুই কর যোড় করে,
নয়নাশ্রু যায় গড়াইয়া॥
জাতিতে ক্ষত্রিয় হই, চুরি করিয়া খাই,
যত সব ঠাকুর বাড়ীতে।
এই পাটের শিষ্য প্রভু, বিদ্যা বুদ্ধি নাই কিছু,
বাড়ী মোর কুলমুড়া গ্রামে॥

পনর দিবস পূর্ব্বে, এসেছিনু এই পুরে,
করেছিলাম শ্যাম দরশন।
দেখি বহু অলঙ্কার, লোভ হইল আমার,
তাহে মন হইল উচাটন॥
[illegible] দেখি [illegible] সবার, ফিরিয়া গেলাম ঘর,
পুনঃ আজ আসি সন্ধ্যাকালে।
আরতি দর্শন করে, শ্রীরাস মণ্ডপোপরে,
কিছুক্ষণ ছিলাম বসিয়ে॥
অসাড় হই[illegible] গ্রাম, আইলাম এই স্থান,
তালা ভাঙ্গি সিঁধ কাটি দিয়ে।
তারপর শ্রীমন্দিরে, প্রবেশ করিনু ধীরে,
গেলাম প্রভুর শয্যার নিকটে॥
গহনা খুলিতে যখন, কৈলাম বাহু প্রসারণ,
তেন কালে আগুনের শিখা।
দাউ দাউ করি উঠি, তাহে মোর আঁখি দুটি,
তৎক্ষণাৎ গেছে অন্ধ হইয়া।
তাই ভয় পেয়ে আর, প্রভু-শয্যার পর,
হস্ত নাহি সংযোগ করিনু।
ঝাঁজ ঘড়ি লাগিল হাতে, তাহা লয়ে দরজাতে,
আস্তে আস্তে ফিরিয়া আইনু॥
এখনও চক্ষের দোষ, হয় নাই নিঃশেষ,
তাই এথা আছি দাঁড়াইয়া।
বলিতে বলিতে তার, চক্ষে বহে শতধার,
বক্ষঃস্থল যায় ভাসিয়া॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে, গোসাঞী কহে কেবা জানে,
কোন ছলে কহিতেছে বাণী।
এ হেন চোরের কথায়, বিশ্বাস করা ঠিক নয়,
তাই তথা কৈল উচ্চ [illegible]
শুনি গ্রামবাসীগণ, [illegible] লেন
কৈল চোর আছে কোনখানে।
কেহ চড় তুলে রোষে, কেহ [illegible] ড়ে
কেহ কেহ জিজ্ঞাসে [illegible]তনে ॥
সেবাইত পীতাম্বর, কৈল কিছুক্ষণ পর,
মন্দির হ'তে বাহির হইয়া।
প্রভুর যা' অলঙ্কার, কিছু নেয় নাই চোর,
সব আমি দেখিনু গণিয়া ॥
শুনিয়া সবার প্রাণ, ঘটস্থ হইল তখন,
ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন চোরে।
সব কথা তার মুখে, শুনিয়া সকল লোকে,
জয় শ্যাম বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥
প্রভুর স্নান-জল যবে, দিলেম চোরের চোখে,
দৃষ্টি-শক্তি পাইল তখন।
আশ্চর্য্য মানিল সবে, জয় শ্যাম বলে মুখে,
উদয় সিংহের ঝরে দুনয়ন ॥
বলে—প্রভু, কারাগারে, পাঠাইতে হ'বে মোরে,
নৈলে পাপ হবেনা মোচন।
বলিতে বলিতে তাঁর, দুই গণ্ডে বহে ধার,
মূর্চ্ছা হৈয়া পড়িল তখন ॥

গোস্বামীরা চারি ধারে, বাতাস করয়ে তারে,
ক্ষণ পরে চেতন পাইল।
একান্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বে, চোরের সে কথা-মতে,
[illegible] পাঠাইয়া দিল ॥
[illegible] বাবু, [illegible] বুঝিতে না পারে কিছু,
আরতি [illegible] চোরের মুখে সব কথা শুনে।
শেষ তার [illegible] হইয়া বিষাদ-চিত,
একমাস [illegible] দিল কারাগারে ॥
তারপর মুক্ত হয়ে, ব্রজরাজপুরে গিয়ে,
পায়স ভোগ দিল শ্যামচাঁদে।
সেই দিন হ'তে তার, দুই গণ্ডে বহে ধার,
জয় শ্যাম বলে সদা মুখে ॥
তার মাস দশ পরে, রাধাশ্যামের কৃপাভরে,
গেল সে বৈকুণ্ঠ নগরে।
দেখিয়া দাস গোবিন্দ, কহে ওহে মাধব,
কবে কৃপা করিবে আমারে ॥

ব্রজরাজপুরে কালিদহ

তেরশ বাইশ সালে শ্রাবণ মাসেতে।
পূর্ণ সে রাত যায় স্নানে বেনেপুকুরেতে ॥
পূজার সময় অতীত হয়েছে তখন।
তাই বহু তাড়াতাড়ি করিলেন স্নান ॥

ফিরিয়া আসিয়া প্রভুর মন্দিরে গেল।
শুদ্ধচিত্তে পূজা-পালা করিতে লাগিল॥
হেনকালে জলের ঘড়ার ভিতর হইতে।
একটি কালী মূর্ত্তি পাইল দে[illegible]॥
মহীরাবণের পুরে ছিল যেই মূর্ত্তি॥
সেইরূপ দেখি তার মনে হইল স্ফূর্ত্তি।
গ্রামবাসীগণে সবে ডাকি[illegible]
মনে মনে চিন্তা তখন করিতে লাগিল॥
আজ কালীদহে কালী হয়েছে উদয়।
বেনেপুকুর বলে যেন কেহ নাহি কয়॥
হায় হায় এই মোদের গুপ্ত বৃন্দাবন।
প্রকাশ হইবে কবে হে রাধারমন॥
গুপ্তভাবে আছে কেন করহ প্রকাশ।
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কয় গোবিন্দ দাস॥

বল দেখি শ্যাম সেদিন কবে হবে!
এই গুপ্ত বৃন্দাবন মোদের প্রকাশ হইবে॥
এখন দেখি যত কিছু, ভাল নাহি লাগে প্রভু
(আমার হে)
সেই পূর্ব্বস্মৃতি দিবানিশি জাগিছে হৃদয়ে॥
শ্রীমথুরানন্দ কোথা, কোথা আমার কণকমাতা, (শ্যামহে)
কতদিনে তারা পুনঃ প্রকাশ হইবে॥

সেই শক্তি প্রকাশিয়ে, ধলভূম উদ্ধারিবে (কবে হে)
দেশের অবস্থা দেখে বাজিতেছে বুকে ॥
দাস গোবিন্দ মূঢ়মতি, নাহি কিছু শ্রদ্ধা ভক্তি (শ্যামহে)
[illegible] কৃপা তোমায় করিতে হইবে ॥

— —

আরতি [illegible]

[illegible] প্রভুর লীলা কে পারে বর্ণিতে।
যে কিছু কহিয় গুরুবৈষ্ণব-কৃপাতে ॥
শুদ্ধাশুদ্ধ দোষগুণ না করি বিচার।
নিজ কৃপাগুণে ক্ষমা করিহ আমায় ॥
যে রূপে প্রকাশ কৈলাম শ্যামলীলাগ্রন্থ।
সেসব কহিলা মোরে শ্রীমথুরানন্দ ॥
স্বপনে কহেন প্রভু বাণীকৃষ্ণ-সুত।
আবেশে লিখিনু তাই এ শ্যাম-চরিত ॥
প্রমাণাদি দেখাইতে নাহি বিদ্যাবুদ্ধি।
সেই ভয়ে সদা মোর ঝরে আঁখি দুটি ॥
সাধন-ভজনে নাহি অনুরাগ মোর।
কি হবে উপায় তাই ভাবিয়া আকুল ॥
শ্রোতা বক্তা সবে মোরে করিবেন দয়া।
অধম বলিয়া ভাই করিও না ঘৃণা ॥
নাম বিনা কালকালে আর গতি নাই।
শয়নে স্বপনে যেন সেই নাম গাই ॥
হায় হায় কৃষ্ণনাম বিনে সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই যম আছে পিছে ॥

বিষম তাড়না যমের নাহিক নিস্তার।
কেশে ধরি ডুবাইবে নরক-মাঝার॥
লোহার মুদ্গর দিয়া পিটিবেক শিরে।
সেদিন কে রক্ষা বল করিবে [illegible]
বিপদতারণ মোর শ্রীশ্যামসুন্দর [illegible]
বিপদের কালে হায় কেহ নাহি আর [illegible]
তাই বলি করযোড়ে মিনতি [illegible]
রাধাশ্যাম নাম গাও সকলে মিলিয়া
রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ বল বার বার।
রাধেশ্যাম রাধেশ্যাম জপ অনিবার॥
পাপ তাপ দূরে যাবে রবেনা বিকার।
আসিতে হবে না আর এ পাপ সংসার॥
মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে ভুলে থাকা কেন।
ভাবিয়া দেখিলে মনে হইবে চেতন॥
ভাই বন্ধু সুত দারা কেবা আপনার।
মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি সকলই আঁধার॥
মরা বলে ফেলে দিবে শ্মশান-কিনারে।
ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে মাংস শৃগাল-কুকুরে॥
সেদিন কি হবে একবার ভাব দেখি ভাই।
কি হবে উপায় মোর ভাবিয়া না পাই॥
দুদিনের তরে আসি অনিত্য সংসারে।
আমার আমার বলে সদা পড়িতেছি ফেরে॥
কেউ কারো নয়রে ভাই কেউ কারো নয়।
মায়ার কুহকে হায় সতত নাচায়॥

হায় হায় মায়াপাশ এড়াইবে যদি।
রাধাশ্যাম নাম সবে গাও নিরবধি ॥
নামের সমান ভাই কিছু নাই আর।
[illegible] কৃষ্ণ [illegible] মন্ত্র কলুষ-সংহার ॥
[illegible] চিন্তা [illegible] হে প্রেম হয় তায়।
[illegible] বিনা সুখ-শান্তি পাইবে কোথায় ॥
[illegible] সদা কাঁদিতে কাঁদিতে।
রাধা[illegible]মে প্রেম[illegible] ছুটুক জগতে ॥
জয় রাধা রা[illegible] গোবিন্দ বল জয়।

সমাপ্তম্।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

দুঃখিনী গোবিন্দ দাস নিতান্ত অ[illegible] পরি[illegible]র ঝোলা স্কন্ধে করিয়াছে। তাহার অভাব-পূ[illegible]রূপ চেষ্টা করিয়াও এ পর্য্যন্ত কোন প্রতি[illegible] করি[illegible] পারিয়া ভিক্ষা-কর্ম্মে ব্রতী হইয়াছে। [illegible]শা, [illegible] মহান্ ব্যক্তির কৃপা দৃষ্টি হইলে অনায়াসে একজন দুঃখীর দুঃখ-বিমোচন হইবে।

দুঃখিনী গোবিন্দদাস কিসের জন্য অনাথিনী? চারিটী অন্নের জন্য? না—যতদিন পর্য্যন্ত পুকুর, খাল, বিল, নদ-নদীর জল, বৃক্ষের ফল, পাতা, লতা প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত গোবিন্দদাসগণ খাওয়ার জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইবে-না। তবে কি বস্ত্রের জন্য?—না, তাও নয়। শ্মশানে, মশানে যে সকল জীর্ণ বস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্দ্বারা তাহাদের সে অভাব পূরণ হইতে পারে। তবে কি স্থানাভাব? না—পর্ব্বত-গুহা, বৃক্ষচ্ছায়া, দেব-দেবীর মণ্ডপ তাঁহাদের চিরদিন খাসদখলে থাকিবে। এতদ্ব্যতীত যাহারা গোবিন্দ-দাস, তাহাদের খাইবার প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণনামামৃতপানে সকল জ্বালা দূরীভূত হয়। অষ্টসাত্ত্বিকভাব-অলঙ্কার পাইলে আর বসন-ভূষণের প্রয়োজন হয় না। কৃষ্ণকল্পতরুর মূলে বিশ্রাম লভিলে আর অন্য স্থানে যাইবার ইচ্ছা হয় না।

তবে কিসের অভাব? যাহার জন্য বর্ত্তমান ভারতে আজ হাহাকার শব্দ উঠিয়া গিয়াছে, দুঃখিনী গোবিন্দ দাস সেই শান্তি-

দেবীর আগমন-প্রতীক্ষায় কাঙ্গালিনীর বেশে তাহারই আশাপথ-পানে চাহিয়া রহিয়াছে।

"কোথায় সেই শান্তিদেবী! জানকি সন্ধান?"

অনিত্য বস্তুতে [illegible] হইলে কখনও শান্তিদেবীকে লাভ করিতে [illegible] যে [illegible] নিত্যবস্তু লাভের আকাঙ্ক্ষা হইবে, সেইদিন [illegible] নয়নে নিপতিত হইবে। নিত্য-বস্তু কি? [illegible] অনি[illegible] কি? যাহা স্বভাবের কুসুম—তাহাই নিত্য বা চির[illegible]। আর যাহা পরভাবের কুসুম—তাহা অনিত্য বা ক্ষণস্থায়ী।

স্বভাবের কুসুম কি? "স্ব-শব্দে আপন,"—আমি কে? কৃষ্ণ-নিত্যদাস। কর্ম্ম কি? তাঁহার সেবা করা। ইহাই আমার স্ব-ভাব, আর তাহা ভুলিয়া গিয়া কাম ক্রোধাদির বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়ের সেবা করাই পরভাব। তাহা হইলে আমার স্বভাবের কুসুম কে?—যে গোবিন্দ-চরণ লাভ করিতে পারিয়াছে। আর পরভাবের কুসুম কে?—যে ইন্দ্রিয়ের পদতলে লুণ্ঠিত। তফাৎ কি? যে কুসুম গোবিন্দ-চরণ লাভ করিতে পারিয়াছে, তাহাতে কোন রসাদি না থাকিলেও তাঁহার চরণপদ্ম হইতে মধুকর আসিয়া মধুর সঞ্চার করিবে। তখন সেই মধুপানে যে কত সুখ, কত শান্তি, তাহা সেই অলিরাই জানে। আর যে কুসুম ইন্দ্রিয়ের পদতলে লুণ্ঠিত, তাহাতে মধু চাহিলে পাইবে কোথায়? তিক্ত-রস! তাহা পান করিতে গেলেই অশান্তি।

সেই শান্তিপতি শ্রীগোবিন্দ কোথায়? কি করিলে তাঁহার চরণপদ্ম লাভ হইবে। চিন্তার অতীত, জ্ঞানের অগোচর, সাধনার ধন!

ব্রাহ্মণরূপে, বৈষ্ণবরূপে, বিগ্রহরূপে, শ্যাম আমার চারিযুগে প্রকট রহিয়াছেন; যিনি ভক্তিডোরে বাঁধিতে পারিয়াছেন, তিনিই সচ্চিদাসনে পরমানন্দে কাল[illegible]পাত করিতেছেন।

ভক্তি কি ?—সম্বন্ধসূচক ভা[illegible]বাৎসল্য, মধুর এই চারিরসের যে কোন[illegible]হার উপাসনা করিলেই শ্যামল সুন্দর ত[illegible]টানিয়া লইবেন।

বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ ভাবু[illegible]ও অনেক রহিয়াছেন। ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সর্ব্বদাই প্রচার করিতেছেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ শান্তিরাজ্য স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাহার প্রধান কারণ, যিনি পৈতৃক ধনে বিসর্জ্জন দিয়া স্বোপার্জ্জিত ধনে ধনী হইতেছেন, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ পুরুষ বলা যায় না। পৈতৃক সম্পত্তি বজায় রাখিয়া যিনি আরও বিস্তার করিতে পারেন, তিনি উত্তম পুরুষ। পিতার সমস্ত সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিলেও তাহাকে মধ্যম পুরুষ বলা যায়। তাহাও যদি কেহ সম্পূর্ণ রক্ষা করিতে না পারে, সেই অধম।

বর্ত্তমান সময় আমাদের কুলগুরু ব্রাহ্মণগণের উপর তত্টা আস্থা নাই। পতিতপাবন বৈষ্ণবগণের সে আদর নাই। সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহের সেবাতো প্রায় উঠিয়া যাইতেছে। তবে আর শান্তিদেবী কোথায় স্থান পাইবেন?

শান্তিপুর-রায় শ্রীঅদ্বৈতের চরণে আশ্রয় লইয়া দুঃখিনীর প্রাণ শীতল করিয়াছে। কিন্তু যখন ভারতবাসীর ঘোর আর্ত্তনাদে সেই শীতলবারি আলোড়িত হয়, তখন তাহাও উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তবে আর সে সুখ কোথায়?

শ্রীশ্রীদাসগদাধর-পৌত্র শ্রীমথুরানন্দ গোস্বামী যখন প্রাণ-কানাইকে ধলভূমে লইয়া আসেন, তখন পাতড়ার রাজা জগন্নাথ ঢোল তাঁহার রাজ্যের এক আনা দেবত্তর দিয়া শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করেন। আজ [illegible] বংশধরগণ সেই ভূমি পঞ্চকি ব্রহ্মত্তর করি [illegible] হইবে [illegible] বি[illegible]য়, হস্তান্তরাদি দ্বারা তাহা দিনে দিনে [illegible] কিন্তু বিগ্রহের সে শক্তি এখনও লোপ পায় নাই। [illegible]-ভক্তির জোরে তিনি এখনও প্রত্যক্ষ বিরাজ করিতেছেন।

এইরূপ স্থানে স্থানে যতগুলি প্রাচীন শ্রীবিগ্রহ দৃষ্ট হয়, সকলের মধ্যেই সেই শক্তি পূর্ণভাবে প্রকাশমান। তবে তাঁহাদের সেবা পড়িয়া যাইতেছে কেন? সেবাইতের অভাবে। তবে কি এখন সেবাইত নাই? আছেন।—অপ্রকটভাবে। গোবিন্দের সেবা করিয়া যাঁহারা গোস্বামী-খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কি কখন সে ভালবাসার অন্তরালে থাকিতে পারেন? ব্রহ্ম-বিষয় উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা ব্রাহ্মণ হইয়াছেন, তাঁহারা কখনও সে সুখ পাশরিতে পারিবেন না। বৃন্দাবনে বাস করিয়া যাঁহারা বৈষ্ণব নাম ধারণ করিয়াছেন, তাহারা গোপীবল্লভের পদপল্লব ছাড়া হইয়া একতিলও থাকিতে পারেন না। তবে আর অশান্তি কিসের? তাঁহাদের করুণার অভাবে। ভারতবাসী যদি সেই শান্তিদেবীকে লাভ করিতে চান, ভারত-সিংহাসনে তাঁহাকে বসাইতে চান, তবে ঐ তিন স্থানে অনুসন্ধান করুন।

গোস্বামিগণ এই তিনের মূল। তাঁহাদের চরণতরি পাইলে শান্তি-পুরে যাইতে আর কোন কষ্ট হইবে না। গোবিন্দ তাঁহাদের বাধ্য! ভারতবাসী তাঁহাদের চরণে বিক্রীত। সুতরাং

তাঁহারাই ভারতের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। তাঁহাদের ভারতী সম্প্রদায়রাই শান্তিরাজ্যের সৈন্য।

নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, শ্রীনিবাস, গদাধর, শ্রীজীব অভিরামাদির শিষ্য-প্রশিষ্যের সমষ্টি করিতে গেলে দেখা যায়, ভারত-নর-নারীর ই অংশ তাঁহাদের আশ্রিত। তাঁহা[illegible] নিয়া চলিত, তাহা হইলে ভারতে[illegible]। অশান্তির পীড়নে আজ চীৎকার ক[illegible]

এখনও সময় আছে। চৈতন্য[illegible] পরিছ সম্পূর্ণ গ্রাস করিতে পারে নাই। যখন সেই গোস্বামীপ্রভুদের প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ এখনও সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তখন সেই প্রভুরাও তাঁহাদের পদপল্লবে ঢাকা রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে কে?

দুঃখিনী গোবিন্দদাসের প্রার্থনা—প্রভু-সন্তানগণ! জাগিয়া উঠুন! ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষা করুন! শ্যামসুন্দরের পদপল্লবের তল হইতে মথুরানন্দ গোস্বামীপ্রভু ঈষৎ টলিয়াই এই ভিক্ষার ঝোলা লইতে ইসারা করিয়াছেন। ঝোলা স্কন্ধে লইয়া বিশ্বের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতেছি। ভিক্ষালব্ধ অর্থদ্বারা গদাধর চতুষ্পাঠী স্থাপন হইয়াছে। শ্রীগুরু ও বৈষ্ণবের ইচ্ছা হইলে সেই সকল ছাত্রদিগকে ভক্তিশাস্ত্র ও সাধন-রহস্য দেখান হইবে। তখন তাহারা গোবিন্দ-সেবায় নিযুক্ত হইবে ও স্ব স্ব শিষ্যকে বশে আনিতে পারিবে। এইরূপভাবে প্রত্যেক শ্রীপাটে অন্ততঃ একজন করিয়া কর্ম্মীর প্রয়োজন হইয়াছে। তাঁহারা বাহিরের গুরু না সাজিয়া ভিতরের গুরু হইয়া বসিলেই দাস গোবিন্দের দুঃখবিমোচন হইবে।

ইতি—

গ্রন্থকার।